মাসুদ রানা
প্রতিহিংসা
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুইখণ্ড একত্রে
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা - ৫১, ৫২

প্রতিহিংসা

দুই খণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

কে বলে রানা বুদ্ধিমান?
যদি তাই হোত, জেলের ভাত
খেতে হোত না ওকে ছয় মাস।
কে বলে রানা কৌশলী?
যদি তাই হোত, পা দিত না সে
নোরমা গোনজালিসের মরণ ফাঁদে।
কে বলে রানা মহৎ-হৃদয়?
যদি তাই হোত, এমন ভাবে
জ্বলত না সে প্রতিহিংসার আগুনে!
আসলে ও আমাদের মতই
সাধারণ এক মানুষ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ৫১, ৫২

প্রতিহিংসা ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

মাসুদ রানা

প্রতিহিংসা

[দুই খণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

উনচল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-7051-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭
পঞ্চম মুদ্রণ: ২০০০

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
PROTIHINGSHA
(Part I&II)
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
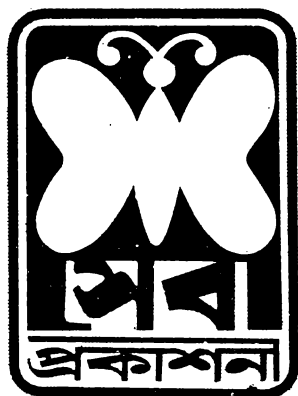
প্রতিহিংসা-১ ৫–৯৭
প্রতিহিংসা-২ : ৯৮–১৯২

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-	৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-	৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৬/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-	৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	২৯/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-	৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-	৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-	৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-	৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-	৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-	৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-	৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-	৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-	৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-	৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৫৮/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-	৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-	৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-	৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-	৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-	৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-	৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৩৭/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪০/-	৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-	৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-	৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-	৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-	১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-	১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-

১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১১৩-১১৪ অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ ৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৩২-১৫৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৪৪/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) ৫০/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া ৪৬/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কুচক্র ৪৭/-
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) ৬২/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৫৩/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী ১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৪৮/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৪৮/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩[illegible]/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৪৬/-
২[illegible]-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪১/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৪৭/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪২/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৩৮/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪০/-

প্রতিহিংসা-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭

এক

ফ্লোরেন্স সিটি। ইটালী।

গির্জার চূড়ায় ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা। সকাল দশটা।

সেন্ট্রাল প্রিজন বিল্ডিং-এর প্রকাণ্ড গেটের কপাট দুটো খুলে গেল ধীরে ধীরে। গেট খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে রাস্তায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কুকুরটা চোখ মেলল মাথা উঁচু করে। পাছে আচমকা লাথি মেরে বসে কেউ।

কুকুরটার দিকে চাইতে চাইতে গেটের বাইরে মুক্ত অঙ্গনে পা রাখল নিষ্ঠুর চেহারার এক পুরুষ। লম্বা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। রোদে পোড়া আকর্ষণীয় তামাটে রঙের ছোঁয়াচ সারা শরীরে। সুদর্শন। তীক্ষ্ণ চোখ দু'টিতে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। মাথার হ্যাট আর আজানুলম্বিত কোটে অদ্ভুত মানিয়েছে ওকে।

মাসুদ রানা।

বাঙালী। বর্তমানে ইটালীর সিটিজেন।

জেলের বাইরে কাউকে না দেখে একটুও অবাক হলো না রানা। কেউ তাকে রিসিভ করতে আসবে না, সে জানে। একজন আসতে পারত। সে নিজেই কড়া ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছে তকে। অতএব আসেনি কেউ।

বুক ভরে শ্বাস নিল রানা। মুক্ত বাতাস। ছ'মাসে পৃথিবীটা কি অনেক বদলে গেছে? জীবন ঠিকই চলেছে এই ছ'মাস? তাই তো মনে হচ্ছে। ওকে ছাড়াই কেটে গেছে সবার দিন। সত্যি, জীবন থামে না কখনও।

আপাতত পকেটে একটা ফুটো পয়সাও নেই। যেতে হবে মাইল পাঁচেক। জেল-কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিয়ম মাফিক কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল ওর হাতে—নেয়নি ও। ওরেবলি পার্কে নিজের ছোট্ট বাংলোটার কথা মনে পড়ল ওর। ম্যাগনোলিয়া গাছটা কি এখনও আছে? ফুল ধরেছে ওটায়?

হাঁটতে বেশ ভালই লাগছে রানার। হাঁটতে হাঁটতে জেলখানার উত্তরে চলে এল সে। লা ক্যাপানিনা সুইমিং ক্লাবটা দেখা যাচ্ছে। স্নানার্থীদের ভিড়ে ক্লাবের ভিতরটা নিশ্চয়ই জমজমাট হয়ে উঠেছে এই সময়ে। সবাই যে যার মত মজাতেই আছে। ছয়টা মাস খসে গেছে শুধু ওর জীবন থেকে। অমূল্য ছয়টা মাস!

প্রায় নির্জন রাস্তা, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল কম। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আধ মাইল এসেই চমকে পিছন ফিরল রানা রাস্তার উপর টায়ার ঘষার তীক্ষ্ণ আওয়াজে। জোরে গাড়ির ব্রেক চেপেছে কেউ। আকাশ-নীল

রঙের একটা গাড়ি স্কিড করে থামল রানার পাশে। বুইক সেঞ্চুরী। জানালার কাঁচ নেমে গেল আস্তে আস্তে।

'হাই, রানা...'

ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল রানা। বুইকের ড্রাইভিং সীটে বসে আছে প্রকাণ্ডদেহী এক পুলিস অফিসার। আবার? আবার কি ফাঁসাতে চায় ওরা? আবার কোন ছুতোয় জেলে ভরতে চায় ওকে?

'উঠে পড়ো গাড়িতে। কুইক!' জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল অফিসারের মুখটা। এক চোখ সামান্য ট্যারা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে অফিসার। একটা সোনা বাঁধানো দাঁত ঝলসে উঠল রোদ লেগে। 'কি হলো? চিনতে পারছ না?' হাঁক ছাড়ল লোকটা।

চিনতে ঠিকই পেরেছে রানা। এদিক-ওদিক তাকাল সে। উপায় নেই, উঠতেই হবে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বসে পড়ল সে অফিসারের পাশে। বসেই হাতঘড়ির দিকে চাইল একবার। ছয়টা মাস। জীবন থেকে ছ'টা মাস ঝরে গেছে। এই ছয় মাস কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না ওকে। এই খাকী পোশাক পরা কয়েকটি অফিসারই দায়ী এজন্যে। আর–আর সেই সিসিও গোনজালিস!

ছুটে চলল বুইক সেঞ্চুরী।

'এবার কিসের অভিযোগ?' প্রশ্ন করল রানা। 'কি ধরনের কেস সাজানো হয়েছে এবার?'

হো হো করে হেসে উঠল অফিসার। প্রাণখোলা হাসি।

'আমাকে চিনতে পারোনি, বন্ধু। আমি ড্যানেস হফম্যান। একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিল। একমাত্র ব্যক্তি যে বিশ্বাস করেছিল তোমার প্রতিটি কথা। এবং সেই কারণেই আজ তিন ধাপ টপকে আমি সিটি পুলিসের ক্যাপ্টেন।'

কথাটা বিশ্বাস করবে কি অবিশ্বাস করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না রানা। লোকটার হাসির মধ্যে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে তীক্ষ্ণতর হলো ওর চোখ দুটো। নাহ্, বিশ্বাস সে আর কাউকে করবে না। বিশ্বাস করতে গিয়েই ঠকে গিয়েছে সে, জেলের ভাত খেতে হয়েছে ওকে ছ'মাস। ইটালী-পুলিসকে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না সে আর। এমনভাবে জালে আটকা পড়েনি সে আগে কখনও।

ছায়াছবির মত ভেসে উঠল ঘটনাগুলো ওর চোখের সামনে।

আজ থেকে ঠিক আট মাস আগে ফ্লোরেন্সের মাটিতে পা রেখেছিল সে একটা জাল পাসপোর্ট, গোটা কয়েক পেপার কাটিং, আর ব্রীফকেসের লাইনিং-এর মধ্যে লুকানো দশ হাজার ডলার সম্বল করে। বাংলাদেশ এমব্যাসির প্রচ্ছন্ন সহায়তায় একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি ওর। ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে নামী পত্রিকা 'ডেইলি টাইমস'-এর স্টাফ রিপোর্টারের চাকরি পেয়েছে সে সাতদিনের চেষ্টাতেই। পত্রিকার কর্ণধার ও মালিক কোটিপতি

সিসিও গোনজালিস অবশ্য নতুন লোক নিতে গাঁইগুঁই করেছিল একটু, কিন্তু নিউজ এডিটারের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। পনেরো দিনের দিন ঝকঝকে একটা মরিস ম্যারিনা কিনে ফেলল রানা, বাড়ি ভাড়া নিল শহরের অত্যন্ত ভদ্র এক এলাকায়। শুরু হলো কাজ।

রেড ড্রাগনের পিছনে লেগেছে সে এবার। কুখ্যাত মাফিয়ার একটা অঙ্গদল। ইউরোপ-আমেরিকার সর্বত্র এদের অসীম ক্ষমতা। হেডকোয়ার্টার যদিও ডেট্রয়েটে, প্রত্যেক দেশেই অত্যন্ত শক্তিশালী নেটওঅর্ক রয়েছে ওদের। বাংলাদেশে যে স্মাগলিং চ্যানেলটা কাজ করছে, জানা গেছে, সেটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে ফ্লোরেন্স থেকে। রানাকে পাঠানো হয়েছে এজেন্টদের তালিকা সংগ্রহ করতে। পইপই করে বলে দেয়া হয়েছে কোন অবস্থাতেই যেন এই কাজের বাইরে অন্যকিছুর সাথে না জড়ায়। যেটা বারণ করা হয়েছিল ঠিক সেই ভুলটাই করে বসেছিল সে—তেল দিতে গিয়েছিল অন্যের চরকায়। ফলটাও ভোগ করতে হয়েছে হাতে-নাতে।

কি দরকার ছিল? ওকে যে-কাজে পাঠানো হয়েছিল সেটা তো সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হয়েই গিয়েছিল; চুপচাপ কেটে পড়লেই হত ফ্লোরেন্স থেকে। তা নয়, ভূতে কিলিয়েছিল তখন ওকে।

প্রথম দিন থেকেই যাতায়াত শুরু করেছিল রানা হোটেল লা টেরাজোয়। হোটেল-কাম-হোলনাইট বার। রাতে বিরাট জুয়ার আড্ডা বসে ওখানে। দুর্ধর্ষ রেড ড্রাগনের স্বর্গপুরী ওটা—শুধু এই তথ্যটুকু ছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না তখন ওর।

সবার নজরে পড়তে ওর বেশি সময় লাগেনি। নিয়মিত যাতায়াত করেছে রানা হোটেল লা টেরাজোয়। একে-ওকে-তাকে প্রচুর ড্রিঙ্ক অফার করে সাতদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সে ওখানে। তাসের টেবিলে কয়েক রকমের জোচ্চুরি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সবার। হাই স্টেকে ফ্ল্যাশ খেলায় যার-তার কাছে প্রচুর টাকা হেরে নজর কেড়ে নিয়েছে সকলের।

ফ্লোরেন্সে পদার্পণের বিশ দিনের দিন টের পেয়েছে রানা, লক্ষ করা হচ্ছে ওকে। গ্রীন জ্যাকেট আর স্ট্রাইপ গেঞ্জি পরা দুজন লোক সর্বক্ষণের জন্যে লেগে গেছে ওর পিছনে, লক্ষ করছে ওর গতিবিধি। যেচে ওদের সাথে আলাপ করেছে রানা। পাঞ্জায় হেরে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে বিশালদেহী গ্রীন জ্যাকেটের। আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে ওরা হুইস্কির গ্লাস ঠোকাঠুকি করে। পরিচয়ের তৃতীয় দিনেই মাতাল অবস্থায় পকেট থেকে পত্রিকার কাটিং বের করে দেখিয়েছে ওদের রানা। বাংলাদেশের দুটো ইংরেজি পত্রিকা—তিন কলাম ছ'ইঞ্চি জুড়ে রয়েছে রানার ছবি। নিচে লেখা: একে ধরিয়ে দিন!

ঠিক একমাস চারদিনের দিন কয়েক রকম পরীক্ষার পর রেড ড্রাগনের টেম্পোরারি সদস্য করে নেয়া হলো রানাকে। দেড় মাসের মাথায় জাল নোট থেকে সরিয়ে স্মাগলিং ডিভিশনে কাজ দেয়া হলো ওকে। কাজেই বাকি

পনেরো দিনের মধ্যে একটা তালিকা তৈরি করে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ওকে। বাংলাদেশ বিমানের এক এয়ার হোস্টেসের হাতে ফাইলটা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। ও জানে, লন্ডনের এক ঠিকানায় পৌঁছে দেবে মেয়েটা এই ফাইল, সেখান থেকে দশটা দেশ ঘুরে সাতদিনের মধ্যে ফাইলটা পৌঁছে যাবে যথাস্থানে—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের টেবিলে। সাতটা দিন বিশ্রাম নেবে রানা। তারপর ঠিক যখন অ্যাকশন শুরু হবে, প্রথম কয়েকটি দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে হাসিমুখে উঠে বসবে ঢাকাগামী প্লেনে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।

সেদিন লা টেরাজোর বারে কোণের একটা টেবিল বেছে নিয়ে মনের সুখে হুইস্কি টানছিল রানা, পাশের টেবিলে এসে বসল সেই গ্রীন জ্যাকেট আর স্ট্রাইপ গেঞ্জি। দু'একটা কথা হলো রানার সাথে, আজ আর জুয়োর টেবিলে বসবে না শুনে ঠাট্টা করল রানাকে, তারপর নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করল। র-ইটালিয়ান ভায়মুথের মাত্রা ছাড়াতেই মুখের রাশ আলগা হয়ে গেল গ্রীন জ্যাকেটের। আশেপাশে লোক নেই, রানার তরফ থেকেও ভয়ের কিছু নেই জেনে রাখা-ঢাকার ধার ধারল না ওরা কেউই।

কান খাড়া করে শুনল রানা। চমকে গেল সে ভিতর ভিতর।

ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে!

কি করবে রানা এখন? কি করা উচিত তার?

ব্যাঙ্ক অভ ভেরোনা ফ্লোরেন্সের সব চেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। এগারোতলা বিল্ডিং। কয়েক হাজার কর্মচারী। চব্বিশ ঘন্টা কড়া গার্ডের ব্যবস্থা চারদিকে।

রেড ড্রাগনের টাকার দরকার পড়ে গেছে কয়েক কোটি ডলারের জন্যে বড্ড টানাহ্যাঁচড়া চলছে তাদের। কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, ব্যাঙ্কটা লুট করবে ওরা। তৈরি হয়ে গেছে প্ল্যান-প্রোগ্রাম।

অবিশ্বাস্য, ছেলেখেলার মত মনে হয়েছে প্ল্যানটা রানার কাছে। পুলিসের সরাসরি সহযোগিতা ছাড়া এই প্ল্যানে কাজ হবার নয়। তবে কি পুলিসের মধ্যে রয়েছে ওদের লোক? যাই হোক···কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে ব্যাপারটা। ওর কিছুই করবার নেই। ইটালী পুলিসের মাথা-ব্যথা ওটা, পারলে নিজেদের মাথা ঘামাক গিয়ে ওরা।

কিন্তু নিজেকে কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না সে। পরবর্তী দু'তিন দিনে আরও অনেক তথ্য এল ওর হাতে। একটা চিঠি লিখল সে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে। দু'দিন পরই উত্তর এল: বাজে খবর। পুলিসকে জানিয়েছি আমরা সব। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। কারণ ব্যাপারটা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, পুরোপুরি অসম্ভব। নিজের চরকায় তেল দেয়াই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে।

এই চিঠিটাই বিগড়ে দিয়েছিল আসলে ওকে। মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। চেপে গিয়েছিল জেদ। সরাসরি দেখা করেছিল সে পুলিস চীফের

সাথে। কিন্তু পাত্তাই দিল না লোকটা রানাকে।

'কোথায় কোন জাহান্নামে কি উড়ো খবর শুনেছেন, আর তাই সত্যি ভেবে বসে আছেন, সিনর রানা!' বিদ্রূপের সুরে বলেছিল পুলিস-চীফ। 'ইয়ে, মানে, আলাপটা নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি হোটেল লা টেরাজোয়? মদ খাচ্ছিলেন না তখন আপনি?...বুঝতে পেরেছি, সব বুঝতে পেরেছি আমি! নিশ্চয়ই আউট ছিলেন তখন। নিজে বানিয়ে শুধু নিজেই শুনেছেন আপনি কথাগুলো। কস্মিনকালেও কেউ বলেনি ওসব। বুঝেছেন? না না, রাগ করবেন না, সিনর, হয় এ রকম—একে হ্যালুসিনেশন বলে। আসলে সাইকিয়াট্রিস্টের সাহায্য দরকার আপনার।'

উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা চেয়ার ছেড়ে। দায়িত্ব এবং কর্তব্য এখানেই শেষ ভাবতে পারত সে, কিন্তু মাথায় রক্ত চড়ে গেল পুলিস চীফের শেষ কথাটায়: 'নিজের চরকায় তেল দেয়াটা খুব ভাল অভ্যেস, সিনর রানা। মনে রাখবেন কথাটা...' অট্টহাসি শুনতে শুনতে বেরিয়ে এসেছিল সে পুলিস-চীফের অফিস কামরা থেকে।

পরবর্তী দু'দিন আরও অনেকগুলো তথ্য এসে হাজির হলো রানার সামনে। জানতে পারল স্বয়ং পুলিস চীফসহ আরও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে রেড ড্রাগনের কাছ থেকে। টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে রেড ড্রাগন ওদের সবাইকে। কাজেই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল রানা। চরম ভুলটা করে বসল এইবার। একজোড়া রিপোর্ট তৈরি করে একটা পাঠিয়ে দিল ঢাকার উদ্দেশে, দ্বিতীয়টা নিয়ে সোজা হাজির হলো ডেইলি টাইমসের মালিক সম্পাদক সিসিও গোনজালিসের অফিস কামরায়। সব খুলে বলল সে তাকে। শেষে যোগ করল, 'ব্যাপারটা কিছুতেই ঘটতে দেয়া যায় না, সিনর। এক থাবাতেই বিশ থেকে তিরিশ মিলিয়ন ডলার এসে যাচ্ছে রেড ড্রাগনের হাতে। প্রেমসে টাকা ছাড়বে ওরা চারদিকে। স্মাগলিং চ্যানেল, ড্রাগ ট্রাফিক, রাজনৈতিক ম্যানিপুলেশন, ইনফরমেশন বিক্রি—সবদিক থেকেই আরও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে ওরা এই এক সুযোগেই। আর ওদের ঠেকাবার রাস্তা থাকবে না। এক ঢিলে শুধু দুই পাখি নয়, তিন চারটে পাখি মারতে যাচ্ছে ওরা এবার।'

'তা কি করতে চাও এখন?' ভীষণ ঠাণ্ডা স্বরে জানত চেয়েছিল সিসিও গোনজালিস।

'আমি চাই খবরটা সরকারী উঁচু মহলে সবার চোখে পড়ুক, প্রয়োজন হলে আর্মি ব্যবহার করা হোক এই ব্যাপারে, অনুসন্ধিৎসু হয়ে উইক জেনারেল পাবলিক। আপনার কাগজে ছাপুন খবরটা। এক ঘণ্টায় দু'লাখ কপি বিক্রি হয়ে যাবে। পাবলিসিটি পাক ব্যাপারটা। আপনার কি মনে হয় না এই খবর প্রকাশ করে দেয়া আপনার পত্রিকার নৈতিক দায়িত্ব?'

'মনে হয়। প্ল্যানটা তোমার ভালই,' ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল সিসিও গোনজালিস। 'রিপোর্টটা আমার কাছে রেখে যাও। পড়ে দেখি ওটা, তারপর

সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আজ সন্ধেয় এসো আমার বাড়িতে, আলাপ হবে তখন।'

ফাইলটা গোনজালিসের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসেছিল রানা পত্রিকা অফিস থেকে। পুলিস এবার বুঝবে ঠ্যালা। টিটকারী মারার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধনেরা!

সেইদিনই সন্ধ্যায় বাজ ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। অনেক কিছুই টের পেয়ে গেল সে। গোনজালিসের ভূমিকাটাও। মার কাছে মামা-বাড়ির গল্প শোনাতে গিয়েছিল সে। ফল পেল হাতেনাতে।

মরিস ম্যারিনাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে গোনজালিসের বাড়ির উদ্দেশে। মাইল চারেকের পথ। নির্জন রাস্তা ধরে কিছুদূর গিয়ে হাইওয়েতে পড়ল মরিস ম্যারিনা। বাঁ দিকে দশফুট নিচে নদী, ডানদিকে ডিচ–সাতফুট গভীর।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই লক্ষ করেছিল রানা পুলিসের একটা স্কোয়াড-কার পিছু নিয়েছে ওর। হাইওয়েতে এসেই প্রচণ্ডবেগে এগিয়ে এল সেটা। সাইড দিল রানা। প্রায় আশি মাইল স্পীডে ওভারটেক করল সেটা মরিস ম্যারিনাকে, পরমুহূর্তে ব্রেক চাপল, সেই-সাথে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল। রানার রাস্তা বন্ধ। হয়তো ওরা চাইছিল অ্যাকসিডেন্ট এড়াতে গিয়ে মরিস ম্যারিনাসহ রানা দশ ফুট নিচে নদীতে গিয়ে পড়ুক–কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল ঠিক উল্টো। বাঁচার তাগিদে ডাইনে স্টিয়ারিং কাটল রানা, বিনা দ্বিধায় মরিস ম্যারিনার নাক গিয়ে সোজা ধাক্কা মারল স্কোয়াড কারের পিছনে। প্রচণ্ডবেগে লাগল ধাক্কা। কিছুটা এগিয়ে ডান দিকের ডিচে কাত হয়ে পড়ে গেল স্কোয়াড কার। পড়ার আগেই দুইদিকের দুই দরজা খুলে লাফিয়ে রাস্তায় নামল দুই সার্জেন্ট। একজনকে চেনে রানা–সার্জেন্ট হুভার, হোমিসাইড স্কোয়াডের।

'নড়বে না একচুল!' গর্জে উঠল হুভার। হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভার। 'অ্যারেস্ট করা হচ্ছে তোমাকে।'

'আমার অপরাধ?' গম্ভীর রানার কণ্ঠস্বর।

'রাফ ড্রাইভিং।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা পুলিস-ভ্যান এসে হাজির হলো। রানাকে তোলা হলো ভ্যানে স্কোয়াড কারের ড্রাইভারটা আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। তাকেও তোলা হলো।

মাইলখানেক এগিয়ে থেমে দাঁড়াল পুলিস ভ্যান। ইশারায় রানাকে নামতে বলল হুভার। রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে গোলাপ-পানির মত করে একটা বোতল থেকে হুইস্কির ছিটে দেয়া হলো ওর গায়ে, জামা-কাপড়ে। বুঝতে কিছুই বাকি রইল না রানার। সাজানো হচ্ছে কেস। সিদ্ধান্ত নিল সে মুহূর্তে। হিসেব করে নিল সেন্ট্রিদের কে কোথায় কি অবস্থায় দাঁড়ানো। অতর্কিতে একটা লেফট হুক চালাল রানা হুভারের চোয়াল লক্ষ্য করে। বিকট একটা আর্তনাদ করে পথে বসে পড়ল হুভার। একলাফে সরে গেল রানা পিছনের লোকটার আক্রমণ থেকে বাঁচতে। ঘুসিটা ফস্কে যেতেই তাল সামলাতে না

পেরে এক পা এগিয়ে এল লোকটা—সাথে সাথেই দা চালানোর ভঙ্গিতে নেমে এল রানার ডানহাত। ঘাড়ের পিছনে প্রচণ্ড জুডো চপ পড়তেই মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল দ্বিতীয় সার্জেন্ট। তৃতীয় লোকটার পেটে একটা লাথি লাগিয়ে দিয়েই দৌড় দিয়েছিল রানা, আরেকজন যে গাড়ির আড়ালে ছিল লক্ষই করেনি কানের পিছনে খটাশ করে পিস্তলের বাঁট এসে পড়তেই জ্ঞান হারাল ও।

জ্ঞান ফিরল রানার ছোট্ট একটা সেলে।

স্কোয়াড-কারের ড্রাইভারের শোলডার জয়েন্ট আর ফিমার ভেঙে গেছে।

অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার কেস।

মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর চার্জও আনল ওর বিরুদ্ধে সিটি পুলিস। শক্ত চার্জ।

'শাস্তি এড়ানো মুশকিল,' জানিয়ে দিল উকিল পরিষ্কার।

ঠিক সে সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য এসেছিল একজন পুলিস অফিসারের কাছ থেকে। ড্যানেস হফম্যান। অনেক চেষ্টা করেছিল সে রানাকে বাঁচাতে। রানার পক্ষে লড়বার জন্যে গোপনে নিয়োগ করেছিল এক খ্যাতনামা ডাকসাইটে অ্যাটর্নিকে।

বাঘের মত লড়েছিল অ্যাটর্নি কোর্টে। রানার স্বপক্ষে প্রমাণিত হলো না কিছুই। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক লুটের কথা প্রকাশ করল অ্যাটর্নি। প্রমাণ হলো না সেটাও। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিসিও গোনজালিস এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। স্তব্ধ হয়ে গেল সারা আদালত।

শপথ করে বলল গোনজালিস, জীবনে দেখেনি সে রানার রিপোর্ট। সমস্তই রানার বানোয়াট কথা। রানার মত একটা বেপরোয়া মাতালকে যে সে চাকরি দিয়েছিল সেজন্যে সে যার-পর-নাই দুঃখিত।

একবাক্যে ঘোষণা করল জুরি, 'গিলটি!'

সাজা হয়ে গেল রানার।

'দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড!' ঘোষণা করলেন জাস্টিস ক্যাডওয়েল।

বিদেশ-বিভূঁইয়ে এমনিভাবে ফেঁসে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি রানা। জীবনে এই প্রথম জেল খাটতে যাচ্ছে সে। কারও কাছে যে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স যে টুঁ শব্দটি করবে না, জানে রানা। ক্ষোভে দুঃখে জল এসে গিয়েছিল ওর চোখে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল—তোমাদের ছাড়ব না আমি, দেখে নিও, কিছুতেই ছাড়ব না!

চিন্তার স্রোতটা কেটে গেল হঠাৎ। ঘটনাগুলো ছবির মত ভাসছিল ওর চোখের সামনে। এমনি সময়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ড্যানেসের বুইক সেঞ্চুরি। সামনে ইন্টারসেকশনে একটা ট্রাফিক জ্যাম।

ট্যুরিস্টের ভিড়ে জমজমাট রাস্তা। কবি দান্তে আর শিল্পী অ্যাঞ্জেলোর বাস ছিল বিখ্যাত এই ফ্লোরেন্স সিটিতে। এখানকার আঙ্গুর আর জলপাইয়ের খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। চুম্বকের মত ট্যুরিস্টদের টানে এই শহরটি। বেশির

ভাগই আমেরিকান। কিউইসও প্রচুর। পিলপিল করে ছুটছে ওরা দিগ্বিদিক্।

'বাইরে কেমন লাগছে, রানা?' আন্তরিক কণ্ঠে জানতে চাইল ড্যানেস। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত ঝিক করে উঠল হাসতেই।

'ভাল।'

'দিন গুনছিলাম আমি। একটু দেরি হয়ে গেল পৌঁছুতে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবোনি যে আমি আসছি?'

'কিছুই ভাবিনি আমি। ভাবনার কোন কারণও ছিল না। এখন ভাবতে হচ্ছে, উদ্দেশ্যটা কি তোমার...কি চাও তুমি, ড্যানেস?'

'চাই সাহায্য করতে।' সিগারেট কেস বের করল সে পকেট থেকে। নিজে একটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল কেসটা। নিল রানা। দুটো সিগারেটেই আগুন ধরিয়ে দিয়ে আবার বলল, 'এখন কি করবে ঠিক করেছ?'

'কিছুই ঠিক কবিনি।'

'নিশ্চয়ই প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ জ্বলছে তোমার বুকের মধ্যে?' রানা কোন জবাব দিল না দেখে বলল, 'অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে...শুনেছ কিছু?'

'না। মাত্র বেরোলাম, শুনব এখন সবই।'

'তুমি জেলে ঢোকার সাতদিনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অভ ভেরোনা লুট হয়ে গেছে, জানো নিশ্চয়ই?'

'দেখেছি কাগজে। ওসব ব্যাপারে আমার আর কোন ইন্টারেস্ট নেই, ড্যানেস।'

'সেইসব অসৎ পুলিস অফিসারদের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে, এই তো? ওরাও আউট হয়ে গেছে সব।'

'আউট হয়ে গেছে মানে?' অবাক চোখে চাইল রানা ড্যানেসের মুখের দিকে।

'বরখাস্ত করা হয়েছে বত্রিশ জনকে। হঠাৎ কোত্থেকে কি খবর পেয়ে ভোজবাজির মত কাজ করেছে আমাদের ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট। ফ্লোরেন্স থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে রেড ড্রাগন! সাংঘাতিক তুলকালাম কাণ্ড। ধরা পড়ে সাবেক পুলিস-চীফ আত্মহত্যা করেছে।'

এসব খবর জানা ছিল না রানার। চোখ জোড়া ছোট হয়ে এল ওর। জিজ্ঞেস করল, 'আর গোনজালিস?'

'সিসিও গোনজালিস অবশ্য বহাল তবিয়তেই আছে। ডেইলি টাইমস চালাচ্ছে প্রবল প্রতাপে। আগের চেয়ে আরও দুইগুণ বেশি বড়লোক হয়েছে। কিছুই হয়নি ওর। কোন কিছুই প্রমাণ করা যায়নি ওর বিরুদ্ধে। আসলে ব্যাটা মাছ ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু পানি ছোঁয়নি।' একটু চিন্তা করে বলল, 'তোমার কেসটা আবার তুলেছিলাম কোর্টে। দু'বছরের জেল খতম করে দিয়েছি ছ'মাসেই।'

'তাহলে তো অনেক খরচ হয়েছে তোমার?'

'নাহ্, এক পয়সাও নেয়নি অ্যাটর্নি। ভদ্রলোক অন্তর থেকে টের পেয়েছিল যে তুমি নির্দোষ। তোমাকে আইনের কোপ থেকে রক্ষা করতে না পেরে মরমে মরে গিয়েছিল সে, সুযোগ পেয়ে আবার একহাত নিয়েছে সে কোর্টে। যদি দেখতে...কান লাল হয়ে গিয়েছিল জুরি বেঞ্চের।'

খানিক চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল রানা, 'আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি, ড্যানেস। অসংখ্য ধন্যবাদ সেজন্যে। কিন্তু এত কিছু কেন করতে গেলে বলো তো?'

'ঠিক তোমার জন্যেই যে করেছি, তা নয়। প্রথম দর্শনেই যে তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম সেটা অস্বীকার করব না–কিন্তু আসল প্রশ্নটা ন্যায় এবং অন্যায়ের। আমি জানতাম অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে তোমাকে। যারা তোমার বিরুদ্ধে চার্জ এনেছিল, চিনতাম আমি তাদের ভাল করেই।'

গাড়ি চলছে। একটা হাত রাখল রানা ড্যানেসের কাঁধে। মৃদু চাপ দিল। এই প্রথম বন্ধু বলে মেনে নিল সে লোকটাকে। বুঝতে পেরে খুশিতে বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল ড্যানেসের।

'গোনজালিস এখন ফেরেশতা বনে গেছে! দয়া-দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে তুলছে চারদিক,' অনেকটা আপন মনে বলল ড্যানেস। 'ভোল পাল্টে ফেলেছে...কিন্তু বিশ্বাস করি না আমি ওকে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এবার কি দেশে ফিরবে, রানা?'

জবাব দিল না রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। দেশে ফিরে যাবে ঠিকই, কিন্তু গোনজালিসের একটা চোখ অন্তত নিয়ে যাবে সে সাথে করে। সময় দরকার। কয়েকটা দিন সময় লাগবে ওর একটা প্ল্যান তৈরি করে নিতে। সেই ক'টা দিন থাকতেই হবে ওর ফ্লোরেন্সে।

'জবাব দিচ্ছ না কেন?' আবার জানতে চাইল ড্যানেস।

'কিসের? ও, দেশে ফেরার কথা জিজ্ঞেস করছিলে। জেল থেকে মাত্র বেরোলাম, একমাস দু'মাস একটু মুক্ত বাতাস সেবন করে তাজা হয়ে নিই, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।'

'চাকরি-টাকরি নিচ্ছ কোথাও?

'কে দেবে চাকরি? ব্ল্যাক লিস্টে উঠে গেছে আমার নাম। অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডারের জেল খাটা আসামীকে কেউ চাকরি দেবে না।'

'কারেক্ট,' চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বলল ড্যানেস। 'তবে ভেবো না। আমাদের নতুন চীফ চমৎকার লোক। সম্ভবত আমাদের অফিসেই একটা চাকরি হয়ে যাবে তোমার। সে-ব্যাপারে প্রাথমিক আলাপও করে রেখেছি আমি তাঁর সাথে।'

'জেল থেকে বেরিয়েই সোজা পুলিসের চাকরি!' বাঁকা হাসি হাসল রানা। 'অতটা বোধহয় সইবে না আমার।' মুখে বলল ঠিকই, কিন্তু মনে মনে ভাবল, মন্দ কি? চাকরি তো একটা নিতেই হবে। বেকার ঘুরলেই নজরে পড়বে সে অনেকের। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হলে সবচেয়ে সুবিধে হবে যদি ও পুলিসেই চাকরি নেয়। কিন্তু যেন গরজ নেই, এই রকম একটা ভাব দেখানো

দরকার।

পাম বে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার দিকে এগোচ্ছে বুইক সেঞ্চুরী। বাঁদিকে বিশ বর্গমাইল জোড়া বিশাল লেক। বৃষ্টি পড়ছে ছোট ছোট ফোঁটায়। তাই লেকের ধারে ভিড় নেই এখন। দূরে দেখা যাচ্ছে লেকের ধারে সারি সারি সাজানো ডিলাক্স বেদিং কেবিনগুলো। লাগজারি হোটেলগুলোর পার্কিং লটে রোলস, ক্যাডিলাক, বেন্টলি আর আলফা-রোমিওর ভিড় দেখতে দেখতে চলল রানা। ছয়মাস পর এইসব সাধারণ দৃশ্যই অপরূপ ঠেকল রানার চোখে।

'সত্যিই, রানা,' বলল ড্যানেস, 'তোমার ব্যাপারে হ্যামবার্টের সাথে আলাপ হয়েছে আমার। আমার নতুন চীফ উনি। এখনও কিছু ঠিক হয়নি অবশ্য, তবে আমার বিশ্বাস হয়ে যাবে চাকরিটা। নেবে?'

'ফ্লোরেন্স পুলিসকে আর কোন সাহায্য করতে রাজি নই আমি।' গম্ভীরভাবে বলল রানা।

'অভিমান? সব জানার পরেও?' হেসে উঠল ড্যানেস। 'দিন চলবে কি করে, শ্রীমান? নিশ্চয়ই অঢেল টাকা নেই তোমার কাছে?'

কথাটা ঠিক। টাকা নেই ওর কাছে।

ওয়েবলি পার্কে ঢুকে পড়ল বুইক সেঞ্চুরী। আবাসিক এলাকা। পরিচিত রাস্তাঘাট। রানার বাংলোর গেটের সামনে থেমে দাঁড়াল ড্যানেসের গাড়ি। নেমে পড়ল রানা। ড্যানেস নামল না, জানালা দিয়ে বাড়িয়ে দিল হাত। 'আপাতত বিদায়, বন্ধু। একরাশ কাজ পড়ে রয়েছে টেবিলে। দেখা হবে, চলি।'

ভোঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

গেট খুলে পা বাড়াল রানা সামনে। ঠিক এমনি সময়ে খুলে গেল ড্রইংরুমের দরজাটা। চৌকাঠের ওপর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিজিতা। হাতে রঙ মাখানো তুলি

দুই

বোহেমিয়ান এক পেইন্টার ব্রিজিতা ব্যাল্টার। আমেরিকান। মনেপ্রাণে শিল্পী। কাউকে থোড়াও কেয়ার করে না সে। চাল নেই, চুলো নেই–ঘুরে বেড়ায় আর ছবি আঁকে। নোংরা এক বিচ্ছিরি অবস্থায় বিপদে পড়েছিল একবার। এই রকম বেপরোয়া মেয়েদের কপালে যা হয় আর কি–ধর্ষিতা হতে যাচ্ছিল কয়েকজন গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে।

চিৎকার শুনে বীচের আর সবাই যখন যে যার গাড়িতে উঠে পলায়নে ব্যস্ত, এগিয়ে গিয়েছিল রানা। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি তাকে–গোটা কয়েক মারাত্মক লাথি আর কারাতের চপ খেয়েই রণে ভঙ্গ দিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় মেরেছিল গুণ্ডারা। ফিরে এসেছিল রানা, কিন্তু

মেয়েটা ছাড়েনি ওকে। সেই যে ওর সাথে এসে ঢুকেছে ওর বাংলোয়, সাতমাস পেরিয়ে গেছে যাবার নামটিও করে না। একটা ঘর দখল করে নিয়েছে–আপন মনে ছবি আঁকে, খায়দায়, ঘুমায়।

ঘুমায়, কিন্তু রানার বিছানায় নয়। নিজের বিছানায়। আজ পর্যন্ত ভিড়তে দেয়নি সে রানাকে বিছানার কাছে। পাগলা কিসিমের মানুষ বলে রানাও ঘাঁটায়নি ওকে কখনও। বয়স তেইশ। অপূর্ব সুন্দরী। ড্রইংরুমে গল্প হয়, মাঝে মাঝে একসাথে সিনেমায় গেছে, লেকের ধারে বেড়িয়েছে–ব্যস, ওই পর্যন্তই। রানার বিচার হলো, জেল হলো–কেয়ারই করল না মেয়েটা। যেন কিছুই এসে যায় না ওর এসবে। রানাকে যে সে ঘৃণা করে না, এটাই যেন রানার সাত কপালের ভাগ্য, পছন্দ করা বা ভালবাসার সময় কোথায় ওর? সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছে নিজের শিল্প-কর্মে। যেদিন মূড হয় সেদিন নিজে হাতে রান্না করে সে, প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয় না রানাও–ওর হাতের রান্নাটা ভাল লাগে রানার। কিন্তু যখন তখন না বলে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলে ভাল লাগে না।

মেয়েটি সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পেরেছে সে ধীরে ধীরে। আমেরিকার এক বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট ওর বাপ। মা নেই। ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত পিতা, যখন খুশি যত খুশি টাকা চাইলেই পাওয়া যায়, কাজেই গেছো মেয়ে বনে যেতে বেশি দেরি হয়নি ওর। বছর খানেক আগে বাপের সাথে বাধে তুমুল ঝগড়া–তারপর থেকেই পুরোপুরি বোহেমিয়ান। বহু সাধ্য সাধনা করেও মেয়েকে আর ফিরিয়ে নিতে পারেননি মি. ব্যাল্টার। গোপনে রানার সাথে দেখা করে হাতে-পায়ে ধরেছেন ওর, কিন্তু রানাও সাহায্য করতে পারেনি কোনভাবে। কারও কোন কথাই শুনতে রাজি নয় ব্রিজিতা।

'হাই, রানা!' দু'পা এগিয়ে এল ব্রিজিতা।

'কেমন আছ?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল রানা। বলেই যোগ করল, 'সেটা অবশ্য দেখতেই পাচ্ছি। আগের চেয়ে আরও খুলেছে চেহারাটা। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত কেমন ছিলে?'

'এই ছ'টা মাস তো চমৎকার ছিলাম। গভীর রাতে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ার প্রলোভনটা অন্তত ছিল না।'

'তাই নাকি?' হেসে ফেলল রানা। 'প্রলুব্ধ হতে তাহলে? স্বীকার করছ?'

'বারে! অস্বীকার করবার কি আছে? মানুষ না আমি? রক্ত-মাংসের শরীর নেই আমার?'

'কিন্তু ভাব তো দেখাও সতী-সাধ্বী দেবীর।'

'উঁহু, ভুল হলো। গ্রীক মাইথোলজি পড়া নেই তোমার। থাকলে দেখতে দেবীরা কি চিজ! মানুষের চেয়ে ওসব দিক থেকে কয়েক কাঠি বাড়া। যাকগে, চা-নাস্তার ব্যবস্থা করেছি, হাত-মুখটা ধুয়ে ড্রইংরুমে চলে এসো। আরে...আরে...' হঠাৎ গলার স্বর চড়ে গেল ব্রিজিতার, 'ছবিতে হাত দিচ্ছ কেন–রঙটা কাঁচা, হাতে লাগবে।'

'তাতে কিছু হবে না; মুখে লাগলেই বা কি–হাত মুখ তো ধুয়েই

ফেলর।' হাত বাড়াল রানা।

'আরে···আরে···আমার ছবিটা, সর্বনাশ···' এক লাফে এগিয়ে এসে দুই হাতে জাপটে ধরল সে রানাকে, ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেল পিছনে।

'দেখলে, তোমাদের আলিঙ্গন পাওয়া কত সহজ?' আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে হাসিমুখে বলল রানা, 'আসলে ধরতাম না ছবিটা।' ঘরের চারপাশে চাইল। 'কয়েকটা ছবি নেই দেখছি? বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে বুঝি আজকাল?'

'চারটে বেচেছি। তাই দিয়েই তো চললাম এই কয় মাস। তুমি তো জেলে গিয়েই খালাস—বাড়ি ভাড়া, খাওয়া, রঙ কেনা—কম খরচ নাকি! আরও একটা ছবি বিক্রি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। তখন তোমাকে দু'মাস বসিয়ে খাওয়াতে পারব, চাই কি ধারও দিতে পারব কিছু।'

'বাহ, খুশির খবর! ধারের কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। পকেট একেবারে ফক্কা।'

'ওসব তোমার ভাবতে হবে না! তিন ডলার করে ছাইপাঁশ খাওয়ার জন্যে হাত খরচ পাবে রোজ—খাওয়া থাকা ফ্রী। ছবি বিক্রি না হলেও এক হপ্তা চালাতে পারব এই ভাবে। তারপর দেখা যাবে—কোন চিন্তা নেই।'

জ্যানারোজ।

হোলনাইট্ বার। আকারে ছোট্ট। লোকজনের ভিড় কম বলে রানার ভারি পছন্দ। গত চারদিন ধরে নিয়মিত খরিদ্দার হয়ে উঠেছে সে এই বারের। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার টাক মাথা বারম্যান এখন চেনা লোক হয়ে গেছে। এক পেগ শেষ হলেই আরেক পেগ এগিয়ে দেয় সে রানার দিকে।

আজও কোণের টেবিলটা দখল করে বসে আছে রানা। মাঝে মধ্যে ছোট্ট করে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে। চিন্তিত চেহারা। ব্রিজিতার আশ্বাসে চিন্তামুক্ত হতে পারেনি সে। টাকা নেই। মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে এসেছে ব্রিজিতা আজ সন্ধ্যায়—অনেক সাধ্য-সাধনা করেও মিউজিয়ামকে গছাতে পারেনি ছবিটা। অর্থাৎ কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে ঠিক তিন দিন পর না খেয়ে থাকতে হবে দুজনকেই।

চেষ্টার ত্রুটি করেনি রানা, কিন্তু কোথাও চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। সদ্য জেল-ফেরত কয়েদীকে কে দেবে চাকরি? হাতে টাকা থাকলে জুয়ার টেবিলে সেটাকে কয়েকগুণ করে নেয়া যেত—কিন্তু টাকাই যে নেই। কোনদিকে কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। ড্যানেস একটু আশার আলো দেখিয়ে সেই যে উধাও হয়েছে আর দেখা করেনি। নিজে যেচে পড়ে খোঁজ নিতে বাধো বাধো ঠেকছে রানার। অবশ্য উপায় না থাকলে তাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত।

আকাশ-পাতাল ভাবছে ও। এমব্যাসির সাথে যোগাযোগ করবে কিনা তাও ভেবেছে কয়েকবার। কিন্তু ওই কথা ভাবলেই মানস পটে ভেসে ওঠে গোনজালিসের মুখটা। সাথে সাথেই হিংস্র হয়ে ওঠে রানা। ওকে শায়েস্তা না করে কিছুতেই নড়বে না সে ইটালী ছেড়ে—না খেয়ে কষ্ট করতে হয়, তাও

সই।

চার পেগ হয়ে যেতেই বিল নিয়ে এল টেকো বারম্যান পকেট ঝেড়ে যা ছিল দিয়ে দিল রানা। ঘড়ির দিকে চাইল। রাত সাড়ে এগারোটা কেউ নেই বারে। ডাকাতি করলে কেমন হয় ভেবে মুচকি হাসল। উঠি-উঠি করছে, এমনি সময়ে হঠাৎ জোরে ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো বাইরে। কোন গাড়ি এসে থামল বারের সামনে। দশ সেকেন্ড যেতে না যেতেই দড়াম করে খুলে গেল সুইংডোর। বারে ঢুকল চোখা চেহারার এক যুবতী। রানার দিকে দুই সেকেন্ড কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল. নিচু গলায় কি আলাপ করল বারম্যানের সাথে।

গায়ে চেপে বসা ক্যানারী রঙের সোয়েটার আর আঁটোসাঁটো সাদা স্ল্যাকসে চমৎকার দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। হাতে ডোরাকাটা একটা বড়সড় হ্যান্ডব্যাগ। টাইগার স্কিনের। ব্যাগটাই প্রমাণ করে কেবল রূপ বা যৌবনই নয়, টাকাও আছে ওর অঢেল।

রানার টেবিলের পাশ ঘেঁষে লোভনীয় ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে টেলিফোন বুদে গিয়ে ঢুকল মেয়েটা। কাঁচের শার্সি দিয়ে বুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ওকে। হেসে হেসে কথা বলছে কারও সাথে। কি বলছে শোনা যাচ্ছে না। উঠতে গিয়েও কি মনে করে বসে রইল রানা। মেয়েটির চালচলনে কিছু একটা রয়েছে যেজন্যে উঠতে পারল না সে চেয়ার ছেড়ে। কোথায় যেন একটু খটকা মত লাগছে রানার--কিন্তু বুঝতে পারছে না খটকাটা কোথায়।

বেরিয়ে এল মেয়েটা ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়স, মুখে পুরু প্রসাধন, চোখে মাসকারা। রানার দিকে চাইল। বাম চোখের পাতা সামান্য একটু ওঠানামা করল, ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি হাসি ভাব প্রকাশ পেল, তারপর বেরিয়ে গেল মেয়েটা বার থেকে···শরীরে হিল্লোল

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ ধক করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা। ডোরাকাটা হ্যান্ডব্যাগ!!! হ্যান্ডব্যাগটার কথা কি যেন ভাবছিল সে। কেন ভাবছিল? ব্যাগটা একটু বেশি দোলাচ্ছিল মেয়েটা? কিছু একটা ঘাপলা রয়েছে ব্যাগটার ব্যাপারে। হুইস্কির প্রভাবে মাথাটা ঝিমঝিম করছে রানার, তবু পরিষ্কার বুঝতে পারল সে ঘাপলাটা কোথায়।

ব্যাগ নিয়ে ঢুকেছিল বুদে, কিন্তু বেরোবার সময় হাত দুটো খালি ছিল মেয়েটির। ব্যাগ ফেলেই চলে গেছে! খোঁজ নেবে সে? ডাকবে বারম্যানকে? চলে গিয়ে থাকলে কি লাভ বারম্যানকে ডেকে?

মিনিট তিনেক চুপচাপ বসে রইল রানা। ফিরে এল না মেয়েটা।

উঠে পড়ল রানা। ধীর পায়ে এগোল বুদের দিকে। বারম্যান অন্যদিকে তাকিয়ে। ঢুকে পড়ল রানা। দরজাটা ফাঁক করে রাখল ছ'ইঞ্চি।

দেয়ালের গায়ে একটা আয়না। আয়নার নিচেই শেলফের উপর লাল টেলিফোনটা। পাশে মোটাসোটা ডাইরেক্টরী। তারই উপর বসে আছে বাঘের চামড়া দিয়ে তৈরি ডোরাকাটা হ্যান্ডব্যাগ।

জিপার ধরে টান দিতেই হাঁ হয়ে গেল পুরো ব্যাগ। ভিতরে তিনটে কম্পার্টমেন্ট–একটাতে জিপার লাগানো। প্রথম খোপে জ্বলজ্বল করছে সোনালী সিগ্রেট কেস আর লাইটার–সেই সাথে রয়েছে টুকিটাকি প্রসাধনী, রুমাল। দ্বিতীয়টায় জিপার লাগানো; টান দিতেই ঝিকমিক করে উঠল গোটা কয়েক অলঙ্কার–আর তাতে বসানো দামী পাথর। তৃতীয় খোপে দশ ডলারের দুটো নোটের বান্ডিল–এক নজরেই আন্দাজ করল রানা, প্রত্যেক বান্ডিলে হাজার খানেক ডলার আছে। মোট দু'হাজার।

দশ সেকেন্ডেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা বড়লোক। এতই বড়লোক যে এত টাকা আর গহনা ভর্তি হ্যান্ডব্যাগ হাতে থেকে নামিয়ে রাখতে পারে যেখানে-সেখানে, এবং তাড়াহুড়োয় এটার কথা ভুলেও যেতে পারে। হয়তো চলে গেছে কোন নাইট ক্লাবে। চুমোচুমির পর লিপস্টিকের প্রয়োজন দেখা দিলে মনে পড়বে ব্যাগের কথা। এখানে যে ফেলে যেতে পারে সেকথা হয়তো মনেই পড়বে না।

যাই হোক, মনে পড়লেও কিছুই এসে যায় না। রাত দুটো পর্যন্ত নিয়মিত আসা যাওয়া এখানে লোকের। যে কেউ নিতে পারে টাকাগুলো–রানা যে নিয়েছে তার প্রমাণ কি? তাছাড়া ফেরত তো সে দিচ্ছেই, তিন দিন পর এক হাজার কেন, তিন হাজার ডলার ফেরত দেবে সে মেয়েটিকে। নিজের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলে ক্ষমা চেয়ে নেবে অতএব দ্বিধা কিসের?

দ্বিধা দূর হলো না রানার! অবচেতন মন বিপদসঙ্কেত দিচ্ছে–টের পেল সে। সদ্য জেল থেকে বেরিয়েই এই ধরনের একটা ঝুঁকি নেয়া হয়তো ঠিক হচ্ছে না, আবার পুলিসের ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে···। মাথা ঝাড়া দিল রানা। কিচ্ছু ভাবতে চায় না সে···আশু প্রয়োজনের তাগিদটাই ওর কাছে বড় এই মুহূর্তে।

রাবার-ব্যান্ড জড়ানো একটা বান্ডিল তুলে নিল রানা–কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকল, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল চিন্তা–ঢোকাল পকেটে। জিপার টেনে বন্ধ করে দিল খোপটা। তারপর ব্যাগটা বন্ধ করে রেখে দিল টেলিফোন ডাইরেক্টরীর উপর। এমনি সময়ে কি যেন নড়ে উঠল আয়নায়। একটা খসখস অস্পষ্ট শব্দ ঢুকল কানে। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

ঠিক তিন হাত দূরে দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। হাতে পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের ছোট্ট একটা ইটালিয়ান পিস্তল। শীতল দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে রানাকে একজোড়া চোখ–কতক্ষণ ধরে, জানে না রানা

স্থির হয়ে রয়েছে পিস্তল ধরা হাতটা।

তিন

হার্টবিট বন্ধ হবার উপক্রম হলো রানার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ তিন

সেকেন্ড। ধাক্কাটা সামলে নিল সে।

'মাই গড! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আপনার অপেক্ষাই করছিলাম আমি এতক্ষণ।' কথাটা ঠিক যেভাবে বলতে চেয়েছিল সে রকম শোনাল না। কেমন বিসদৃশ ঠেকল রানার কানেই। হাসবার চেষ্টা করল–দাঁতগুলো বেরোল শুধু, হাসি হলো না।

বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না মেয়েটার চেহারা। পিস্তলটা নড়ল না এক চুল।

'ব্যাগটা আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিন!' গম্ভীর সুরে আদেশ করল। তারপর বুদের দরজাটা খুলে হাঁ করে দিল পুরো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। এ চোখ চেনে রানা। এই দৃষ্টি অনেক দেখেছে সে। খুনীর দৃষ্টি এটা। চট্ করে বাইরের দিকটা দেখে নিল সে। বারম্যান এদিকে এলেই বারোটা বেজে যাবে ওর। মেয়েটার আদেশে বারম্যান হয়তো পুলিস নিয়ে আসবে এক্ষুণি। তারপর থানা। জেল হাজত। বিচার। জেল। প্রমাদ গুণল রানা। ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল পায়ের কাছে।

'দেখুন, আসলে ব্যাগটা বারম্যানের হাতেই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি। পিস্তলওয়ালী মেয়েদের ব্যাগ-ট্যাগ বেওয়ারিশ অবস্থায় পেলেই ঝটপট ফিরিয়ে দিই আমি। সত্যি! এর মধ্যেই মাটি ফুঁড়ে এসে হাজির হয়েছেন আপনি, আর এসেই...'

'হাত দুটো মাথার ওপর তুলবেন, না গুলি করব পায়ে?' কঠোর কণ্ঠে বলল মেয়েটা। চোখে সেই দৃষ্টি।

'গুলি আপনি করবেন না। অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি।' হাত দুটো যেমন ছিল তেমনি রেখে বলল রানা, 'ইচ্ছেমত টার্গেট প্র্যাকটিসের আইন ইটালীতে নেই। তাছাড়া শব্দটা ঢাকা যাবে না। অনর্থক হাঙ্গামা করতে যাচ্ছেন কেন, ব্যাগটা তো ফেরতই পাচ্ছেন আপনি। গুলি করলে পুলিস আপনাকেই...'

মুখের ছোট ছোট পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল মেয়েটার।

'বারটা আমার। বারম্যান আমার নিজের লোক।' গম্ভীর সুরে বলল মেয়েটা, 'তাছাড়া আমি বলব হঠাৎ আক্রমণ করেছিলেন আমাকে আপনি। আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুঁড়েছি আমি। বারম্যানের চোখের সামনেই ঘটেছে সব ব্যাপার। বোঝা গেছে?'

ঠোঁট উল্টে মাথাটা নাড়ল রানা এপাশ-ওপাশ। বোঝেনি সে কিছুই।

মুখটা লাল হয়ে গেল মেয়েটার রাগে। বারের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকল, 'কার্লো!'

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল বারম্যান কার্লো। রানাকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল রানার দিকে। মেয়েটির হাতের পিস্তল আর মাটিতে পড়ে থাকা ব্যাগ দেখেই বুঝে নিয়েছে সে সব। নিশ্চয়ই গুণ্ডা বদমাশের পাল্লায় পড়ে গেছে তার মিসট্রেস। ঘুসি চালাল কার্লো প্রচণ্ড বেগে। মুহূর্তে ডানদিকে ছ'ইঞ্চি সরে গেল রানা। সম্ভবত বক্সিং-এর 'ব'-ও

জানে না কার্লো বেচারা নইলে এই পজিশনে ওপর থেকে নিচের দিকে চালাত না ঘুসিটা। বাতাস কেটে ঘুসিটা পড়ল সোজা টেলিফোনের ওপর। খটাশ করে মাটিতে পড়ে গেল টেলিফোনটা।

ঘুসির ঝাঁকুনিতে একটু নিচু হলো কার্লোর ঘাড় আর মাথা। ঠিক সেই মুহূর্তে রানার ডান হাঁটুটা দ্রুত একবার উঠল এবং নামল। খট্ করে একটা শব্দ হলো দাঁতে দাঁত লাগার। সাথে সাথে দু'হাতে মুখ চেপে শুয়ে পড়ল কার্লো মাটিতে। তিনটে দাঁত নড়ে গেছে ওর। রানার হাঁটু সোজা লেগেছে ওর থুতনিতে।

স্থির দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখল মেয়েটা।

'হাঁটুও একটা অস্ত্র, মনে রেখো, হাঁদারাম। দাঁতগুলো খসে পড়াই উচিত ছিল তোমার মত ইডিয়টের!' ধমকে উঠল মেয়েটা কার্লোকে, 'মারতে বলেছিলাম তোমাকে আমি? ঘুসি চালাতে বলেছিলাম? এখন ডাক্তার দেখাওগে, যাও।'

গায়ের ধুলো ঝাড়ছে তখন বারম্যান কার্লো। তীক্ষ্ণ চোখে আপাদমস্তক রানাকে কিছুক্ষণ দেখল মেয়েটা। হঠাৎ যাদুমন্ত্রের মতই বদলে গেল ওর মুখের ভাব। কার্লোর দিকে তাকাল।

'শোনো উল্লুক, এই ভদ্রলোক ব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছেন এখানে। আর শোনো—ব্যাগটা তোমার কাছেই ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন উনি। বুঝেছ? যাও—দূর হয়ে যাও এখান থেকে।' কথা শেষ করে ঘুরল মেয়েটা রানার দিকে। মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'নার্ভ দেখছিলাম আপনার। স্নায়ুর ওপর আপনার কন্ট্রোল স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমি। পিস্তলের মুখেও সহজভাবে ব্রেনটা খেলাতে পারেন। অন্য কেউ হলে ভয়ে সেঁধিয়ে যেত। আপনার চোখ বলছে—আত্মবিশ্বাসী লোক আপনি। আর জায়গামত বিদ্যুৎ গতিতে মেরে বসার কায়দাটাও জানা আছে। আসলে জানেন, প্রথমেই কিন্তু বিশ্বাস করেছি আমি আপনার কথা।' মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিল স্ল্যাকসের পকেটে।

বোকা বনে গেল রানা এই আশ্চর্য পরিবর্তনে। ব্যাপার কি? বলছে অবিশ্বাস করেনি, কিন্তু ব্যাগটা কি খুলে দেখবে ও? পকেটে রাবার ব্যান্ড জড়ানো ডলারের বান্ডিলটা অনুভব করল সে একবার। তারপর বারের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল।

বিপদ! বারে ঢুকে পড়েছে একজন স্ট্রীট পুলিস। এগিয়ে আসছে বুদের দিকে। ফোন করতে চায় নিশ্চয়ই। মেয়েটা নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলছে মাটি থেকে। সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল পুলিসটা রানার দিকে। তারপর ওর দৃষ্টিটা পড়ল বারম্যান কার্লোর ওপর। কার্লো মুখের রক্ত মুছছে রুমালে। কিছু একটা ঘটেছে বুঝতে পেরেছে পুলিসটা। মাটিতে পড়া টেলিফোন আর রক্ত দেখেই ওয়েস্টব্যান্ডের পিস্তলের দিকে হাতটা সরে যাচ্ছে ওর দ্রুত।

'সিনোরিনা, এই লোকটা কোন গোলমাল করেছে আপনার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে।

'না না। কিচ্ছু করেননি,' মাথা নাড়ল মেয়েটা এপাশ-ওপাশ, 'ব্যাগটা ফেলে গেছিলাম আমি এখানে। ওই ভদ্রলোক ব্যাগটা খুঁজে পেয়ে ফেরত দিতে যাচ্ছিলেন বারম্যানের কাছে। ভীষণ ভুলো মন আমার আসলে।' রানার দিকে ফিরল এবার মেয়েটা, 'প্রথমে কিন্তু খারাপ লোক ভেবেছিলাম আমি আপনাকে।'

'আপনার কোন দোষ নেই,' বলল রানা। 'দোষ আমার চেহারার।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল পুলিসটা একবার। রানার মুখের ওপর এসে বার বার চোখ আটকে যাচ্ছে ওর। হয়তো চেনা চেনা লাগছে—স্মরণ করবার চেষ্টা করছে কোথায় দেখেছে সে এই মুখটা।

'সত্যি বলছেন তো, সিনোরিনা?' পুলিসটার কণ্ঠে সন্দেহের ভাব প্রকাশ পেল। 'তা ব্যাগটা খুলে দেখলে হয় না? কোন কিছু খোয়া যেতে পারে তো? নিশ্চয়ই দামী জিনিস আছে ওতে?'

'ঠিক! ভুলেই গেছিলাম একথা আমি। যদিও জানি কিছুই খোয়া যায়নি, তবুও আপনি যখন বলছেন, দেখছি,' আড়চোখে রানার দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটা।

ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। আধ মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে সে। বুঝতে পারল, কোন বানানো গল্পই টিকবে না এই পুলিসটার সামনে। সোজা থানায় নিয়ে ঢোকাবে ব্যাটা। পকেটের নোটের বান্ডিলটা আরেকবার অনুভব করল সে আলতোভাবে। চেয়ে দেখল, ব্যাগের জিপারটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে মেয়েটা। প্রথম কম্পার্টমেন্টটা খুঁজছে। মুখে হাসি।

বিপদ এড়ানো গেল না, ভাবল রানা। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আধঘণ্টার মধ্যেই আবার হাজতে ঢুকতে যাচ্ছে সে। কিছু একটা করতে হবে। ভাবতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠল সে।

পুলিসটা হঠাৎ পিছিয়ে গেল তিন পা। ওর হাতে চলে এসেছে একটা কালো কুচকুচে পুলিস অটোমেটিক। কিছু একটা বুঝে নিয়েছে সে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে। ব্যাগটা খোঁজা শেষ করে তাকাল মেয়েটা একবার পুলিসের দিকে। তারপর ওর স্থির দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হলো রানার মুখের ওপর। দু'চোখে ঠাণ্ডা বরফের দৃষ্টি। কি ঘটতে যাচ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। দুটো ধূর্ত চোখ দেখছে তাকে নির্নিমেষে। ঢোক গিলল সে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলাটা। কি বলবে মেয়েটা? নিশ্চয়ই বলবে...

'কিছুই খোয়া যায়নি।' নিচু গলায় বলল মেয়েটা। তারপর সোজাসুজি তাকাল রানার দিকে। 'ধন্যবাদ। আপনার নজরে পড়েছিল বলেই ব্যাগটা ফেরত পেলাম আমি। নইলে হয়তো গায়েবই হয়ে যেত ওটা। আসুন না, ড্রিঙ্ক করা যাক? লেট আস সিলিব্রেট।'

বেরিয়ে এল রানা বুদের ভেতর থেকে। ঘটনাটা জমে না উঠতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় পুলিসটা কেমন যেন বোকা হয়ে গেছে। থ হয়ে গেছে বেচারা রানাকে বেকসুর খালাস পেতে দেখে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে 'সরি, সিনর,' বলে ঝটপট ঢুকে পড়ল বুদে।

রানার টেবিলের দিকে এগোল মেয়েটা। বসে পড়ল চেয়ার টেনে। একটু ইতস্তত করে রানাও বসল সামনের চেয়ারে।

'হাইবল চলবে?' বলল মেয়েটা। 'আর প্রচুর বরফ কুচি। একটু লেমন জুস। চমৎকার লাগবে। ওটাই অর্ডার দিই, সিনর রানা?'

ভেতর ভেতর মস্ত এক হোঁচট খেল রানা ওর নাম জানল কি করে? কাগজে তো ওর কোন ছবি বেরোয়নি! কেসটা চলার সময় আদালতে দেখেছে মেয়েটা তাকে? নাকি অন্য কিছু? কি?

'জেল থেকে বেরিয়ে কেমন লাগছে, সিনর রানা?'

'দেখতেই পাচ্ছেন,' বিরসবদনে বলল সে। 'টাকা পয়সার খুবই অভাব।'

টাকার ব্যাপারে সামান্য একটু টোকা দিয়ে দেখতে চাইল রানা। একটা বান্ডিল যে ব্যাগে নেই সেটা পরিষ্কার জেনেও কেন অভিনয় করছে মেয়েটা? কি মতলব? আরেকটা বান্ডিলের কথা মনেই নেই, এমন হতেই পারে না। নিশ্চয়ই খেলাচ্ছে ওকে কেন?

এই অনিশ্চয়তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই মাত্র রাস্তা আছে–সরাসরি আলাপ করা। মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পকেট থেকে বের করে আনল রাবার ব্যান্ডে জড়ানো নোটের বান্ডিলটা। ঝুপ করে ছুঁড়ে দিল মেয়েটার সামনে টেবিলের উপর।

'ধন্যবাদ!' বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হয়ে মৃদু হেসে বলল মেয়েটা। নোটগুলো তুলে নিল হাতে 'কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার কাছে। তাই না, সিনর রানা?'

'ঠিক।' উঠে পড়ল রানা। 'ধন্যবাদ। এবারে চলি আমি–'

'প্লীজ বসুন। কথা আছে।' কার্লোর দিকে তাকাল মেয়েটা, 'টু হাইবল উইথ আইস অ্যান্ড লেমন জুস। কুইক, কার্লো।'

এইবার রহস্যের উন্মোচন হতে যাচ্ছে। বসে পড়ল রানা আবার।

'আগের চাকরিদাতা নিশ্চয়ই আবার চাকরি দেয়নি আপনাকে?'

'ঠিক।'

'আশা করছেন চাকরি একটা জুটে যাবে, তাই না?'

'ঠিক।'

কার্লো নিয়ে এল ড্রিঙ্কস। একটা সিপ্ করল মেয়ে।

'সহজ নয় সেটা।'

'তাও ঠিক।' হাই তুলতে তুলতে বলল রানা।

'কোন কাজ পেলে করবেন?' ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা এবার।

'আপনি দিচ্ছেন কাজটা?' মুচকি হাসল রানা।

'সম্ভাবনা আছে। করবেন?' হাতে ধরা নোটের বান্ডিলটার দিকে চাইল। তাস বাঁটার মত করে ফেলল সেটা রানার সামনে টেবিলের ওপর। 'এ টাকা আপনার জন্যেই এনেছিলাম। অ্যাডভান্স। রেখে দিন। করবেন কাজটা?'

'ইচ্ছে করেই ফেলে গিয়েছিলেন আপনি ব্যাগটা?'

'হ্যাঁ। পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু জবাব দিচ্ছেন না কেন? করবেন?'

'পরীক্ষার ফলাফল?'

'পাস। আমার প্রশ্নের জবাব দিন।'

'কাজটা কি জানতে হবে আগে সেই সাথে আপনার পরিচয়টাও।'

'নামটা আপাতত জেনে রাখুন—নোরমা। আর কাজটা গোপনীয়। ঝুঁকি আছে। কিন্তু চমৎকার পারিশ্রমিক দেয়া হবে আপনাকে।' হাসল মেয়েটা. 'জানেন তো, নো রিস্ক নো গেইন?'

'তার মানে বে আইনী কিছু করতে বলবেন?' হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে 'ভাল লোকই বেছেছেন!'

'না না। বে আইনী নয়। সেরকম নয় কিছু।'

'ঝুঁকিটা কোথায় তাহলে?'

'আছে। সবটা ব্যাপার শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে…'

'বলুন। শুনছি।' সিগারেট ধরাল রানা। 'না জেনে তো আর রাজি বা গর-রাজি হতে পারি না।'

'অলরাইট, লেকের ধারে সান মার্টিনো বিল্ডিংটা চেনেন?'

'চিনি।'

'ওপরতলার বেদিং কেবিনগুলো দেখেছেন?'

'ওগুলো আমার নখদর্পণে। গুনে গুনে তেত্রিশটা কেবিন আছে।'

'গুড। টাকাগুলো রাখুন। ডানদিকের সবচেয়ে কোণের কেবিনটা ভাড়া নেবেন কাল আপনি। সতেরো নম্বর কেবিন।' গম্ভীর সুরে বলল নোরমা. 'কালকে ওই কেবিনে কথাবার্তা বলব আপনার সাথে। অলরাইট?'

'অলরাইট। দেখা হচ্ছে কখন?'

'ফোন করে জানাব আমি সময়টা। সকাল এগারোটায় ফোনের পাশে থাকবেন।'

'নম্বরটা…'

'জানা আছে আমার।'

উঠে পড়ল নোরমা। রানাও উঠল। বেরিয়ে এল দু-জন বারের বাইরে। নোরমা এগিয়ে গেল ঝকঝকে একটা রোল্‌স রয়েসের দিকে। নেভি-ব্লু রং।

দরজা খুলে গেল রোলসের। নোরমা বলল, 'উঠে পড়ুন। নামিয়ে দেব ওয়েবলি পার্কে।' হাত নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ। ঝক্কড় একটা গাড়ি আছে আমার।' মরিস ম্যারিনার দিকে এগোল সে। ভুরু কুঁচকে স্টার্ট দিল গাড়িতে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাজকীয় ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে রোলস। জ্বলজ্বল করছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা—SAX.1342.

চার

চমকে উঠল না রানা একটুও। বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না তার চেহারায়। শুধু বলল, 'সিনর গোনজালিসের? ঠিক বলছ তো, হুডিনি?'

'আলবৎ ঠিক বলছি!' জোরের সাথে বলল ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হুডিনি ফেলাসি. 'কোটিপতিদের গাড়িগুলোর নাম্বার. মডেল. এমন কি রং পর্যন্ত মুখস্থ আমার তাছাড়া ফ্লোরেন্সে নেভি ব্লু রোল্স বেশি নেই। তাই আরও সহজ হয়ে গেল চেনাটা।'

'নাম্বারটা মিলছে তো?'

'একশোবার মিলছে। সিনর গোনজালিসেরই গাড়ি ওটা। কোন ভুল নেই কথাটা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারো। এসব ব্যাপারে এই বান্দার ভুল হয় না।'

'সে আমি জানি।'

'গুড। শোনো—সিনর সিসিও গোনজালিসের সবসুদ্ধ এগারোটা গাড়ি। তার মধ্যে একটা নেভি-ব্লু কালারের রোল্স। নাম্বার SAX 1342. ক্লিয়ার?'

'ক্লিয়ার। কিন্তু ড্রাইভিং সীটে বসে থাকা ওই শ্রীমতিকে তো চিনলাম না হে! কে হতে পারে মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল রানা. 'বিলকুল একটা সেক্সবম্ব। বয়স আন্দাজ সাতাশ-আটাশ। ক্যানারী রঙের সোয়েটার আর...'

'বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি। আর বলতে হবে না।' বাধা দিয়ে বলল হুডিনি, 'উনি হচ্ছেন মহামান্যা মিসেস নোরমা গোনজালিস। প্রথমা স্ত্রীকে ডিভোর্স করে নোরমাকে বিয়ে করেছে বুড়োটা। হলিউডের অভিনেত্রী ছিল। এখন ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির ওয়াইফ। সেকেন্ড ওয়াইফ!' বলেই হিঃ হিঃ করে হাসল হুডিনি।

'কিন্তু বয়সের এত ফারাক?'

'অঢেল টাকা থাকলে বয়সের দিকে সব মেয়ে তাকায় না হে। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, নোরমা স্রেফ গোনজালিসের টাকাকেই বিয়ে করেছে। প্রেম ট্রেম কিচ্ছু নেই এর মধ্যে।' চোখ টিপল হুডিনি। 'গোনজালিস তো পটল তুলবে কিছুদিনের মধ্যেই। চোখের অসুখে ভুগছে ব্যাটা। আরও কি কি যেন অসুখ আছে। তবুও বিয়ে করে বসল হুট করে। ঝোঁকের মাথায়। তা গোনজালিস মারা গেলে তো ওই নোরমাই হবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তখন তোমাকেই আবার বিয়ে করে বসতে আপত্তি কোথায়?' বলেই জোরসে হেসে উঠল হুডিনি। যেন দারুণ রসিকতা করেছে সে একটা।

'প্রথমা স্ত্রী কোথায় এখন?'

'বহাল তবিয়তে রোমে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে কয়েকটা ছেলেমেয়ে। একটা মেয়েকে শুধু নিজের কাছে রাখার অধিকার পেয়েছে খচ্চর বুড়োটা। কোর্ট দিয়েছে এই অধিকার। জিনা গোনজালিস। দেখোনি ওর ছবি? ফার্স্ট ক্লাস বখাটে আরেকটা। তুমি বরং সেকেন্ড হ্যান্ডের দিকে হাত না বাড়িয়ে এইদিকে একটু খাটাখাটনি করো। দেখতে কিন্তু জিনা মেয়েটা...'

'এন আই—অর্থাৎ নট ইন্টারেস্টেড। আচ্ছা উঠি এখন।' উঠে পড়ল রানা কাজ শেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সকাল দশটা বেজে গেছে। নোরমার টেলিফোন আসবে এগারোটায়। বাড়ি পৌছানো দরকার সময় মত। পা বাড়াল সে দরজার দিকে। সেই সঙ্গে হাত নাড়ল হুডিনির দিকে তাকিয়ে।

'আরে, শ্রীমান, দাঁড়াও,' তেড়ে উঠল হুডিনি, 'কি দরকারে ওই শাকচুন্নি নোরমার খবরটা নিলে সেটা তো শোনা হলো না! সব না জেনে ছাড়ছি না তোমাকে। কফি দিতে বলি এক কাপ।'

'না, দোস্ত। আজ একটু ব্যস্ত আছি, কফি হবে আরেক দিন।' হাসল রানা। 'জ্যানারোজ বারে দেখেছিলাম মেয়েটাকে। গাড়িটাও দেখেছিলাম এক ঝলক। চেনার লোভ হয়ে গেছিল আর কি। এখন বিবাহিতা শুনে খায়েশটা উড়ে গেছে আমার।' চোখ টিপল সে।

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল দু'জন।

বেরিয়ে এল রানা ট্রাফিক রেগুলেশন অফিস থেকে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে অফিসে কাজ করছে জনা পঁচিশেক কর্মচারী। একপাশে বিরাট একটা ওয়াল ম্যাপ। ফ্লোরেন্স সিটির।

দৈবে বিশ্বাস হয় না রানার। দৈবাৎ এত কিছু মিলে যাওয়াটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব। নোরমা যদি মিসেস গোনজালিসই হয় তাহলে ব্যাপারটাকে দৈব-সংযোগ ছাড়া আর কি বলা যায়? চমৎকার যোগাযোগ হয়ে গেছে হঠাৎ করে। নোরমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে গোনজালিসের কাছাকাছি পৌঁছনো কঠিন হবে না রানার পক্ষে। ব্যস—এরপর প্রতিশোধটা নিতে পারলেই রানার কাজ শেষ। ইতোমধ্যে গোনজালিসের বাড়ির আশেপাশে বারকয়েক চক্কর দিয়ে দেখেছে সে। অত্যন্ত সুরক্ষিত বাড়ি। ঢোকা মুশকিল। লাইন পাওয়া গেছে কপাল গুণে। খুব ধীরে ধীরে মাথা খাটিয়ে তৈরি করতে হবে এবার প্রতিশোধের প্ল্যান! ব্যবহার করবে সে নোরমাকে। সিদ্ধান্ত নিল, যে কাজই দিক নোরমা, নিয়ে ফেলবে সে কাজটা। যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না সে কিছুতেই।

হঠাৎ মনটা খচখচ করতে লাগল রানার। বড় তাড়াতাড়ি এসে গেল না সুযোগটা?

সোজা ছুটল রানা পাবলিক লাইব্রেরীতে। তিনবছর আগের ডেইলি টাইমস পত্রিকার সব কপি বের করল খুঁজে খুঁজে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে আধঘণ্টা চেষ্টার পরই। সিসিও গোনজালিস প্রথমা স্ত্রীকে ডিভোর্স করার দু'মাস পরই বিয়ে করে আবার। নোরমা তখন হলিউডের উঠতি হিরোইন। প্যারিসের কাফেতে পরিচয় দুজনের। সপ্তাহ তিনেক দুজনে মিলে ঘোরাঘুরির পর গোনজালিস প্রপোজ করে নোরমাকে। মাসখানেক পর ঘটা করে সেন্ট পলস চার্চে বিয়ে হয়ে যায় দুজনের। গোনজালিসের বয়স তখন চুয়ান্ন, আর নোরমার সাতাশ। প্রথমপক্ষের একটা মেয়েকে শুধু কাছে রাখার অনুমতি কোর্টের কাছ থেকে পেয়েছে সিসিও গোনজালিস। ডেইলি টাইমসের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেইলি স্কাইলার্ক তির্যক মন্তব্য করেছে, দারুণ সেয়ানা অভিনেত্রী নোরমা। মনের আনন্দে বিয়ে করেছে গোনজালিসের টাকাকে। নিশ্চয়ই ভীমরতি ধরেছিল বুড়োটার?

ঠিক এগারোটা বাজতে পাঁচে ফিরে এল রানা নিজের বাংলোতে। ব্রিজিতা বেরিয়ে গেছে। বসে পড়ল ও। অপেক্ষা করছে। পাঁচটা মিনিট কেটে

গেল শুধু ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে শুনতেই। মনে সন্দেহ—করবে তো নোরমা টেলিফোন?

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। সময়ের নড়চড় নেই। এক ঝটকায় রিসিভার তুলে কানে লাগাল রানা।

'সিনর মাসুদ রানা?'

কোন ভুল নেই। পরিষ্কার সুরেলা কণ্ঠস্বর। নোরমা সিসিও গোনজালিসের দ্বিতীয়া পত্নী।

'ইয়েস, স্পীকিং,' বলল রানা।

'কাল দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'মনে আছে আমার। জ্যানারোজ বারে দেখা হয়েছিল।' চমক দেবার লোভটা সামলাতে পারল না রানা, 'আপনার কণ্ঠস্বরটাও পরিষ্কার চিনতে পারছি আমি, মিসেস গোনজালিস।'

ফোনের ও প্রান্তের নীরবতাটা উপভোগ করল রানা। সম্ভবত একটু হকচকিয়ে গেছে নোরমা। পাঁচ সেকেন্ড। আবার ভেসে এল নোরমার কণ্ঠস্বর।

'চিনে ফেলেছেন তাহলে? ভাবছিলাম পরিচয় লুকিয়েই প্রথম মীটিংটা সারব,' নোরমার গলাটা একটু খুশি খুশি শোনাল, 'চালু লোক আপনি। মনে হচ্ছে আপনাকে দিয়ে সত্যিই কাজ হবে আমার। কিন্তু কি করে চিনলেন বলুন তো?'

'রোলস রয়েস হাঁকিয়েও অচেনা থাকবেন, এতটা আশা করেন কি করে?'

'ঠিক। মনে রাখব আমি কথাটা।' আবার গম্ভীর স্বর ভেসে এল নোরমার, 'সেই বেদিং কেবিনটা রিজার্ভ করে ফেলেছেন?'

'করিনি...করতে যাচ্ছি। সান মার্টিনো বেদিং কেবিন। সতেরো নম্বর। ফোনে বুক করে রেখেছি। যেতে হবে।'

'রাত নয়টায় দেখা হবে। অলরাইট?'

'অলরাইট। সী ইউ অ্যাট নাইন।'

কেটে গেল কানেকশন। রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা ক্রাডলে। সিগারেট ধরাল একটা। কয়েকটা চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়। কি চায় নোরমা? ব্যাপারটা যাই হোক—গোপনীয়। নইলে বেদিং কেবিনে নিয়ে যেতে চাইত না রানাকে। কাজটায় ঝুঁকি আছে, বলেছিল নোরমা। কি হতে পারে? কেউ ব্ল্যাকমেল করছে নোরমাকে? হয়তো এ ব্যাপারেই রানার সাহায্য চেয়ে বসবে নোরমা। এই মেয়ের একটা গোপন অতীত থাকা খুবই সম্ভব। এই অতীতটা গোনজালিস জেনে ফেললে হয়তো বিপদ নামবে মেয়েটার ঘাড়ে। সম্ভবত কোন পুরানো প্রেম...

ছুটল রানা লেকের ধারে। সান মার্টিনো বিল্ডিং-এ যখন পৌছল তখন বারোটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। জায়গাটাকে সাউথ বীচ বলে। বিল্ডিংটা দোতলা। মেইন রোড থেকে বালির ওপর দিয়ে গজ পঞ্চাশেক হেঁটে

এসে পৌঁছতে হয় এখানে। কাছাকাছি কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেল নেই চমৎকার নির্জন পরিবেশ। রাত আটটার পরই নিঝুম হয়ে যায় দোতলায় সব মিলে মোট তেত্রিশটা কেবিন। সবগুলোর মুখ সাগরের দিকে ছাতের ওপর একটা সাইন বোর্ড ঝকঝক করছে সূর্যালোকে ওপরের অংশে বড় বড় হরফে লেখা 'সান মার্টিনো'। এর নিচেই ছোট হরফে লেখাগুলো পড়ল রানা. 'বেদিং কেবিনস্ ফর সান বেদারস অ্যান্ড সুইমারস্।' সারাদিন গমগম করে সাঁতারু আর সূর্যস্নানার্থীদের ভিড়ে। হৈ-হুল্লোড় করে দিন শেষে চলে যায় সরাই এখনও শীত রয়েছে দারুণ। তাই রাতে থাকে না কেউ এখানে বয়বেয়ারা কিচ্ছু নেই বেদিং কেবিনগুলোয়। প্রতিটা কেবিনের সাথে অ্যাটাচড় বাথ ও কিচেন আছে। রান্না করে খেতে হয় সবাইকে, অথবা দূরের কোন রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পাট চুকিয়ে আসতে হয়।

কেবিন ইনচার্জের অফিসটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে করিডরটা পেরিয়েই কেবিন ইনচার্জ' লেখা রুমটা পেয়ে গেল রানা। ঢুকে পড়ল ভেতরে।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কেবিন ইনচার্জ। ফোলা ফোলা গাল। নাকের ডগায় আঁচিল একটা

'পল টলেনি অ্যাট ইওর সার্ভিস, সিনর, বলতে বলতে ফোলা গাল দুটো কুঁচকে গেল ওর। হাসছে পল টলেনি। কেবিন ইনচার্জ।

'একটা কেবিন রিজার্ভ করব। ডানদিকের সবচেয়ে কোণেরটা ফোনে বুক করেছিলাম। দেয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। একশোবার।' মাথা ঝাঁকাল পল টলেনি। 'এক্ষুণি রিজার্ভ করতে পারেন ইচ্ছে করলে তবে এ মাসে হোলনাইট বোর্ডার একজনও নেই রাতেই দরকার?'

'রাতেই।'

'তাহলে একাই থাকতে হবে আপনাকে। এ মাসে রাতের কোন বোর্ডার জোটেনি কপালে। তাই সন্ধে সাতটাতেই বাড়ি চলে যাই আমি।'

'অসুবিধে হবে না আমার। ম্যাটের নিচে কেবিনের চাবিটা রেখে দেবেন, আমি খুঁজে নেব। রাত ন'টার আগে আসতে পারব না আমি।'

অ্যাডভান্স দিয়ে দিল রানা সারারাতের কেবিন ভাড়া। সই করে দিল খাতাপত্র। বীচের দিকে নজর পড়ল ওর। বিকিনি পরা একদঙ্গল মেয়ে লাফালাফি করছে বালিতে। চারটা পর্যন্ত সরগরম থাকবে জায়গাটা। তারপর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে ভিড় রাত নটার দিকে নীরব নিঝুম হয়ে যাবে চারদিক। একটা মানুষও থাকবে না ত্রিসীমানায়। চমৎকার জায়গা বেছে বের করেছে নোরমা।

'বিজনেস কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল না। অফ সীজন এখন। সামারেই জমে বিজনেস।' জানাল পল টলেনি। 'ঠিক আছে, ম্যাটের নিচেই পাবেন চাবি। কেবিন সতেরো।'

'অলরাইট? সকালে দেখা হচ্ছে আমাদের আবার।'

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। রাতটা আজ কাটিয়ে দিতে হবে এখানেই।

ব্রিজিতাকে কি বলা যায়? জিজ্ঞেস করবে মেয়েটা। প্রতিশোধের প্ল্যানটা ওকে টের পেতে দিলে চলবে না। এমন ভাবে সারতে হবে কাজ, যাতে কাক-পক্ষীও টের না পায়। ভাবতে ভাবতে ফিরে চলল সে ওয়েবলি পার্কের দিকে।

বিকেলে দেখা হয়ে গেল ব্রিজিতার সাথে। হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে রানার বেডরুমে চলে এল সে সোজা। শুয়ে ছিল রানা, তাকিয়ে দেখল কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা ব্যালটার। দু'চোখে ভ্রূকুটি।

'কি ব্যাপার, শ্রীমান? এখনও শুয়ে আছ। রাতে নিশ্চয়ই সিঁদ কাটবে কারুর ঘরে?' জিজ্ঞেস করল ব্রিজিতা। 'অসুখ-বিসুখ করেনি তো আবার?'

উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। 'না-না, অসুখ তেমন কিছু না, এক কাপ চা খেলেই সেরে যাবে। কিংবা একটা চুমু।'

'কিংবা গভীর রাতে পাশের ঘরে একটু বেড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি—তাই না?' কপট রাগের ভঙ্গি করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্রিজিতা, ডাকল রানা।

'ব্রিজিতা, শোনো।'

'আমি পারব না, বাবা—নিজে বানিয়ে খাও। আমার কাজ আছে।'

'কাজের কথাই তো বলছি,' হাসল রানা।

'কি?'

'আজ রাতে বাইরে থাকব আমি। কাজ পেয়েছি একটা,' বলল রানা। 'ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হুডিনি ফেলাসি বিপদে পড়ে গেছে ভীষণ। রাত জেগে সাহায্য করতে হবে তাকে। পারমানেন্ট কিছু নয় যদিও, বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে।'

'নিশ্চয়ই রাতে গাড়িটা লাগবে তোমার?'

'ঠিক ধরেছ গাড়ি নিয়ে যাব আমি,' বলল রানা। 'অসুবিধে হবে?'

'না।' মাথা নাড়ল ব্রিজিতা। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি খটখট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। রানা বুঝল, সত্যিই কোন বিশেষ কাজ রয়েছে ওর—নইলে চা না খাইয়ে যেত না।

মৃদু হাসল রানা। হিটারে চড়িয়ে দিল চায়ের কেটলি।

রাত সাড়ে আটটা বাজতেই বেরিয়ে এল রানা বাংলোর বাইরে। গ্যারেজ থেকে বের করল মরিস ম্যারিনা। ইগনিশন চাবি ঘুরাতেই কর্কশ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন। ব্রিজিতার হাতে পড়ে অকালেই আয়ু ফুরিয়ে এসেছে গাড়িটার। যত্রতত্র যেমন খুশি চালিয়েছে মেয়েটা। সার্ভিসিং-এর ধারও ধারেনি গত ছয়টা মাস। ক্লাচ টিপে গিয়ার দিতেই আবার আর্তনাদ করে উঠল গাড়িটা। তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধুঁকতে ধুঁকতে চলল সোজা সাউথ বীচের দিকে।

সাউথ বীচে যখন পৌঁছল রানা ন'টা বাজতে মিনিট তিনেক বাকি তখন। লেকের পাড় নীরব, নিঝুম হয়ে পড়েছে। মানুষের সাড়া শব্দ নেই কোথাও। শুধু ভূতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দোতলা সানমার্টিনো বিল্ডিংটা।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এল রানা নিঃশব্দে। টানা বারান্দার পাশেই সারিবাঁধা বেদিং কেবিনগুলো। শব্দ না করে দ্রুত পায়ে এগোল সে সতেরো নম্বর কেবিনের দিকে। ম্যাটটা তুলতেই বেরিয়ে এল চাবি। কী-হোলে চাবিটা ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিতেই খুলে গেল দামী কাঠের একপাল্লার দরজা।

ভেতরে একটা সিটিংরূম, একটা বেডরূম উইথ অ্যাটাচড্ বাথ আর ছোট্ট একটা কিচেন। সিটিংরূমের একপাশে একটা টিভি সেট, একটা রেডিও আর অন্যপাশে টেলিফোন। ঝকঝক তকতক করছে সব।

বেরিয়ে এল রানা। বসে পড়ল বারান্দার একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে। সামনে ধু ধু বালি। বিশ বর্গ মাইল জোড়া মস্ত লেকে ঢেউয়ের মৃদু কল্লোল। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। আকাশের ছোট্ট একফালি চাঁদ মলিন আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে। আবছা অন্ধকারে গা ছমছমে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সারা এলাকায়।

এক দুই করে কেটে গেল ত্রিশটা মিনিট। কেউ এল না। টেলিফোনের বেলায় সময়ের নড়চড় হয়নি নোরমার। এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হয়নি—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় ঝনঝন শব্দে বেজে উঠেছিল ফোন। তাহলে? এখনও আসছে না কেন? মত বদলে ফেলেছে ও? হয়তো ভয় পেয়ে শেষ মুহূর্তে বদলে গেছে মেয়েটার মন। সেক্ষেত্রে অন্য কোন সুযোগ বের করে নিতে হবে রানাকে। উঠে পড়ল সে চেয়ার ছেড়ে। রেলিঙের পাশে গিয়ে ঝুঁকল সামনের দিকে। কি যেন নড়ছে না? দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার।

আসছে। আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। মূর্তিটার বেশ অনেকটা পিছনে আরও কিছু যেন নড়ছে বলে মনে হলো ওর। এতদূর থেকে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না! বার কয়েক চোখ মিটমিট করতেই স্থির হয়ে গেল পিছনের নড়াচড়া। বুঝতে পারল রানা—মনের ভুল। এবার শুধু একটা মূর্তিকেই দেখতে পাচ্ছে সে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে মূর্তিটা। বিশ গজ দূরে থাকতেই চিনতে পারল রানা ওটাকে। নোরমা গোনজালিস। রেলিঙের ধার থেকে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল সে। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল নোরমা নিঃশব্দে। সোজা রানার কাছে এসে থেমে দাঁড়াল।

'গুড ইভনিং; সিনর রানা,' বলল নোরমা। বলেই বসে পড়ল রানার পাশের লাউঞ্জিং চেয়ারটায়।

'গুড ইভনিং।' সহজ ভঙ্গিতে সম্ভাষণ জানাল রানা।

আলো-আঁধারিতে আবছা দেখা যাচ্ছে নোরমাকে। সিল্ক-স্কার্ফ দিয়ে মাথাটা পেঁচিয়ে নিয়েছে ও। মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে অনেকটা। ক্রিমসন কালারের একটা স্কার্ট পরেছে, স্কার্টের ওপর দামী কার্ডিগান। ডানহাতের কব্জিতে সোনার একটা চেন। অনামিকার ডায়মন্ড রিংটা জ্বলজ্বল করছে আধো-অন্ধকারেও।

'মনে হচ্ছে যোগ্য লোকই পেয়েছি আমি,' নীরবতা ভেঙে বলল নোরমা। 'তোমাকেই আমার দরকার, রানা।'

কিছু বলল না রানা। ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট ধরাল নোরমা। চুপচাপ লক্ষ করল রানাকে কিছুক্ষণ।

'তুমি ঝুঁকি নিতে পারবে, তাই না?' ধোঁয়া ছাড়ল নোরমা সরু করে।

'তোমার কি মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই পারবে। আমার হ্যান্ডব্যাগের ডলারগুলো যখন পকেটে ঢুকিয়েছিলে, তখন বেশ বড়সড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি।'

'বোকার মত তোমার সাজানো ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। যাই হোক, বাজে কথা রেখে কাজের কথায় আসা যাক। কেন ডেকেছ এইখানে?'

'নতুন একটা ঝুঁকি নিতে পারবে?'

'পারিশ্রমিকের ওপর নির্ভর করবে সেটা। কি ধরনের ঝুঁকি তার ওপরও নির্ভর করবে বেশ অনেকটা। ছোটখাট ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার।'

'টাকার জন্যে চিন্তা নেই, রানা, টাকা পাবে তুমি অনেক।' গম্ভীর নোরমার কণ্ঠ।

এত ভণিতা করছে কেন মেয়েটা? কি চায় ও? সোজাসুজি বলে ফেললেই পারে মনের কথাটা।

একটা লম্বা টান দিল নোরমা সিগারেটে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'শোনো, রানা। আমার কথামত একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। যদি করো তাহলে পারিশ্রমিক হিসেবে পাবে তুমি এক লাখ ডলার।'

এ-ক-লা-খ ডলার! ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। বলে কি? ব্যাপারটা তাহলে সাদামাঠা কিছু নয়? বিরাট কোন ভয়ঙ্কর কিছু না হলে এক লাখ ডলার পারিশ্রমিক দেয় না কেউ কাউকে।

'এক লাখ ডলার?' নড়েচড়ে বসল রানা।

'সত্যিই বলছি। এক লাখ ডলার অনেক টাকা। বুঝতেই পারছ—ঝুঁকি না নিলে এত টাকা রোজগার করা যায় না।'

'ঝুঁকিটা বলে ফেলো ঝটপট, হেঁয়ালি ভাল লাগছে না আর,' বলল রানা। চেয়ারটা টেনে নোরমা আরও কাছে সরে এল।

'ফ্র্যাঙ্কলি স্পীকিং, রানা, আমার কাছে এখন এক লাখ ডলার তো দূরের কথা, এক হাজার ডলারও নেই। আমার স্বামী—সিসিও গোনজালিস অত্যন্ত কঞ্জুস লোক। ওকে হয়তো চেনো না তুমি—কিন্তু অনেকেই জানে ওর স্বভাবটা।' শেষের দিকে খুবই তিক্ত শোনাল নোরমার কণ্ঠ।

মনে মনে বলল রানা, চিনি শ্রীমতি, হাড়ে হাড়ে চিনি আমি সিসিও গোনজালিসকে। সম্ভবত তোমার চেয়েও আরও অনেক গভীরভাবে চিনি আমি।

'শোনো, মাসে মাসে একটা মাসোহারার বেশি একটা পয়সাও আমাকে দেয় না গোনজালিস। ব্যাপারটা কি রকম জানো?' তিক্ত স্বরে বলল নোরমা।

'টাকার ওপর বসে আছি অথচ নিজের নয় ওগুলো। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের অবস্থা আর কি! যাকগে, গোনজালিস ভাবে ওর দেয়া মাসোহারার টাকাটাই আমার আর আমার সৎমেয়ে জিনার জন্যে যথেষ্ট। আসলে হয়তো ঠিকই ভাবে ও। মাসোহারার টাকাটা অনেকের জন্যে অনেক বেশি লোভনীয়। কিন্তু আমার আর জিনার জন্যে ও টাকা হাতের ময়লা।'

'ভণিতা রেখে আসল কথায় এসো, সুন্দরী,' রানা বলল। 'টাকা নেই অথচ এক লাখ ডলার...'

'ঠিক বলেছ। এখনও কিছুই নেই আমার কাছে। কিন্তু তোমার প্রাপ্যের দশগুণ টাকা এসে যেতে পারে মাথাটা সামান্য একটু খাটালেই।'

সামান্য খাটালেই দশ লাখ ডলার, মাথাটা বেশি খাটালে কত এসে যাবে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রানা—সামলে নিল নিজেকে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে এনে বলল, 'খুন খারাবী বা ডাকাতি-ফাকাতি নয়তো?'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে রানাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল নোরমা। উত্তর দিল না। তারপর আরেকটু কাছে এগিয়ে এল।

'আমার সৎমেয়ে জিনা আর আমার হঠাৎ দশ লাখ ডলারের জরুরী দরকার পড়ে গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই টাকাটা চাই আমাদের। চাই-ই। তুমি সাহায্য করলে খুব সহজেই পেয়ে যাব আমরা টাকাটা, বিশ্বাস করো।

নোরমার মুখের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ফালতু কথা মনে হচ্ছে না। বলল, 'কি করে সম্ভব সেটা?'

'সম্ভব। গোনজালিসই গুনে গুনে দেবে পুরো দশ লাখ ডলার। দিতে বাধ্য হবে সে,' শান্তকণ্ঠে বলল নোরমা। 'এমনি চাইলে এত টাকা দেবে না সে। উল্টে হাজারটা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে আমাদেরকে। ওর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাইছি না আমরা দুজনের কেউ। অথচ টাকাটার ভীষণ দরকার।'

ভাল। ভাবল রানা। গোনজালিসের কাছ থেকে আদায় করতে হবে দশ লাখ ডলার। এবং তারই স্ত্রী ও কন্যার প্ল্যান মাফিক। বাহ্! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কথাটা মনে পড়ল রানার। নোরমা আর জিনার সাহায্যে এসে যাচ্ছে প্রতিহিংসা চরিতার্থের সুযোগ। না হয় টাকার ওপর দিয়েই যাক প্রতিশোধের প্রথম পর্বটা। উৎসাহিত হয়ে উঠল সে মনে মনে। কিন্তু আসল প্ল্যানটা কি নোরমার?

মুখ খুলল নোরমা। 'রানা, সাহায্য করবে আমাদেরকে? পাইয়ে দেবে দশ লাখ ডলার?'

একশোবার সাহায্য করব—মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'এত টাকার দরকার পড়ল কেন তোমার হঠাৎ? ব্ল্যাকমেল করছে কেউ?'

'প্রশ্ন ভালবাসি না আমি।' একটু কঠোর শোনাল নোরমার কণ্ঠস্বর 'চমৎকার একটা প্ল্যান আছে আমার।'

'বেশ তো, বলেই ফেলো,' হালকা সুরে বলল রানা।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিল নোরমা। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর

ওর দু'চোখের দৃষ্টিটা স্থির হলো রানার মুখের উপর।

'জিনাকে কিডন্যাপ করা হবে দু'দিনের জন্যে,' ভয়ানক শান্তভাবে বলল নোরমা। 'ফেরতমূল্য হিসেবে ওর বাপের কাছে দাবি করা হবে দশ লাখ ডলার। তুমি পাবে এক লাখ। বাকিটা আমার এবং জিনার।'

'হবে না। ওসবে আমি নেই।' ঘোষণা করল রানা। 'এসব ছেলেমানুষী প্ল্যান। কে কিডন্যাপ করবে? আমি?'

'কেউ না। আসলে কেউ কিডন্যাপ করবে না জিনাকে। দু'এক দিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে জিনা কোথাও। ঠিক গ্যাংস্টারদের মত তুমি টেলিফোন করবে গোনজালিসকে। দাবি করবে দশ লাখ ডলার। হুমকি দিয়ে ভয় পাইয়ে দেবে ওকে। সহজ কাজ এটা। টাকাটাও রিসিভ করতে হবে তোমাকেই। ব্যস–টেলিফোনে হুমকি আর টাকা রিসিভ করার জন্যে তুমি পাচ্ছ এক লাখ। পছন্দ হচ্ছে না? টাকার অঙ্কটা কাজের তুলনায় বিরাট নয়?'

এতক্ষণে বেড়াল বেরিয়েছে ঝুলি থেকে! চুপ করে রইল রানা। ভাবছে। এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে নিঃশব্দে কেটে গেল পুরো তিন মিনিট। সাগ্রহে তাকিয়ে আছে নোরমা দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে ওর। ঢোক গিলছে বারবার। শ্বাস পড়ছে ঘনঘন। রানা বুঝল উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা।

নারীহরণ জঘন্যতম অপরাধ। কিডন্যাপ করে টাকা দাবি করাটা ইটালীয় আইনে মারাত্মক অপরাধ। ক্যাপিট্যাল অফেন্স। তাছাড়া গোনজালিসকে বোকা বানিয়ে টাকা আদায় করাটা অত্যন্ত কঠিন হবে। শেয়ালের মত ধূর্ত লোকটা। ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট। এ ব্যাপারে একবার জড়িয়ে পড়লে যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে মহাবিপদ। ধরা পড়লে কিডন্যাপারদের কপালে রয়েছে অবধারিত যাবজ্জীবন, নয়তো গ্যাসচেম্বার। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এতবড় ঝুঁকি নেয়াটা কি ঠিক হবে? যদি ফেঁসে যায় নিজেই? আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আসলে অত্যন্ত বিপজ্জনক নোরমার প্ল্যানটা। মানুষ হত্যার মতই ভয়ঙ্কর। ধরা পড়লে শাস্তি অনিবার্য।

মৃত্যুদণ্ডও বিচিত্র নয়।

কি করবে সে এখন?

পাঁচ

ছোট্ট একটুকরো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল চাঁদটা। আবছা অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। লেকের তীরে ঢেউয়ের মৃদু চপেটাঘাত সৃষ্টি করেছে এক রহস্যময় পরিবেশ। নিস্তব্ধতার মাঝেই কেটে গেল আরও দুই-এক মিনিট। মেঘটা সরে গেছে এখন। আলো আঁধারিতে কিছুটা উজ্জ্বল দেখাল বীচের ধু ধু বালিকে। চাঁদের মৃদু আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সাগরের জলে। চিক চিক

করছে অথৈ রূপালী জলরাশি।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নোরমা রানার দিকে। শান্ত।

অনেক কথা ভেবে নিল রানা এই কয় মিনিটে। পরিষ্কার বুঝতে পারল প্রতিহিংসার আগুন ঘোলা করে দিয়েছে ওর বিচার-বুদ্ধি। এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। কিন্তু এটাও বুঝতে পারল পরিষ্কার, রাজি না হলে এই মুহূর্তে মৃত্যু ঘটবে ওর। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে গুলি করবে নোরমা।

'কিডন্যাপারদের কি হয় জানো?' বলল রানা। 'কমসেকম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু গ্যাসচেম্বারে মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশি। এসব ভেবেছ তুমি?'

'ভেবেছি। বাজে কথা ওগুলো। কারণ, জিনা তো আর সত্যিই কিড্ন্যাপড্ হচ্ছে না। টাকা আদায়ের জন্যে একটা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয় ব্যাপারটা। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।'

'আর কোন সহজ রাস্তা নেই তোমার সামনে?'

'নেই। অন্য কোনভাবে একটা আধলাও ছাড়বে না গোনজালিস। টাকাপয়সার ব্যাপারে দারুণ খচ্চর ও।' সুর পাল্টাল নোরমা। 'শোনো রানা, মাসের মধ্যে পনেরো দিনই পড়ে থাকে গোনজালিস নার্সিংহোমে। চোখের অসুখ ওর। পূর্ব ইতিহাসটা আমি জানি না, তবে শুনেছি ভয়ঙ্কর লোক ছিল সে, বদলে গেছে হঠাৎ করে। গ্যাঞ্জামে জড়াতে ওর ভয়ানক আপত্তি এখন। সুতরাং অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি। আমি পরে একসময় সব ব্যাপার ওকে নিজেই খুলে বলব গোটা ব্যাপারটা আসলে পানির মত সহজ।'

'তুমি বলছ, ব্যাপারটাকে তোমার স্বামী দারুণ একটা রসিকতা বলে মেনে নেবে? ভাবছ সবকিছু জেনেও গোনজালিস তোমার আর তোমার সৎমেয়ের পিঠের চামড়া আস্ত রাখবে? এতই সহজ সবকিছু?'

নোরমার ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা তেমনি লটকে রইল রানার মুখে। ডান হাতের দুটো আঙুল ব্যাগের জিপার নিয়ে খেলা করছে। রানা বুঝতে পারল চট করে রাজি হয়ে যাওয়া ঠিক হবে না এখন, একটু তর্কবিতর্ক না করলে সন্দেহ হবে নোরমার। তাই বকবক করে চলল, 'আমার টেলিফোন-হুমকি-কিডন্যাপের খবর–দশ লাখ ডলার দাবি–এসব শুনেই একেবারে ভড়কে যাবে গোনজালিস? কোন উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে না ওর? পুলিসে জানাবে না সে?' একটু থামল রানা। 'তাছাড়া জানাতে হবে কেন, আপনিই জেনে যাবে পুলিস। নিজে থেকেই এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, তোমার স্বামী পুলিসকে তখন বলবে, তার স্ত্রী আর কন্যা এক মাসুদ রানাকে নিয়ে দারুণ একটা মজার ঠাট্টা করেছে তার সাথে? তাই না? দারুণ প্ল্যান তোমার নিশ্চয়ই ইটালির প্ল্যানিং কমিশন দিয়েছে তোমাকে এই বুদ্ধি? কি বলো?'

জুতোর তলা দিয়ে নিচের মাটি ঘষল নোরমা। তারপর বলল, 'তোমার কথা বলার ভঙ্গিটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'তোমার প্ল্যানটাও পছন্দ হচ্ছে না আমার। দুঃখিত।' তর্কের খাতিরে বলে চলল রানা, 'তাছাড়া পাবলিসিটির ব্যাপারটাকেও মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ

না তুমি। মালটিমিলিওনিয়ার সিসিও গোনজালিসের মেয়ে যদি কিডন্যাপড্ হয় তাহলে সারা দেশ জুড়ে হুলস্থুল পড়ে যাবে। পৃথিবীর সব পত্রিকার হেডলাইন হবে খবরটা। চুপিচুপি এক মিলিয়ন ডলার মেরে দেয়াটা যত সহজ ভাবছ তুমি ততটা সহজ মোটেও হবে না। বিরাট একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে সেটা।'

'কিছুই হবে না। বেশি ভাবছ তুমি শুধু শুধু।' অসহিষ্ণুভাবে বলল নোরমা। 'আমার স্বামীকে পুলিসের ধারে কাছেও যেতে দেব না আমি। খুব সহজভাবেই ঘটে যাবে সবকিছু। শোনো—হঠাৎ গায়েব হয়ে যাবে জিনা। বাড়িতে ফিরবে না ও। তুমি টেলিফোন করবে আমার স্বামীকে। বলবে, তুমি ধরে নিয়ে গেছ জিনাকে। হুমকি দেবে, এক মিলিয়ন ডলার না দিলে খুন করে ফেলবে তুমি জিনাকে। ব্যস—এটুকুই যথেষ্ট। এরপর আমার স্বামী টাকা দিয়ে দেবে নির্দ্বিধায়। তুমি, যেভাবেই হোক, রিসিভ করবে টাকাটা। এরপর জিনা ফিরে যাবে ঘরে। সিম্পল্।'

'তুমি বলছ এরকম সহজভাবেই ঘটে যাবে সবকিছু?'

অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়াল নোরমা। সিগারেটটা ফেলে মাড়িয়ে দিল জুতোর গোড়ালি দিয়ে।

'একশোবার। ভাল পারিশ্রমিক পেলে কাজ করার কথা ছিল তোমার। ভয় পেলে কেটে পড়ো। অন্যলোক খুঁজে নেব আমি।'

'ঠিক বলছ?' হেসে উঠল রানা। 'আমার মনে হচ্ছে অন্য কাউকে পছন্দ হবে না তোমার। তাছাড়া খুঁজতে গেলে সময় দরকার, আমার মুখ চিরতরে বন্ধ করা দরকার। অথচ টাকাটা খুব শিগ্গিরই চাইছ তুমি। এনিওয়ে, তোমার প্ল্যানটা মনে ধরছে না আমার। অনেকগুলো, "কিন্তু" আর "যদি" এসে গোলমাল করে দিচ্ছে সবকিছু। ধরো, তোমার স্বামী যদি পুলিসে খবর দিয়ে বসে হঠাৎ? ওই একগুঁয়ে পুলিসগুলো আদাজল খেয়ে লাগলে শেষ না দেখা পর্যন্ত থামবে না। আর প্রথমেই কেউ যদি অ্যারেস্ট হয় তাহলে সেই বান্দা হচ্ছি আমি।'

'পুলিস আসবে না এ ব্যাপারে।' জোরের সাথে বলল নোরমা।

'আসবে না? কি করে নিশ্চিত হচ্ছ তুমি?'

'আসবে না পুলিস। কারণ পুলিস জানবেই না কিছু। আমার স্বামী যাতে পুলিসে না জানায় সে ব্যবস্থা করব আমি।'

গোনজালিসের বিশাল চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। হয়তো এই কদিনেই বুড়ো হয়ে গেছে ব্যাটা। তার ওপর কম দেখছে চোখে। হয়তো সহজেই মচকে যাবে গোনজালিস। নোরমার কথাই হয়তো ঠিক। দারুণ অভিনেত্রী মেয়েটা। সাঙ্ঘাতিক ভয় পাওয়ার ভান করবে ও কিডন্যাপের খবরটা শুনেই। ভয় সংক্রামক ব্যাধি। হয়তো টাকা দিতে রাজি করিয়ে ফেলবে ও গোনজালিসকে। হয়তো সত্যিই টাকা দিয়ে দেবে বুড়োটা। এক মিলিয়ন ডলার তার কাছে কিছুই নয়। এর থেকে এক লাখ পেলে ওরই টাকায় ওর কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করবে রানা। জেলের ভাত

খাইয়ে ছাড়বে ব্যাটাকে–যেমন করে হোক প্রমাণ সংগ্রহ করবে যে লোকটা রেড ড্রাগনের সাথে জড়িত ছিল, এবং এখনও আছে। ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। আপাতত টাকাগুলো আদায় করে নিতে হবে সুদে-আসলে। প্রতিশোধের প্রথম পর্ব এটা। তারপর ভাবা যাবে অন্য প্ল্যান। নোরমার সাথে দৈবাৎ যোগাযোগটার জন্যে ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদই দিল রানা।

'তোমার মেয়ের মত আছে এ ব্যাপারে?'

'অফকোর্স। টাকার দরকার আমার চেয়ে ওরই বেশি।'

'পুলিস নাক গলালেই কিন্তু মহাবিপদে পড়ে যাব আমরা। কথাটা তোমাকে বার বার বলছি তুমি এর গুরুত্ব বুঝতে পারছ না বলেই। যাই হোক, এবার আর একটু ভেঙে চুরে খোলসা করে বলো। সব না শুনে তো আর সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।'

'এক কথা কতবার বলব তোমাকে, রানা?' বিরক্তির ঠেলায় ধপ করে বসল সে চেয়ারে। 'আবার বলছি!' গম্ভীর স্বর নোরমার। 'জিনা হঠাৎ গায়েব হয়ে যাবে কোথাও। বাড়িতে ফিরবে না ও সেদিন। তুমি টেলিফোন করবে আমার স্বামীকে। বলবে, তুমি বা তোমরা ধরে নিয়ে গেছ জিনাকে। ওকে ফেরত পেতে হলে দশ লাখ ডলার চাই তোমার। নইলে খুন হয়ে যাবে জিনা। হুমকি দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে হবে গোনজালিসকে। ব্যস। যাদুমন্ত্রের মত কাজ হবে–দেখো তুমি।'

'কিন্তু তোমার স্বামী কি এত সহজেই ভয় পেয়ে মেনে নেবে ব্যাপারটা?'

'জিনাকে দারুণ ভালবাসে ও।' শান্তকণ্ঠে বলল নোরমা। 'তার ওপর চোখের অসুখে ভুগছে। অন্তরাত্মা উড়ে যাবে ওর ভয়ে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তোমার আদেশ।'

'বুঝলাম। এরপর কি করতে হবে?'

'টাকা রিসিভ। আসল কাজই হচ্ছে এটা। দশ লাখ ডলার সংগ্রহ করতে হবে তোমাকেই। আমার স্বামী কিভাবে, কোন্ উপায়ে টাকাটা ডেলিভারি দেবে, সেটাও ঠিক করবে তুমিই। এবং মাথা খাটিয়ে। ব্যস–এক লাখ ডলার তোমার আর বাকি ন'লাখ দেবে আমাকে।'

'এবং জিনাকে।'

ঝট করে তাকাল নোরমা রানার দিকে। 'নিশ্চয়ই।'

'বেশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এখন,' বলল রানা। 'একটা কথা শুধু খচখচ করছে মনের মধ্যে। তুমি হয়তো তোমার স্বামীকে ভাল করে চেনো না। যতটা ভাবছ ততটা সহজে ভেঙে না-ও পড়তে পারে ওই লোক। এতবড় একজন প্রতাপশালী ধনী ব্যক্তিকে আন্ডার এস্টিমেট করে বসাটা ঠিক হবে না আমাদের। যদি হুমকিতে না টস্কায়, কি করছি আমরা? হুমকি দিয়েই চুপ মেরে যাব? নাকি মর্গ থেকে লাশের আঙুল কেটে পাঠাব?'

'বললাম তো, ওসব কিছু দরকার পড়বে না।' সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিল নোরমা। রক্তিম দেখাল ওর মুখটা আগুনের আভায়। 'জিনাকে দারুণ ভালবাসে ও। তাছাড়া আমিও ভীষণ ভয় পাওয়ার ভান করব। ভয়টা

সংক্রামক। এতেই মচকে যাবে গোনজালিস। ঘাবড়ে যাবেই ও-শিওর আমি। এক কথায় রাজি হয়ে যাবে। মিছেমিছি কল্পনায় বিপদ দেখো না তুমি শুধু শুধু। রাজি হয়ে যাও।'

ঠিকই বলেছিল হুডিনি—ভাবল রানা একবার। স্রেফ টাকার জন্যেই গোনজালিসকে বিয়ে করেছে মেয়েটা।

'প্রায় রাজি হয়েই গিয়েছি,' বলল রানা, 'কিন্তু আরও খানিকটা ভাবতে হবে আমাকে। আমার ফাইন্যাল মতামত আমি জানার কাল।'

'এক্ষুণি জানাতে পারো না?'

'ভাবতে হবে আমাকে। ভেবে দেখতে হবে প্ল্যানটার মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক আছে কিনা। শুধু নিজের নয়, তোমার নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আমার। এটা ছেলে-খেলা নয়।' দৃঢ় রানার কণ্ঠ।

অগত্যা উঠে দাঁড়াল নোরমা। হাতঘড়ির দিকে তাকাল একবার। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

'এটা বিজনেস ডীল, রানা। মনে রেখো, ব্যবসা করছি তোমার সাথে আমি। তোমার সাহায্য কিনছি আমি টাকা দিয়ে। আর কিছু নয়। আগামী সাতদিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে ফেলো কেবিনটা। এটা দরকার পড়বে।'

'অলরাইট। আমার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি আমি কাল।'

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও আবার ফিরল নোরমা।

'ফোন করব কখন? এবং কোথায়?'

'সকাল ন'টায়। এখানে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল নোরমা রানার মুখের দিকে। 'কোনরকম চালাকি নয়। অলরাইট?'

হাসল রানা। 'এটা বিজনেস ডীল। আর বিজনেসের প্রথম কথা হচ্ছে বিশ্বাস।'

মৃদু নড করল নোরমা। তারপর নিঃশব্দে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। বিন্দুমাত্র শব্দ হলো না নামার সময়। ধীরে ধীরে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা ওদিকে।

নোরমার চলাফেরায় শিকারী বিড়ালের নিঃশব্দতা। যেন হাওয়ায় পা রেখে চলে মেয়েটা...সতর্ক, শীতল, হিসেবী।

রাত সাড়ে এগারোটা। টেবিলের ওপর দু'পা তুলে বসে রইল রানা লাউঞ্জিং চেয়ারে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। নোরমার প্ল্যানটা বারবার ঘুরছে ওর মাথায়। প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্টে-পাল্টে ভেবে দেখছে সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

শুরুটা কেমন একটু বাধো বাধো ঠেকছে ওর কাছে। সবই জানে নোরমা ওর সম্পর্কে। জেনে-শুনেই বাছাই করেছে ওকে। ও যে জেল থেকে সদ্য বেরিয়েছে, জানে। ওর হাতে যে টাকা নেই, জানে। গোনজালিসের প্রতি ওর কি মনোভাব, নিশ্চয়ই তা-ও জানে। রানা যে এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না সেটা ধরেই নিয়েছে মেয়েটা। এসবের পেছনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই তো?

মনে হয় না। ভাগ্যদেবীর সাক্ষাৎ দূত হয়ে এসেছে নোরমা ওর জীবনে। হঠাৎ কপাল খুলে গেছে ওর। রাত দুটোয় সিদ্ধান্তটা নিল রানা। রাজি সে নোরমার প্রস্তাবে। জিনা আর নোরমার সাথে এই ঘনিষ্ঠতাটুকু কাজে লাগাবে সে পরে। রীতিমত ব্যবহার করবে সে এদের। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এমন সুযোগ আর পাবে না সে কোনদিন। ঝুঁকি নিতেই হবে কিছুটা। ঠিকই বলেছে নোরমা—নো রিস্ক, নো গেইন।

কেবিনে ঢুকে নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিল রানা। ঘুমে বুজে আসছে দু'চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল সে তিন মিনিটের মধ্যেই।

ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল তার। বাথরূম থেকে বেরিয়েই সোজা নেমে গেল সে কেবিন-ইনচার্জের অফিসে। আসেনি এখনও পল টলেনি। একটা স্লিপ লিখে রেখে ব্রেকফাস্ট সেরে এল সে দূরের একটা রেস্তোরাঁ থেকে। এই সাত সকালেই সানবাথে আসতে শুরু করেছে দলে দলে ফ্যাকাসে চামড়ার বুড়োরা। ওদের দলে ভিড়ে গেল সে-ও।

ন'টা বাজার একমিনিট আগে ফিরে এল রানা কেবিনে। বসে পড়ল টেলিফোনের পাশের চেয়ারটাতে।

আগের মতই কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টার সময় বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার তুলল সে।

'হ্যাঁ অথবা না?' শান্ত নোরমার কণ্ঠস্বর। 'কোনটা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'রাজি আমি। তবে একটা শর্ত আছে আমার। জিনা এবং তোমার সাথে একত্রে কথা বলতে চাই আমি। ওকে নিয়ে রাত ন'টায় আসতে হবে এখানে। মনে রেখো—আজ রাত ন'টা। তুমি এবং জিনা।'

নোরমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কানেকশন কেটে দিল রানা। ক্রাডলে রেখে দিল রিসিভারটা।

আবার তীক্ষ্ণশব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বেজেই চলল। বাইরে বেরিয়ে এল রানা। লক্ করে দিল দরজাটা। তারপর নিচে নেমে পার্ক করা গাড়ির দিকে এগোল সে।

টেলিফোনের কর্কশ শব্দ ওখান থেকেও পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। বেজেই চলেছে ওটা তখনও।

ছয়

একটা কর্কশ ফ্যাড়ফেড়ে শব্দ তুলে হেলিকপ্টারটা উড়ে গেল বাংলোর ওপর দিয়ে। একবার জানালা দিয়ে ওটাকে দেখল রানা চোখ তুলে, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। সন্ধে ছ'টা। ব্রিজিতা নেই। ছবি বিক্রির তদবিরে বেরিয়েছে আজও।

ভাবছে রানা।

ধরা যাক—প্ল্যানটা সফল হলো। টাকা দিয়ে জিনাকে ফিরিয়ে নিল

সিসিও গোনজালিস। কিন্তু জিনা ঘরে ফেরার পরেও নিশ্চয়ই বসে থাকবে না সে? পুলিসে জানাবে। জিনাকে জেরা করবে ঝানু পুলিস অফিসাররা। ওরা প্রফেশনাল। কিডন্যাপের আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনতে চাইবে ওরা জিনার মুখ থেকে। জিনা উল্টোপাল্টা কিছু একটা বলে বসলেই সন্দেহ জাগবে ওদের। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলবে ওরা জিনাকে। আসল ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে দেরি হবে না ওদের। ইটালী পুলিস ধুরন্ধর।

চকিতে আরেকটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো রানার।

ব্যাপারটা নোরমা ও জিনার জন্যে অনেকটা খেলার মত। ধরা পড়লেও জেলে যাচ্ছে না ওরা। রানার জন্যেও কি তাই? ও যদি কোনক্রমে ধরা পড়ে যায় ওরা কি এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে? মনে হয় না। খুব সম্ভব, স্রেফ অস্বীকার করে বসবে ওরা কিডন্যাপ প্ল্যানের কথা। হলফ করে বলবে—রানাকে জীবনে দেখেইনি ওরা। অথবা জিনা হয়তো রানাকেই অপহরণকারী হিসেবে সনাক্ত করে বসবে হাজতে। অসম্ভব কিছুই নয়। তখন?

অতএব রোগ হবার আগেই সারাতে হবে। বেঈমানির সুযোগ যেন না থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে আগেই। এবং আজই রাতে।

ঘড়ির দিকে আবার তাকাল রানা। সোয়া ছয়। উঠে পড়ল। বেরিয়ে এল বাংলো থেকে।

গাড়িতে করে সোজা ছুটল প্রিন্সিপ সুপার মার্কেটের দিকে। বিরাট মার্কেট। সাততলা বিল্ডিং। তেতলায় উঠল রানা এলিভেটরে চড়ে। এলিভেটর থেকে বেরোতেই হাতের বাঁ পাশে পড়ল রেগুলার হায়ারিং সার্ভিস। চটপট দু'চারটে জিনিস হায়ার করে ভাড়া মিটিয়ে নেমে এল নিচে।

সাউথ বীচের দিকে চলল সে এবার। দশ মিনিট পৌঁছে গেল সান মার্টিনো বেদিং কেবিনে। কেবিনের দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিয়ে সিটিংরুমের ক্লজিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডালা খুলে একটা তাকের উপর রাখল হাতের প্যাকেটটা। প্যাকেট থেকে বেরোল একটা ছোট্ট আকারের ন্যাশনাল প্যানাসোনিক ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার। ইজেক্ট বাটনে চাপ দিয়ে একটা C120 ক্যাসেট ভরে দিল রানা যথাস্থানে। তারপর একসাথে টিপে দিল 'PLAY' ও 'RECORD' লেখা বোতাম দুটো।

চালু হয়ে গেল টেপ রেকর্ডার। তালা বন্ধ করে জানালার ধারে চলে এল রানা। ওখানে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় আবৃত্তি করল রফিক আজাদের কবিতা 'আমার কৈশোর' থেকে শেষ দু'লাইন:

আমার কৈশোর: দীর্ঘ ঘুমের ভেতরে নীলজল,
পর্বত-প্রমাণ ঢেউ, সামুদ্রিক জাহাজ, মাস্তুল···

ফিরে এসে বাজিয়ে শুনল রানা লাইন দুটো। পরিষ্কার। সন্তুষ্টচিত্তে রি-ওয়াইন্ড করে একেবারে শুরুতে এনে রাখল ফিতেটা। তৈরি। বোতাম টিপে দিলেই চালু হয়ে যাবে রেকর্ডিং।

একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে সিগারেট ধরাল রানা। অনেক সময় রয়েছে এখন হাতে। ন'টার আগে আসবে না ওরা। কাজেই সাড়ে আটটার দিকে

বেরিয়ে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে সে।

মেঘের গায়ে গোধূলির বিলীয়মান রঙ দেখতে দেখতে কল্পনায় ঢাকায় চলে গেল মাসুদ রানা। স্পষ্ট দেখতে পেল সে মেজর জেনারেল (রিটায়ার্ড) রাহাত খানের বিরক্ত মুখ, সোহেলের টিটকারী মাখা হাসি। মনে পড়ল রাঙার মা, গিলটি মিঞা, সালমার কথা। আর হ্যাঁ, সোহানার কথাও। কতদিন দেখে না ওদের! ওরা কে কোথায় কেমন আছে কে জানে! বুড়ো বেঁচে আছে তো? অফিসের কেউ জানে না ওর মুক্তি পাওয়ার খবর? জানলে তো এ রকম চুপচাপ থাকার কথা নয়। অন্তত জলদি ঢাকায় ফেরার জন্যে একটা মেসেজ মনে মনে আশা করেছে সে প্রতিদিন। কিন্তু আসেনি সেটা। কেউ যোগাযোগ করেনি ওর সাথে। ওকে কি বোকামির দায়ে খারিজ করে দেয়া হলো সার্ভিস থেকে? নাকি সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত—ভুলেই গেছে জেল খাটছে রানা ফ্লোরেন্সে?

ঠক-ঠক-ঠক, দরজায় টোকা পড়ল তিনটে। চমকে উঠল রানা।

আগেই এসে পড়ল যে? ব্যাপার কি! কোন দুঃসংবাদ?

একলাফে চলে গেল সে ক্লজিটের কাছে। টেপ চালু করে দিয়ে ভিড়িয়ে দিল ডালা। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে এসে দরজা খুলল। দাঁড়িয়ে আছে কেবিন ইনচার্জ। পল টলেনি।

'দুঃখিত। ডিসটার্ব করতে হলো একটু,' বলল পল টলেনি। 'কাল কি দরকার হবে কেবিনটা আপনার?'

'কেন, আমার স্লিপটা পাননি?—পুরো সপ্তাহের জন্যেই কেবিনটা ভাড়া নেব আমি,' বলল রানা। 'কতগুলো অ্যাকাউন্টস্ মেলাতে হয় রাত জেগে। চমৎকার জায়গা। ডিসটার্ব করে না কেউ।'

হাসল একগাল। খুশি হয়েছে পল টলেনি। 'কেবিনটা পুরো সপ্তাহের জন্যেই আপনার হয়ে গেল, সিনর রানা। চলি তাহলে?... না-না, এক্ষুণি পেমেন্ট না করলেও চলবে—কাল সকালে দেবেন। অ্যাকাউন্টস্ ক্লোজ করে আজকের মত তালা মেরে দিয়েছি। গুডনাইট।'

চলে গেল পল টলেনি। চটপট দরজা লাগিয়ে টেপ রেকর্ডারটা আবার সেট করল রানা। তারপর বেরিয়ে এল বারান্দায়। দরজাটা লক্ করে ছুটল আধমাইল দূরের এক রেস্তোরাঁয়। ওখান থেকে ডিনার সেরে যখন কেবিনে ফিরে এল ন'টা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি তখনও।

ঠিক ন'টার সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়। ছন্দোবদ্ধ মৃদু নক। প্রথমে তিনটে তারপর আবার তিনটে। চট্ করে ক্লজিটটা খুলে টেপ চালু করে দিল রানা। তারপর খুলে দিল রুমের দরজা।

দাঁড়িয়ে আছে নোরমা। একা। জিনা নেই সাথে। দরজা খুলে রানা বেরোতেই পা বাড়াল নোরমা বারান্দার একটা লাউঞ্জিং চেয়ারের দিকে।

'ওখানে না,' গম্ভীরকণ্ঠে বলল রানা। 'একটু আগেই দুজন লোককে ঘুর ঘুর করতে দেখলাম ওই ওদিকটায়। বারান্দায় বসাটা সেফ মনে করি না। মিসেস গোনজালিসকে এ শহরের অনেক লোকেই চেনে।'

'ঠিক।' ঘুরে দাঁড়াল নোরমা চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নিজেই। তারপর বসে পড়ল একটা সোফায়।

'জিনা এল না?'

'আসবে। এক্ষুণি এসে পড়বে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখটা পরীক্ষা করল নোরমা। তারপর স্কার্ফটা খুলে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করল মাথা ঝাঁকিয়ে। হালকা নীল রঙের স্কার্টের ওপর দুধসাদা রঙের একটা কার্ডিগান পরেছে সে আজ। লম্বা, সুন্দর পা দুটো হাঁটুর নিচ থেকে উন্মুক্ত। পায়ে ফ্ল্যাটহিল স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপটা চকচক করছে উজ্জ্বল আলোয়। 'ভাবছ ওর মতামত না নিয়েই যাচ্ছেতাই করতে যাচ্ছি আমি?'

'ওর মুখেই শুনব সে কথা। স্বেচ্ছায় কিডন্যাপড হতে চাইলেও বিপদ আছে। সেটা জানা আছে ওর?'

অধৈর্যভাবে মাথা ঝাঁকাল নোরমা। বলল, 'কচি খুকী নয় ও। সবকিছু জেনেই রাজি হয়েছে সে এই প্ল্যানে। আসলে টাকার দরকার আমার চেয়ে বেশি ওরই।'

'বেশ তো। আসুক, আলাপ-আলোচনা হোক। আমরা তিনজন একমত হলে প্ল্যান-মাফিক এগিয়ে যেতে অসুবিধে কোথায়?' ঘড়ি দেখল রানা। 'কিন্তু...দেরি করছে কেন?'

'বলেছি আসতে। বার বার করে মনে করিয়ে দিয়েছি। এরপরেও যদি দেরি করে কি করার আছে আমার বলো? ক্লাব থেকে টেনে হিঁচড়ে তো আর নিয়ে আসতে পারি না!' বিরক্ত নোরমার কণ্ঠ।

মৃদু একটা খসখস শব্দ ঢুকল রানার কানে। উঠে আসছে কেউ সিঁড়ি বেয়ে। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে নোরমাও। শব্দটা কানে গেছে ওরও।

'সম্ভবত জিনা,' বলল রানা। 'দেখছি আমি।'

উঠে দাঁড়াল সে। শব্দ না করে খুলল দরজাটা। তাকাল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছে একটা মেয়ে। আলো দেখে এগিয়ে এল চঞ্চল পায়ে।

থমকে দাঁড়াল কয়েক পা এসেই। বার কয়েক আপাদমস্তক দেখল রানাকে। হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। খোলামেলা, বেপরোয়া, আন্তরিক হাসি। জিনা গোনজালিস। বড়জোর বিশ হবে বয়স। লেপার্ড স্কিন ছাপ মারা জিনস আর সাদা রঙের সোয়েটার পরনে ওর। শ্যাম্পু করা একগোছা চুল এলিয়ে দিয়েছে মাথার দুপাশে। মাঝখানে সরু সিঁথি। দু'এক গুচ্ছ চুল স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে কপালের ওপর।

এগিয়ে এল, দাঁড়াল মেয়েটা রানার বুকে প্রায় বুক ঠেকিয়ে। ড্যামকেয়ার ভঙ্গিতে দু'হাত রাখল কোমরে।

'তুমি নিশ্চয়ই সাইমন টেম্পলার? মানে সেইন্ট—তাই না?' ভুরু নাচিয়ে বলল জিনা। 'নোরমা মাম্মি বলেছে তোমার কথা। মাম্মি আছে না ভেতরে? প্লীজ সরো দরজা থেকে—ওপেন সিসেম!'

সরে দাঁড়াল রানা।

'জিনা!' নোরমার বিরক্তকণ্ঠ ভেসে এল পেছন থেকে। 'ফাজলামি করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন চলে এসো ভেতরে।'

ভেতরে ঢুকে পড়ল জিনা। বন্ধ করে দিল রানা দরজাটা। একটা চেয়ারে জিনাকে বসবার ইঙ্গিত করে নিজে বসে পড়ল পাশেরটায়।

'হাই, নোরমা মাম্মি।' প্রাণচাঞ্চল্যে টগবগ করছে জিনা। 'সিনর রানা' সত্যিই গর্জিয়াস। বিলকুল রজার মূর। আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে মাম্মি ওকে দেখে! কি করব?'

'শাটআপ!' ধমকে উঠল নোরমা। 'চুপ করো, জিনা। বি সিরিয়াস। রানা যা জিজ্ঞেস করে তার উত্তর দাও।'

রানার মুখের দিকে চাইল জিনা। দৃষ্টিটা অস্থির প্রজাপতির মত ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক-সেদিক। অদ্ভুতভাবে চোখের পাতা কাঁপল বারকয়েক। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল একটা চেপ্টে যাওয়া কেন্টের প্যাকেট। একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল।

'বলো, সিনর সেইন্ট। শুনছি আমি।'

রানা তাকাল জিনার চোখের দিকে। সদাচঞ্চল দৃষ্টিটার পেছনে লুকানো ছায়াটা নজর এড়াল না তার। এ চোখও চেনে রানা বিব্রত, দুঃখী দুটো চোখ। ফ্রাস্ট্রেটেড। ড্রাগড। মেয়েটা জানে, উল্টোপথে ঘুরেছে সে, এখনও ঘুরছে। অথচ ফেরার মনোবল নেই।

'আমি জানি, নানারকম ড্রাগ খাচ্ছ তুমি,' বলল রানা। 'হয়তো উড়ু উড়ু মন নিয়ে শুনবে তুমি আমার কথা। কিন্তু এটা সিরিয়াস ব্যাপার, জিনা। বিপদে পড়তে পারো তুমিও। ভাল করে ভেবে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। 'বকে যাও, সিনর সেইন্ট।'

'নোরমার কিডন্যাপ প্ল্যানে রাজি তুমি?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।

'রাজি?' হেসে উঠল জিনা। 'ছেলেটা বলে কি, নোরমা ডার্লিং? আমার আর নোরমার প্ল্যানই তো ওটা। প্ল্যানটা চমৎকার! কি বলো, সেইন্ট?'

'তাই কি?' রানা তাকাল জিনার চোখের দিকে। 'তোমার ড্যাডির কাছেও কি চমৎকার লাগবে প্ল্যানটা?'

'ওর কথা এখন ভাবছি না আমরা,' মাঝখানে বলে উঠল নোরমা। 'অন্য কথায় আসতে পারো তুমি।'

একটা সিগারেট ধরাল রানা। নোরমাকে অফার করল একটা।

তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। কথাবার্তা তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলতে হবে।

'ধরো, পরশুদিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না জিনাকে। গায়েব হয়ে যাবে ও। কিন্তু কোথায় লুকোবে মেয়েটা?'

'ছ'মাইল দূরে ছোট্ট একটা হোটেল আছে,' বলল নোরমা। 'তিন-চারদিন থাকবে ও ওখানেই।'

'কি করে যাবে?'

'গাড়িতে করে। আলাদা একটা গাড়ি আছে ওর।'

'চমৎকার গাড়িটা,' জিনা বলল। 'লাল বেন্টলি। একেবারে পক্ষীরাজ। নোরমা মাম্মি রেসে হেরে ভূত হয়ে যায় আমার সাথে।'

'গুড। কিন্তু অমন একটা গাড়ি হাঁকিয়ে গেলে নজরে পড়ে যাবে তুমি অনেকের। কেউ না কেউ দেখবেই লাল বেন্টলিটাকে। তাছাড়া ফ্লোরেন্সে চেনা মেয়ে তুমি। তোমার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ জানাজানি হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রেস করে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে পুলিস।'

'ঠিক'। বিব্রত হলো জিনা। 'তাহলে?'

'হঠাৎ লাপাত্তা হয়ে যাওয়াটা সহজ হবে না তোমার পক্ষে। বন্ধু-বান্ধব ক'জন তোমার?'

'অজস্র। রেমি, উইলো, রিয়ান, লিলো...'

'তাহলে এভাবে লুকানোর প্ল্যানটা বাদ দিতে পারো তুমি। এতে ধরা পড়ার ভয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট। আগে হোক পরে হোক পুলিস জানবেই সব—এটা ধরে নিচ্ছি আমি। তোমাদের প্ল্যান মাফিক টাকা হয়তো ঠিকই দিয়ে দেবে সিনর গোনজালিস। কিন্তু জিনা সুস্থ দেহে ঘরে ফেরার পরই পুলিসে জানিয়ে দেবে ও সবকিছু। যদি ধরা পড়ো তাহলে কি বলবে ওকে? রসিকতা করেছ বললে মাপ পাবে না তার কাছে। তোমরা যদিও পাও, আমি পাব না। সোজা জেলে ঢুকিয়ে দেবে আমাকে।'

'ধরা পড়ব না আমরা!' দৃঢ়কণ্ঠে বলল নোরমা।

'বাজে কথা। ধরা পড়তে পারি যে কোন অসতর্ক মুহূর্তেই। আমার ফোন পেয়েই রেগেমেগে পুলিসে জানিয়ে দিতে পারে তোমার স্বামী। তখন কি করবে? ওকে বলে দেবে সবকিছু, তারপর মাপটাপ চেয়ে নেবে? বলবে একটু মজা করতে চেয়েছিলে তোমরা?'

'কিছুই বলব না। জাস্ট চুপ করে বসে থাকব,' বলল জিনা। 'কাজ চলবে প্ল্যান মত। যেমন করে হোক, টাকাটা চাই-ই আমার।'

জিনার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় রানার নজরটা ঘুরে গেল ওর দিকে। কঠিন হয়ে গেছে জিনার মুখ। তাকিয়ে আছে নোরমার দিকে।

'ঠিক। টাকাটা চাই-ই আমাদের। যেভাবেই হোক।' বলল নোরমা। 'কিন্তু আবার বলছি, পুলিস আসবে না এ ব্যাপারে। অনর্থক তুমি সহজ ব্যাপারটাকে ঘোরাল...'

'ধরে নিচ্ছি, পুলিস আসবে।' জোরের সাথে বলল রানা। 'অন্তত জিনা ঘরে ফেরার পর জেনে ফেলবে ওরা সবকিছু। তোমার স্বামী বোকার হদ্দ একথা মেনে নিতে পারছি না আমি। তাছাড়া প্রত্যেকটা ডলারের নম্বর টুকে রাখতে পারছে সে। অন্তত এটুকু বুদ্ধি আছে ওর। তার মানে একটা পয়সাও খরচ করতে পারছি না আমরা।'

'আমি বলছি, নম্বর টুকবে না ও।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল নোরমা। 'গোনজালিস সিক্‌বেড। আমার কথা শুনবে সে। ভয়ে সেঁধিয়ে যাওয়ার ভান করব আমি।'

দৃষ্টিটা সরিয়ে জিনার মুখের দিকে তাকাল রানা। দু'জনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাচ্চা-মেয়ে ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে জিনার মুখ থেকে। তার জায়গায় এসেছে একটা অভিব্যক্তি। নোরমা নির্বিকার। সিগারেট টানছে একমনে। হঠাৎ একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছড়িয়ে গেল রানার দেহের প্রতিটি স্নায়ুতে।

কিছুক্ষণ পর কথা বলল সে।

'দেখো—তোমরা যে যাই বলো, আমি ধরে নিচ্ছি, তোমার স্বামী পুলিসে জানাবেই। সেই কথা ভেবেই একটু অন্যরকম একটা প্ল্যান খাড়া করেছি আমি। যদি তোমাদের পছন্দ হয় ভাল, নইলে কেটে পড়ব আমি। আমার নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে আমার নিজেকেই।'

নোরমা ছাই ঝাড়ল অ্যাশট্রেতে। জিনার মুখ গম্ভীর। দুজনেই চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আবার শুরু করল রানা।

'আজ মঙ্গলবার। আগামী শনিবার থেকে হারিয়ে যাচ্ছ তুমি, জিনা। তোমার বন্ধুদের মধ্যে লিলো আর উইলোকে পছন্দ হয়েছে আমার। লিলোর সাথে রাতে আটটার শোতে সিনেমায় যাবার প্রোগ্রাম করবে তুমি শনিবারে। টিকেট কাটার দায়িত্ব নেবে তুমি নিজে। পারবে?'

জিনার দু'চোখে একটা চাপা বিস্ময় জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'পারব।'

'গুড। সত্যিই টিকেট কাটতে হবে তোমাকে। অ্যাডভান্স টিকেট। সিনেমায় যাবার কথা বাড়ির সবাইকে ঘটা করে জানিয়ে রাখবে তুমি। তোমার ড্যাডিকেও জানাবে। সম্ভব হলে টিকেট দুটো দেখাবে যতজনকে পারো। ঠিক সাতটার সময় একটা ফোন কল যাবে তোমার নামে। সাধারণত ফোনটা ধরে কে?'

'চার্লি। বাটলার আমাদের।'

'গুড। ফোনটা চার্লি ধরলেই সবচেয়ে ভাল।' কপাল কুঁচকে টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়ল রানা সিগারেটের। 'ফোন করব আমি। তোমাকে খুঁজব। চার্লিকে বলব, আমি তোমার বন্ধু উইলো। তুমি আসবে লাইনে। উইলো সেজে আমি জানাব, কজন মিলে দারুণ একটা প্রোগ্রাম করেছি আমরা এক নাইট ক্লাবে। তোমাকে ঝটপট হাজির হতে বলব ওখানে। রাজি হয়ে ফোন রেখে দেবে তুমি। লিলোকে ফোন করে জানাবে যে বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছ তুমি— ও যেন একাই সিনেমা হলে যায়, আটটায় পৌঁছবে তুমি সিনেমা হলে—ও যেন গেটের কাছে অপেক্ষা করে তোমার জন্যে। ফোন করেই বেরিয়ে যাবে তুমি বাড়ি থেকে। সিনেমা হলে তোমার অপেক্ষায় থাকবে লিলো। কিন্তু ওর সাথে দেখা হবে না তোমার।'

'দেখা হবে না?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'দেখা হবে না। দেখা করবে না তুমি।' দ্রুত কথা বলছে রানা। 'গাড়ি চালিয়ে সোজা পৌঁছবে তুমি চার মাইল দূরের লা প্যারগোলা নাইটস্পটে।

বাজে লোকদের আড্ডা ওখানে। সম্ভবত তোমার বন্ধুরা যায় না ওই ক্লাবে। যায়?'

'ছায়াও মাড়ায় না ওটার। বেশ্যা আর গুণ্ডাদের ভিড় ওখানে।'

গুড।' ছোট করে একটা শিস দিল রানা, 'তোমার লাল বেন্টলিটা পার্ক করবে তুমি ক্লাবের সামনে অন্ধকার মত কোন জায়গায়। তারপর ঢুকে পড়বে বারে। টকটকে লাল একটা জ্যাকেট থাকবে তোমার পরনে। সহজেই নজরে পড়ে যাবে তুমি ওখানে। কাউকে পাত্তা দেবে না–ভিড়তে দেবে না কাছে। ড্রিঙ্ক করতে গিয়ে গ্লাসটা ভাঙবে মেঝেতে ফেলে। তারপর বেরিয়ে আসবে বার থেকে ওয়েটারের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে। মনে রেখো, একা। সিনক্রিয়েট করবে ঠিকই, কিন্তু কারুর সাথেই জড়ানো চলবে না নিজেকে। আমার মরিস ম্যারিনাটা পার্ক করা থাকবে পার্কিংলটে। খামোকা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে যখন বুঝবে কেউ লক্ষ করছে না, তখন টুপ করে উঠে পড়বে আমার গাড়িতে। তোমার জন্যে আরেক সেট পোশাক থাকবে আমার গাড়িতে। গাড়িতে বসেই পুরো ড্রেস বদলে ফেলতে হবে তোমার। তিন মিনিটের মধ্যেই।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে দুজন রানার কথা। ভুরু জোড়া কুঁচকে রয়েছে নোরমার।

'তুমি ড্রেস বদলাবার সময় আমি উঠে পড়ব তোমার বেন্টলিতে। রওনা হয়ে যাব তুমি রেডি হলেই। বেন্টলির পিছু পিছু মরিস ম্যারিনাটা ড্রাইভ করে আসবে তুমি। সোজা যাব আমরা প্রিন্সিপ সুপার মার্কেটে। গাড়ির ভিড়ের মধ্যে বেন্টলিটা পার্ক করে নেমে পড়ব আমি। তুমি অপেক্ষা করবে গেটের পাশে। আমি উঠে পড়ব তোমার সঙ্গে আমার গাড়িতে। তোমার গাড়িটা পড়ে থাকবে ওখানেই, ভিড়ের মধ্যে। এরপর সোজা পৌঁছব আমরা এয়ারপোর্টে। তোমার জন্যে রোম ফ্লাইটের একটা টিকিট রিজার্ভ করে রাখব আমি। রোমে পৌঁছে একটা হোটেলে লুকিয়ে থাকবে তুমি দু'চারদিন। বেরুবে না স্যুইট ছেড়ে। তোমার সাথে সবসময় ফোনে যোগাযোগ রাখব আমি। আমার ফোন পেলেই ফিরে আসবে তুমি ফ্লোরেন্সে। মাথায় ঢুকেছে?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'নোরমা মাম্মি!' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে। 'যাদু আছে রানা ডিয়ারের কথায়। ওর কথা অক্ষরে অক্ষরে শুনব আমি। ঠিকই বলেছে ও। এই রকম কায়দা-কৌশল না করলে,

'এতসবের দরকার ছিল না কিছুই।' বলল নোরমা। 'যাকগে–টাকাটা কিভাবে আসছে? এতক্ষণ ওই দশ লাখ ডলারের কথা একবারও বলোনি তুমি, রানা।'

'বলছি এবার। জিনাকে প্লেনে তুলে দিয়ে পুরো একটা ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমি। সম্ভবত এর মধ্যেই জিনার নিখোঁজ-সংবাদের আভাসটা পেয়ে যাবে তোমার স্বামী

'কি করে?'

'সিনেমা হলে লিলো আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে জিনার জন্যে। আর

কিছুক্ষণ দেখে নিশ্চয়ই ফোন করবে সে তোমাদের বাসায়। করবে, জিনা?'

'একশোবার করবে। রেগে ভূত হয়ে ফোন করবে ও বাড়িতে।' হাসল জিনা সিনেমা হলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা লিলোর কথা কল্পনা করে। 'তুলোধুনো করে ফেলবে ও যে ফোন ধরবে তাকেই। আমি বাড়ি নেই শুনে জানতে চাইবে কোথায় গেছি। একেবারে ক্ষ্যাপা-কুকুর হয়ে যাবে বেচারী। ইস্...দুঃখ হচ্ছে আমার লিলোর জন্যে!' দুঃখের চেয়ে ওর গলার সুরে খুশির ভাবই প্রকাশ পেল বেশি।

'পরে মাপ চেয়ে নিও।' হাসল রানা। ফিরল নোরমার দিকে। 'লিলোর ফোনের ফলে সিনর গোনজালিস জানবে সিনেমায় যায়নি ও। তাহলে কোথায়? বাটলার জানাবে–কোন এক উইলোর ফোন পেয়ে বাইরে চলে গেছে ও। উইলোকে চেনে তোমার ড্যাড?' আবার ফিরল রানা জিনার দিকে।

মাথা নাড়ল জিনা এদিক ওদিক। চেনে না।

'গুড। রাত বাড়লে দুশ্চিন্তায় পড়ার ভান করতে হবে নোরমাকে। এখানে সেখানে ফোন করে খুঁজবে ও তোমাকে। বোঝা যাবে–লাপাত্তা হয়ে গেছ তুমি। ভয় পেয়ে যাবে গোনজালিস। ঠিক এরকম অবস্থাতেই ফোন করব আমি সিনর গোনজালিসকে। ভারী গলায় জানাব, কিডন্যাপ করা হয়েছে জিনাকে। ওকে আস্ত ফেরত পেতে হলে দশ লাখ ডলার চাই। পুলিসে জানালে মারা পড়বে জিনা। ব্যস–কিডন্যাপ প্লট কমপ্লিট। এরপর শুরু হবে নোরমার পার্ট। গোনজালিস যাতে কোন শয়তানি না করে টাকা দিয়ে দেয়, সে ব্যাপারে লক্ষ রাখবে নোরমা। ক্লিয়ার?'

'দারুণ প্ল্যান!' লাফিয়ে উঠল জিনা চেয়ার ছেড়ে। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি–রাজি হয়ে যাবে ড্যাড।'

মৃদু হাসল রানা জিনার দিকে চেয়ে। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছে মেয়েটা। অস্থির হয়ে উঠেছে এখনি।

সিগারেটটা গুঁজে দিল নোরমা অ্যাশট্রেতে। বলল, 'টাকাটা পাচ্ছি কিভাবে?'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আমাকে যা বলেছ, তা যদি ঠিক হয়, সহজেই টাকা দিতে রাজি হয়ে যাবে তোমার স্বামী। ওকে জানানো হবে–কোনরকম চালাকি করলে বা নোটের নম্বর টোকার চেষ্টা করলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে জিনার। ও যাতে পুলিসে না জানায় সে ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছ তুমি। আমাদের এই প্ল্যানের মধ্যে যদি পুলিস এসে না ঢোকে, তোমার অভিনয়ে যদি সত্যিই ভয় খেয়ে যায় গোনজালিস–তাহলে টাকা পাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়। কাউকে দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিতে বলব। ঠিক আছে?'

'হবে না,' বলল নোরমা বিরক্ত কণ্ঠে, 'এক আধলা দিয়েও কাউকে বিশ্বাস করে না গোনজালিস। কারও হাতে টাকা দেবে না ও।'

ভ্রূ তুলে তাকাল রানা নোরমার দিকে। 'তোমার হাতেও না?'

খুকখুক করে হেসে উঠল জিনা। এক হাতে মুখ চেপে রেখেছে সে। চেষ্টা করছে হাসি চাপতে। কঠিন হয়ে গেছে নোরমার মুখ।

'আমাকে ঠিকই বিশ্বাস করে সে। তবে একটা মেয়েকে দিয়ে এত টাকা ডেলিভারি দিতে রাজি হবে না। হয়তো নিজেই টাকাটা ডেলিভারি দিতে চাইবে সে ব্রীফকেসে ভরে।'

'অলরাইট। আমি তাহলে জানাব–সোমবার রাত দুটোয় গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে সিনর গোনজালিসকে। একা। টাকা থাকবে একটা ব্রীফকেসের ভেতর। নেভি ব্লু রোলসটা ড্রাইভ করতে হবে তাকে। সোজা ছুটবে ও সাউথবীচের দিকে। এ সময় জন-মানবের চিহ্ন থাকবে না রাস্তায়। রাস্তার পাশে কোথাও একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠবে তিনবার। ঠিক ওখানেই টাকাভর্তি ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে তাকে। গাড়ি থামানো চলবে না। চালিয়ে যেতে হবে রাস্তা ধরে। ইতিমধ্যে জিনা ফিরে আসবে রোম থেকে। এই কেবিনে বসে অপেক্ষা করবে ও আমার জন্যে। আমার শেয়ারের টাকাটা নিয়ে বাকি ন'লাখ ডলার দিয়ে দেব আমি জিনার হাতে।'

'অসম্ভব! সেটি হচ্ছে না!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল নোরমা। 'জিনার কাছে দেয়া চলবে না। সব টাকা দিতে হবে আমার হাতে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল জিনা। উত্তেজনায় লাল হয়ে গেল ওর চেহারাটা।

'কেন? আমাকে দেবে না কেন? প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'আমি মেরে দেব?'

'এক পয়সা দিয়েও তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল নোরমা, 'আমার কাছেই দিতে হবে টাকাটা।'

'তুমি ভাবছ তোমাকে বিশ্বাস করি আমি?' জিনার স্বরটা ধারাল। 'একবার ও টাকায় তোমার থাবা পড়লে...'

'অর্ডার! অর্ডার!' প্রায় ধমকে উঠল রানা, 'সময় নষ্ট হচ্ছে শুধু শুধু। আরেকটা প্ল্যান এসেছে মাথায়। চুপ করে শোনো দু'জনেই।...একটা চিঠি লিখবে জিনা তার ড্যাডের কাছে। টাকাটা কিভাবে ডেলিভারি দিতে হবে সে কথা থাকবে চিঠিতে। সিনর গোনজালিসকে বোঝানো হবে চিঠি লিখতে বাধ্য করা হয়েছে জিনাকে। জিনা লিখবে–ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে দেয়ার পর তার ড্যাডকে কোথাও না থেমে সোজা যেতে হবে প্রিলসিপ সুপার মার্কেটে, ওখানে তার অপেক্ষায় থাকবে জিনা। পুরো আধঘণ্টা লাগবে তার ওখানে পৌঁছতে। ইতিমধ্যে তোমরা দু'জনেই এসে পড়বে এই কেবিনে। ভাগ করে নিয়ে নেবে যার যার পাওনা।'

'কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রিলসিপে গিয়ে আমাকে পাচ্ছে না ড্যাড। তাই না?' জিনা বলল, 'তক্ষুণি পুলিসে খবর দিয়ে একটা হুলস্থুল...'

ঠিক। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল রানা জিনার দিকে। এই সহজ কথাটা মনেই হয়নি তার। এই একটা কথাই এতক্ষণে বুদ্ধি খরচ করে বলল দু'জনের একজন। তার মানে, মন দিয়ে শুনছে রানার কথা।

'ঠিক বলেছ। তাহলে তোমার চিঠিটা বদলে দিতে হবে একটু। তুমি লিখবে, প্রিলসিপের পার্কিং লটে তোমার বেন্টলিটা খুঁজে বের করতে হবে

গোনজালিসকে। বেন্টলির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে থাকবে একটা কার্ড, কার্ডে থাকবে তোমার হদিস। কার্ডটা রেখে দেব আমি ওখানে। যখন কার্ডটা পাবে গোনজালিস তখন ওটায় লেখা থাকবে: সিনর, জিনা এতক্ষণে ফিরে গেছে ঘরে। মাম্মির সাথে বসে কফি খাচ্ছে। ইচ্ছে করলে ফোন করে দেখতে পারো। চলবে?'

'খুব চলবে। নিখুঁত প্ল্যান হয়েছে–' হেসে বলল জিনা। 'চমৎকার...'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল নোরমা চেয়ার ছেড়ে। দু'চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হলো রানার মুখের ওপর।

'এক মিলিয়ন ডলার প্রথমে তোমার হাতেই আসছে, সিনর রানা। তোমাকে বিশ্বাস...'

'করতে হবে।' মৃদু হেসে বলল রানা, 'এবং অক্ষরে অক্ষরে শুনতে হবে আমার প্রতিটা কথা। নইলে কেটে পড়তে পারো তোমরা। নিজের রাস্তা দেখছি আমি।'

'মাম্মি, রফা করে ফেলো ওর সাথে। ও ঠকাবে না–কথা দিচ্ছি আমি। তোমার মত অত প্যাঁচ নেই ওর পেটে।'

'শাটআপ।' ধমক দিল নোরমা। খানিক ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'অলরাইট। কিন্তু টাকা ভাগ করার সময় থাকব আমি। আমার সামনেই ভাগাভাগিটা সারতে হবে।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল জিনা।

'তার মানে নোরমা মাম্মি রানাকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে বিশ্বাস করছে। অথচ আমাকে করছে না! চমৎকার মাম্মি আমার! কি বলো, রানা ডিয়ার?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে বেচারী,' হাসল রানা, 'এবার ঝটপট কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি, জিনা। কি ঘটেছিল তোমার? লিলোর সাথে সিনেমা হলে দেখা হয়নি কেন? লা প্যারগোলা নাইটক্লাবে কেন গিয়েছিলে তুমি? কে কিডন্যাপ করল তোমাকে? কেমন করে?'

অবাক দেখাল জিনাকে।

'তোমার বানানো গল্প এটা। আমি কি জানি?'

'জানতে হবে,' বলল রানা, 'তোমার ড্যাডি এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবে। তাছাড়া তোমাকে ফেরত পেয়েই পুলিসে জানাতে পারে সে সবকিছু। ওরাও জিজ্ঞেস করবে এসব। মনে রেখো, ওরা প্রফেশনাল। একবার যদি সন্দেহ করে বসে যে মিথ্যা বলছ তুমি তাহলে নিস্তার নেই। সত্যি কথাটা তোমার মুখ থেকে বের না করা পর্যন্ত তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না ওরা।'

জিনার বিব্রত দৃষ্টিটা স্থির হলো নোরমার মুখের ওপর।

'নোরমা ডার্লিং বলেছে পুলিস কিছু জিজ্ঞেস করবে না আমায়। জানবেই না ওরা কিছু।'

'ঠিক। পুলিস জানবেই না।' বলল নোরমা। 'অযথা বেশি বেশি চিন্তা

করছ তুমি…'

'সরি। তোমাদের কথা মেনে নিতে পারছি না আমি। আগে হোক পরে হোক পুলিস জানবেই সব–একথা ধরে নিয়েই কাজ করব আমি। পুলিসের কাছে সব ঘটনা খুলে বলতে হবে জিনাকে। এজন্যে একটা গল্প রেডি করে রেখেছি আমি জিনার জন্যে।' জিনার দিকে তাকাল রানা। 'কাল রাত ন'টায় তোমাকে আসতে হবে এখানে। কোচিং দরকার তোমার–নইলে ফেঁসে যেতে পারো তুমি যে কোন সময়।'

'ভালই তো!' বলল জিনা। 'লেখাপড়াও হবে, আর নোরমা মাম্মি ডিসটার্ব না করলে, বলা যায় না–এক আধ বাউট প্রেমও হয়ে যেতে পারে। তুমি জানো না, রানা–বিছানায় আমি…'

'কোন দরকার নেই এসবের,' নাক মুছল নোরমা, 'আমার স্বামী পুলিসে জানাবে না। আমি শিওর।'

'আমি শিওর নই। হয় আমার কথা মত কাজ করো নয়তো ভাগো।'

'আমি আসব কাল, রাত ঠিক ন'টায়–' মৃদু হেসে বলল জিনা।

'ভেরি গুড। এবার ইচ্ছে করলে উঠে পড়তে পারো তোমরা।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'জাস্ট ওয়ান মোর থিং।' নোরমার দিকে তাকাল সে, 'এক সেট সাধারণ পোশাক দরকার হবে জিনার। দূরের কোন অখ্যাত মার্কেট থেকে কিনে নিও ওটা তুমি। কোন স্থানীয় শপে যেও না। খেয়াল রেখো, যাতে কোন সেলসম্যান পরে ওটা ট্রেস করতে না পারে। কেনার সময়ও সাবধান হতে হবে–তোমার চেহারাটা তখন অর্ধেক ঢাকা থাকলেই ভাল।'

'বেশ তাই হবে!' বাঁকা হাসি খেলে গেল নোরমার ঠোঁটে।

'অলরাইট।' জিনার দিকে তাকাল এবার রানা। 'কাল রাতে আসছ তুমি এখানে। চিঠিটা লিখে ফেলতে হবে কালকেই। ড্রেসটাও সাথে করে নিয়ে আসতে ভুলো না।'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। উঠে দাঁড়াল দুজনেই চেয়ার ছেড়ে। নড় করে প্রথমে বাইরে বেরুল নোরমা। তারপর জিনা। বেরুবার সময় রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল সে। বাম চোখের পাতাটা একবার বন্ধ হয়েই খুলে গেল আবার।

নেমে গেল ওরা অন্ধকারে। ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবছা হয়ে গেল ওদের মূর্তি। হারিয়ে গেল এক সময়।

দরজা লাগিয়ে দিয়ে ক্লজিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে বের করে আনল ক্যাসেটটা। মৃদু হাসল ওটার দিকে চেয়ে।

নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

সাত

ঠিক ন'টায় পৌঁছল জিনা।

সাদা একটা স্কার্টের ওপর হাইনেকড পুলওভার পরেছে সে আজ। হাতে ছোট্ট একটা সুটকেস। মনে হচ্ছে স্কুল পালিয়ে এসেছে।

সুটকেসটা টেবিলে রেখে বসে পড়ল জিনা একটা চেয়ারে।

'নোরমা কোথায়?'

'ওকে তো আসতে বলোনি তুমি।' মৃদু হেসে বলল জিনা। 'বাসায়।'

টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছে রানা আগেই। সেই ক্যাসেটেরই উল্টো পিঠটা চলছে এখন।

'নোরমা মাম্মির ট্র্যাপে পা দিয়েছ তুমি, রানা। শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত ও।' একটু থেমে বলল, 'তবে মনে হচ্ছে ওকে ঘোল খাইয়ে দেয়ার মত বুদ্ধি তোমার আছে।'

'তোমার নেই?'

'আমারও আছে–কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি খেলাই না। আবেগের তাড়নায় নিশ্চিন্তে যেদিক খুশি চলাই আমার পছন্দ।'

'বিপদ আছে এরকম চলায়,' বলল রানা।

'আছে। বহুবার বিপদে পড়েছি, ঠকেছি–কিন্তু কিছুতেই হিসেবী হতে পারলাম না।'

'খুব বেশি হিসেব করাও আবার ভাল না, জিনা। যাই হোক, ট্র্যাপের কথা কি বলছিলে?'

'তোমাকে নজরে রেখেছিল ও। জ্যানারোজ বারে বসে মদ খাও, জেল থেকে বেরিয়েছ, হাতে টাকা নেই, ড্যাডিকে পছন্দ করো না–সবই ওর জানা। টেলিফোন বুদে ইচ্ছে করেই হ্যান্ডব্যাগটা ফেলে রেখেছিল নোরমা। তোমাকে ট্র্যাপে ফেলার জন্যে। ও জানত নোটগুলো নেবে তুমি। আমি বলেছিলাম নেবে না। বাজী হয়েছিল আমাদের মধ্যে। দশ ডলার হেরে গেছি।'

'আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'ঠিক চুরি নয়, তিন দিন পর এক হাজারের বদলে তিন হাজার ফেরত দেব বলে ঠিক করেছিলাম।'

'কই, একথা তো বলেনি নোরমা আমাকে?'

'আমিই বলিনি ওকে। বললেও বিশ্বাস করত না ও।'

'ঠিক বলছে। জাত কেউটে ও। কাউকে বিশ্বাস করে না। কখন যে ছোবল দেবে কেউ বলতে পারে না।'

'ওর প্রসঙ্গ বাদ দেয়াই ভাল, কি বলো?'

'ঠিক বলেছ। ওর কথা ভাবলেই কেন যেন মনটা আমার নোংরা হয়ে যায়।'

'তুমি এই প্ল্যানে রাজি হলে কেন?'

'টাকার জন্যে। অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছে আমার। গলা পর্যন্ত ডুবে আছি ধারে। যখন কোনদিকে কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না, সেই সময় এই প্রস্তাবটা দিল নোরমা। লুফে নিলাম। উপায় ছিল না।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রানা মেয়েটার মুখের দিকে। প্রস্তাবটা

তাহলে নোরমার–এই মেয়ে রাজি হয়েছে মাত্র। হয়তো এমন অবস্থা সৃষ্টি করে প্রস্তাব দিয়েছে যখন রাজি না হয়ে উপায় ছিল না জিনার। রানার মতই হয়তো বড়শিতে গেঁথে নিয়েছিল ও জিনাকেও। এসবের পেছনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই তো ওর?

'কি দেখছ!' রানার অপলক দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেয়ে গেল জিনা।

'অন্য কথা ভাবছিলাম। যাকগে–শনিবারের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছ কিছু?'

'নিয়েছি। লিলোর সাথে সিনেমায় যাচ্ছি অডিয়ন হলে। অ্যাডভান্স টিকিটও কেটে ফেলেছি।'

'গুড। মন দিয়ে শোনো এবার।' নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল রানা. 'পুলিস যদি কোনক্রমে জড়িয়ে পড়ে তাহলে উইলোর ফোনটা চেক করে দেখবে ওরা। সহজেই বুঝে ফেলবে–জাল উইলো ফোন করেছিল তোমাকে, কিডন্যাপ-ট্রিক ছাড়া কিছুই নয় ফোনটা। উইলোর কণ্ঠস্বর চিনতে পারোনি কেন তুমি–একথা প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে পুলিস। তুমি বলবে, লাইনটা খারাপ ছিল আর ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের শব্দ হচ্ছিল ভীষণ। কোন সন্দেহ হয়নি তোমার। আমন্ত্রণ পেয়েই ছুটে গেছ প্যারগোলা নাইট ক্লাবে। ও. কে.?'

মাথা ঝাঁকাল জিনা।

'প্যারগোলা নাইট ক্লাবে পৌঁছে উইলোকে না দেখে, এবং লোকজনের হাবভাব পছন্দ না হওয়ায় একটু পরেই ফিরে যাবার কথা ভেবেছ তুমি। অন্ধকার পার্কের দিকে যাবার সময় হঠাৎ চারজন লোক আক্রমণ করে বসে তোমাকে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তুলে ফেলে একটা গাড়িতে। গাড়ির পেছনের সীটে চাদর চাপা দিয়ে ছেড়ে দেয় গাড়ি। একটা গুণ্ডা কিসিমের লোকের হাতে এসময় একটা পিস্তল দেখতে পেয়েছ তুমি। লোকগুলোর কিছু কিছু কথাবার্তাও কানে ঢুকেছে তোমার লিখে দিয়েছি আমি এগুলো। মুখস্থ করে নিও ভাল করে। কয়েকটা বাঁক ঘুরে সম্ভবত সাইডরোড দিয়ে চলতে থাকে গাড়িটা ঘণ্টাখানেক এঁকেবেঁকে চলার পর এক সময় থামে! কুকুরের ডাক শুনতে পাও তুমি। তারপর একটা গেট খোলার শব্দ কানে ঢোকে তোমার। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করে। এক মিনিট পর থেমে যায় আবার। এইসব কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখতে হবে তোমাকে। পুলিস এসব খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইবে। ওদের যে কোন প্রশ্নের জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে।'

উৎসাহে চকচক করছে জিনার দুই চোখ।

'ফার্স্ট ক্লাস গল্প বানিয়েছ তুমি একটা,' বলল সে। 'কারও সাধ্য নেই যে অবিশ্বাস করে। এরপর কি?'

'এরপর চোখ বেঁধে তোমাকে একটা ঘরে ঢোকানো হয়েছে। ওই ঘরে দুই দিন রাখা হয় তোমাকে। বাইরে থেকে তালা বন্ধ ছিল ঘরের দরজাটা। একজন মুখোশ আঁটা দস্যু তোমাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নেয় এসময়। ঘরটার মাপজোক বর্ণনা করতে বলবে পুলিস তোমাকে। দ্বিরুক্তি না করে

একটা মনগড়া বর্ণনা দিয়ে ফেলবে তুমি। বন্দী অবস্থায় কুকুর, মোরগ আর গরুর ডাক কানে ঢুকেছে তোমার। এসব শুনে তোমার ধারণা হয়েছে বাড়িটা ফার্ম-হাউস। একটা দস্যুর বর্ণনা দিয়ে ফেলবে তুমি পুলিসের কাছে। একটা মাঝবয়সী মেয়ের বর্ণনাও দেবে। ওই মেয়েলোক খাবার পৌঁছে দিত তোমার কাছে। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার সব লিখে রেখেছি আমি। পড়ে নিও।'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। সাগ্রহে গিলছে সে রানার কথাগুলো। বলল, 'আর কিছু বলবে? দারুণ থ্রিলিং লাগছে কিন্তু আমার কাছে! ব্যাপারটা যা জমবে না! উহ্!'

'যে ঘরে বন্দী ছিলে তুমি সেই ঘরটার পাশেই আছে একটা টয়লেট। ওই মেয়েটার সাথে দরকারমত যেতে তুমি ওখানে। টয়লেটে যাবার সময় বাড়ির কতটুকু দেখা যায়–এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা। তুমি বলবে, একটা ছোট্ট প্যাসেজ আর তিনটে বন্ধ দরজা শুধু নজরে পড়েছে তোমার। টয়লেটের বেসিনটা। ভাঙা–দেয়াল নোংরা–চেনটায় জং ধরে ধরে ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করবে পুলিস। প্রস্তুত থাকতে হবে তোমার যে কোন প্রশ্নের জন্যেই।'

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁটদুটো আলতো করে একবার স্পর্শ করল জিনা।

'সত্যি সত্যিই কিডন্যাপড্ হলে মন্দ হত না কিন্তু! শুনেছি রেপ-টেপও করে ওরা। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, ধরে নিয়ে গেছে আমাকে ভয়ঙ্কর এক দস্যুদল...' হেসে ফেলল সে।

'ধরে নাও, সত্যি-সত্যিই কিডন্যাপ করা হচ্ছে তোমাকে।' হাসল রানাও 'তোমার ড্যাডের কাছে লেখার জন্য একটা চিঠি ড্রাফট্ করে রেখেছি আমি। এখুনি লিখে ফেলতে হবে এটা। পোস্ট করে দেব আমি সময় মত।'

টেবিলের ড্রয়ারটা খুলল রানা। একটা গ্লাভ পরে নিল হাতে। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা সাদা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল জিনার দিকে। কপিটাও বের করে দিল।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে লিখে ফেলল জিনা চিঠিটা। এনভেলাপের ওপর ঠিকানা লিখল সুন্দর হস্তাক্ষরে। চিঠিটা ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিল খামে। খামটা রেখে দিল রানা ড্রয়ারের ভেতর। তারপর আর তিনটে টাইপ করা কাগজ বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'এগুলো রেখে দাও হ্যান্ডব্যাগে। পুলিসকে কি বলতে হবে সব লেখা আছে এতে। মুখস্থ করে পুড়িয়ে ফেলো।'

কাগজ তিনটে হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে দিল জিনা।

'নতুন পোশাক কেনা হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা। 'এনেছ?'

ঘাড় কাত করল জিনা।

'কই, দেখি?'

'এমনিই দেখবে, না পরে দেখাব?'

'যা খুশি,' বলল রানা।

সুটকেসটা খুলে ফেলল জিনা। সাদাকালো প্রিন্টের ম্যাক্সি বের করল

একটা। ভাঁজ করা ম্যাক্সির ভেতর থেকে বেরুল একজোড়া ব্যালে শু আর নীল রঙের উইগ। উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইল সে।

বেডরুমের দিকে ইশারা করল রানা।

'ঢুকে পড়ো ভেতরে দেরি কোরো না। দশটার মধ্যে ঘরে ফিরতে হবে আমার।'

'কেন? কেউ অপেক্ষা করবে বুঝি?' বেডরুমের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাল জিনা।

মাথা নাড়ল রানা। 'জরুরী কাজ রয়েছে কয়েকটা…সেরে ফেলতে হবে আজ রাতেই।'

'ও!'

রানার চোখের ওপর স্থির হলো জিনার দুই চোখ। ঝিকমিক করছে ওর চোখের তারা। হাসছে। দুষ্টুমি হাসি।

বন্ধ হয়ে গেল বেডরুমের দরজা। একটা সিগারেট ধরাল রানা। দেরি করছে জিনা। তিন মিনিট অপেক্ষা করে হাঁক ছাড়ল, 'কি হলো? অত সাজের দরকার নেই জলদি বেরোও।'

'আর এক মিনিট।' ভেসে এল জিনার তরল কণ্ঠস্বর।

আর দু'মিনিট পর সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে অস্থির পায়ে চলে এল রানা বেডরুমের দরজার সামনে। টোকা দিল। 'কি হলো, জিনা? এত দেরি কিসের?'

'হয়ে গেছে। চলে এসো ভেতরে।' ডাকল জিনা।

দরজাটা ঠেলা দিয়েই ধড়াস করে উঠল রানার কলজেটা। ঠিক তিন হাত সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনা। পায়ে ব্যালে শু আর মাথায় চুলের ফিতে ছাড়া কিছুই নেই সারা শরীরে। নগ্ন। এগিয়ে এল এক পা।

আগুন! উজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে মেয়েটা।

ঢোক গিলল রানা। গলাটা শুকিয়ে গেছে ওর। বেড়ে গেছে হার্ট বিট। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার দুই চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোনমতে বলল, 'এসব কি!'

'বারে! তুমিই না বললে. সাজের কোন দরকার নেই?' আর এক পা এগিয়ে রানার দুই কাঁধে রাখল জিনা দুই হাত। তারপর গলাটা জড়িয়ে ধরে টানল কাছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে–এগিয়ে আসছে রানার মুখের কাছে। ধিকি ধিকি জ্বলছে চোখের তারা।

ধুত্তোর কাজ!

সারারাতে আর একটি বারও কাজের কথা মনে পড়ল না রানার।

ড্যানেস হফম্যানের বুইক সেঞ্চুরিটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলোর গেটের পাশেই। ওদিকে নজরটা পড়তেই চমকে উঠল রানা।

জেল থেকে বেরুনোর পরদিন থেকে ড্যানেসের সাথে দেখা হয়নি আর। প্রায় ভুলেই গেছিল সে ওর কথা।

কি করছে ড্যানেস এখানে?

একটা কালো ছায়া পড়ল রানার মনে। ড্যানেসের সাথে হয়তো এতক্ষণে খাতির জমে গেছে ব্রিজিতার। ব্রিজিতা হয়তো বলে দিয়েছে তাকে—হুডিনির অফিসে নাইট ওঅর্ক করছে রানা। ড্যানেস অবিশ্বাস করবে কথাটা? যদি করে তাহলে একটু চেষ্টা করলেই টের পেয়ে যাবে সে, গুল মেরেছে রানা। পুলিসের সংস্রবে আসার কথা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না সে। গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে লম্বা পা ফেলে এগোল সে ড্রইংরুমের দিকে।

ঘরের ভিতর থেকে ড্যানেস আর ব্রিজিতার কথাবার্তা কানে আসছে তার।

একটু ইতস্তত করল রানা। তারপর ধীরপায়ে ঢুকে পড়ল।

ব্রিজিতা বসে আছে একটা সোফায়। হাসছে। মুক্তার মত একসারি দাঁত ঝকঝক করছে। অদূরে একটা আর্মচেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছে ড্যানেস হফম্যান। হাতের দুই আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে সিগারেট।

রানা ঢুকতেই ঘুরে তাকাল ড্যানেস আর ব্রিজিতা।

ব্রিজিতা লাফিয়ে উঠল। হাসল মিষ্টি করে। বলল, 'গুড মর্নিং, রানা। তোমার বন্ধুটি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।'

মৃদু হেসে ড্যানেসের দিকে তাকাল রানা।

'হ্যালো, ড্যানেস। কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি? এর সাথে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হয়েছে।'

ড্যানেসের দুটো চোখ দেখছে রানাকে। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ। দেখতে দেখতে ভ্রূ দুটো ওর সামান্য কুঁচকে গেল হঠাৎ।

'চীফের অর্ডারে বাইরে যেতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্যে। রোম। কাল ফিরেছি। কেমন চলছে তোমার? সিনোরিনা বললেন—কোথায় একটা চাকরি নাকি করছ তুমি?'

'ঠিক। তেমন কিছু নয়, কিন্তু নেই মামার চেয়ে কানা মামা অনেক ভাল। নাইট ওঅর্ক করছি।' বসতে বসতে বলল রানা।

'ভাল নয়।' মাথা নাড়ল ড্যানেস এপাশ-ওপাশ। 'নাইট ডিউটি করে করে চোখ বসে যাচ্ছে তোমার। হ্যামবার্টের সাথে আলাপ করেছি। তুমি চাইলেই একটা ভাল পোস্টের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। করবে পুলিসের চাকরি?'

'এক্ষুণি তো কিছু বলতে পারছি না, ড্যানেস। ভেবে দেখতে হবে। সিদ্ধান্তটা পরে জানাব তোমাকে।'

'কত দিনের মধ্যে? তিন দিনের বেশি কিন্তু ধরে রাখতে পারব না কাজটা তোমার জন্যে।'

'বেশ তো, তিন দিনের মধ্যেই যোগাযোগ করব আমি।'

উঠে দাঁড়াল ড্যানেস।

'ও. কে.। খবরটা জানাতেই এসেছিলাম। এই একটা সুযোগ যাচ্ছে,

রানা। এ চাকরির জন্যে প্রার্থীর অভাব নেই, কিন্তু আমাদের বস্ চাইছে তোমাকে। তুমি রাজি হলেই এ চাকরি তোমার। চলি এখন। সি ইউ।'

ব্রিজিতার দিকে মৃদু নড্ করে বেরিয়ে গেল ড্যানেস বুট জুতোর গট্‌গট্ শব্দ তুলে। একটু পরেই ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ কানে ঢুকল রানার।

ব্রিজিতার চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেল হঠাৎ। রানার দিকে তাকিয়ে আছে ও। ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভ্রূ জোড়া।

'তোমার কোটে লিপস্টিকের দাগ, রানা!' গম্ভীর স্বর ব্রিজিতার, 'ভালই নাইট-ডিউটি পেয়েছ মনে হচ্ছে!'

নিশ্চয়ই জিনার। দাগটা খুঁজল রানা ঘাড় বাঁকা করে, কিন্তু চোখে পড়ল না। চট্ করে ভাবল একবার, ড্যানেস কি দেখে ফেলেছে? দাগটা নিশ্চয়ই নজর এড়ায়নি ওর। বিপদ হতে পারে এর ফলে।

'মেয়েটা কে?' ভ্রূ নাচাল ব্রিজিতা।

'খুন করবে ওকে?' হাসল রানা।

'বয়ে গেছে আমার খুন করতে,' গম্ভীর ব্রিজিতা। 'কে মেয়েটা?'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'চিনবে না। তোমার পরিচিতাদের মধ্যে কেউ নয়। নাগাল পাবে না ওর। যাই হোক—ঘুমে বুজে আসছে আমার দুই চোখ। বাই—'

'গাড়িটা কিন্তু নিচ্ছি আমি। বিকেলে ফেরত পাবে।'

ঘাড় কাত করে অনুমতি দিয়েই সোজা বেডরুমে এসে ঢুকল সে। পকেট থেকে বের করল টেপটা। ওয়ান টোয়েন্টি ক্যাসেট। একটা ড্রয়ার টেনে কাগজচাপা দিয়ে রেখে দিল সে টেপটা। তারপর ধড়াস করে পড়ল বিছানায়। পড়ল বটে, কিন্তু চট্ করে ঘুম এল না ওর চোখে।

ড্যানেসের প্রস্তাবটা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল রানা। বুঝতে পারল, কাজটা নিলে লাভই হবে তার। সহজে সন্দেহ করতে পারবে না তাকে পুলিস। আর যদি সন্দেহ করেও, টের পেতে দেরি হবে না ওর।

পুলিসের চাকরিটা নেবে বলেই সিদ্ধান্ত নিল সে।

দুদিন কেটে গেল আরও। এসে গেল শনিবার।

আজ সন্ধেয় নামতে হবে অপারেশনে।

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বের করল রানা ঠিক ছ'টায়। ছুটল সাউথবীচের দিকে। কেবিনের তালা খুলতে গিয়েই শুনতে পেল টেলিফোন রিঙ। অসময়ে ফোন! কে হতে পারে? একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলল রানা। স্বরটাকে যথাসম্ভব মোটা করে বলল, 'কে?'

'নোরমা স্পীকিং। সব ঠিক আছে?'

'আছে। জিনার কাছে ফোন যাবে সাতটায়। সিনেমার প্রোগ্রামটা ঠিক আছে ওর?'

'ইয়েস। সবাই জানে একথা। আমার স্বামীও।'

'তাহলে ভেবো না কিছু। টাকাটা পেয়ে যাবে তুমি ঠিক সময়মত।'

'গুড। উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক।'

রিসিভারটা ক্রেড্‌লে রেখে দিল রানা। বসে পড়ল একটা ইজিচেয়ারে। সিগারেটের ছাই জমতে লাগল অ্যাশট্রেতে। বয়ে যাচ্ছে সময়।

কাঁটায় কাঁটায় সাতটা দশে উঠে পড়ল ও। কেবিনটা লক্ করে সোজা গিয়ে উঠল মরিস ম্যারিনাতে। আর্তনাদ করে আপত্তি জানাল মরিসের ইঞ্জিন।

হাওয়ার বেগে পৌঁছল রানা জ্যানারোজ বারে।

ভেতরে ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল বারম্যান কার্লোর সাথে। রানাকে দেখেই দু'চোখ কপালে উঠে গেল কালোর। সভয়ে পিছু হটল তিন পা। মার খাওয়ার কথা মনে আছে ওর। মৃদু হেসে টেলিফোন বুদে ঢুকে পড়ল রানা।

সিসিও গোনজালিসের নাম্বারে ডায়াল করেই রিসিভারটা রুমাল দিয়ে ঢেকে নিল রানা।

রিং হচ্ছে। একবার···দুইবার···তিনবার রিং হলো।

'সিসিও লজ।' একটা কর্কশ পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল। সম্ভবত বাটলার।

'জিনাকে খুঁজছি। আমি উইলো। জিনার বন্ধু। ওকে পাওয়া যাবে?'

পুরো একমিনিট গেল। রানা টের পেল হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে তার।

'হ্যাল্লো, উইলো! কি খবর তোমার?'

জিনার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট চিনতে পারল রানা।

'এই টেলিফোনের এক্সটেনশন আছে অন্য কামরায়?' প্রথমেই জানতে চাইল রানা।

'ঠিক জানি না। কেন?'

'তোমার আশেপাশে কেউ আছে?'

'না।'

'মনে আছে সবকিছু?'

'আছে।'

'বেশ। আমি রওনা হয়ে গেলাম। তুমিও বেরিয়ে পড়ো এক্ষুণি। সেই নাইটক্লাব! সি ইউ।' বলেই রিসিভার রেখে দিল রানা। বেরিয়ে এল বার থেকে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতেই বিচিত্র আওয়াজ তুলে প্রবল আপত্তি জানাল গাড়ির ইঞ্জিনটা। মনে মনে ভাবল রানা—সার্ভিসিং দরকার।

পঁচিশ মিনিট পর লা প্যারগোলা নাইটক্লাবের উজ্জ্বল নিওন সাইন নজরে পড়ল রানার। পার্কিং লটের বাঁ দিকের কোণে পার্ক করল সে গাড়িটা।

বসে রইল রানা গাড়িতে। অধৈর্য হয়ে বারবার ঘড়ি দেখছে সে। আসছে না কেন জিনা?

একটার পর একটা গাড়ি ঢুকছে আর ঝট করে তাকাচ্ছে রানা। পঁচিশ মিনিট কেটে গেল আরও। জিনার দেখা নেই। গোলমাল হলো কোথাও?

ঠিক আটটায় দূরে দুটো তীব্র হেডলাইট দেখা গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানা। লাল বেন্টলি আসছে একটা। প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এসে স্কিড করে থামল ওটা রানার দশ গজের মধ্যে। ড্রাইভিং সীটে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

জিনাকে।

টুপ করে নেমে পড়ল জিনা। চারদিকে তাকাল একবার। পলকের দৃষ্টিটা স্থির হলো ওর মরিস ম্যারিনার ওপর।

হাত নাড়ল রানা। মৃদু হাসল জিনা প্রত্যুত্তরে। এগিয়ে যাচ্ছে সে বারের দিকে। টকটকে লাল একটা জ্যাকেট পরনে ওর। আঁটোসাঁটো।

রানা বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। এগিয়ে গেল জিনার বেন্টলির দিকে। দাঁড়াল। চাবিটা ঠিকই ঝুলছে ইগনিশন লকে। ধীর পায়ে ফিরে এল সে মরিস ম্যারিনার পাশে। জিনার ছোট্ট সুটকেসটা রয়েছে ব্যাক-সীটে। ড্রাইভারের পাশের সীটে রয়েছে জিনার পোশাক –খবরের কাগজ মোড়া। হঠাৎ সন্দেহ হলো রানার, গাড়িটা যদি বিট্রে করে। ব্রিজিতার হাতে পড়ে ইঞ্জিনের যা অবস্থা…যে কোন মুহূর্তে বিগড়ে বসতে পারে। মাথা ঝাড়া দিয়ে বের করে দিল রানা চিন্তাটাকে। কোন কাজে হাত দিয়ে খারাপ দিকটা বেশি ভাবতে নেই।

বারের জানালা দিয়ে জিনাকে দেখা গেল এক ঝলক। বারম্যান মাথা ঝাঁকাচ্ছে ওর দিকে তাকিয়ে। এগিয়ে গেল জিনা ভেতরের দিকে। আর দেখা যাচ্ছে না। মরিস ম্যারিনা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়ে একটা আঁধারমত জায়গায় দাঁড়াল রানা।

রিস্টওয়াচ দেখছে রানা ঘনঘন। কারণ ছাড়াই। এগারোটায় উড়বে রোমের শেষ ফ্লাইট। সময় আছে এখনও প্রচুর। টেলিফোনে জিনার জন্যে একটা টিকেট বুক করে ফেলেছে সে ইতোমধ্যে। শায়লা মার্টিনের নামে। রোমের মাঝারি একটা হোটেলে উঠবে জিনা। লং-ডিস্ট্যান্স কল করে হোটেলকে জানিয়ে স্যুইটের ব্যবস্থা করে রেখেছে রানা। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে এখন পর্যন্ত। চিন্তার কিছুই নেই।

বারের দিকে নজর ফেরাল রানা। সুইং ডোরটা খুলে গেছে। বেরিয়ে আসছে জিনা ত্রস্ত পায়ে। এগিয়ে যাচ্ছে আধো-অন্ধকার পার্কিংলটের দিকে।

কিন্তু…ব্যাপার কি…একা নয় জিনা! ওর পেছন পেছন কয়েক হাত ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটা লোক। টলছে লোকটা। সম্ভবত মাতাল।

হঠাৎ এগিয়ে জিনার ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলল লোকটা। নিচু গলায় কিছু বলছে জিনাকে, টানছে নিজের দিকে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। গোলগাল–মোটাসোটা চেহারা ওর, পরনে দামী স্যুট।

'সিনোরিনা, প্রেমে পড়ে গেছি তোমার। খোদার কসম!' কয়েক পা এগিয়েই জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। বলছে, 'হোটেল অ্যালপিনোয় চলো। তিনতলায় আমার স্যুইট। বেশিক্ষণ রাখব না তোমায়, কথা দিচ্ছি। ওয়ার্ড অভ অনার। দশ মিনিটের বেশি…'

'শাট আপ!' ধমকে উঠল জিনা। জ্বলে উঠেছে চোখ দুটো। 'হাত ছাড়ো, ইডিয়ট। নইলে চিৎকার করে পুলিস ডাকব এক্ষুণি। সোজা জেলে গিয়ে ঢুকবে তখন।'

'তোমার জন্যে জাহান্নামে যেতেও রাজি আছি আমি।' দাঁত বের করে

হাসছে লোকটা, 'চলো ডার্লিং, সাত কোর্সের ডিনার খাওয়াব—সঙ্গে দেব চমৎকার ককটেল।' জিনার হাতটা ধরেই রইল লোকটা। 'যদি টাকা-পয়সা চাও...'

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা একটা গাড়ির আড়ালে। ভ্যালা মুসিবত! এই সময় প্রেম উথলে উঠল হারামজাদার। জিনা যদি ভালয় ভালয় আপদটাকে বিদেয় করতে না পারে বিপদ হতে পারে। জিনাকে এখন কোনরকম সাহায্য করতে গেলেই সামনে যেতে হবে রানাকে। লোকটা বদ্ধ মাতাল নাও হতে পারে। পরে হয়তো সনাক্ত করে বসবে তাকে।

ঠাস করে চড় পড়ল লোকটার গালে।

'সুন্দরী, মারলে আমাকে? তবে এবার সামলাও...' দুই হাতে জড়িয়ে ধরল লোকটা জিনাকে। চুমো খাওয়ার চেষ্টা করছে।

আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না রানার পক্ষে। প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করছে জিনা। ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। লোকটার হাত থেকে ছাড়াতে পারছে না নিজেকে। এই বিপদেও চিৎকার না করার বুদ্ধিটুকু আছে ওর। টুঁ শব্দটি নেই মুখে।

চারদিকে তাকাল রানা। প্রায়ান্ধকার পার্কিং লট। কেউ নেই আশেপাশে। মার্জারের মত নিঃশব্দে এগোল সে লোকটার দিকে। ঠিক দু'হাত পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কোটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল এক পা পিছনে।

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নাক মুখের ওপর পড়ল রানার প্রচণ্ড লেফ্‌ট আর্ম জ্যাব। ঘুসিটা পড়ার সাথে সাথেই আরেকটা মাঝারি লাথি পড়ল লোকটার তলপেটে। ধপ্‌ করে লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে। জ্ঞান হারাল নিশ্চিন্তে।

'জলদি উঠে পড়ো গাড়িতে। কুইক!' চাপাকণ্ঠে বলল রানা, 'চালিয়ে যাও সোজা। পেছনে আসছি আমি।'

'বেশি জোরে মেরেছ ওকে?' বিব্রত সুর জিনার কণ্ঠে।

'কোন কথা নয়। গেট গোয়িং।'

একদৌড়ে এসে জিনার বেন্টলিতে উঠে পড়ল রানা। স্টার্ট দিল ইঞ্জিন। ইতোমধ্যে বার থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই মুশকিল। হাতে-নাতে ধরা পড়ে যেতে হবে। বারের দরজার বিশ ফুটের মধ্যেই পড়ে আছে লোকটা।

সাঁ করে বেরিয়ে গেল মরিস ম্যারিনা। পেছন পেছন বেরোল লাল বেন্টলি।

একমিনিট পর খোলা হাইওয়েতে পড়ল গাড়িদুটো। এক মাইল ড্রাইভ করার পর মরিসকে ওভারটেক করে থেমে গেল বেন্টলি। নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে।

ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে পাশে এসে থামল মরিস ম্যারিনা। জিনা হাসছে। ভয়ার্ত ভাবটা কেটে গেছে ওর।

'ঠিক সময় মত বাঁচিয়েছ তুমি লোকটার হাত থেকে। যা শুরু

করেছিল…’

‘পোশাকটা বদলে ফেলো। এক্ষুণি।’ দ্রুতকণ্ঠে বলল রানা। ‘সময় নেই। ড্রেসটা বদলেই ফলো করবে আমাকে।’

দাঁড়াল না রানা। উঠে পড়ল বেন্টলিতে। ঘামছে সে। পেছন থেকে কোন পুলিস পেট্রলকার এসে পড়তে পারে যে কোন সময়।

হর্ন বাজল রানার পেছনে। জিনার সিগন্যাল। পোশাক বদলে ফেলেছে সে। বেন্টলিটা ছুটল আবার। পেছন পেছন ছুটছে মরিস ম্যারিনা। প্রিন্‌সিপ সুপার মার্কেট এখনও চার মাইল। নির্জন ট্র্যাঙ্ক রোড। দু'শো গজ ব্যবধানে চলছে দুটো গাড়ি। মাঝখানে ঢুকে পড়েছে একটা মালবাহী সাতটনী ট্রাক।

দুই মাইল আসার পর রিয়ারভিউ মিররে দুটো ছোট্ট বিন্দু লক্ষ করল জিনা। ক্রমেই বড় হচ্ছে বিন্দু দুটো। পিছু ফিরে তাকাল সে। হেডলাইট। এগিয়ে আসছে। এখনও অন্তত চারশো গজ দূরে।

স্পীড় বেড়ে গেল মরিসের। প্রথমে ওভারটেক করল ওটা লরিকে। তারপর বেন্টলিকে। রানাকে ওভারটেক করতে করতে পেছন দিকে আঙুল দেখাল জিনা। ইশারায় জিনাকে এগিয়ে যেতে বলল রানা। জিনা এগিয়ে যেতেই লরিকে সাইড দিয়ে পিছিয়ে এল সে বেশ কিছুটা। মাত্র দুশো গজ দূরে এখন পেছনের হেডলাইট। দূরত্ব কমছেই। তিন মিনিট পর রানাকে ওভারটেক করল গাড়িটা। ইশারায় থামতে বলে দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তা জুড়ে। বাধ্য হয়ে থামতে হলো রানাকে।

ফোর্ড ক্যাপরি একটা হলুদ রঙের। স্পোর্টস কার।

প্রথমে নামল এক পুলিস সার্জেন্ট। তারপর নামল মাঝবয়েসী একটা লোক। দুজনেই এগিয়ে আসছে এদিকে।

প্রমাদ গুণল রানা। সমস্ত পরিকল্পনার হয়তো ইতি ঘটবে এখানেই। হেডলাইট ডিপ করে দিল সে চট করে। কমে গেল আলো। লরিটা সরে গেছে বহুদূর।

জিনার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

গটগট পায়ে বেন্টলির সামনে এসে দাঁড়াল পুলিস সার্জেন্ট। হাতে একটা চকচকে রিভলভার।

সিগারেট ধরাল রানা নির্বিকার ভঙ্গিতে।

‘রসিকতা হচ্ছে বুঝি রাস্তা আটকে?’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা. ‘ওপরওয়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমার।’

একটু থমকে গেল সার্জেন্টটা। এরকম পাল্টা আক্রমণ আশা করেনি সে। ভেবেছিল পুলিস দেখেই জান উড়ে যাবে লোকটার। তাকাল সে রানার মুখের দিকে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে কটমট করে চাইল রানা। বড়লোকী একটা চাল ফুটে উঠেছে চেহারায়। স্পষ্ট বিরক্তি মুখের অভিব্যক্তিতে।

‘কিছু মনে করবেন না, সিনর,’ সার্জেন্টের কণ্ঠে বিনয়, ‘লা প্যারগোলা ক্লাবের পার্কিংলটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে একটা লোক। কেউ মেরে পালিয়েছে। সম্ভবত ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সফল হয়নি সেটা। পরপর

দুটো গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনেছে বারম্যান। আমরা নেমে পড়েছি সার্চে।'

'ওহো! গ্যাংস্টার খুঁজছ?' অবাক দেখাল রানাকে। 'তা এ খোলা মেইনরোডে ওরা উঠতে যাবে কেন? উত্তরদিকে লা গ্রাফার গলিঘুঁপচিতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করাই কি স্বাভাবিক নয়? কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্টটা। রানার কথাটা যুক্তিসঙ্গত। ঘুরে তাকাল সে মাঝবয়সী লোকটার দিকে। কিন্তু কিছু বলার আগেই আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আচ্ছা, গাড়ি দুটো কি রেনোয়া আর লাডা টুয়েলভ্ হানড্রেড?'

একটু ইতস্তত করল সার্জেন্টটা।

'হতে পারে–'

'উত্তর দিকে যেতে দেখেছি আমি ও দুটোকে। লা গ্রাফার দিকে। ঝড়ের বেগে যাচ্ছে ওরা। ভেতরে ছোকরা-বয়সী ক'জনকে দেখেছি।'

'তাই হবে।' সার্জেন্টটা ঘুরল মাঝবয়সী লোকটার দিকে, 'চলো হে, এই খোলা মেনরোড দিয়ে পালাবার মত বোকা নয় ওরা। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। লা গ্রাফার গলিঘুঁপচিতে ঢুকে পড়েছে হয়তো এতক্ষণে। খামোকা দৌড়িয়ে নিয়ে এলে আমাকে পুরো তিন মাইল।' কণ্ঠে বিরক্তি ফুটে উঠল, 'চলো, তোমার বন্ধুর হয়তো জ্ঞান ফিরে গেছে এতক্ষণে–'

একটু কিন্তু কিন্তু করছে মাঝবয়সী লোকটা। মাতালের বন্ধু। রানার চেহারাটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে তীব্র চোখে।

'দেখছ না কেমন দামী গাড়িটা?' একটু দূরে ওকে টেনে নিয়ে চাপাকণ্ঠে বলল সার্জেন্ট, 'ছিনতাই করার লোক ও হতেই পারে না। তাছাড়া দুটো গাড়ির দরকার আমাদের। একটা গাড়ি শুধু এখানে। সামনে বস্তাপচা লরি ছাড়া আর কিছু নেই। চলো। চলো। শুধু শুধু কষ্টটা দিলে আমাকে।'

বসে রইল রানা গাড়িতে। ফোর্ড ক্যাপরিতে উঠে পড়ল সার্জেন্ট আর তার সাথী। ওদের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। বেন্টলির নাম্বার প্লেটের দিকে এতক্ষণ একবারও তাকায়নি ওরা। ঠিক যখন ওরা গাড়ি ঘুরাতে ব্যস্ত, সেই সময় দুরু দুরু বক্ষে ছেড়ে দিল সে গাড়ি।

সার্জেন্টটা একবার তাকাল এগিয়ে যাওয়া বেন্টলির দিকে। ঝকঝক করছে বেন্টলির নাম্বার প্লেটটা। কি ভেবে নাম্বারটা টুকে রাখল ও নোট বুকে। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ছুটল ওরা যে পথে এসেছিল, সেই পথে। একটা রেনোয়া আর লাডা-টুয়েলভ্ হানড্রেড ঘুরছে ওদের মাথায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে রিস্টওয়াচের দিকে নজর পড়ল রানার। প্রচুর সময় আছে হাতে। নির্বিঘ্নে তুলে দেয়া যাবে জিনাকে প্লেনে। কিন্তু মাতালের বন্ধু আর পুলিস সার্জেন্টের চিন্তাটা সরছে না মন থেকে। নিশ্চয়ই টুকেছে সার্জেন্ট বেন্টলির নাম্বারটা। না টোকা খুবই অস্বাভাবিক। যদি খোঁজ করে তাহলেই বেরিয়ে পড়বে গাড়িটা কার। রানার চেহারাটাও স্পষ্ট দেখেছে ওরা দুজন। ওকে যদি প্রশ্ন করা হয় শনিবার রাত আটটার দিকে সিসিও গোনজালিসের লাল বেন্টলিটা ও কেন চালাচ্ছিল–কোন জবাব দিতে পারবে না রানা। কথাটা ভাবতেই হাতের তালু ঘেমে উঠল ওর। পরিষ্কার বুঝতে

পারছে সে, এত সাবধানতা অবলম্বন করেও লাভ হলো না কিছুই, ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলেছে সে নিজেকে! যাই হোক—এক আঙুল তুলে শাসাল সে নিজেকে—গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে একটা, আর একটা ভুল হলেই ফেঁসে যাবে বাপু! সাবধান। আর যেন ভুল না হয় কোন।

প্রিন্সিপ সুপার মার্কেটের আলোকসজ্জা নজরে আসছে এখন। জিনা হয়তো পৌঁছে গেছে এতক্ষণে। অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

পার্কিং লটের দক্ষিণ গেটের কাছে মরিস ম্যারিনাটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে জিনা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

মরিসের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল রানা গেট দিয়ে। পার্কিং লটটা বিরাট। অন্তত দু'শো গাড়ির জায়গা হয় এখানে। সারবাঁধা গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল রানা উত্তর দিকে। একটা খালি জায়গা খুঁজছে সে। হঠাৎ সাঁ করে একটা গাড়ি বেরিয়ে এল ভিড়ের মধ্যে থেকে। ব্যাক করেছে গাড়িটা। লাইটগুলো অফ। ধাক্কাটা বাঁচানোর কোন সুযোগই পেল না রানা। ব্রেক কষল সে খ্যাঁচ করে। ধাতব শব্দ হলো একটা। চুরমার হয়ে গেল বেন্টলির হেড লাইট। বেরিয়ে আসা গাড়িটার পেছনে নাক গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল বেন্টলিটা।

জান উড়ে গেল রানার। হ্যাত্তেরি! অবশ হয়ে আসছে ওর হাত-পা। এই একটি ব্যাপারেই আগে থেকে ভেবে রাখেনি সে। অ্যাকসিডেন্ট! একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে যে কোন সময়ই, এবং ঘটলেই যে ফেঁসে যাবে সে—সেটা একবারের জন্যেও মাথায় আসেনি ওর। এক্ষুণি জড়িয়ে যাবে সে পুলিসী ঝামেলায়। ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে ওর নাম এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকে সিসিও গোনজালিসের নাম বের করে ফেলবে পুলিস। কিডন্যাপ-প্ল্যানের এইখানেই সমাপ্তি। গাড়িটা জিনার। চালাচ্ছিল কে? জিনা নয়, মাসুদ রানা। কি করছিল রানা গাড়িটা নিয়ে? কি করে এল গাড়িটা ওর কাছে?

হেডলাইটটা অফ করে কাঠ হয়ে বসে রইল সে গাড়িতে। সামনের গাড়ি থেকে দরজা খুলে নেমে পড়েছে বেঁটেখাট একটা লোক। এগিয়ে আসছে। আবছা আলোয় লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ভেতরে বসে থাকা রানার চেহারাও পরিষ্কার দেখতে পাবে না ওই লোক।

'সরি, সিনর,' প্রায় কাঁদো কাঁদো অপরাধী সুরে বলল বেঁটে লোকটা। 'এভাবে হঠাৎ ব্যাক করাটা ঠিক হয়নি আমার। পুরো দোষটা স্বীকার করে নিচ্ছি আমি।'

'তোমার দোষ নয় এটা হ্যারি!' গর্জন করে উঠল একটা কর্কশ নারীকণ্ঠ। তাকাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ইয়া মোটা এক মহিলা। হাঁসফাঁস করছে। সম্ভবত এই দুর্বল লোকটার মিসেস।

'চোরের মত আসছিল বেন্টলিটা!' তেড়ে উঠল নারীকণ্ঠ, 'হর্ন বাজিয়ে আসেনি কেন ও? চট করে দোষ স্বীকার করে বসছ যে বড়? এটা সিম্পলি

অ্যাক্সিডেন্ট।'

'গাড়িটা সরান,' বলল রানা। 'রাস্তা আটকে আছে এটা। অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্টই। কিছুই মনে করিনি আমি।'

'এক ইঞ্চিও সরিও না—খবরদার, হ্যারি!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, 'পুলিস ডাকো। আগে দেখুক সে কিভাবে কি হয়েছে। নইলে পরে...'

পুলিস! জুলফি বেয়ে ঘাম নেমে এল রানার। কপালটা খারাপ যাচ্ছে কেন আজ এরকম?

'ছ্যাকড়া গাড়িটা সরাবে তোমার?' বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রানা, 'আপদটাকে সরিয়ে ফেলো এক্ষুণি। নইলে...'

'নইলে? নইলে কি করবে শুনি? নিজের দোষটা আমার স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই হলো?' কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মিসেস রানার দিকে, 'সব দোষ তোমার। মদ খেয়ে চালাচ্ছ তুমি গাড়ি।'

সময় বয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসাদে জড়াবার ইচ্ছে নেই রানার। কিন্তু সেকথা বলে বোঝানো যাবে না এই মহিলাকে। মহিলা ধরেই নিয়েছে বিরাট অঙ্কের ড্যামেজ-ক্লেইম করে বসবে রানা। বাক্য ব্যয় করে কোন লাভ নেই।

ব্যাকগিয়ার দিয়েই পেছনে নিয়ে এল সে গাড়িটা। সামনের গাড়িটার পাশ ঘেঁষে সরু একফালি রাস্তা। স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়েই গ্যাস পেডাল চেপে ধরল রানা জোরে। সামনের গাড়িটার গা ঘেঁষে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বেন্টলি। এগিয়ে যেতে যেতে কর্কশ নারীকণ্ঠটা স্পষ্ট কানে ঢুকল রানার।

'হ্যারি, নম্বরটা টুকে রাখো!' চেঁচিয়ে বলছে মিসেস।

ঝড়ের বেগে পার্কিংলটের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল রানা। একটা স্পেস পেয়ে গাড়িটা ঢুকিয়েই ঝট করে নেমে পড়ল সে। স্টিয়ারিং হুইলটা মুছতে হলো না। গ্লাভস্ পরে নিয়েছে সে আগেই। হাতের ছাপ পড়েনি কোথাও। তাকাল রানা পেছন ফিরে। পঞ্চাশ গজ দূরে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে লোকটা আর তার মিসেস। দুজনেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এইদিকে। সামনেই একটা গেট। দৌড়ে এসে বাইরের রাস্তায় পড়ল রানা। দ্রুতপায়ে এগোল দক্ষিণের গেটের দিকে। পুলিসে যাবে হ্যারি? মনে হয় না। ও জানে, পুরো দোষ ওর নিজেরই। মনে হয় চেপেই যাবে ওরা ব্যাপারটা। কিন্তু যদি পুলিসে জানায়...?

আধঘণ্টার মধ্যেই জেনে যাবে পুলিস জিনার গাড়ি এটা। হন্যে হয়ে ড্রাইভারকে খুঁজবে ওরা। পুরুষ ড্রাইভার।

অপেক্ষমাণ গাড়িটার দিকে ছুটতে ছুটতে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, প্ল্যান-মাফিক চলছে না কিছুই। যেভাবে সে ভেবে রেখেছিল ঠিক সেভাবে ঘটছে না সবকিছু। ইতোমধ্যেই বাধা এসে গেছে দু'দুটো।

দু'জায়গাতেই দু'দুটো চিহ্ন রেখে এসেছে রানা। এর কোনটাই অবশ্য খুব মারাত্মক কিছু নয়—কিন্তু কে জানে আর কয়টা বাধা আছে সামনে? প্ল্যানটা বাতিল করে দেবে সে এক্ষুণি, সময় থাকতে?

অকাতরে ঘামছে। কুলকুল করে ঘাম নামছে ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

রুমাল বের করে মুখটা মুছে উঠে পড়ল সে জিনার পাশে। ছুটে চলল মরিস ম্যারিনা এয়ারপোর্টের দিকে। সবই দেখেছে জিনা, প্রশ্ন করল না একটাও।

রানাও চুপ।

ভাবছে সে।

আট

সাড়ে এগারোটায় বেরিয়ে এল রানা এয়ারপোর্ট থেকে। ছেড়ে দিল গাড়ি। কিছুদূর গিয়েই মনে হলো, সমান দূরত্ব রেখে একটা গাড়ি আসছে পিছন পিছন। অনুসরণ করছে কেউ? সন্দেহটা মুছতে পারল না সে মন থেকে। বেশ কিছুদূর যাবার পর একটা ল্যাম্প-পোস্টের সামনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল সে। বনেটটা তুলে ঝুঁকে পড়ল ইঞ্জিনের উপর বিগড়ানোর ভান করে। পাশ কাটিয়ে তীরবেগে চলে গেল একটা র‍্যালিয়ান্ট রবিন। কালো রং। থামল না। দু'জন বসে আছে সামনের সীটে। মাথার ফেল্টহ্যাট ভুরু পর্যন্ত নামানো। তাকাল না ওরা রানার দিকে একবারও।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্টার্ট দিল রানা গাড়িতে। আর দেখা যাচ্ছে না র‍্যালিয়ান্ট রবিনকে। হয়তো নিরীহ কোন নাগরিক—সী-অফ করতে এসেছিল কাউকে। কিন্তু মন থেকে অস্বস্তির ভাবটা গেল না কিছুতেই। মনে হচ্ছে কারা যেন নজর রাখছে ওর ওপর।

ভাল করে ভেবে দেখেছে রানা এয়ারপোর্ট কাফেটেরিয়ায় বসে। সবকিছু, মোটামুটি ভাবে ধরলে, ঠিকই আছে। অত ভাবনার কিছুই নেই। প্যারগোলা ক্লাবের মাতালটার চিন্তা জোর করে দূর করে দিয়েছে সে মন থেকে। আসলে জিনাকে জোর করে চুমো খেতে গিয়েছিল ও, সুতরাং নিজের স্বার্থেই পুলিসের কাছে মুখ খুলবে না ব্যাটা। আর প্রিন্সিপ মার্কেটে অ্যাকসিডেন্টের দোষটাও রানার নয়। ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে গাড়িটা ব্যাক করেছিল স্ত্রৈণ মিস্টার হ্যারি। দোষটা তারই। কাজেই পুলিসে রিপোর্ট করতে যাবে না ওই লোক।

তবু প্ল্যানটা বাতিল করার প্রস্তাব তুলেছিল সে জিনার কাছে। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল জিনার মুখ। রানা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল টাকাটা না পেলে সুইসাইড করতে হবে ওকে। কেন—সে প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে কিছুতেই, বলেছে, পরে বলবে। জিনার আগ্রহের তীব্রতা উপলব্ধি করে প্ল্যান মাফিক এগিয়ে যাওয়াই স্থির করেছে রানা। সাড়ে এগারোটায় হাসিমুখে উঠে গেছে জিনা প্লেনের গায়ে লাগানো সিঁড়ি বেয়ে, টাটা করে ঢুকে পড়েছে ভিতরে।

শহরের মাঝামাঝি এলাকার একটা পাবলিক টেলিফোন বুদের সামনে গাড়িটা থামাল রানা। ঘড়িতে দেখল বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বুদে ঢুকে ডায়াল করল সে গোনজালিসের বাড়িতে

একটা কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'সিসিও লজ। কে বলছেন?'

সেই বাটলারটা। চার্লি।

কর্কশ কণ্ঠে প্রায় ধমকে উঠল রানা, 'সিনর গোনজালিসকে দাও দেখি ফোনটা?'

'কে বলছেন আপনি, সিনর?' একটু মোলায়েম শোনাল বাটলারের কণ্ঠ।

'নাম জানার দরকার নেই, উল্লুক!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'যা বলছি তাই করো। গোনজালিসকে ডেকে দাও এক্ষুণি। জরুরী খবর আছে ওর মেয়ের সম্পর্কে।'

'ধরে থাকুন, সিনর,' আহত কণ্ঠ ভেসে এল বাটলারের

ফোনটা টেবিলে নামিয়ে রাখার শব্দ পেল রানা। বুকটা কেন যেন একটু কেঁপে উঠল ওর। এইবার সত্যি সত্যিই একটা বে-আইনী কাজ করতে যাচ্ছে সে। টাকা দাবি করতে যাচ্ছে। এতক্ষণ একটা খেলা খেলা ভাব ছিল, ইচ্ছে করলেই উপায় ছিল খেলাটা বন্ধ করে দেয়ার। এই প্রথম আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা। টাকা চাওয়ামাত্র পরিণত হচ্ছে সে একজন প্রফেশনাল কিডন্যাপারে–যাকে ধরতে পারলে কঠোরতম শাস্তির জন্যে কোর্টে হাজির করবে পুলিস। কারও কোন সাহায্য সে পাবে না, একথা ভাল করেই জানা আছে রানার। ধরা পড়লে একজন সাধারণ অপরাধীর মত বিচার এবং শাস্তি হবে ওর–কেউ ঠেকাতে পারবে না। অপর প্রান্তে শব্দ হলো মৃদু। রিসিভার তুলছে কেউ।

একটা গম্ভীর, শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সিসিও গোনজালিস বলছি। কে আপনি?'

কোন ভুল নেই। অনেকদিন আগের শোনা কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল রানা। দপ করে জ্বলে উঠল বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন।

দুই সেকেন্ড। রুমাল দিয়ে মাউথপিসটা ঢেকে নিল রানা।

'মন দিয়ে শোনো, গর্দভ!' ভয়ানক কঠোরস্বরে বলল সে, 'তোমার মেয়েকে কিডন্যাপ করা হয়েছে রাত আটটায়। আমরাই কষ্ট করে করেছি কাজটা। মেয়েটা দারুণ ত্যাঁদোড়, হে! বিচ্ছু একটা! বলো তো কি চাই আমরা?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কল্পনায় গোনজালিসের ফ্যাকাসে চেহারাটা দেখতে পেল রানা।

'কি চাও!' কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল গোনজালিসের। রাগ অথবা ভয়, কিংবা দুটোই হতে পারে।

'বিশ লাখ ডলার। মাত্র। দশ লাখ চাই তোমার মেয়ের ফেরতমূল্য হিসেবে, আর বাকি দশ লাখ তোমার অতীত-ক্রিয়াকর্মের জন্যে ফাইন হিসেবে। বুঝতে পারছ? পুরো দুই মিলিয়ন। ছোট ছোট নোটে। ওটা না পেলে জিনার কাটা মুণ্ডুটা ফেরত যাবে তোমার কাছে। পার্সেল করে প্রেজেন্ট করব ওটা তোমাকে। পুলিসে গেলে অথবা নোটের নম্বর টোকার চেষ্টা করলে টের পাব আমরা তৎক্ষণাৎ। প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে তোমার ওপর।

আমরা ভয়ঙ্কর লোক, সিনর। একথা প্রমাণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।'

দশ সেকেন্ড নীরবতা।

গোনজালিসের ভয়ার্ত স্বর ভেসে এল, 'পাবে পুরো দুই মিলিয়ন ডলার। দেব। কোথায় দেব টাকাটা? জিনা ফিরবে কখন? ক্ষতি হবে না তো ওর?'

'শুধু টাকাটাই আমাদের দরকার, সিনর। টাকা পেলে কোন ক্ষতি হবে না জিনার। কথা দিচ্ছি। সোমবারে ফোন পাবে আরেকটা। এখন টাকাটা জোগাড় করে ফেলো দেখি লক্ষ্মী ছেলের মত।'

'কালকেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ফেলব টাকা।' কাঁপছে গোনজালিসের কণ্ঠ।

'কাল রোববার, সিনর। চালাকি হচ্ছে?'

'না-না। চালাকি নয়। রোববারেও টাকা তুলতে পারব আমি। কোন অসুবিধে হবে না।'

'অলরাইট। সোমবারে কেউ ফোন করবে তোমাকে। টাকা ডেলিভারির সময় আর জায়গার নির্দেশ পাবে তুমি ফোনে।' এবার গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব কঠিন করল রানা, 'মনে রেখো—পুলিসে একটা কথা বলেছ কি খতম হয়ে যাবে তোমার চোখের মণি। তিনকোপে কাটব ওকে। চারটে প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।'

কথাটা শেষ করেই ভিলেনী কায়দায় ঠা ঠা করে হেসে উঠল রানা ঘর কাঁপিয়ে। ঠক করে রেখে দিল রিসিভার।

ঝটপট বাইরে এসে উঠে পড়ল সে মরিস ম্যারিনায়।

অনেক ধকল গেছে আজ শরীরের ওপর দিয়ে। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। বাংলোয় ফিরে ঘুমিয়ে পড়বে সে এখন।

টেলিফোনের কর্কশ শব্দ হচ্ছে। ঘুমটা ভেঙে গেল রানার।

সিটিংরূমে বাজছে টেলিফোন

চট্‌পট্‌ উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল। সকাল ন'টা।

ব্রিজিতার কথাবার্তা কানে ঢুকল তার। কথা বলছে ব্রিজিতা টেলিফোনে। আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেবে কিনা ভাবতে ভাবতে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

একটু পরে পদশব্দ শোনা গেল বাইরে। তারপর দরজায় টোকা।

'রানা...'

'আমার ফোন?'

'হ্যাঁ। ড্যানেস হফম্যান। বলল, খুব জরুরী।'

'আসছি।'

সিটিংরূমে ঢুকে ফোনটা তুলল রানা

'ড্যানেস? রানা বলছি—'

'গুড মর্নিং, রানা,' বলল ড্যানেস। উত্তেজিত শোনাল তার গলা, 'এক্ষুণি

চলে এসো আমার অফিসে! তোমার চাকরিটা আগলে বসে আছি আমি। চটপট চলে এসো, হ্যামবার্ট ইজ ওয়েটিং।'

'দারুণ জরুরী তলব মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই জরুরী। তোমার সাহায্য আমার দরকার। কিছু একটা ঘটতে চলেছে খুব সম্ভব।' ড্যানেসের কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা। 'মালটি মিলিওনিয়ার সির্সিও গোনজালিসকে ভুলে যাওয়ার কথা নয় তোমার। মনে হচ্ছে কিডন্যাপ করা হয়েছে ওর মেয়েকে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেল রানা। অজান্তেই কেঁপে উঠল রিসিভার ধরা বাঁ হাতটা।

'কিডন্যাপ?'

'ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড! কিডন্যাপ। যদি আমার ধারণা সত্যি হয় তাহলে এটা এ বছরের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর কিডন্যাপ। মুক্তিপণের পরিমাণটাও নিশ্চয়ই হবে আকাশ-ছোঁয়া। তোমাকে থাকতে হবে ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপারে। চলে এসো, রানা। এক্ষুণি।'

'আসছি,' কোনমতে বলল রানা কথাটা। নামিয়ে রাখল রিসিভার। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত। কি করে জানল ড্যানেস? যতদূর মনে হয় গোনজালিস জানায়নি পুলিসকে। ড্যানেসের ধারণা অনুমানভিত্তিক। কোথায় কি ভুল করেছে সে? এই আমন্ত্রণটা সত্যিই চাকরির ব্যাপার, নাকি ওকে পাকড়াও করার ফন্দী? কি করবে এখন সে–পালাবে? টের যখন পেয়ে গেছে তখন জাল ফেলে দিয়েছে পুলিস। গুটিয়ে আনাটাই শুধু বাকি ওদের। যদি জাল কেটে বেরিয়ে যেতে না পারে, তাহলে সোজা গিয়ে ঢুকতে হবে জেলে। রানা এ ব্যাপারে জড়িত সেটা সন্দেহ করেই ডেকেছে ওকে ড্যানেস? শিরশির আতঙ্কের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল রানার সারা শরীরে।

'কি বলল ড্যানেস?'

চমকে দরজার দিকে চাইল রানা। দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা। দেখছে তাকে। নির্নিমেষে লক্ষ করছে রানার ভাবান্তর।

'পুলিসের আই.পি. করা হয়েছে আমাকে,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'এক্ষুণি যেতে হবে হেডকোয়ার্টারে।'

ব্যস্ত পায়ে বেডরুমে ঢুকে পড়ল রানা। বাথরুম সেরেই কাপড় পরে নিল চটপট। টাইয়ের নটটা বাঁধতে বাঁধতে টের পেল–হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে তার। ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে–এখন পালাবার চেষ্টা করা মস্ত বোকামি হবে। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

নোরমা তাহলে ফাঁকা কথা দিয়েছিল। বলেছিল, পুলিস কিছুই জানবে না। দেখা যাচ্ছে, জেনে গেছে ওরা। টাকা আদায়ের পরিকল্পনার ইতি টানতে হবে এখন, নাকি প্ল্যান মাফিক এগোতে থাকবে সে? নোরমার সাথে আলাপ করে দেখতে হবে। অবস্থাটা এখনও একেবারে আয়ত্তের বাইরে যায়নি। পুলিসের চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তাহলে পুলিসী তৎপরতার সব খবরই জানতে পারবে সে। কোন্ পথে পুলিস কতদূর এগোচ্ছে জানা থাকলে সিদ্ধান্ত

নিতে সুবিধে হবে ওর।

গেছো মেয়ে হলে কি হবে, তৃপ্তির সাথে ব্রেকফাস্ট সেরে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা ব্রিজিতার প্রতি। আঁকিবুকি ছেড়ে এই লাইনে চেষ্টা করলে সত্যিই শাইন করত মেয়েটা। হয়তো ছবি আঁকায় আরও বেশি শাইন করছে বা করবে–জানে না রানা। বোঝে না সে ছবির কিছুই।

কাজেই কোন কমেন্ট না করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

এগারোটায় পৌছল সে পুলিস হেডকোয়ার্টারে। চারতলা অফিস বিল্ডিং। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ড্যানেসের অফিস দোতলায়।

লিফট থেকে বেরিয়েই ড্যানেসের কামরা পেয়ে ঢুকে পড়ল রানা। টেলিফোনে কথা বলছে ড্যানেস। ইশারায় বসতে বলল তাকে। এক মিনিট পর রিসিভার রেখে ঘুরল রানার দিকে।

'ওয়েলকাম, রানা,' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল ড্যানেস। 'তোমাকে পেলে দারুণ সুবিধে হবে আমাদের। আই.পি. মানে সোজা কথায় পুলিস স্পাই। বুঝতে পারছ? বাইরের লোকের কাছে ছদ্মনাম, ছদ্মপরিচয় ব্যবহার করবে তুমি। কাজের সুবিধের জন্যে। অলরাইট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অলরাইট।' ছোটখাট একটা হাঁপ ছাড়ল সেই সাথে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বড় সাহেবের সই ও সীলমোহর করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পকেটে ঢুকিয়ে হাজিরা খাতায় সই করল রানা।

'গুড। উঠে পড়ো এবার। বড় সাহেবের সাথে আলাপ করিয়ে দিই। উনি অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।'

উঠে পড়ল রানা। তেতলার পুলিস চীফের রুমে এসে ঢুকল ওরা। একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসে আছেন পুলিস চীফ হ্যামবার্ট। কাঁচা-পাকা জুলফি। বয়স আন্দাজ করল রানা, পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। অভিজাত চেহারা। এক নজরেই বোঝা যায় চরিত্রবান লোক–ব্যক্তিত্ব আছে চেহারায়। চোখে একটা গোল্ডফ্রেমের চশমা। তীক্ষ্ন দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে কাঁচের ভেতর দিয়ে ...দীপ্ত।

ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন পুলিস চীফ। আন্তরিক হাসি। ইশারায় বসতে বললেন দু'জনকে। তারপর লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন সিগারটা।

'দিস ইজ মাসুদ রানা, বস,' বলল ড্যানেস, 'আমাদের নতুন আই.পি.।

ঠাণ্ডা, শক্ত হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যামবার্ট। দু'চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ন।

'খুশি হলাম শুনে,' বললেন তিনি। 'তোমার কথা শুনেছি আমি, রানা। যা শুনেছি সবই প্রশংসা। আশা করি অক্ষুণ্ন রাখবে তুমি নিজের ও পুলিস বিভাগের সুনাম।'

আস্তে হ্যামবার্টের হাতটা ঝাঁকিয়ে দিল রানা। তারপর বসে পড়ল ড্যানেসের পাশে।

সিগারে একটা বোমটান দিলেন হ্যামবার্ট। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তারপর তাকালেন ড্যানেসের দিকে।

'জরুরী ব্যাপারটা কি, ড্যানেস? তোমার কথা শুনে ভাবনা হচ্ছে আমার। নতুন কোন ক্রাইম?'

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল ড্যানেস। ট্যারা চোখের পাপড়িটা কাঁপল বার দুয়েক।

'কোন প্রমাণ নেই, বস্। তবে মনে হচ্ছে একটা কিডন্যাপ কেস আসছে আমাদের হাতে। আজ সকালে ব্যাঙ্ক অভ ভেরোনার ম্যানেজার ফোন করেছিল আমাকে। ফোনটা পেয়েই চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমি।' ড্যানেস ঘুরল রানার দিকে, 'সব ব্যাঙ্কের সাথেই একটা গোপন ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের। তাড়াহুড়ো করে যদি কেউ হঠাৎ বিরাট অঙ্কের টাকা তুলতে যায়, তাহলে ম্যানেজার গোপন খবরটা জানিয়ে দেয় আমাদেরকে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, এসব হঠাৎ-তোলা বেশির ভাগ টাকাই আসলে কিডন্যাপ র‍্যানসাম বা ব্ল্যাকমেল কেসের টাকা।'

মুখটা মুছল রানা রুমাল বের করে। এ ব্যাপারটা নতুন শুনছে সে।

'ম্যানেজার বলছে, কিছুক্ষণ আগে সে একটা ফোন পেয়েছে সিনর সিসিও গোনজালিসের কাছ থেকে। ব্যাঙ্ক খুলে পুরো দুই মিলিয়ন ডলার তুলতে চাইছেন উনি এক্ষুণি। ম্যানেজার বলেছিল, রোববার আজ, উনি যদি দয়া করে সোমবারে টাকাটা তোলেন তাহলে খুব ভাল হয়। একথা শুনে নাকি খেপে গেছে সিনর গোনজালিস। বলে দিয়েছে—ব্যাঙ্কটা খুলে রোববারেই টাকা দিতে হবে তাকে। নইলে ব্যাঙ্কের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবে না সে। ব্যস্—ভড়কে গেছে ম্যানেজার। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে করে জানিয়েছে আমাকে ফোনে।'

'হয়তো কোন বিজনেস ডিলের জন্য টাকা তুলছে সিনর গোনজালিস,' বলল হ্যামবার্ট।

'ঠিক তাই ভেবেছিলাম আমি, স্যার। চেক করে দেখেছি, ব্যাপারটা তা নয়।' ড্যানেস তাকাল একবার রানার দিকে, 'কিডন্যাপ কেসে সাধারণত কি ঘটে, জানি আমরা। গার্জেনরা ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা জানাতে চায় না আমাদেরকে। সন্তানের ক্ষতির আশংকা করে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চেপে যায় ওরা। নোটের নম্বর টোকার অথবা ট্র্যাপ ফেলার সুযোগ পাই আমরা মাত্র এক পার্সেন্ট কেসে। কিন্তু টাকা দেয়ার পরও যদি সন্তানরা ফেরত না আসে, ঠিক তক্ষুণি গার্জেনরা ছুটে আসে আমাদের কাছে।' একটু থেমে আবার বলল ড্যানেস, 'কিডন্যাপাররা ভয়ঙ্কর টাইপের ক্রিমিন্যাল। ওরা হুমকি দেয়—পুলিসে জানালেই খুন করে বসবে ওরা ভিকটিমকে। ব্যস্—কিছুই জানতে পারি না আমরা আগে থেকে। কোন ভাগ্যবান পিতা যখন নিজের সন্তানকে ফেরত পায়—তক্ষুণি কাজে নামতে পারি আমরা। তার আগে নয়। আজ, স্যার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ফোন পাওয়ার পর থেকেই আমার মনে হচ্ছে—হয়তো আরেকটা কিডন্যাপ কেস আসছে আমাদের হাতে।

দু'চারদিনের মধ্যেই। সুতরাং আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে চাই আমি। রানাকে ব্যবহার করতে চাই এই কাজে।'

হ্যামবার্টের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হলো একটু।

'এটাকে কিডন্যাপ কেস কি করে বলছ তুমি? আর কাকেই বা কিডন্যাপ করা হলো?'

'যদি আমার ধারণা ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে জিনা গোনজালিসকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, স্যার। পাওয়া যাচ্ছে না তাকে।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? কি করে বুঝলে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। কিছু বলা দরকার তার।

'সিসিও গোনজালিসের প্রাইভেট সেক্রেটারির সাথে একসাথে পড়েছি আমি কলেজে। ডায়াজ ওর নাম। আর্মিতেও একসাথে ছিলাম আমরা বেশ কিছুদিন। ওর সাথে গোপনে আলাপ করেছি আমি। ও বলছে–জিনা গোনজালিস গার্লফ্রেন্ডের সাথে সিনেমায় যাবে বলে কাল রাতে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু সিনেমায় যায়নি ও–বাড়িতেও ফেরেনি।'

'ইজ ইট?' ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল হ্যামবার্টের, 'সিনেমায় যায়নি?'

'যায়নি, বস্। জিনার গার্লফ্রেন্ড ফোনে খোঁজ করেছে জিনাকে। ফোনটা ধরেছিল ডায়াজ।'

'সিনর গোনজালিস আমাদের সাহায্য চেয়েছে?'

'না, স্যার।'

'ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নোটের নম্বর টুকবে?'

'সম্ভব নয়, স্যার। ছোট ছোট নোটে এত টাকার নাম্বার টুকে রাখা অনেক সময়ের কাজ। তাছাড়া সিনর গোনজালিসেরও অসম্মতি থাকতে পারে।'

'মেয়েটা সম্বন্ধে জানো কিছু? পালিয়ে-টালিয়ে যায়নি তো কোথাও? অথবা হুট করে চলে যায়নি তো মন্ট্রিলে? শুনেছি, হিপ্পিদের সম্মেলন হচ্ছে ওখানে।'

'হয়তো গেছে। ধরে নিলাম, স্যার, পালিয়ে গেছে জিনা কোথাও,' বলল ড্যানেস। 'কিন্তু তাহলে তাড়াহুড়ো করে এত টাকা তুলছে কেন গোনজালিস?'

'ব্ল্যাকমেল?' মুখ খুলল রানা, 'কোন কেলেঙ্কারি আছে ওর?'

'ছ'মাস আগেও যে ছিল সে কথা তোমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না,' মৃদু হাসল ড্যানেস। 'অনেক চেষ্টা করেও আমি ওর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারিনি। ভাব সাব দেখে মনে হয় সাধু বনে গেছে ও এখন। ব্ল্যাকমেল হতেও পারে, কিন্তু জিনার গায়েব হয়ে যাওয়া দেখে এক্ষেত্রে কিডন্যাপের কথাই বারবার মনে আসছে আমার।'

হ্যামবার্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। চিন্তার ছাপ চোখে-মুখে। হঠাৎ বললেন, 'গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল মেয়েটা?'

'ইয়েস, বস্। লাল একটা বেন্টলি নিয়ে বেরিয়েছিল ও। নাম্বারটা জোগাড় করেছি।'

'গুড। ট্রেস করো ওটা। গোপনে খুঁজতে থাকো। এর বেশি কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না এখন।' হ্যামবার্টের স্বর গম্ভীর। 'গাড়িটা খুঁজে পেলে হয়তো আঁচ পাওয়া যাবে কিছুটা। মনে রেখো—গোনজালিস অনুরোধ না করলে সরাসরি কিছুই করতে পারছি না আমরা। মেয়েটার বিপদ বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপাতত শুধু গাড়িটা খোঁজো গোপনে। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

উঠে পড়ল ড্যানেস। কথা শেষ। রানাও উঠে দাঁড়াল।

'জাস্ট অ্যান আইডিয়া, বস্,' বলল রানা, 'সিনর গোনজালিসকে নজরে রাখতে পারি না আমরা? ফলো করা যায় না ওকে? টাকা নিয়ে ও কি করে, কোথায় যায়—জানতে পারি আমরা ইচ্ছে করলেই।'

মাথা নাড়ালেন হ্যামবার্ট।

'সিনর গোনজালিস নিজে থেকে না বললে এক পাও ফেলব না আমরা। ধরো, অনুসরণ করা হলো ওকে, কিডন্যাপার দস্যুগুলো টের পেয়ে গেল ব্যাপারটা, চিনে ফেলল ওরা আমাদের লোককে, তারপর খুন করে ফেলল জিনাকে: কি হবে তখন? কি জবাব দেবে পুলিস? না রানা, গোনজালিস না বললে এরকম কিছু করতে যেও না কেউ।

'মনে রেখো—ওর ক্ষমতা প্রচণ্ড। আমার মত দু'একটা পুলিস চীফকে তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দিতে পারে ওই লোক।'

কিছু বলল না রানা। ভাবল, টাকা আদায়ের সম্ভাবনাটা তাহলে আছে এখনও। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে পুলিস ভঁয়ে ভয়ে। ড্যানেসের পিছু পিছু বেরিয়ে এল সে বাইরে।

ড্যানেস ঢুকে পড়ল তার অফিসরুমে। হাতে তেমন কোন কাজ নেই বলে আজকের মত বিদায় করে দিল রানাকে। সোজা গাড়িতে এসে উঠল রানা। সাউথবীচে যেতে হবে এখন। আসতে বলেছে সে নোরমাকে।

ছুটে চলল মরিস ম্যারিনা।

নয়

বলা নেই কওয়া নেই বৃষ্টি নামল হঠাৎ।

ঠাণ্ডা বাতাসে কনকনে শীতের আমেজ। বৃষ্টির শব্দ আর ঢেউ-এর ছলছলাৎ মিলে অদ্ভুত এক ঐকতানের সৃষ্টি হয়েছে নির্জন সাউথবীচে। সী-বীচে বেড়ানোর মত দিন নয় এটা। কাকপক্ষীও নেই লেকের আশেপাশে।

কারপার্কে গাড়িটা পার্ক করে নেমে পড়ল রানা।

কেবিনে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। লঙ-ডিসট্যান্স কল বুক করল টেলিফোনে। রোমের। তারপর চেয়ারে বসে জুতোসুদ্ধ দুই পা তুলে দিল টেবিলে। সিগারেট ধরাল একটা।

আপাতত কথা রেখেছে গোনজালিস। পুলিসকে জানায়নি সে কিছু।

কিন্তু পুলিস যদি জিনার বেন্টলিটা খুঁজে পায়–তাহলে ভাঙা হেডলাইট দেখেই সন্দেহ জাগবে ওদের। গোনজালিসের কাছে ছুটবে ওরা এই সুযোগে। প্রশ্ন করবে হাজারটা। বুড়ো হয়তো তখন গড় গড় করে বলে বসবে সব।

ঠক-ঠক-ঠক। নক্ হচ্ছে দরজায়।

আস্তে খুলে গেল দরজাটা। দাঁড়িয়ে আছে নোরমা। গায়ে রেন কোট। টুপ টুপ জল ঝরছে রেনকোট থেকে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত রানাকে একবার দেখে নিয়ে রেনকোটটা খুলে রাখতে রাখতে বলল নোরমা, 'টাকা তুলছে ও ব্যাঙ্ক থেকে। পুরো দুই মিলিয়ন ডলার। শপিং-এর কথা বলে বেরিয়ে পড়েছি আমি বাড়ি থেকে।'

রানা কিছু বলল না। গম্ভীরমুখে সিগারেট টানছে। নোরমা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল মুখোমুখি।

'টাকা রিসিভের প্ল্যানটা যেমন ছিল তেমনি আছে তো? নাকি বদল করেছ?'

'টাকা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি,' বলল রানা।

একটু তীক্ষ্ণ হলো নোরমার দৃষ্টি।

'মানে?'

'মানে তোমাদের সেক্রেটারি ডায়াজ আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দুজনেই ডুবিয়েছে তোমাকে। পুলিসের কাছে মুখ খুলেছে ওরা। পুলিস জেনে গেছে কিডন্যাপ করা হয়েছে জিনাকে।'

ঘরের মধ্যে একটা আস্ত বোমা ফাটলেও বুঝি এতটা চমকে উঠত না নোরমা। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সে রানার দিকে কিছুক্ষণ। তারপর সামলে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল নিচের ঠোঁটটা। ভাবছে।

'মিথ্যে কথা! ভয় দেখাচ্ছ আমাকে!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল নোরমা।

'ভয় দেখাচ্ছি না, ভয় পাচ্ছি আমি নিজেই।' হাসল রানা। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'প্রত্যেক ব্যাঙ্কের সাথেই একটা গোপন ব্যবস্থা রয়েছে পুলিসের। তাড়াহুড়ো করে কেউ যদি বিরাট অঙ্কের টাকা তুলতে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পুলিসে জানিয়ে দেয় সেকথা। তোমার স্বামী টাকা তুলতে চাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিস পেয়ে গেছে খবরটা। ওরা সন্দেহ করছে, ব্ল্যাকমেল অথবা কিডন্যাপ কেসের টাকা এগুলো। তোমাদের সেক্রেটারি ডায়াজ জিনার নিখোঁজ সংবাদটা জানিয়ে দিয়েছে ওদেরকে। ব্যস–সন্দেহটা প্রায়-সত্য বলে ধ'রে নিয়েছে পুলিস।'

'কিন্তু তুমি–তুমি কি করে জানলে এসব কথা। এমন ভাবে বলছ, যেন নিজে...'

'হ্যাঁ। নিজের কানেই শুনেছি আমি এসব কথা ক্যাপ্টেন ড্যানেস হফম্যানের মুখ থেকে। আজ আমাকে ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে হফম্যান। বিশ্বাস না হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখতে পারো!' পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে বাড়িয়ে ধরল রানা নোরমার দিকে। 'আমি এখন

ইনভেস্টিগেটর অভ পুলিস। আই.পি.।' চিঠিটা খুলেই নোরমার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে দেখে মুচকি হাসল রানা। 'ভয় নেই, তোমাকে গ্রেফতার করছি না আমি।'

অনেকক্ষণ একটি কথাও বলল না নোরমা। ওর মুখ দেখে টের পেল রানা, চিন্তার ঘূর্ণিঝড় চলেছে ওর মাথার মধ্যে। জটিল কোন অঙ্কের হিসাব মিলাবার চেষ্টা করছে যেন সে খাতা-পেন্সিল ছাড়াই। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, মুখটা কঠিন। চেহারা থেকে সমস্ত লাবণ্য উবে গেছে। তার জায়গায় এসেছে আশ্চর্য এক কাঠিন্য।

'কি করবে এখন?' জানতে চাইল নোরমা বেশ অনেকক্ষণ পর। 'টাকাটা চাই-ই আমার। কি ঠিক করলে?'

'সিদ্ধান্ত নেবে তুমি,' বলল রানা। 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম আমি একটি মাত্র কারণে। সেটা হচ্ছে: গোনজালিসকে শায়েস্তা করা আর তোমাদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ওর দুর্বলতা খুঁজে বের করে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। অত টাকার প্রয়োজন আমার ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু যতই প্রমাণ পাচ্ছি, সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিসিও গোনজালিস এখন মেরুদণ্ডহীন দুর্বল কেঁচোতে পরিণত হয়েছে–ততই কমে যাচ্ছে আমার রাগটা। ওকে শায়েস্তা করবার দুর্বার ইচ্ছেতে ভাটা পড়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু তার আগেই তোমার সাথে চুক্তি হয়ে গেছে আমার, তুমি যদি বলো, এবং জিনা যদি রাজি হয় এক্ষুণি হাত গুটিয়ে নিতে রাজি আছি আমি। যদি তোমরা বলো, না, পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতে হবে–ঠিক আছে, তাতেও রাজি আছি আমি।'

মন দিয়ে রানার কথাগুলো শুনল নোরমা। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'এগিয়ে যেতেই বলি আমি।'

'কিন্তু তার আগে কয়েকটা ব্যাপার তোমার জানা উচিত। কাল রাতে কতগুলো অঘটন ঘটে গেছে। সেগুলো শুনে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নাও।'

খুব সংক্ষেপে প্যারগোলা ক্লাবের মাতালটার বাড়াবাড়ি থেকে শুরু করে প্রিলসিপ মার্কেটের অ্যাক্সিডেন্ট পর্যন্ত সব কথা বলল রানা। এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার সময় দুজন লোককে সন্দেহ হয়েছে ওর, মনে হয়েছে অনুসরণ করেছে–এ কথাটাও বাদ দিল না।

সব শুনে গুম হয়ে গেল নোরমা। একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানল তিন মিনিট। তারপর আধ-খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে সোজা চাইল রানার চোখের দিকে।

'আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আগের প্ল্যান মতই কাজ চলবে আমাদের।'

ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল টেলিফোন। রোমের ডেল্টা হোটেল। শায়লা মার্টিনের নাম বলতেই জিনার ঘরে কানেকশন দিল হোটেলের টেলিফোন অপারেটার।

আভাসে এদিকের গোলমালের কথা যতটা সম্ভব জানাল রানা জিনাকে

একই উত্তর এল জিনার কাছ থেকে–টাকাটা চাই-ই তার, না পেলে ভয়ানক অসুবিধেয় পড়ে যাবে সে, কাজেই মাঝপথে এখন পরিকল্পনা বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না।

'গুড। শোনো এবার,' টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে নোরমার দিকে চেয়ে হাসল রানা। তারপর বলল, 'তোমার স্বামী পুলিসে না জানালে এ ব্যাপারে কিছুই করবে না পুলিস। বিশেষভাবে বারণ করে দিয়েছে পুলিস-চীফ। টাকা ডেলিভারির সময়ও তোমার স্বামীকে অনুসরণ করবে না ওরা। পুলিস শুধু জিনার গাড়িটা খুঁজছে এখন। ওটা পেয়ে গেলেই ছুটবে ওরা গোনজালিসের কাছে। গাড়ির ব্যাপারে নানাকথা জিজ্ঞেস করবে ওকে। পুলিসের কাছে কি সে বলে দেবে সব কথা?'

'বলবে না। এক অক্ষরও বলবে না। দারুণ ভয় পেয়ে গেছে সে। তোমার ফোন পাওয়ার পরই আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে বলেছে, ঘুণাক্ষরেও জানাবে না সে পুলিসকে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো তুমি, টাকা দিয়ে দেবে ও চোখ বুজে। একটা কথাও বের করতে পারবে না পুলিস ওর পেট থেকে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। তারপর উঠে এগিয়ে গেল টেলিফোনের দিকে। ডায়াল করল ড্যানেসের অফিসে।

অফিসেই পাওয়া গেল ড্যানেসকে।

'এনি নিউজ, ড্যানেস?'

'এখনও জিরো লেভেলে আছি। কোন খবর নেই।' ড্যানেসের স্বরটা তিক্ত-বিরক্ত। 'বেন্টলিটা খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। গোনজালিস টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েছে এই দশ মিনিট আগে। তিনটের সময় ফোন কোরো আমাকে। গাড়িটা পেয়ে যেতে পারি ততক্ষণে।'

রিসিভার রেখে দিল রানা।

'গাড়িটা পায়নি ওরা। সম্ভবত প্রিলসিপ সুপার মার্কেটের কথা ভাবছে না ওরা এখনও। শুধু গলিঘুঁজির গ্যারেজগুলোই খুঁজছে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'এবারের কাজ জিনার লেখা চিঠিটা গোনজালিসের কাছে পৌঁছে দেয়া। কাজটা করতে হবে তোমাকেই।' সেলোফেনে মোড়া একটা এনভেলাপ বের করল রানা ড্রয়ার থেকে। 'গ্লাভস পরে নাও হাতে। তারপর এনভেলাপটা রেখে দাও হ্যান্ডব্যাগে। মোড়কটা ফেলে দাও এখানেই।'

বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল নোরমা।

'বাড়ির লেটারবক্সে রেখে দেবে তুমি চিঠিটা। সাবধান–রাখবার সময় কেউ যেন দেখতে না পায় তোমাকে।'

'আর তুমি?'

'আমার কাজ করব আমি ঠিকই। আমার ব্যাপারে কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। হঠাৎ কোন গোলমাল দেখা না দিলে বা বিশেষ কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি না হলে প্ল্যান থেকে নড়ব না আমরা। সেটআপটা শুনে রাখো আর একবার। কাল রাত এগারোটার ফ্লাইটে ফিরে আসবে জিনা। রাত

একটায় পৌঁছবে সে এই কেবিনে। সিনর গোনজালিস রোলস্টা ড্রাইভ করে ছুটবে সাউথবীচ রোড ধরে। রাস্তার পাশে কোথাও একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলতে দেখবে ও তিনবার। ফ্ল্যাশলাইটটা পেরিয়ে যাবার সময় টাকাভর্তি ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে ফেলবে ও মাটিতে। রাত আড়াইটার দিকে টাকা আসবে আমার হাতে। তুমি ইতিমধ্যে এসে পড়বে এই কেবিনে। দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখা হবে আমাদের এখানে। টাকা ভাগ করা হয়ে গেলে আলাদাভাবে চলে যাবে তোমরা বাড়িতে। গোনজালিস ততক্ষণে পৌঁছে গেছে প্রিলসিপ্ সুপার মার্কেটে। বেন্টলির ব্যাকসীটে একটা কার্ড পাবে সে। কার্ডে লেখা নির্দেশমত সোজা ছুটবে সে বাড়িতে। তুমি আর জিনা ততক্ষণে বাড়িতে পৌঁছে অপেক্ষা করছ ওর জন্যে। তোমার গল্প হবে–গোনজালিস বেরিয়ে যাবার পর একটা ট্যাক্সি এসে নামিয়ে দিয়েছে জিনাকে। জিনাকে সবকিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি আমি। গোনজালিসকে সন্তুষ্ট করবে ও গুল মেরে। ঠিক আছে?'

কিছুক্ষণ ভাবল নোরমা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'অলরাইট। কাল রাত পৌনে তিনটায় দেখা হচ্ছে আমাদের। এখানে।'

'ডায়াজের দিকে লক্ষ রেখো।' শান্তকণ্ঠে বলল রানা, 'রাতে বেরুবার সময় সাবধানে বেরোবে। ওর নজরে পড়া চলবে না।'

উঠে দাঁড়াল নোরমা।

'জাস্ট এ মিনিট,' বলল রানা। 'তোমার স্বামীর কাছে বিশ লাখ ডলার দাবি করেছি আমি। টাকার অঙ্কটা জানা আছে তোমার। দশ লাখের জায়গায় বিশ লাখ চেয়েছি আমি, কিন্তু এ ব্যাপারে একটি প্রশ্নও করোনি তুমি। কেন?'

'কারণটা খুবই সহজ।' গম্ভীর নোরমার কণ্ঠ। 'বিশ কেন, ত্রিশ লাখ চাইলেও কিছুই করবার নেই আমার। টাকাটা আমার গাঁট থেকে যাচ্ছে না। তুমি যদি বেশি কিছু আদায় করে নিতে পারো, আমার আপত্তি করবার কি আছে? হিংসা? নাহ্। আমাদের নয় লাখ পেলেই আমরা খুশি।' এক টুকরো বাঁকা হাসি খেলে গেল নোরমার ঠোঁটের কোণে। 'হঠাৎ টাকার অঙ্কটা ডবল করে দিলে কি মনে করে?'

হাসল রানা। 'ভাবলাম দশ লাখ ডলার ডোনেশন পেলে খুবই উপকার হবে রেডক্রসের। এই টাকা দান করব। অবশ্য বেনামে। সিসিও গোনজালিসের অনেক পাপ মোচন হয়ে যাবে গরীব-দুঃখীর দোয়ায়। এক লাখ ডলার রোজগার হচ্ছে যার সুবাদে, তার এইটুকু উপকার না করলে নিজেকে একটা অমানুষ মনে হত, তাই দ্বিগুণ করে দিলাম টাকার অঙ্কটা।'

রেনকোট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল নোরমা। লক্ষ করলে রানা দেখতে পেত–একটা অদ্ভুত ধূর্ত হাসি খেলা করছে ওর চোখেমুখে।

দুটো পর্যন্ত শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল রানা কেবিনে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। লাঞ্চ সারল আধ মাইল দূরের সেই রেস্তোরাঁয়। পৌনে তিনটেয় এসে কেবিনে ঢুকল আবার। তিনটেয় ফোন করল ড্যানেসের অফিসে।

তিন মিনিট অপেক্ষার পর পাওয়া গেল ড্যানেসকে।

'রানা? একেবারে ঠিক সময়ে ফোন করেছ তুমি!' ড্যানেসের স্বরটা উৎফুল্ল। 'সুখবর। গাড়িটা পেয়ে গেছি আমরা। প্রিলসিপ সুপার মার্কেটের পার্কিং লটে। এক্ষুণি পৌঁছে যাও তুমি ওখানে। আমি রওনা দিলাম।'

রিসিভার হাতে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল রানা দশ সেকেন্ড। ড্যানেসের উদ্যম আর তৎপরতা দেখে কেমন যেন শুকিয়ে আসতে চাইছে ওর বুকের ভেতরটা।

দশ

তালপাতার সেপাই মার্কা এক পুলিস দাঁড়িয়ে আছে লাল বেন্টলিটার সামনে। ড্যানেস এবং আর ক'জন সাদা পোশাক পরা ডিটেকটিভ নিবিষ্টমনে পরীক্ষা করে দেখছে গাড়িটা। সকলেরই গম্ভীর মুখ।

ধীর পায়ে এগোল রানা গাড়ির দিকে। ড্যানেস ঘুরে তাকাল।

'রানা,' বলল ড্যানেস, 'একটা লাইন পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে। চেয়ে দেখো, গাড়ির হেডলাইটটা ভাঙা।'

অন্যান্য ডিটেকটিভরা আড়চোখে একবার তাকাল রানার দিকে। তারপর মন দিল যার যার কাজে।

'নাম্বারটা মিলে গেছে। গাড়িটা জিনারই।' বলল ড্যানেস। তারপর ঘুরল ডিটেকটিভদের দিকে, 'শোনো—তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো গাড়িটা তোমরা। হাতের ছাপ পাবার সম্ভাবনা আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই কাজ শেষ করে ফিরে যেতে হবে তোমাদেরকে। গাড়িটা যেভাবে আছে—ঠিক সেভাবেই পড়ে থাকবে এখানে। গাড়ির কাছাকাছিও থাকবে না কেউ। বুঝতে পারছ? যেন কিছুই জানি না আমরা এখনও!'

মাথা ঝাঁকাল একজন প্লেনড্রেস ডিটেকটিভ। 'বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না আমাদের।'

একবার রানার দিকে তাকাল ড্যানেস। বলল, 'সিনর গোনজালিসের কাছে যাব এক্ষুণি। ভাঙা হেডলাইটের ব্যাপারটা জানার ছলে ওর সাথে দেখা করা যায়। চমৎকার সুযোগ। তোমার গাড়িটা স্টার্ট দাও, রানা। তুমিও চলো।'

'কিন্তু আমাকে চিনে ফেলবে না?' আমতা আমতা করে বলল রানা। 'আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'কোন চিন্তা নেই,' ঘোষণা করল ড্যানেস। 'চোখে ভাল দেখে না এখন গোনজালিস।'

এক্ষুণি নোরমাকে একটা ফোন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা। কিন্তু উপায় নেই। ড্যানেস উঠে পড়েছে গাড়িতে। গম্ভীর মুখে ছেড়ে দিল সে গাড়ি।

বিশ মিনিট পর পৌঁছল ওরা 'সিসিও-লজের' গেটের সামনে। স্টীলের

প্রকাণ্ড গেট। গেটের দু'পাশ থেকে শুরু হয়েছে দু'মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। দশ ইঞ্চি পুরু ইঁটের গাঁথনি। ভেতরে প্রচুর গাছপালা। বাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে। দুর্ভেদ্য দুর্গ একটা। দারুণ সাবধান এই গোনজালিস লোকটা—মনে মনে ভাবল রানা।

গেটের পাশের ছোট্ট সেন্ট্রিবক্সে বসে আছে এক নিগ্রো সেন্ট্রি। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল সে একবার মরিস ম্যারিনার দিকে। হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা বাঁ হাত থেকে ডানহাতে চলে এসেছে ওর।

'জিনা গোনজালিসকে খুঁজছি আমরা।' গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল ড্যানেস।

'নেই, সিনর,' মাথা নাড়ল সেন্ট্রি।

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'তাহলে সিনর গোনজালিসের সাথে কথা বলব আমরা। গেটটা খুলে দাও।'

সেন্ট্রিটা আপাদমস্তক দেখল ড্যানেসকে। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটে উঠল চেহারায়। 'হবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা হয় না ওঁর সাথে।'

'পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে আসছি আমরা,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ড্যানেস। 'আমি ক্যাপ্টেন ড্যানেস হফম্যান। খবর দাও সিনরকে।'

'হবে না, সিনর। হুকুম নেই। হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এলেই বা কি? ফিরে যান।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সেন্ট্রিটা। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারপর আসবেন।'

ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল ড্যানেসের। এক চড়ে নিগ্রোটার ঝকঝকে দাঁতগুলো ঝরিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটা দমন করল সে। ওকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, বাইরের লোকজনের সাথে যেমন ব্যবহার করতে শেখানো হয়েছে—তাই করছে নিগ্রোটা। সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার এখানে টেলিফোন আছে?'

'আছে।'

'তাহলে সেক্রেটারি ডায়াজকে ফোন করে আমার কথা বলো।'

দ্বিরুক্তি না করে রিসিভার কানে তুলে নিল সেন্ট্রি। ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে বলল, 'সিনর ডায়াজ...কে এক অর্ধ-মানব একটা ছ্যাকড়া গাড়ি করে এসে দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে। ভেতরে ঢুকতে চায়।' ওপাশ থেকে কি প্রশ্ন হলো সেটা বোঝা গেল সেন্ট্রির উত্তরে। বলল, 'নাম বলছে হাফ-ম্যান, কিন্তু আমি তো দেখছি ফুল। বলছে পুলিসের লোক। জিনার কথা জিজ্ঞেস করছে, বড়কর্তার সাথে দেখা করতে চাইছে।' আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, 'অলরাইট। খুলে দিচ্ছি তাহলে।'

সেন্ট্রিবক্সের গায়ে সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপল ও। নিঃশব্দে খুলে গেল প্রকাণ্ড গেটের কপাট দুটো।

গাড়িতে এসে উঠল ড্যানেস। ঢুকে পড়ল গাড়ি গেট দিয়ে ভেতরে।

রিয়ার-ভিউ মিররে দেখল রানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গেটটা। গোনজালিস কি চিনতে পারবে তাকে? চিনতে পারলে কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে ওর? অবশ্য চিনে ফেলার সম্ভাবনাটা খুবই অল্প। ছয় মাস জেলে বসে চমৎকার এক গাল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গজিয়ে নিয়েছে সে। এই চেহারার সাথে মাথার হ্যাট এবং সানগ্লাস মিলে মন্দ হয়নি ওর ছদ্মবেশ। চোখের অসুখ গোনজালিসের, তার ওপর হার্টের গোলমাল। নাহ্, চিনতে পারবে না।

প্রকাণ্ড এলাকা জুড়ে বাড়িটা। লাল-কালো খোয়া বিছানো রাস্তার দু'পাশে লন। অজস্র ফুল আর গাছের সমারোহ অদ্ভুত এক আভিজাত্য এনে দিয়েছে বাড়িটায়। ছোট ছোট ফোয়ারা থেকে গাছে পানি দেয়ার ব্যবস্থা। প্রায় দুশো গজ দূরে চারতলা বিল্ডিংটা দেখা গেল। স্পেনীয় স্থাপত্য। অপূর্ব! এক নজরেই বোঝা যায়–পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক ধনী ব্যক্তির বাড়ি এটা।

গাড়ি থেকে নামতেই এগিয়ে এল বাটলার চার্লি। পেশীবহুল শরীর। কুঁতকুঁতে দুই চোখে লক্ষ করল সে নবাগত দুজনকে।

'ক্যাপ্টেন হফম্যান, সিটি পুলিস,' ড্যানেস বলল। 'সিনর গোনজালিসের সাথে দেখা করতে চাই।'

বাটলার কোন কথা বলল না। ইশারায় আসতে বলল ওদেরকে। বাটলারের পিছু পিছু একটা লিফটে গিয়ে উঠল ওরা। ফার্স্টফ্লোরে লিফট থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। করিডর ধরে এগিয়ে ভারী পর্দা দেয়া একটা রুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বাটলার। মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারায় ঢুকতে বলল ওদেরকে।

ঢুকে পড়ল ওরা ঘরের ভেতরে। জুতো ডুবে গেল চার ইঞ্চি পুরু কার্পেটে।

নোরমা বসে আছে একটা সোফায়। হাতে ম্যাগাজিন। ওরা ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল সে একবার। তারপর মন দিল ম্যাগাজিনে।

একটা স্প্রিঙের বেডে ডুবে আছে সিসিও গোনজালিস। বলিষ্ঠ কাঠামো দেহের। ওদের দেখে উঠে বসল বিছানায়।

তাকাল রানা। মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল তার মুখটা। এই ব্যক্তির মিথ্যা সাক্ষ্যে ঢুকতে হয়েছিল তাকে জেলে। ইতোমধ্যে বয়সের ছাপ পড়েছে গোনজালিসের চোখেমুখে। গাল আর কপালের চামড়ায় স্পষ্ট ভাঁজ। অর্ধেক সাদা মাথার চুল। কাঁচাপাকা প্রকাণ্ড গোঁফ। চোখ দুটোতে উদ্‌ভ্রান্ত, ঘোলাটে দৃষ্টি–অনেকটা অন্ধের মত।

এসব সত্ত্বেও জোরাল একটা কর্তৃত্বের ভাব ফুটে বেরুচ্ছে ওর চেহারা থেকে। বসার ভঙ্গিটি এখনও দৃঢ়, ঋজু। একনজরেই বোঝা যায় বার্ধক্য ও অসুখ কোনটাই একেবারে কাহিল করতে পারেনি–প্রয়োজনবোধে শার্দুলের মত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে এই ব্যক্তি। আরও লক্ষ করল রানা, নোরমার পাশে গোনজালিস সম্পূর্ণ বেমানান।

রানার চোখে সানগ্লাস। মাথার হ্যাট্টা ভুরু পর্যন্ত নামানো। রানার দিকে একবার তাকিয়েই ড্যানেসের দিকে ঘুরল গোনজালিসের দৃষ্টিটা।

চেনার কোন আভাস পড়ল না চেহারায়।

'সিনর গোনজালিস?' বলল ড্যানেস।

'রাইট। বসে পড়ো, ক্যাপ্টেন। তোমাদের জন্যে কি করতে পারি আমি?'

শান্ত ভরাট কণ্ঠস্বর গোনজালিসের। কোঁচকানো দুই ভুরু।

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে পড়ল ওরা।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত রানা। সে জানে–পুলিস ইনভেস্টিগেটর হিসেবে তার নাম আর পরিচয়টা লুকিয়ে রাখবে ড্যানেস বাইরের লোকের কাছে।

'ইনি হচ্ছেন মাইকেল রাইনো। বিজনেস ম্যান।' অম্লানবদনে বলল ড্যানেস। 'একটা অ্যাকসিডেন্ট-কেস চেক করে দেখছি আমরা। গতকাল রাতে–এই নটা-দশটার দিকে গাড়ির ধাক্কা খেয়ে ডিচে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে যায় একটা লোক। ব্যাপারটা পুলিসে রিপোর্ট করেছেন মাইকেল রাইনো। অনেকদূর থেকে একটা গাড়িকে উনি ঝড়ের বেগে পালাতে দেখেছেন। গাড়ির ড্রাইভারটাকে ধরা যায়নি এখনও। সিনর মাইকেল রাইনোর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আজ সারাদিন খোঁজ-খবর করেছি আমরা। দুঃখের বিষয় উনি চিনে রাখতে পারেননি পলাতক গাড়িটাকে।' ছোট্ট করে একটু কাশল ড্যানেস। এসব শুনে গোনজালিসের ভুরু জোড়া আর একটু কুঁচকে উঠতেই বলল, 'আজ সকালে প্রিলসিপ মার্কেটে পুলিস হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে একটা লাল রঙের বেন্টলি। জানা গেছে–ওটা আপনার কন্যা জিনা গোনজালিসের গাড়ি। একটা হেডলাইট চুরমার হয়ে গেছে গাড়ির–বাম্পারটা বেঁকে গেছে। মনে হয়–জোর ধাক্কা খেয়েছে গাড়িটা কিছুর সাথে। কি করে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটল, জানার চেষ্টা করছে আমার অফিস। কোথায় উনি?'

লাল বেন্টলির কথা শুনেই হাঁ হয়ে গিয়েছিল গোনজালিসের মুখটা। এবার সামনে ঝুঁকে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল রানাকে। চিনতে পারার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না দেখে আশ্বস্ত হলো রানা।

ড্যানেসের দিকে ঘুরল গোনজালিসের দৃষ্টিটা। চাপা উত্তেজনা অনুভব করল রানা ভেতর ভেতর। কি বলবে গোনজালিস? কিডন্যাপের ব্যাপারটা বলে দেবে ড্যানেসকে? সাহায্য চেয়ে বসবে পুলিসের?

'জিনা কাউকে অ্যাক্সিডেন্ট করলে এভাবে পালাত না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল সিসিও গোনজালিস। 'আমার মেয়ে সে। আমার বিশ্বাস–এইটুকু সিভিক সেন্স ওর আছে।'

'কোথায় উনি?' আবার জিজ্ঞেস করল ড্যানেস।

'বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গেছে কোথাও। কোথায় গেছে বলে যায়নি।'

মোরমার দিকে তাকাল রানা। উদাসীনভাবে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে সে। যেন এসব কথাবার্তার কিছুই ঢুকছে না ওর কানে।

'কখন ফিরবে?'

'সম্ভবত দু'একদিনের মধ্যেই। ও এলেই তোমাদের কথা বলব আমি। তবে আমি নিশ্চিত–ওই অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে কিছুই জানে না সে।'

'কিন্তু, সিনর,' বলল ড্যানেস, 'গাড়িটা ওভাবে পড়ে আছে কেন প্রিলসিপ

মার্কেটে? হেডলাইট ভাঙা কেন? বাম্পারটা বেঁকে আছে কেন?' লম্বা করে শ্বাস নিল ড্যানেস, 'এতসব "কেন"-র কি যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা নেই?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল গোনজালিসের মুখে।

'এসবের কিছুই জানি না আমি। হয়তো গাড়িটা ইচ্ছে করেই ওখানে রেখে গেছে জিনা।' বেডসাইড টেবিল থেকে পাইপ আর টোবাকো পাউচ তুলে নিল গোনজালিস। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'ও ফিরে এলেই জানতে পারবে সব। তবে আমি আশা করছি—এর মধ্যেই পলাতক ড্রাইভারটাকে খুঁজে পেয়ে যাবে তোমরা।'

উঠে পড়ল ড্যানেস।

'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, সিনর,' বিনয়ের সাথে জানতে চাইল ড্যানেস, 'আপনার বাড়ির চারতলায় একটা সাইনবোর্ড দেখলাম। ওটা কি একটা অফিস?'

'ব্রাঞ্চ অফিস। আমার স্ত্রীর পরিচিত এক আমেরিকান ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছি চারতলাটা।'

'বাড়িতে ঢোকার ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি মনে হলো?'

'ওটা আমার স্ত্রীর ব্যবস্থা। সবসময় গ্যাংস্টারদের ভয় করে সে।'

'ওহো!' ড্যানেস প্রথমবারের মত তাকাল নোরমার দিকে, 'অলরাইট, সিনর। থ্যাংকিউ।' বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। গাড়িতে উঠতে উঠতে রানা তাকাল ওপরের দিকে। চারতলায় সত্যিই একটা সাইনবোর্ড ঝকঝক করছে। জানালাগুলো খোলা। শেষপ্রান্তের জানালায় একটা মুখ দেখা গেল এক ঝলক। রানার চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল মুখটা। চেহারাটা চিনে রাখবার আগেই।

গাড়িটা গেটের বাইরে বেরিয়ে আসতেই ড্যানেস বলল, 'বুড়োটা একটা বাস্তুঘুঘু। কি বলো, রানা?'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে,' বলল রানা। 'জিনার কিডন্যাপের ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নই আমরা। হয়তো বিজনেস ডিলের জন্যেই টাকা তুলেছে গোনজালিস।'

ড্যানেস মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ—রানা, আজ পর্যন্ত কোন কোটিপতিকে রোববারে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে দেখা যায়নি। এভাবে ম্যানেজারকে ধমক দিয়ে টাকা তোলাটা সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। জীবনমরণের প্রশ্ন না হলে এরকম করে না কেউ। বাজী রেখে বলতে পারি আমি—কিডন্যাপ করা হয়েছে জিনাকে।'

বাজী ধরার কোন আগ্রহ দেখা গেল না রানার মধ্যে। আর কোন কথা হলো না রাস্তায়।

সাত মিনিট পর গাড়ি ঢুকল পুলিস হেডকোয়ার্টারে। হ্যামবার্টের অফিসরুমে ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল ড্যানেস।

'মুখ খুলল না, বস্, বুড়োটা,' ড্যানেস বলল। 'অবশ্যি দোষ দেয়া যায় না ওকে। এবার কি মেয়েটার জন্যে সার্চের ব্যবস্থা করব?'

হাতের সিগারটায় টোকা দিয়ে ছাই ঝাড়লেন হ্যামবার্ট, ভ্রূদুটো কুঁচকে গেল।

'না। অপেক্ষা করব আমরা।' ভেবে-চিন্তে বললেন হ্যামবার্ট, 'কোন ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না আমি। সিনর গোনজালিসের ক্ষমতা প্রচুর। আমরা এখন মুভ্ করলে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটে যেতে পারে জিনার। খারাপ কিছু ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকতে হবে আমাদেরকে। সুতরাং অপেক্ষা করব আমরা।'

ড্যানেস কাঁধ ঝাঁকাল।

'অলরাইট, বস্।'

উঠে দাঁড়াল রানা। তাকাল ড্যানেসের দিকে।

'ড্যানেস, আপাতত ফিরে যাচ্ছি আমি। কাল থেকে আসছি নিয়মিত।'

'গুড ডে।' বলল ড্যানেস মৃদু কণ্ঠে।

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে মরিসে উঠল রানা। সোজা গিয়ে হাজির হলো জ্যানারোজ বারে। ঢুকল টেলিফোন বুদে। রোমের ডেল্টা হোটেলে জিনাকে পাওয়া গেল পাঁচ মিনিটেই।

'সেইন্ট বলছি,' বলল রানা, 'কাল রাত এগারোটার ফ্লাইটে ফিরে আসছ তুমি। এয়ারপোর্ট থেকে বাসে করে আসবে তুমি টার্মিনালে। ট্যাক্সি নিও না। রাত সাড়ে বারোটায় টার্মিনালে পৌঁছবে তুমি। আমি অপেক্ষায় থাকব।'

'বুঝেছি,' জানাল জিনা। 'সব ঠিক আছে তো? কি যেন গোলমালের কথা বলছিলে তখন?'

'মনে হচ্ছে আকাশ পরিষ্কার। কেটে গেছে মেঘ।'

কেটে দিল রানা কানেকশন। বেরিয়ে এল বাইরে। চোখ গোল করে লক্ষ করল ওকে বারম্যান কার্লো।

আবার ছুটে চলল মরিস ম্যারিনা। কিছুদূর যেতেই ইন্টারসেকশনে থামাতে হলো গাড়ি। রেড সিগন্যাল জ্বলছে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার।

সেই র‍্যালিয়ান্ট রবিন! কালো রঙের। ব্যাক করছে এখন। দুজন আরোহী। একজন খবরের কাগজ দিয়ে আড়াল করে রেখেছে মুখটা। অন্যজনের মাথায় ফেল্ট হ্যাট, চোখে বড় গগল্স। চেনা যাচ্ছে না কাউকেই। ধীরে ধীরে ব্যাক করে বাঁ পাশের একটা গলিতে টুপ করে ঢুকে পড়ল গাড়িটা। আর দেখা গেল না ওটাকে।

কারা এরা? ফলো করছে রানাকে? কেন?

এগারো

পরদিন সকাল।

টেবিলে জুতোসুদ্ধ দু'পা তুলে দিয়ে বসে আছে রানা ড্যানেস হফম্যানের

অফিসরুমে। সিগারেট পুড়ছে আঙুলের ফাঁকে।

ডানদিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নগরীর কর্ম-ব্যস্ততা। জনাকীর্ণ রাস্তা। ছুটছে সবাই। তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওদের উৎকণ্ঠা নামের এক রাক্ষস।

ভাবছে রানা। গোনজালিসের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে তেমন আর উৎসাহ পাচ্ছে না সে। লোকটার অসুখ-বিসুখের কথা শুনে ভাটা পড়েছিল ওর উৎসাহে, সামনাসামনি দেখার পর একেবারে পানি হয়ে গেছে রাগটা। প্রতিপক্ষ প্রবল হলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করায় সুখ আছে। তার বদলে সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় কম্পমান অসুস্থ এক দুর্বল বৃদ্ধকে দেখতে পেয়েছে সে সিসিও লজে। একে শায়েস্তা করে সুখ হবে না ওর। জিনা আর নোরমার খাতিরে পারা যাচ্ছে না, নইলে এই সব মুক্তিপণ-টন ছেড়ে দিয়ে রওনা হয়ে যেত সে আজই ঢাকার পথে।

ছিন্ন হয়ে গেল চিন্তাস্রোত। বেজে উঠল টেলিফোন।

রিসিভার কানে লাগাতেই গম্ভীরস্বর ভেসে এল, 'রানা, চলে এসো আমার অফিসরুমে। এক্ষুণি। ড্যানেস আর আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

হ্যামবার্ট ডাকছেন। উঠে পড়ল রানা। নতুন কোন ঝামেলা বাধল নাকি আবার!

সিগার টানছে হ্যামবার্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে। ড্যানেস বসে আছে গালে হাত দিয়ে। গম্ভীর। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার পাশে নোটবুক আর পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। স্টেনো। ড্যানেসের চোখের দিকে তাকিয়েই টের পেল রানা–কিছু একটা ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ওর বুকটা। বসে পড়ল ড্যানেসের পাশে।

'রানা,' ট্যারাচোখে তাকাল ড্যানেস, 'সুখবর আছে একটা। গত ক'দিনের রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে একটা সংবাদ নজরে পড়ে গেছে আমার। শনিবার রাতে ঘটেছে একটা অদ্ভুত ঘটনা।'

শনিবার রাত!! হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। কোন্ ঘটনার কথা বলছে ড্যানেস?

'ঘটনাটা আকৃষ্ট করেছে আমাকে,' বলল ড্যানেস। 'লা প্যারগোলা ক্লাবের কারপার্কে একটা লোককে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছিল সে রাতে।'

গলাটা শুকনো ঠেকল রানার। মাথা ঝাঁকাল সে।

'তাতে কি?'

'লোকটার দুটো দাঁত পড়ে গেছে, ঘুসি খেয়ে। দারুণ জোরে পড়েছিল ঘুসিটা। ক্লাবের বারম্যান পুলিস ডেকে জানিয়েছিল খবরটা। সার্চে বেরিয়েছিল পুলিস। ধরতে পারেনি কাউকে। বারম্যান বলছে–ওই বেহুঁশ লোকটা মদ খেয়ে পুরো আউট হয়ে গেছিল সেদিন। একটা মেয়ের পিছু পিছু নাকি বার থেকে বেরিয়ে গেছিল ও টলতে টলতে। মেয়েটার সাথে ওই ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে ভেবে মেয়েটাকে ট্রেস করার চেষ্টা করেছে পুলিস। পায়নি। জানা গেছে–লাল জ্যাকেট ছিল মেয়েটার গায়ে আর

জিনসের প্যান্ট। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—বর্ণনাটা মিলে যাচ্ছে আমাদের জিনা গোনজালিসের সাথে।

অজান্তেই হাতদুটো মুঠো হয়ে গেল রানার। শক্ত হয়ে গেল চোয়ালটা।

'নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে বারম্যান। ড্রেসটা মিলে গেছে।' বলল ড্যানেস। 'ডায়াজ জানিয়েছে লাল জ্যাকেট পরেই সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল জিনা। চুলের রং, চোখের রং সব মিলে গেছে। হাইটও কারেক্ট। তবুও শুধু এটুকুর ওপর নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না ভেবে বারম্যানকে ডেকে এনেছি আমি এখানে। ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছে ও। জিনা গোনজালিসের কয়েকটা ছবি আমার কাছে আছে। বারম্যানকে এখানে ডেকে আনলে ভাল হয় না?'

কোন উত্তর দিল না রানা।

টেলিফোন তুলে প্রয়োজনীয় আদেশ দিলেন হ্যামবার্ট।

কয়েক মিনিট পর ঘরে এসে ঢুকল হাড়গিলে চেহারার এক লোক। চিনতে পারল রানা ওকে। লা-প্যারগোলা ক্লাবের বারম্যান। জিনার সাথে কথা বলতে দেখেছিল রানা ওকে জানালা দিয়ে।

বসতে বলা হলো, কিন্তু বসল না বারম্যান, দাঁড়িয়ে রইল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে।

কতগুলো টেন-টুয়েলভ্ সাইজের ফটো বের করল ড্যানেস একটা বড় খাম থেকে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা জিনার ছবি। এগিয়ে দিতেই ছবিগুলো হাতে নিয়ে নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল লোকটা।

'ঠিক, এই মেয়েটাই!' বলল বারম্যান চোখ তুলে। 'এই মেয়েটাই। আমি শিওর।'

হ্যামবার্ট হাত বাড়িয়ে নিলেন ছবিগুলো। দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কখন গিয়েছিল মেয়েটা বারে?'

'রাত সোয়া আটটার দিকে, সিনর। লালরঙের জ্যাকেট ছিল ওর গায়ে। ছাইরঙা জিনসের প্যান্ট পরেছিল—মনে আছে আমার। আসলে দারুণ সুন্দরী বলেই মনে আছে আমার সবকিছু। দারুণ সেক্সি...' গড়গড় করে বলতে শুরু করেছিল লোকটা, হ্যামবার্টের ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখেই ব্রেক চাপল। ঢোক গিলে আবার বলতে লাগল, 'টেবিল খালি আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটা আমাকে। আমি কোণের টেবিলটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। টেবিলে বসেই হুইস্কি চেয়েছে এক পেগ। কিন্তু দু'এক চুমুক খেয়েই গ্লাসটা আছড়ে ভেঙেছে মাটিতে। তারপর বিল্ দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেছে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে। সেই সময় একটা পাঁড় মাতাল পিছু নিয়েছিল মেয়েটার। চিনি ওকে। নিয়মিত খদ্দের। নাম কাউলি। কাউলি হাত ধরে ফেলেছিল মেয়েটার। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে মেয়েটা।'

'তারপর?' মুখ খুলল রানা।

'ঠিক পাঁচ মিনিট পর একটা লোক এসে খবর দিল—কাউলি পড়ে আছে কারপার্কে। অজ্ঞান। সাথে সাথেই পুলিসকে জানিয়েছি আমি সব। এতে যদি

আমার কোন দোষ হয়ে থাকে...'

'ওই মেয়ে আর কাউলি বেরিয়ে যাবার পর কোন গাড়িকে বের হতে দেখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যামবার্ট।

'দেখিনি। তবে মেয়েটা বেরিয়ে যাবার পরপরই দুটো গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ শুনেছি আমি। পুলিস সার্চ করেছিল। পায়নি।'

আর কোন তথ্য জানা গেল না লোকটার কাছ থেকে। হ্যামবার্ট বললেন, 'দিস উইল ডু থ্যাঙ্ক ইউ।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল প্যারগোলা ক্লাবের বারম্যান।

ড্যানেস বলল, 'ওই কাউলি নামের লোকটার সাথে কথা বলতে হবে, বস। লাইন একটা পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে। এক্ষুণি হসপিট্যাল যাচ্ছি আমি রানাকে নিয়ে।'

'অলরাইট,' বললেন হ্যামবার্ট, 'রিপোর্ট করো আমাকে।'

উঠে পড়ল ড্যানেস আর রানা।

দশ মিনিট পর হাজির হলো দু'জনে সিটি জেনারেল হসপিট্যালে কাউলির বেডের পাশে। মুখে ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়ে আছে কাউলি। নার্স জানাল–আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। কাউলি ঝটপট স্বীকার করে নিল–মদ খেয়ে আউট হয়ে গেছিল সে শনিবার রাতে।

'প্যারগোলা ক্লাবে বাজে মেয়ে ছাড়া কেউ যায় না, সিনর,' বলল কাউলি। 'ওই মেয়েটাকে দেখে বাজে মেয়ে ছাড়া কিচ্ছু ভাবিনি আমি। হঠাৎ রেগে বসল মেয়েটা। প্রথমে ভাবলাম–খেলাচ্ছে একটু, দরটা একধাপ বাড়লেই সুড়সুড় করে এসে পড়বে সাথে। এই ভেবে কারপার্ক পর্যন্ত গিয়েছি আমি মেয়েটার পিছু পিছু। ওকে রাজি করাবার চেষ্টা করেছি নানাভাবে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল বিকট এক দৈত্য। উফ্–ভয়ানক জোরে মেরেছে, আমাকে।'

'দেখতে কেমন লোকটা?' জিজ্ঞেস করল ড্যানেস।

কাউলি তাকাল রানার দিকে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। টের পেল স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে ওর।

'মনে হয় বিশাল ফিগার ছিল লোকটার। দেখলে অবশ্য চিনতে পারব না এখন। কারণ, মুখটা দেখিনি আমি। অন্ধকার ছিল কারপার্ক। তাছাড়া ঘুসি খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছিলাম আমি। আসলে ওকে দেখার সুযোগই পাইনি আমি। খুব চেনা লোক হওয়াও বিচিত্র নয়।'

হসপিট্যাল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। তেমন কিছুই লাভ হলো না এখানে ধাওয়া করে এসে। ফিরে চলল হেডকোয়ার্টারের দিকে। অফিসরুমে ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল ড্যানেস। ডুবে গেল চিন্তায়। বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট টানতে লাগল রানা। কয়েকটা আশঙ্কার কথা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। কোনমতে ব্যাপারটা ভালয় ভালয় শেষ হয়ে গেলেই রক্ষে।

'রানা!' হঠাৎ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল ড্যানেস, 'জিনা প্যারগোলা

ক্লাবে কেন গেল? গার্লফ্রেন্ডের সাথে সিনেমায় যাবার কথা ছিল ওর নাইটশোতে। শো আরম্ভ হওয়ার সময়টাতেই ওকে দেখা গেল নাইটক্লাবে। কেন? প্রোগ্রামটা বদলে ফেলল কেন সে হঠাৎ?'

'হয়তো অন্য কোন বন্ধুর ফোন পেয়েছিল সে।'

'ঠিক বলেছ। একমাত্র কারণ এটাই হতে পারে। ডায়াজকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেতে পারে ব্যাপারটা।'

বিকেল চারটে বাজার আগেই খবরটা পেয়ে গেল ড্যানেস। ব্যস্ত পায়ে এসে ঢুকল অফিসে।

'রানা, পেয়ে গেছি খবরটা। সন্ধে সাতটার দিকে একটা ফোন কল পেয়েছিল জিনা। ওর বয়ফ্রেন্ড উইলোর ফোন। ফোনটা পাওয়ার পরপরই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় মেয়েটা। ফোনের ব্যাপারটা চেক করে দেখেছি আমি। ভুয়ো কল। উইলো ফোন করেনি ওকে। উইলোর পক্ষে ফোন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ভেরোনার মিউজিয়ামে গত দশদিন ধরে হল্লা করছে সে একদল হিপ্পিকে নিয়ে। ফোনটা সম্ভবত কিডন্যাপারদের ট্রিক একটা।'

'করিৎকর্মা লোক তুমি,' বলল রানা, 'আমাকে দরকার হবে এখন?'

মাথা নাড়ল ড্যানেস। 'না। এখন আর তোমাকে আটকাব না। আমি চাইছিলাম কাজটা একটা লাইনে চলে এলেই তোমার কাঁধে চাপিয়ে দেব, যাতে প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই প্রমাণ করতে পারো তোমার এফিশিয়েন্সি। কিন্তু গুছানোই যাচ্ছে না। যাই হোক, তুমি এখন যেতে পারো। দরকার পড়লে ফোন করব বাংলোয়।'

'রাতে পাবে না। ডেট আছে একটা আমার। ফিরতে দেরি হবে।'

'ঠিকানা দিয়ে যাও। দরকার পড়লে ফোন করব আমি তোমাকে।'

'রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত থাকব জ্যানারোজ বারে। বাংলোয় ফিরব তিনটের পর।'

'অলরাইট। আমি এক্ষুণি খবরটা বড় সাহেবকে জানিয়ে আসি।'

বেরিয়ে গেল ড্যানেস আগের মতই ব্যস্ত পায়ে।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল রানা। ডায়াল করল বাংলোর নাম্বারে।

'রাতে ফিরতে দেরি হবে আমার,' ব্রিজিতাকে জানাল রানা।

'কেন?' জানতে চাইল ব্রিজিতা।

'কাজ। ওহ-হো তোমাকে বলাই হয়নি বুঝি। পুলিসের চাকরি নিয়েছি!'

'ওরা না তোমাকে জেলে পুরেছিল?'

'নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার ছাড়িয়েও এনেছিল। যাই হোক, কাজের চাপ পড়েছে। তিনটের আগে ফিরছি না আজ।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে খুঁজল সেই র‍্যালিয়্যান্ট রবিনকে। নেই। তবু বেশ অনেকক্ষণ আবোল-তাবোল ঘুরল সে। যখন নিশ্চিন্ত হলো কেউ অনুসরণ করছে না, তখন রওনা হলো সাউথবীচ রোড ধরে সানমার্টিনো বেদিং

কেবিনের উদ্দেশে।

রাত সোয়া বারোটা। সিটি বিমান অফিস বাস টার্মিনালের অদূরে মৃদু ব্রেক কষে থামল মরিস ম্যারিনা। তুঁতে রঙের।

গাড়ি থেকে নেমেই এগোল রানা অফিসের দিকে। ডেস্কক্লার্ক জানাল—পনেরো মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্ট থেকে এসে পড়বে বাস যাত্রী নিয়ে। ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল সে। ঢুকে পড়ল সামনের টেলিফোন বুদে। বন্ধ করে দিল দরজাটা।

জিনার লেখা চিঠিটা হয়তো আজ সকালেই পেয়ে গেছে গোনজালিস। ওকে জানানো হয়েছে—রাত বারোটার দিকে সর্বশেষ ফোন পাবে সে একটা। হয়তো টেলিফোনের পাশে বসে আছে গোনজালিস। ডায়াল করল রানা।

'হ্যাল্লো,' শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল গোনজালিসের।

'চিনতে পারছ আশা করি,' স্বরটাকে যথাসম্ভব কঠিন করে বলল রানা। 'টাকা জোগাড় হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'টাকা কিভাবে ডেলিভারি দেবে মনে আছে? চিঠি পেয়েছ?'

'পেয়েছি। মনে আছে সব।'

'সাবধান! কোন চালাকি নয়। রাত দুটোয় বেরুবে বাড়ি থেকে। একা।'

'বুঝেছি,' গোনজালিসের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আবার বলছি—তোমার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে আমাদের লোক। সাবধান!'

কানেকশন কেটে দিয়ে বেরিয়ে এল রানা বুদ থেকে। মরিস ম্যারিনার মাডগার্ডে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল। গোনজালিসকে খুব শান্ত আর স্বাভাবিক মনে হলো। মনে হচ্ছে টাকাটা পাওয়া যাবে অনায়াসেই। এদিক থেকে আর কোন চিন্তা নেই। দশ লাখ ডলার এখন কিভাবে রেডক্রসওয়ালাদের হাতে নির্বিঘ্নে তুলে দেয়া যায় সেই প্ল্যান তৈরিতে মন দিল রানা।

বাস টার্মিনালে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন। কারপার্কে সবসুদ্ধ ছটা গাড়ি। সবাই অপেক্ষা করছে বাসের।

বারোটা তেত্রিশে হেডলাইট দেখা গেল বাসের। উজ্জ্বল চোখ ঝলসানো আলোয় ছেয়ে গেল রাস্তা। মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে টার্মিনালের বাইরে থেমে গেল এয়ার অফিসের প্রকাণ্ড বাস। হৈহুল্লোড় করে নামল জনা ত্রিশেক আরোহী। থমকে গেল রানার দৃষ্টি সুন্দরী এক তরুণীর মুখে।

এসেছে জিনা। চেহারাটা চেনা যাচ্ছে না দূর থেকে। সাদাকালো প্রিন্টের ম্যাক্সি আর মাথার নীল উইগটা দেখেই জিনাকে চিনতে পারল রানা। চারদিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকাচ্ছে জিনা। নার্ভাস দৃষ্টি।

দ্রুতপায়ে এগোল রানা।

কিছু লোক ভিড় করে আছে বাসের পাশে। ট্যাক্সি খুঁজছে সবাই। কেউ

কেউ গল্প জুড়ে দিয়েছে বন্ধুদের সাথে। ভিড় ঠেলে কাছে চলে গেল রানা। ওকে দেখেই দুচোখে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল জিনার। এগিয়ে এসে হাত রাখল রানার বাহুতে।

'কি খবর, সেইন্ট? সব ঠিক আছে?'

'সব ঠিক।' হাসল রানা। 'চলো, গাড়িটা...'

প্রচণ্ড জোরে একটা চাপড় পড়ল রানার কাঁধে। ভারী হাত, পুলিসী চাপড়। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড। ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। ধীরে ধীরে ঘুরে তাকাল সে ঘাড় ফিরিয়ে।

বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে রানার ঠিক পেছনে।

'মহামান্য মাসুদ রানা! কেমন আছ হে!'

হুডিনি ফেলাসি। ট্রাফিক অফিসার।

'হ্যাল্লো, হুডিনি! এখানে?' কাষ্ঠহাসি ফোটাল রানা মুখে।

'রোম থেকে এক্ষুণি এলাম। কিন্তু তুমি? তুমি কি করছ এখানে এত রাতে?'

হুডিনির দুটো চোখ আটকে গেছে জিনার ওপর। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখছে জিনাকে। পরিচয় করিয়ে না দিয়ে আর উপায় নেই এখন।

'শায়লা মার্টিন,' বলল রানা, 'শায়লা, এ হচ্ছে আমার বিশেষ বন্ধু হুডিনি ফেলাসি। ট্রাফিক অফিসার।'

বিপদটা বুঝতে পেরেছে জিনা স্পষ্ট। ঘাবড়ে গিয়ে হুডিনির কেতাদুরস্ত নডের প্রত্যুত্তরে পেছনে সরে গেল ও তিন পা। ব্যাপারটা কাটানোর জন্যে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল রানা হুডিনিকে।

'শি ইজ সিক। শরীর খারাপ। এক্ষুণি এসেছে রোম থেকে। ফিল্ড ডিউটি ওর! ইন্সুরেন্সের।' শেক হ্যান্ডের জন্যে হাত বাড়াল রানা হুডিনির দিকে। 'এক্ষুণি ওর হোটেলে পৌঁছানো দরকার।'

হুডিনির মুগ্ধ চোখ সরল না জিনার ওপর থেকে। হাসি হাসি মুখ।

'আমার গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে আছে ক'দিন ধরে। অফিসে আমাকে একটা লিফ্‌ট দিতে পারবে, রানা?'

'দুঃখিত। পারছি না, হুডিনি...অন্য রাস্তায় যাবে শায়লা।' জিনার দিকে ফিরল রানা, 'কারপার্কে আছে গাড়িটা। গাড়িতে গিয়ে বসো তুমি, আমি আসছি এখুনি।'

প্রায় ঠেলেই জিনাকে রওনা করে দিল সে।

জিনার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল হুডিনি একদৃষ্টিতে। একটা ভুরু বেঁকে গেছে একটু ওর, মুখে ধূর্ত হাসি।

'জবর চীজ! কোন্ জায়গার, রানা?'

'রোমের।' হাসল রানা, 'এই ক'দিন আগে পরিচয়। টেলিফোন করে দিল হুট্ করে—আসছি, টার্মিনালে থেকো।'

'তাই বুঝি?' বলল হুডিনি, 'কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো ফাঁসি হচ্ছে মেয়েটার কালই। ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছে ও কোন কারণে।'

'ঠিক ধরেছ। আসলে ছ'ফুটের ওপর লম্বা লোক দেখলেই ঘাবড়ে যায় বেচারী। ভাবে, সাবধান না হলে চেক করতে পারবে না নিজেকে, প্রেমে পড়ে যাবে।'

'ইজ ইট?' হো হো করে হেসে উঠল হুডিনি, 'দারুণ বলেছ!...অলরাইট, রানা। আর দেরি করব না—সী ইউ এগেন।'

চলে গেল হুডিনি। প্রায় দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল রানা। জিনার দিকে একবার তাকিয়েই স্টার্ট দিল ছুটে চলল মরিস ম্যারিনা।

'অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন হুডিনির সামনে?'

'ভয় হচ্ছিল চিনে ফেলবে। আমি চিনি ওকে, পরিচয়ও হয়েছিল বছর দুয়েক আগে।'

কেমন একটা আশঙ্কার ছোঁয়া লাগল রানার বুকের ভেতর। এই মুহূর্তে হয়তো চিনতে পারেনি হুডিনি জিনাকে, কিন্তু খানিক পরেই যদি মনে পড়ে যায়? লোকটার সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল হলো না।

'পুলিস আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর জানল কি করে?' জানতে চাইল জিনা। 'ড্যাডি কি...'

'জানায়নি। যদ্দূর বুঝেছি—জানাবেও না। অন্যভাবে জেনে গেছে ওরা। পরে বলব। রোমের হোটেলে নজরে পড়েছ কারুর?'

'না। স্যুইট ছেড়ে বেরোইনি আমি।'

'পুলিসকে কি কি বলবে, মনে আছে সব?'

'সব মনে আছে।' বলল জিনা।

এদিক ওদিক ঘুরে রাত ঠিক পৌনে দুটোর সময় সানমার্টিনো কারপার্কে এসে থামল মরিস ম্যারিনা। নেমে পড়ল ওরা। জিনার সুটকেসটা হাতে নিয়ে আগে আগে চলল রানা লম্বা পা ফেলে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে নিঃশব্দে চলে এল ওরা কেবিন বিল্ডিং পর্যন্ত। উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। কেবিনের সামনে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে চাবিটা দিল রানা জিনার হাতে। 'চুপচাপ বসে থাকো কেবিনে। ঠিক সময়মত ফিরে আসব আমি ব্রীফকেস নিয়ে।'

চাবিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল জিনা। 'কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করছ কেন, রানা? ভেতরে এসো না? যথেষ্ট সময় আছে। দুটোর আগে তো বাড়ি থেকেই বেরোচ্ছে না ড্যাডি। প্রায় একঘণ্টা সময় আছে তোমার হাতে।'

'একা থাকতে ভয় করছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আড়াইটা নাগাদ এসে পড়বে নোরমা।'

বুকের সাথে সেঁটে এল জিনা। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা।

'সেজন্যে নয়। রোমে বসে বসে সারাক্ষণ কেবল তোমার কথা ভেবেছি, রানা। আজই তো আমাদের দেখা সাক্ষাতের শেষ দিন—তাই না?'

'আপাতত তাই, কিন্তু তুমি চাইলে আবার দেখা হতে পারে।' রানার ঠোঁট জোড়া নেমে এল জিনার অপেক্ষমাণ ঠোঁটে।

দুই মিনিট নীরবতা। অস্থির হয়ে উঠল জিনা। খামচে ধরল রানার পিঠ। এক হাতে চাবি ঢুকিয়ে খুলে ফেলল দরজার লক। 'প্লীজ! ভেতরে এসো,

রানা। হাতে সময় আছে। প্লী…জ!'

'নোরমা…'

'আড়াইটা বাজতে অনেক দেরি এখন।' বেডরুমের দিকে টানছে জিনা রানাকে। কোন কথাই শুনতে চায় না ও।

'শোনো, জিনা…যেখানে টাকা ডেলিভারি নেব তার আশেপাশের ঝোপ-ঝাড় সার্চ করে…'

'পরে, পরে…প্লীজ!'

কোন আপত্তিই টিকল না রানার। এক পা দুপা করে এগিয়ে তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল ওরা খাটের পাশে। আর কয়েকটা মিনিট কিভাবে পার হয়ে গেল বলতে পারবে না দুজনের কেউই।

দরজার কাছে এসে লজ্জিত হাসি হেসে বিদায় দিল জিনা। 'দেরি করিয়ে দিলাম…'

'ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দাও,' বলল রানা। 'কেউ নক্ করলে জানালা দিয়ে মুখ না দেখে দরজা খুলো না।'

'নোরমা মাম্মি ছাড়া এত রাতে কে আসবে আবার?'

'চেহারা দেখে শিওর হয়ে নিও। ঠিক আছে, চলি এখন। এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা হচ্ছে আবার।'

দ্রুতপায়ে নেমে এল রানা সিঁড়ি বেয়ে। প্রায় দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল কারপার্কে দাঁড়ানো গাড়িতে। ইঞ্জিনের আপত্তিতে কান না দিয়ে ছুটিয়ে দিল সে গাড়িটা যত দ্রুত সম্ভব।

মাইল দু'য়েক এসে পছন্দসই একটা জায়গা বেছে নিয়ে নামল সে গাড়ি থেকে। রাস্তার বাম পাশে বিরাট মাঠ। ঝোপ-ঝাড় রয়েছে প্রচুর। ঢালটা একবার পরীক্ষা করেই গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নামাল মাঠে। বড়সড় একটা ঝোপের আড়ালে গাড়িটা রেখে হেঁটে উঠে এল রাস্তার ওপর। দেখা যাচ্ছে না গাড়িটা।

সন্তুষ্টচিত্তে বসে পড়ল রানা রাস্তার পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে। ছোট্ট ফ্ল্যাশলাইট বের করল কোটের পকেট থেকে। ঠিক দুটোয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকলে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবার কথা গোনজালিসের। এখন সময় আছে বেশ কিছুটা। সিগারেট ধরাল রানা একটা।

চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো রানার।

যদি ট্র্যাপ করে বসে গোনজালিস? যদি ডায়াজকে সাথে করে নিয়ে আসে ও? ডায়াজ আর্মিতে ছিল আগে। চৌকস লোক নিশ্চয়ই। যদি গোনজালিসের গাড়ি থেকে পিস্তল হাতে নেমে আসে ডায়াজ? চিন্তাটা মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা। উঁহুঁ—গোনজালিস তার মেয়ের প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাইবে না। কিন্তু যদি ও বুঝে গিয়ে থাকে যে আসলে কিডন্যাপ করা হয়নি জিনাকে, ঠকিয়ে টাকা নেবার একটা ফন্দি বের করেছে ওরা, তাহলে? ধরতে পারলে রানাকে চিনে ফেলতে দেরি হবে না গোনজালিসের ওর কি মনোভাব হবে তখন? বাংলোর ড্রয়ারে সযত্নে রাখা

ক্যাসেটটার কথা মনে হলো রানার। টেপটা দেখালেই ফণা নামিয়ে নেবে গোনজালিস। কিছুই করতে পারবে না সে রানার বিরুদ্ধে ঘরের কেচ্ছা বাইরে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। কিন্তু যদি…

আর ভাবনার সময়ই নেই। সামনের দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল রানার দৃষ্টি। সিগারেটটা মাটিতে ফেলে চেপে দিল জুতোর তলায়।

এগিয়ে আসছে দুটো হেডলাইট। দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের আলোয় এক ঝলক দেখতে পেল রানা গাড়িটাকে। একশো গজ দূরে। নেভি ব্লু রোলস।

ফ্ল্যাশলাইটটা উঁচু করে ধরল সে। গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে টিপে দিল তিনবার। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল আরেকটা ঝোপের আড়ালে। বিশ মাইলের বেশি হবে না রোলসের স্পীড। কাছাকাছি এসে ওটার স্পীড কমে গেল আরও। ড্রাইভিং সীটে একজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা। ব্যাকসীটে কেউ লুকিয়ে রয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

একটু নড়াচড়া করল ড্রাইভারটা। ব্রীফকেস ধরা একটা হাত বেরিয়ে এল গাড়ির জানালা দিয়ে। পতনের মৃদু শব্দ হলো। ব্রীফকেসটা পড়ে আছে রাস্তার কিনারে। রানার কাছ থেকে ওটার দূরত্ব দশ ফিটও হবে না।

থামল না রোলস। স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আবছা আলোতেও স্পষ্ট চিনল রানা গোনজালিসকে। কথার এতটুকু হেরফের করেনি গোনজালিস। রোলসের টেইললাইট দুটো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দূরে।

উঠে পড়ল রানা। এগিয়ে এসে ব্রীফকেসটা তুলে নিল হাতে।

বিশলাখ ডলার আছে এর ভেতর! এত সহজে হয়ে গেল কাজটা? কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে রানার কাছে। অবিশ্বাস্য! নোরমা তাহলে ঠিকই বলেছিল—অযথা সহজ ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দেখছিল সে। অত সাবধানতার কোন প্রয়োজনই ছিল না আসলে।

ফিরে এল রানা গাড়ির কাছে। ব্রীফকেসটা রেখে দিল ব্যাকসীটে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিতে গিয়েই চমকে উঠল। স্থির হয়ে গেল হাতটা।

হেডলাইট দেখা যাচ্ছে দূরে। তীরবেগে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। গোনজালিস যে-পথ ধরে এসেছিল সেই পথে। পুলিস? দম বন্ধ করে বসে রইল রানা। যেন জোরে শ্বাস ফেললেই টের পেয়ে যাবে ওরা ওর অবস্থান। ল্যাম্পপোস্টের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল অগ্রসরমান গাড়িটাকে। কালো রঙের সেই র‍্যালিয়ান্ট রবিন! ভেতরে চারজন আরোহী। জানালার পাশে বীভৎস একটা মুখ দেখতে পেল রানা একঝলক। পুলিস তো নয়—কারা এরা?

থামল না র‍্যালিয়ান্ট রবিন। গোনজালিস যে পথে গেছে সেই পথেই ছুটে চলল ওটা তীরবেগে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। পাঁচ মিনিট সময় দিল সে গাড়িটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে। তারপর স্টার্ট দিল নিজের গাড়িতে। ইঞ্জিনের বিশ্রী শব্দে কুঁচকে গেল ভ্রূজোড়া। খ্যাঁক খ্যাঁক করে আপত্তি

জানাচ্ছে ইঞ্জিনটা। কিন্তু চালানো যাবে। মাঠ ছেড়ে উঠে এল রানা রাস্তায়। বিশমাইল স্পীডে রওনা হলো সে সামনের দিকে। আসলে এগিয়ে যাওয়া র‍্যালিয়ান্ট রবিনের সাক্ষাৎ চায় না সে। আচ্ছা…ব্যাপারটা কি? ঘুরে ফিরে বারবার দেখা যাচ্ছে কেন গাড়িটাকে? দৈব-সংযোগ? চলতে চলতে এমনিই দেখা হয়ে যাচ্ছে? কথাটা মেনে নিতে পারল না সে মন থেকে।

দশ মিনিটে সাউথবীচে পৌঁছে গেল মরিস ম্যারিনা। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে রাত আড়াইটা বাজছে। সানমার্টিনোর কারপার্কে গাড়ি নেই। নোরমার গাড়িটা থাকা উচিত ছিল। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল সে চারদিকে। মেইন রোডে অতটা টের পায়নি রানা, এবার লক্ষ করল রাতটা কৃষ্ণপক্ষের। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে রয়েছে চারদিক। শুধু দোতলার একটা জানালা দিয়ে একঝলক মৃদু আলো এসে পড়েছে বাইরে। আলোয় চকচক করছে কি যেন। দূর থেকে বুঝল রানা, আর কিছু নয়, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেবিন বিল্ডিং-এর গা ঘেঁষে। সাবধানী নোরমা! কিছুটা আড়ালে পার্ক করেছে সে গাড়িটা।

বালির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। কেবিন বিল্ডিংটা কারপার্ক থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। উত্তরে মেইন রোড। ধু ধু বালির মধ্যে এখানে ওখানে এক-মানুষ উঁচু ঝাউ আর কাঁটা ঝোপ গজিয়েছে। অন্ধকারে হঠাৎ ভূত বলে সন্দেহ হয়।

দ্রুত পায়ে এগোল রানা। কল্পনায় জিনার হাসি মুখ দেখতে পেল সে। টাকা পেয়ে আনন্দে নাচতে লেগে যাবে মেয়েটা। কাজটা ভালয় ভালয় শেষ করতে পেরে নিজেও যার-পর-নাই খুশি হয়েছে রানা। গোনজালিসের ওপর থেকে রাগ পড়ে গেছে ওর। আর সময় নষ্ট না করে এবার দেশে ফিরে যেতে হবে যত শীঘ্রি সম্ভব।

বিশ গজ এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। টর্চ। জ্বলে উঠেই নিভে গেল এক ঝলক জোরাল আলো। কেবিন বিল্ডিঙের বেশ কিছুটা বাঁয়ে। সাথে সাথেই ডান দিক থেকে আরেকটা টর্চ জ্বলে উঠেই দপ্ করে নিভে গেল। এবার জ্বলল সামনে। পিছনে না তাকিয়েই টের পেল রানা, টর্চধারী আরেকজন আছে পিছনে। চারদিক থেকে ওকে ঘিরে ফেলেছে কারা যেন। সঙ্কেত বিনিময় হলো ওদের নিজেদের মধ্যে। এইবার এগিয়ে আসবে।

পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল রানা কাঠ হয়ে।

পুলিস?

পুলিস কি করে জানবে টাকা নিয়ে এইখানে ফিরে আসবে রানা? পুলিস নয়। তবে কারা এরা?

আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে রানা দুজনকে। এগিয়ে আসছে সাবধানী পায়ে।

স্পষ্ট বুঝে নিল রানা, যেই হোক, মিত্র নয় ওরা। কব্জিতে রাবারব্যান্ডে বাঁধা থ্রোয়িং নাইফটা নিঃশব্দে চলে এল ওর হাতে। যতই সামনে আসছে, ততই সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওরা। যে কোন মুহূর্তে জ্বলবে এখন টর্চ। টপ করে

বসে পড়ল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল একটা ঝোপের আড়ালে।

শিকারীর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল রানা। আর একবার দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল চারটে টর্চ। সব কটা টর্চের আলো এসে পড়ল একটু আগে রানা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক সেইখানটায়। কয়েক সেকেন্ড পরই আবার জ্বলে উঠল বামদিকের টর্চটা। লোকটা এত কাছে চলে এসেছে টের পায়নি রানা আগে। আলোটা ছুটে বেড়াচ্ছে বালির ওপর। থমকে দাঁড়াচ্ছে ঝাউ গাছ আর ঝোপের গায়ে। পাশের ঝোপে আলোটা স্থির হতেই রানার ডান হাতটা ওপর থেকে নিচের দিকে ঝাঁকি খেল একবার। তীরবেগে ছুটল থ্রোয়িং নাইফ। একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনতে শুনতে সামনের ঝোপের দিকে দৌড়াল রানা। বামদিকের টর্চটা পড়ে গেছে মাটিতে। পড়েই নিভে গেল। এক সাথে জ্বলে উঠল তিনটে টর্চ আবার। সেই আলোয় রানা দেখল বালির ওপর শুয়ে কাটা-মুরগীর মত লাফাচ্ছে একজন লোক। ছুরিটা বিঁধে রয়েছে পেটে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জামা। নিচু গলায় গোঙাচ্ছে লোকটা।

নিভে গেল সবকটা টর্চ একসাথে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক। টর্চ জ্বালার অসুবিধেটা বুঝে গেছে ওরা। এবার আলো জ্বললে, কে জানে বুলেট আসবে কিনা! রানা টের পেল, হামাগুড়ি দিয়ে স্থান পরিবর্তন করছে টর্চধারী তিনজনই। ঘাপটি মেরে বসে রইল সে। কিছুক্ষণ পর পেছন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল।

'সিনর মাসুদ রানা, বেরিয়ে এসো। পালাবার রাস্তা নেই তোমার।'

চুপ করে বসে রইল রানা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার কথা বলে উঠল লোকটা। এবার আরেক জায়গা থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

'আমরা জানি, পিস্তল নেই তোমার কাছে। বেরিয়ে এসো, নইলে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করব আমরা।'

কারা এরা? কি চায়? টাকাগুলো? সহজে হাল ছাড়বে বলে মনে হয় না। জেনেশুনে আটঘাট বেঁধেই এসেছে। বাঁচার পথ বের করতে হবে কিছু একটা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দেবে সে লেকের দিকে? নাকি চেষ্টা করবে গাড়ির কাছে পৌছতে? নাকি এই রকম ঘাপটি মেরে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে কয়েক মিনিট? যে কোন মুহূর্তে এখন এসে পড়বে নোরমা। ওর কাছে পিস্তল আছে।

কিন্তু কতক্ষণে আসবে নোরমা? ওর জন্যে অপেক্ষা করবে না এরা নিশ্চয়ই? পিস্তল রয়েছে এদের কাছে, সংখ্যাতেও বেশি। কাজেই পলায়নই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। নড়াচড়া করতে হবে—এক জায়গায় বসে থাকলে ট্র্যাপে পড়ে যাবে সে। হাতের ব্রীফকেসটা আলগোছে ঢুকিয়ে দিল সে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে, তারপর বুকে হেঁটে সরে গেল দশ হাত দূরের একটা ঝাউগাছের গভীর ছায়ায়। উঠে বসে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল চারপাশে। নজরে পড়ল না কিছুই। আশেপাশের বালি হাতড়ে ইঁট-পাথর কিছু পেল না সে। ওদের মনোযোগ সরাতে হবে এখন অন্যদিকে। কব্জি থেকে আলগোছে খুলে নিল সে ভারী সিকো-অটোমেটিক ঘড়িটা। সাঁই করে ছুঁড়ে মারল ওটা

ব্রীফকেস লুকিয়ে রাখা ঝোপটার দিকে। মেরেই দৌড় দিল সে বিশ হাত দূরের একটা ঝোপের উদ্দেশে।

কি যেন বাধল পায়ে, নরম মত। হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা বালির ওপর। পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরল ওকে কে যেন।

'বস্!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'এই যে এখানে! আলো···আলো, জলদি! ধরে ফেলেছি শালাকে!'

দু'পাশ থেকে ছুটে এল দু'জন। জ্বলে উঠেছে হাতের টর্চ।

খটাশ করে লাথি চালাল একজন। জুতোটার আগা এসে লাগল রানার ঘাড়ের ঠিক নিচে–ভার্টেব্রা প্রমিনেন্সের ডান পাশে। জায়গা মত পড়লে এই এক লাথিতেই শেষ হয়ে যেত রানার ভবলীলা। অন্ধের মত কনুই চালাল সে। পিঠের ওপর থেকে ভারী ওজনটা সরে গেল। আছড়েপাছড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল রানা। দড়াম করে প্রচণ্ড এক লাথি এসে পড়ল পাঁজরে, তারপর আরেকটা তলপেটে। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা–নড়বার শক্তি নেই।

'হয়েছে, হয়েছে–আর লাগবে না!' গম্ভীর স্বরে আদেশ করল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর।

'লাগবে না মানে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল একজন। 'সিনর লোবার, ডিসিকাকে খুন করেছে এই হারামী!'

'খুন নয়, জখম করেছে। তুমি যাও সিক্কো, ওকে গাড়িতে তুলে ফেলো। ছুরিটা বের করে নিয়ো আগে। আর লিম্বো–তুমি কাভার করো ওকে। খেয়াল রেখো, লোকটা ভয়ঙ্কর।'

অসহ্য ব্যথায় নীল হয়ে গেছে রানার মুখটা। কথাগুলো কানে গেল ঠিকই, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল না। দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। পুরো দুই মিনিট দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থেকে কিছুটা সংবিৎ ফিরে এল। চোখ মেলল সে।

ঠিক তিনহাত দূরেই একটা পিস্তলের নল। সোজা তাকিয়ে আছে রানার বুকের দিকে। পিস্তলটা ধরে আছে প্রায় সাত ফুট লম্বা এক দৈত্য। লিম্বো। বীভৎস চেহারা। এই মুখ দেখেছে রানা সাউথবীচ রোড ধরে এগিয়ে আসা র‍্যালিয়ান্ট রবিন গাড়ির জানালায়।

একটা টর্চ নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে ডানদিকে। সম্ভবত সিক্কো। আহত লোকটাকে টেনে তুলে ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে এগুচ্ছে সে। রানার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সম্ভবত লীডার। জুতো জোড়া দেখতে পাচ্ছে রানা কেবল, লোকটা কি করছে বুঝতে পারল না।

'একচুলও নড়বে না! যেমন আছ তেমনি পড়ে থাকো!' বলল পায়ের দিকের দৈত্যটা।

রানা বুঝল, সিক্কোর জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। ও ফিরে এলে তারপর বোঝা যাবে কি ঘটতে চলেছে রানার কপালে। চুপচাপ পড়ে রইল সে। লম্বা

করে শ্বাস টেনে হৃত-শক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। ঠিক চার মিনিট পর দ্রুতপায়ে ফিরে এল সিক্কো, আহত লোকটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে। দাঁড়াল লিম্বোর পাশে। এক হাতে টর্চ, অপর হাতে পিস্তল।

মাথার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা এবার চলে এল রানার পাশে। পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে সাদামত দুটো জিনিস বের করল পকেট থেকে। গ্লাভস। গ্লাভ দুটো পরে নিয়ে আবার পকেটে হাত ঢোকাল ও। বের করে আনল আরও দুটো জিনিস। চেয়ে দেখল রানা—একটা সিরিঞ্জ আর লিকুইড ভর্তি অ্যাম্পুল। অ্যাম্পুলটা বেশ বড়সড়, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটাও পিলে চমকে দেবার মত। কিছুক্ষণ রানাকে লক্ষ করল লীডার। লোবার ওর নাম—শুনেছে রানা। স্থির, অচঞ্চল দৃষ্টি লোবারের। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। সারা মুখে কাঠিন্যের ছাপ। খাড়া নাকের নিচে সরু গোঁফ নিষ্ঠুরতা এনেছে চেহারায়। পেটা শরীর—কিন্তু পেটটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দেখলেই বোঝা যায়—জীবনে অনেক বিপদ কাটিয়ে উঠেছে এই লোক।

ভেবে চলেছে রানা দ্রুত। ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেছে সে। কারা এরা? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—আইনের লোক নয়। সম্ভবত ভাড়াটে ক্রিমিন্যাল। কে ভাড়া করল এদেরকে? রানা এখানে পৌঁছবার মাত্র দু'চার মিনিট আগে পৌঁছেছে এরা। তার মানে এরা জানত—এখানে আসবেই রানা। কে জানাল? কিডন্যাপ প্ল্যানের সাথে এদের সম্পর্ক আছে কিছু? কোন কিছুরই সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না রানা। ব্রীফকেসের জন্যে যদি এসে থাকে, সিরিঞ্জ কেন? কি আছে অ্যাম্পুলে? অজ্ঞান করতে চায়, না মারতে? বিচ্ছিরিভাবে তালগোল পাকিয়ে জটিল হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা।

কথা বলল লোবার।

'সিনর মাসুদ রানা, মৃত্যু হবে আপনার কিছুক্ষণের মধ্যেই। মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে—কে আমরা, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, তাই না? বলছি, শুনে নিন। হাতে সময় নেই বেশি। আপনাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে পারলে অথবা ধীরেসুস্থে জবাই করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম আমি। কিন্তু এ দুটোর কোনটাই করতে পারছি না আমরা আপাতত। কারণ—প্রথমত, ইটালিতে আপনাকে খুন করার ইচ্ছে বেশি লোকের নেই। একটু মাথা খাটালেই পুলিস বের করে ফেলবে কারা প্রতিশোধ নিতে চায় আপনার ওপর। আপনার বন্ধু ড্যানেস তখন আদাজল খেয়ে লাগবে আমাদের পেছনে। আর দ্বিতীয়ত—বলতে দ্বিধা নেই—দুর্বল হয়ে পড়েছি আমরা ইটালিতে। পুলিসের নজর বাঁচিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে হবে আমাদের পুরানো সংগঠনকে। সেইজন্যে আপনার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে যন্ত্রণাহীন স্বাভাবিক মৃত্যু।' একটুক্ষণ থামল লোবার। তারপর বলল, 'ঠিকই ধরেছেন, সিনর রানা—আমরা রেড ড্রাগন!'

রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল লোবার, তারপর আবার মুখ খুলল।

'ছয় মাস আগের কথা স্মরণ করুন, সিনর রানা। ছদ্মবেশে আমাদের দলে ঢকে পড়েছিলেন আপনি। বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন আমাদের। তারপর?

তারপর ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের পিঠে। পাঁচশো রেড ড্রাগন এখন জেলে। সিসিও গোনজালিসের মত প্রতিপত্তিশালী লোক বেরিয়ে গেছে আমাদের হাতের মুঠি থেকে। আর একটি কাজও করতে রাজি নয় সে আমাদের জন্যে। আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আমাদের ডেট্রয়েটের হেড অফিস জানতে পেরেছে, আপনি বাংলাদেশের এক দুর্দান্ত স্পাই। রেড ড্রাগনের বিরুদ্ধে কাজ করতেই পাঠানো হয়েছিল আপনাকে ইটালিতে। সুতরাং গত ছ'মাস ধরে ঝুলছে আপনার মাথার ওপর রেড ড্রাগনের মৃত্যুদণ্ড।'

একটি কথাও বলল না রানা। অনেকটা যেন নিজের গরজেই বক বক করে চলল লোবার।

'আমরা জানি, একটা বেআইনী কাজে জড়িয়ে ফেলেছেন আপনি নিজেকে। সিনর গোনজালিসকে কিডন্যাপের মিথ্যা খবর দিয়ে বিশ লাখ ডলার আদায় করেছেন আপনি। ঠিক এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম আমরা। পেয়েই লুফে নিয়েছি। মারা যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু কেউ এটাকে হত্যা মনে করতে পারবে না–ধরে নেবে, ভয়ঙ্কর এক অপরাধ করে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করে বসেছেন আপনি।'

একটু থামল লোবার। অ্যাম্পুলের মুখটা ভেঙে ফেলল মট করে।

'সিনর রানা–হয়তো একঘেয়ে লাগছে, তবু বলছি–আপনার জন্যে এমন আরামের মৃত্যু-ব্যবস্থা করতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে আমার। এক মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি, মারা যাবেন তিন মিনিটের মধ্যে। এই সিরিঞ্জটা আপনার হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে তখন। কারও কোন সন্দেহ থাকবে না যে আত্মহত্যা করেছেন আপনি। কেন? কারণ ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করে ফেলেছেন–পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, পুলিসের হাত থেকে রেহাই নেই আপনার। সেই অপরাধটাও সাজিয়ে রাখা হয়েছে আপনার জন্যে। এটাকে হত্যা মনে করবার সাধ্য কারও নেই। চমৎকার প্ল্যান, তাই না?'

শুয়ে শুয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। সাথে সাথে পা দুটো একটু ভাঁজ করে নিল সে।

অ্যাম্পুল থেকে লিকুইড ভরতে শুরু করল লোবার সিরিঞ্জে। অটল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সিক্কো আর লিম্‌বো। হাতের পিস্তল দুটো নড়ছে না এক চুলও। সিরিঞ্জটার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। কানায় কানায় ভরে গেল ওটা। এক পা কাছে এগিয়ে এল লোবার। সূচটা আঙুলে ঘষতে ঘষতে বলল, 'গর্ডিনেল সোডিয়াম। টেন টাইম্‌স্ ওভারডোজ। প্রথমেই ব্রেনটা কর্মক্ষমতা হারাবে, তারপর স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যাবে, হৃৎস্পন্দন ক্ষীণ হয়ে আসবে–কখন মারা গেছেন টেরই পাবেন না আপনি। চমৎকার শিল্পসম্মত মৃত্যু!' হাসি ফুটে উঠল লোবারের মুখে। তাকাল রানার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুই পিস্তলধারীর দিকে। 'ইঞ্জেকশন পুশ করার সুবিধের জন্যে সিনরকে একটু প্রস্তুত করা দরকার। লিম্‌বো, কাজটা সেরে কাত করে দাও শরীরটা।'

প্রথম লাথিতেই কাত হয়ে গেল রানা। অস্ফুট একটা গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও। দ্বিতীয় লাথিটা পড়ল শিরদাঁড়ার ওপর। বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। তৃতীয় লাথিটা পড়ল কানের পাশে, কিন্তু টের পেল না রানা। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

জ্ঞান ফিরতেই দেখল ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে ও। ডান হাতটা চলে গেছে শরীরের নিচে। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে; হাঁটু দুটো চলে এসেছে নাকের কাছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে।

সিক্কো আর লিম্‌বোর মিলিত হাসি ঢুকল তার কানে। পাপড়ি দুটো সামান্য ফাঁক করে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল রানা লোবারের দিকে। বসে পড়েছে লোবার একটা হাঁটু বালিতে গেড়ে। ডান হাতে সিরিঞ্জ, বাঁ হাত দিয়ে রানার বাইসেপ চেপে ধরেছে সে। মাসল খুঁজছে। সিক্কো আর লিম্‌বোর হিংস্র চোখ দেখতে পেল রানা এক ঝলক। তাকিয়ে আছে ওরা সিরিঞ্জটার দিকে। সুবিধেমত মাসল খুঁজে পেল লোবার। একটু শক্তি চাই–সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি একত্রীভূত করল রানা। বাঁ হাতে সূচ ঢোকার তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা টের পেল। আরেকটু ঝুঁকে এল লোবারের নিষ্ঠুর মুখটা।

নিমেষে কাত অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে গেল রানার পুরো শরীর। চামড়া ছিঁড়ে ঘ্যাচ করে বেরিয়ে গেল সিরিঞ্জের সূচটা। সাথে সাথেই রানার ভাঁজ করা পা দুটো প্রচণ্ড বেগে ছুটে গেল সামনের দিকে। লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়তেই 'কোঁক' করে একটা শব্দ একই সাথে বেরুল সিক্কো আর লিম্‌বোর মুখ থেকে। কি ঘটল চেয়ে দেখল না রানা–এক গড়ান দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল তিন হাত। তারপর উঠে বসল। মাটিতে পড়ে আছে দুটো টর্চ। তীব্র আলো জ্বলছে। দু'হাতে দুই উরুর সংযোগস্থল চেপে ধরে বেদনা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিম্‌বো আর সিক্কো। রানার দুটো জুতো পরা পা সোজা গিয়ে লেগেছে দুজনের মোক্ষম জায়গায়, টেস্টিসের ওপর। পুডেনডেল নার্ভের অবস্থানে।

আছড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। সিরিঞ্জ হাতে লোবার ততক্ষণে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে। একটা হাত দ্রুত পকেটে ঢুকে যাচ্ছে ওর। এক লাফে পৌঁছে গেল রানা ওর সামনে। ফুটবল শূট করার ভঙ্গিতে প্রাণপণ শক্তিতে কিক্ মারল সে লোবারের ভুঁড়ির ওপর। ব্যাঙের ডাকের মত কর্কশ আওয়াজ বেরোল লোবারের গলা দিয়ে। মাটিতে শুয়ে পড়ার আগেই দা চালাবার ভঙ্গিতে দুই হাতে মারল রানা ওর দুই কাঁধে, ঠিক ট্রাপেজিয়াস মাস্‌লের ওপর, একসেসরী নার্ভের অবস্থানে। হাত দুটো ঝুলে গেল লোবারের। ধুপ করে পড়ল সে মাটিতে। রানা বুঝল, অন্তত দশ মিনিটের আগে কাঁধটা নড়াতে পারবে না ব্যাটা।

ঘুরেই দেখতে পেল রানা, নিচু হয়ে পাগলের মত পিস্তল খুঁজছে সিক্কো। পিস্তলটা ধরার আগেই রানার ডান পা-টা ভাঁজ হয়ে উঠে গেল ওপরে। 'থ্যাচ' করে শব্দ হলো সিক্কোর নাকের সাথে রানার হাঁটুর সংঘর্ষ হতেই। কুকুরের মত ডাক ছাড়ল সিক্কো। ভেঙে গেছে ম্যাক্সিলা নাকের নিচের হাড়।

গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে ওর নাক দিয়ে। যে জায়গায় প্রথমে লাথিটা লেগেছিল ঠিক সেই জায়গায় আরেকটা লাথি খেয়ে হুড়মুড় করে পড়ল সে লিম্‌বোর ঘাড়ের উপর।

এবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। দুটো পিস্তল, দুটো টর্চ আর তিনজন লোক পড়ে আছে মাটিতে। নিচু হয়ে পিস্তল দুটো তুলে নিল রানা। লোবারের পকেট থেকে বেরুল আরেকটা। দুটো পিস্তল পকেটে পুরে একটা হাতে রাখল সে। বুঝতে পারল, ধাতস্থ হওয়ার জন্যে অন্তত তিনটে মিনিট সময় দরকার এদের প্রত্যেকের। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল রানা, তারপর সিগারেট ধরাল একটা। বাম হাতে তুলে নিল একটা টর্চ।

ঠিক তিন মিনিট পরে ঘোষণা করল রানা, 'হয়েছে…এবার উঠে বসো। সবাই।'

লোবার উঠে বসল সবার আগে, তারপর লিম্‌বো, সবশেষে সিক্কো।

'আমাদের পুলিসে দিলে কিছুই লাভ হবে না তোমার, সিনর রানা,' বলল লোবার।

'পুলিসে দেব না, নিশ্চিন্ত থাকো।' বলেই সিরিঞ্জটা তুলে নিল রানা মাটি থেকে।

ছানাবড়া হয়ে গেল লোবারের চোখ জোড়া। 'আমাদের খুন করে…'

'খুন করব না, নিশ্চিন্ত থাকো।' সিরিঞ্জটা এগিয়ে দিল রানা লোবারের দিকে। 'এর মধ্যে আট দাগ ওষুধ আছে। দুই দাগ করে পুশ করো এই দুজনের হাতে। তা নইলে…' কি হবে তার একটু নমুনা দেখিয়ে দিল রানা—ধাঁই করে একটা লাথি পড়ল লোবারের কোমরে।

ব্যথায় মুখ বিকৃত করল লোবার, ভয়ে ভয়ে হাতে নিল সিরিঞ্জটা। বিনা বাক্যব্যয়ে দুই দাগ করে ওষুধ পুশ করল লিম্‌বো ও সিক্কোর বাহুতে। চাপা গলায় আশ্বাস দিল ওদের, 'ভয় নেই, মারা পড়বে না এই ডোজে।'

সিরিঞ্জটা ফেরত নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানা। 'উঠে পড়ো। সোজা গিয়ে উঠতে হবে গাড়িতে। লোবার, কোমর জড়িয়ে ধরে রাখো দুজনকে দুই পাশে, যেন টলে পড়ে না যায়।'

গাড়ির দিকে রওনা হলো তিনজন। পিছন পিছন চলল রানা। অর্ধেক পথ গিয়েই টালমাটাল অবস্থা হলো সিক্কো ও লিম্‌বোর। শুরু হয়ে গেছে ওষুধের রি-অ্যাকশন। গাড়ির কাছাকাছি এসে বসে পড়ল দুজনেই। এক-এক করে বয়ে এনে ওদের গাড়িতে তুলবার নির্দেশ দিল রানা লোবারকে। উঁকি দিয়ে দেখল গাড়ির ব্যাক সীটে শুয়ে আছে ডিসিকা। অজ্ঞান। পেটের কাছে রক্তে ভিজে লাল হয়ে রয়েছে জামাটা। তবু আরেকটু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এক দাগ ওষুধ পুশ করল রানা ওর বাম বাহুতে।

বহু কষ্টে বয়ে নিয়ে এসে গাড়িতে তুলল লোবার সিক্কো ও লিম্‌বোকে। নাক ডাকছে লিম্‌বোর।

'ড্রাইভিং সীটে উঠে বসো তুমি।' আদেশ দিল রানা লোবারকে। 'মাত্র এক দাগ ওষুধ দেব তোমাকে। পাঁচ মিনিট লাগবে রি-অ্যাকশন শুরু হতে।

যতদূর পারো ভেগে যাও এই পাঁচ মিনিটে। তারপর রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দাও বাকি রাতটুকু।' কথাগুলো বলতে বলতে ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল রানা সূচটা।

দাঁতে দাঁত চাপল লোবার হাইপোডারমিক নিডলের খোঁচায়। স্টার্ট দিল গাড়িতে। গিয়ার দিল। আলো জ্বালল। গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে চাইল রানার চোখে। শ্বাপদের চোখের মত জ্বলছে লোবারের হিংস্র দুই চোখ।

'উপযুক্ত শাস্তি পাবে তুমি, শুয়োরের বাচ্চা! পুলিসের হাতেই।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না লোবার। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা রানার গা ঘেঁষে। চেয়ে রইল রানা। সেই কালো র‍্যালিয়ান্ট রবিন।

যতক্ষণ দেখা যায়, টেইললাইটের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। আলো দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঘুরে রওনা দিল কেবিন বিল্ডিং-এর দিকে। না। আপাতত ফিরে আসবার ইচ্ছে নেই লোবারের। তিন পা এগিয়েই থেমে দাঁড়াল রানা।

ব্রীফকেস?

ত্রস্তপায়ে এগোল সে। সেই বিশেষ কাঁটা-ঝোপটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না ওর। শুধু ব্রীফকেসটাই নয়, ঘড়িটাও পেয়ে গেল সে ঝোপের মধ্যে। খুশি মনে এগোল কেবিন বিল্ডিং-এর দিকে। জিনার হাসি মুখটা দেখতে পেল সে মানসচক্ষে।

এতক্ষণে নোরমার পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো অসুবিধেয় পড়ে গেছে ও। হয়তো ডায়াজকে লুকিয়ে বেরোতেই পারেনি বাড়ি থেকে। যাই হোক, নোরমার জন্যে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর দেরি করলে পুলিসে খবর দেবে সিসিও গোনজালিস। জিনার হাতে পুরো টাকাটা দিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এরপর যা খুশি করুক ওরা টাকা নিয়ে, রানার কাজ শেষ। অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছে দেহটা।

এবার দেশে ফিরতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব। ইটালীতে থাকা মানেই অযথা রেড ড্রাগনের সাথে গোলমালে জড়িয়ে পড়া। সম্ভব হলে কালই ইটালী ত্যাগের ব্যবস্থা করে ফেলবে সে।

নক্ করতে হলো না। ঠেলা দিতেই খুলে গেল সিটিংরূমের দরজা। আশ্চর্য বেখেয়াল তো মেয়েটা! ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। অন্ধকার সিটিংরূম। দেয়াল হাতড়ে সুইচটা টিপে দিল সে। উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল ঘরটা।

দুই ঘণ্টা আগে যেভাবে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেভাবেই রয়েছে ঘরের সবকিছু। একবিন্দু নড়চড় হয়নি কোথাও। কিন্তু এত চুপচাপ কেন?

'জিনা!'

কোন জবাব এল না। ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

'জিনা!' আরও এক পর্দা উঁচু করল রানা গলার স্বর।

সাড়া দিল না কেউ। ভয় পেয়ে ভেগে গেল নাকি?

বেডরুমের দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে সামান্য। মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে দরজার ফাঁক দিয়ে। লম্বা পা ফেলে এগোল রানা। সত্যি, দেরি হয়ে গেছে অনেক। ঘড়ির দিকে তাকাল সে। রাত তিনটে।

দরজা ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়ল সে বেডরুমে। পাঁচ ওয়াটের আলোটা মৃদুভাবে জ্বলছে। বিছানার দিকে চোখ পড়তেই আশ্বস্ত হলো রানা। ঠিকই, শুয়ে আছে জিনা একটা বেডকাভারে শরীর ঢেকে। চোখ খোলা। নেশায় ঢুলু ঢুলু দুটো চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। সাদা ঝক্‌ঝকে একসারি দাঁত দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁকে। হাসছে জিনা। সেই দুষ্টামি হাসি। বালিশে লুটিয়ে রয়েছে একগোছা সোনালী চুল। নীল উইগটা পড়ে আছে একপাশে।

'অ্যাই, জিনা!' ডাকল রানা, 'উঠে পড়ো! জলদি। টাকা এনেছি।'

ব্রীফকেসটা টেবিলে রেখে দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো আবার। একটু ফাঁক হয়ে আছে জিনার গলাটা।

ধড়াস করে হাতুড়ির ঘা পড়ল রানার কলজের উপর।

আস্তে আস্তে আরও দু'পা এগিয়ে গেল রানা। জিভটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে একটু, ঠোঁটের চারপাশে জমে আছে বুদ্বুদের মত কিছু একটা। নেশাগ্রস্ত চোখ দুটোতে তীব্র আতঙ্ক। মনে হচ্ছে, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে চোখের মণি।

শির শির করে একটা আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল রানার সর্ব শরীরে। ধুপধাপ লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা। একটানে সরিয়ে ফেলল সে বেডকাভারটা।

ছোপ ছোপ রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা বিছানা। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জিনা।

ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত ঝটিতি পিছিয়ে এল রানা তিন পা। তারপর বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে, পলকহীন।

জবাই করা হয়েছে জিনাকে।

একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল জানালা দিয়ে, কাঁপিয়ে দিল সারা শরীর। হাওয়ায় একটা ফিস্‌ফিস্ শব্দ হচ্ছে ঘরের ভেতর। কারা যেন কথা বলছে রানার চারপাশে।

হঠাৎ আতঙ্কে টান টান হয়ে গেল রানার শরীর।

ফিস্‌ফিস্ শব্দগুলো পরিষ্কার কানে ঢুকছে তার। শব্দগুলো আর কিছুই নয়, নিজেরই অবচেতন মনের বিকার।

'এটা খুন! পালাও–রানা, পালাও! নইলে ধরা পড়বে তুমি! কিডন্যাপ, ধর্ষণ ও খুনের দায়ে ফাঁসি হবে তোমার! পালাও–রানা–পালাও!!!'

***

প্রতিহিংসা-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৭

এক

খুন!

পরিষ্কার খুন এটা! নৃশংস হত্যাকাণ্ড!

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল রানা পুরো দু'মিনিট। তারপর এলোমেলো পদক্ষেপে এসে ঢুকল সিটিংরুমে। ধপ্ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত পৌনে চারটা। নোরমা কোথায়? এল না কেন ও? গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে এক্ষুণি? অথবা কোনরকম বিপদে পড়েছে ও রাস্তায়? চিন্তার ঝড় উঠেছে রানার মাথায়, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে রিসিভার তুলে ডায়াল করল 'সিসিও-লজে'।

বাটলারের কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল রানা।

'সিসিও-লজ। কে বলছেন?' সজাগ কণ্ঠ বাটলারের, ঘুম-জড়িত গলা নয়। তারমানে গোনজালিস এখনও ফিরে আসেনি বলে অপেক্ষা করছে বাটলার রাত জেগে।

'নোরমা গোনজালিসকে ডেকে দাও জলদি।' বলল রানা, 'বলো সেইন্ট ডাকছে। খুব জরুরী।'

'দুঃখিত, সিনর সেইন্ট। ঘুমিয়ে আছেন উনি এখন। বিরক্ত করলে রেগে উঠবেন।'

'ওর সাথে কথা বলতেই হবে আমাকে। আমার কথা বললেই বিছানা ছেড়ে উঠে আসবেন উনি।'

'খুবই দুঃখিত, সিনর,' সত্যিই দুঃখিত শোনাল বাটলারের কণ্ঠ, 'ওঁর শরীরটা ভাল নেই। ডাক্তার এসেছিলেন। সিডেটিভ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন উনি।'

খটাশ্ করে রেখে দিল রানা রিসিভার। ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর রকমের গোলমেলে হয়ে উঠেছে। সত্যিই অসুখ নোরমার? মনে হচ্ছে ওর অজান্তে কোথায় কি যেন ঘটে গেছে। কি সেটা? শেষ পর্যায়ে এসে হঠাৎ এরকম উল্টেপাল্টে গেল কেন সব কিছু?

রুমালে হাতের ঘাম মুছল রানা।

এতক্ষণে গোনজালিস পৌঁছে গেছে প্রিলসিপ সুপার মার্কেটে। কার্ডের লেখাটা পেয়ে বাসার দিকে ছুটবে ও নিশ্চয়ই। বাসায় জিনাকে না পেলেই সোজা পুলিসে ফোন করবে। এইবার সর্বশক্তি নিয়ে নামবে পুলিস ময়দানে।

শুকিয়ে যাওয়া কণ্ঠতালুটা ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিল রানা। স্পষ্ট বুঝল ভয় পেয়েছে সে। ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছে ওর দেহে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ছুটল সে বেডরূমে। বিছানার সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণচোখে পরীক্ষা করল জিনার মৃতদেহটা। বুঝল, অন্তত একঘণ্টা আগে খুন করা হয়েছে জিনাকে। রাত আড়াইটার দিকে। অর্থাৎ, ও এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই এসেছিল কেউ। তারমানে লোবার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ কারুর পক্ষেই জিনাকে খুন করা সম্ভব নয়। তখনও এসে পৌঁছায়নি ওরা। কিন্তু যেই খুন করুক, খুনের ব্যাপারটা জানা ছিল লোবারের। ইঞ্জেকশনের প্ল্যানটা হঠাৎ মাথায় আসেনি ওর—আগে থেকেই তৈরি ছিল ওর প্ল্যান।

রডনি লোবারের কথাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে রানার। ওকে হত্যা করে আত্মহত্যা হিসেবে সাজাতে চেয়েছিল ওরা ব্যাপারটা। পুলিস নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নিত একথা। কাল এখানে আবিষ্কৃত হত দুটো মৃতদেহ, একটা রানার, আরেকটা জিনার। রানার ডান হাতে ধরা থাকত সিরিঞ্জটা। পুলিস বুঝে নিত, জিনাকে টাকার ভাগ দেবে বলে ভুলিয়ে এখানে এনে প্রথমে রেপ করে পরে হত্যা করেছে সে। হত্যার কারণ—খুবই সহজ। প্রতিশোধ নিয়েছে রানা সিসিও গোনজালিসের ওপর। এবং এরপরেই হারিয়ে ফেলেছে মানসিক ভারসাম্য। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন রাস্তা খুঁজে পায়নি সে, কারণ রানা জানত ধরা ওকে পড়তেই হবে।

ধস্তাধস্তির চিহ্নমাত্রও নেই কোন ঘরে। দরজা বা তালা ভাঙেনি কেউ। কেন? রানা বুঝল, স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দিয়েছিল জিনা। অর্থাৎ জিনার জানাশোনা ঘনিষ্ঠ কেউ এসেছিল ওকে খুন করতে। এমন কেউ, যার পক্ষে এত রাতে এখানে এসে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া সম্ভব। কে সে? নোরমা? নামটা মনে আসতেই দুরমুজ পড়ল রানার বুকের ভেতর।

জটিল হয়ে গেছে ব্যাপারটা। অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে সে। খুব সম্ভব হাত গুটিয়ে নিয়েছে নোরমা। এই খুনের সমস্ত দায় এখন রানার ঘাড়েই পড়বে। কাউকে কিছু বোঝাতে পারবে না সে।

ড্রয়ারের মধ্যে সযত্নে রেখে দেয়া ক্যাসেটটা এখন মূল্যহীন, ওটা আর বাঁচাতে পারবে না তাকে। নকল কিডন্যাপ আর খুন—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এই খুনটার সমস্ত দায় এখন চেপে বসবে তার ঘাড়ে, পুলিস গ্রেপ্তার করবে তাকে যে কোন সময়। রেড ড্রাগনের অস্তিত্ব কিছুই প্রমাণ করবার উপায় নেই। রডনি লোবারের নাম বলে কোন লাভ হবে না—কে সে, কোথায় থাকে, কিছুই জানা নেই রানার। ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে ওরা।

অতএব?

সিদ্ধান্ত নিল রানা—লাশটা ফেলে রাখা চলবে না এখানে। পালিয়ে গেলেও লাভ নেই। লাশ পাওয়া গেলেই কেবিন ইনচার্জ পল টলেনি জানাবে পুলিসকে। পুলিস জানবে, কেবিনটা রিজার্ভ করেছিল মাসুদ রানা। প্রশ্ন করা

হবে ওকে—গতরাতে কোথায় ছিল সে? হুডিনি ফেলাসি ঘণ্টাকয়েক আগে জিনাকে দেখেছে রানার সাথে। লাশটা সনাক্ত করতে দেরি হবে না তার। এরপর দুই আর দুই চার যোগ করে সোজা হাজতে ঢোকাবে ওকে পুলিস। তারপর ঢোকাবে গ্যাসচেম্বারে। কথাটা ভাবতেই শিরশির করে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল রানার শিরদাঁড়া দিয়ে।

যেমন করে হোক কথা বলতে হবে নোরমার সাথে।

কিন্তু প্রথমে এখন সরাতে হবে মৃতদেহটা।

বেড-কাভারসহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিল রানা জিনার মৃতদেহটা। মেঝেতে নামিয়ে শরীরের নিচ থেকে আস্তে আস্তে বের করে আনল তলের বেডশীটটা। বেড-কাভার দুটো ছাড়া বিছানার আর কোথাও রক্ত লাগেনি। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল সে বেড-কাভার দুটোয়। একরাশ ধোঁয়ায় আঁধার হয়ে গেল বাথরুম। জানালা খুলে দিল রানা। তিন মিনিটেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল বেড-কাভার। সবগুলো ছাই কমোডে ফেলে চেনটা টেনে দিয়ে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করল সে। ফিরে এল আবার বেডরুমে।

এবার দেয়াল আলমারি থেকে স্পেয়ার বেড-কাভার বের করে যত্নের সাথে জিনার দেহটা ঢাকল রানা। সামান্য হাঁ হয়ে আছে জিনার গলা। বড় বড় চোখ দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার চোখের দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রানা। প্রচণ্ড আক্ষেপে মোচড়াচ্ছে বুকের ভেতরটা। জ্বালা করছে চোখের কোণ দুটো। মনে মনে বলল, 'জিনা, প্রতিশোধ নেব আমি। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ! বিশ্বাস করো—যেমন করে পারি প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব!'

পাঁজাকোলা করে লাশটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। ভৌতিক নীরবতা চারদিকে। জনমানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। দ্রুত এগোল সে বালির উপর দিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে মরিস ম্যারিনা গাড়ির কাছে এসে পৌঁছল রানা। গাড়ির বুট খুলে লাশটা শুইয়ে দিল ভেতরে। মাথার নিচে রাখল সীটের একটা স্পেয়ার কুশন। বুটটা বন্ধ করে আবার রওনা দিল সে কেবিনের দিকে।

সিটিংরুম আর বেড-রুমটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল রানা। পেছনে ফেলে যাওয়ার মত কোন সূত্র চোখে পড়ল না তার। আশ্বস্ত হয়ে নীল উইগ আর জিনার সুটকেসটা হাতে নিয়ে রওনা দিল সে দরজার দিকে।

দরজার কাছে আসতেই ব্রীফকেসটা নজরে পড়ল তার। টেবিলে পড়ে আছে ওটা। টাকার কথা এতক্ষণ মনেই পড়েনি। এগুলোর এক কানাকড়িও মূল্য নেই এখন তার কাছে। যার জন্যে বিশেষ করে টাকাগুলো যোগাড় করেছিল, সে এখন মৃতা। মরা মানুষের আকাঙ্ক্ষিত টাকায় হাত দেবে না ও। কিন্তু বুঝল, এগুলো ফেলে রাখা চলবে না এখানে। লাশটার সাথে গায়েব করে দিতে হবে ব্রীফকেসটাও।

বাঁ হাতে ব্রীফকেসটা তুলে নিল রানা। লাইট অফ করে বেরিয়ে এল বাইরে। দরজাটা লক করে দিয়ে নেমে গেল নিচে।

গাড়িটা স্টার্ট দিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। হাইওয়ে ধরে মাইল

তিনেক গেলেই একটা পরিত্যক্ত কয়লাখনি পাবে সে মাঠের পাশে। ওখানেই ঢুকিয়ে দেবে সে লাশটা। অন্তত দু'সপ্তাহের আগে কেউ খুঁজে পাবে না এটাকে। ইতোমধ্যে রেড-ড্রাগনদের বের করে ফেলবে সে খুঁজে।

কয়লাখনিতে ফেলে দেয়ার কথা ভাবতে খচ্ খচ্ করছে মনটা। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ও নেই কোন। লাশটা লুকাতে না পারা মানেই পুলিসের হাতকড়া।

হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল মরিস ম্যারিনা। নির্জন রাস্তা। কয়লাখনির কাছে যেতে হলে দুটো ইন্টারসেকশন পেরোতে হবে রানাকে। স্বাভাবিক গতিতে চালাচ্ছে সে গাড়ি। কারও সন্দেহের উদ্রেক হলেই বিপদ।

পাঁচ মিনিট পর প্রথম ইন্টারসেকশনের সিগন্যাল লাইট দেখা গেল। রানা লক্ষ করল—একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ইন্টারসেকশনে। আর কয়েক গজ এগোতেই টের পেল—স্কোয়াড কার। চেক পোস্ট না তো! গাড়িটার গায়ে বড় বড় লাল হরফে লেখা এম. পি.—মিলিটারি পুলিস এরা! গাড়িটার পাশে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ডিউটিরত একজন এম. পি.। এখানে কি করছে ওরা? চেক করতে চাইবে নাকি গাড়িটা? থামতে বলবে?

কারও কিছু বলতে হলো না—কথাটা ভাবার সাথে সাথেই রেড সিগন্যাল জ্বলে উঠল সামনে। রাস্তা বন্ধ।

স্কোয়াড কারটার পাশেই ব্রেক করে থামল রানার মরিস ম্যারিনা। আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল রানা গাড়িতে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল—এম. পি.-টা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এগিয়ে এল না, কিছুই বলল না—চেয়ে আছে কেবল।

অজান্তেই স্টিয়ারিঙ হুইলে চেপে বসেছে রানার হাত। হাতের তালু ভিজে গেছে। তার মনে হলো—এই মুহূর্তে ওই মিলিটারি পুলিস আর সে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অদূরে একটা ব্যাঙ্কের নিওন লাইট জ্বলছে, নিভছে। প্রশস্ত এবং লম্বা পীচ ঢালা পথে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত কোন জনমানুষের চিহ্ন নেই। ঘুমে অচেতন ফ্লোরেন্স সিটি।

লাল সিগন্যালের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। অবচেতন মনটা প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করে সবুজ করে দিতে চাইছে ওটাকে। লাল রংটা এখন বিপদ সঙ্কেত মনে হচ্ছে ওর কাছে। কোন বিপদ আছে সামনে?

মিলিটারি পুলিসটা জোরে গলা খাঁকারি দিল, একরাশ থুথু ফেলল মাটিতে। নীরবতার মাঝে শব্দটা কানে বাজল রানার। তাকাল সে।

বিশাল লোকটা। স্টেনটা ধরে রেখেছে খেলনার মত করে। পেটা শরীর। ফুটবলের মত মাথাটা গোল। গলা আর ঘাড় এত ছোট যে মনে হয় কাঁধের ওপরই বসিয়ে দেয়া হয়েছে মাথাটা।

সবুজ বাতি জ্বলে উঠল আবার। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল রানার। রাস্তা খোলা।

তাড়াহুড়ো করতে গেলেই সন্দেহ হবে এম. পি.-টার, তাই ধীরেসুস্থে ফার্স্ট গিয়ারে দিয়ে ক্লাচ ছাড়ল রানা। দু'গজ এগিয়ে গেল গাড়িটা ভদ্রলোকের

মত। তারপর বিশ্রী একটা যান্ত্রিক আর্তনাদ করে উঠল। জোর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে।

নিউট্রালে আনার চেষ্টা করল রানা গিয়ারটা, কিন্তু নড়ল না স্টিক—ফেঁসে গেছে। ক্লাচটা টিপে ধরল যতদূর যায়, গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে টানাটানি করল গিয়ার স্টিক—কিন্তু লাভ হলো না।

নির্মম সত্যটা বুঝতে পেরে হিম হয়ে গেল রানার বুকের ভেতরটা। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বইছে শিরদাঁড়ায়। পেনিয়াম ভেঙে আটকে গেছে—ঝাড় ফুঁকে কাজ হবে না—মেজর রিপেয়ার দরকার। ডাউন করতে হবে ইঞ্জিন। ওয়ার্কশপে নিতে হবে গাড়ি। এদিকে ঠিক তিন ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক এম. পি.··· পেছনে গাড়ির বুটের ভিতর জিনার লাশ!

বোকার মত বসে রইল রানা গাড়িতে। ঘাম ঝরতে লাগল কপাল বেয়ে। কিচ্ছু খেলছে না মাথায়—সমস্ত চিন্তা-শক্তি যেন লোপ পেয়েছে হঠাৎ।

নিভে গেল সবুজ বাতিটা। প্রথমে হলুদ, তারপর লাল সিগন্যালটা জ্বলে উঠল আবার।

এম. পি.-টা মাথার টুপি খুলল। হাত ঘষল গালে। রানার দিকে চাইল ট্যারা চোখে। কঠিন চেহারা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এই লোকটা।

পাগলের মত টানাটানি করল রানা গিয়ার স্টিক ধরে। কাজ হলো না। ঝামেলা এড়াতে হলে রাস্তার মাঝখানটা ছেড়ে একপাশে অন্তত সরে দাঁড়ানো দরকার। চট্ করে নেমে পড়ল সে দরজা খুলে, ধাক্কা দিল প্রাণপণ শক্তিতে, কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটা, পাহাড়ের মত অটল, অবিচল। ভিতরে বসে ক্লাচ টিপে ধরে রাখতে হবে—নইলে নড়বে না গাড়ি।

ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে রানা। চেয়ে দেখল, লাল বাতিটা নিভে গেছে, তার জায়গায় জ্বলে উঠেছে সবুজ বাতি। তার মানে এগোতে হবে।

এম. পি.-টা এবার স্কোয়াড কারের ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে কিছু বলল। জানালা দিয়ে মাথা বের করল আরও দু'জন হেলমেট পরা এম. পি.। চটপট একজন নেমে এল স্টেনগান হাতে। গাড়ির পেছন দিয়ে ঘুরে রানার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা।

'রাতটা এখানেই কাটাতে চাও, সিনর?' গোঁফওয়ালা এম. পি.-টা হুঙ্কার দিল।

'গাড়ির গিয়ার বক্সটা বার্স্ট করেছে,' বলল রানা।

'কি করতে চাও এখন?'

'কাছাকাছি গ্যারেজ আছে কোথাও?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'শাট আপ!' খেঁকিয়ে উঠল গোঁফওয়ালা। 'আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি জবাব দিচ্ছ। বুঝতে পেরেছ? আমি জিজ্ঞেস করছি, এখন কি করতে চাও তুমি?'

'দেখুন, সিনর···' বিপদগ্রস্ত ভদ্রলোকের অভিনয় করার চেষ্টা করল রানা, 'একটা টো'কার পেলে গাড়িটাকে বেঁধে নিয়ে চলে যেতাম।'

'চমৎকার! চমৎকার!' বিদ্রূপ করে উঠল গোঁফওয়ালা। 'টো'কার না পাওয়া পর্যন্ত গাড়িটার কি হবে? রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে যে? বলি ট্রাফিক আইন বলে কিছু আছে কি নেই?'

'আপনারা একটু সাহায্য করলে গাড়িটা একপাশে সরিয়ে নিতে পারি। একজন গাড়ির ভেতরে বসে ক্লাচটা...'

হাতের স্টেনটা দিয়ে নিজের উরুতে ঠাস্ করে বাড়ি মারল গোঁফওয়ালা।

'কি ভেবেছ তুমি নিজেকে? ব্রিগেডিয়ার? তোমার গাড়ি ঠেলতে যাব আমরা কোন্ দুঃখে? নিজের কাজ নিজে করো, বাপ। ঝট্‌পট্ সরিয়ে ফেলো আপদটাকে। আমরা চোরাচালান ঠেকাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি এখানে, তোমার গাড়ি ঠেলবার জন্যে নয়। হয় গাড়ি সরাও, নয়তো তোমাকেই চালান করে দেব চোরাচালানের দায়ে।' কথাটা বলেই চকচকে চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল গোঁফওয়ালা—যেন দারুণ কিছু বলে ফেলেছে।

বিশাল লোকটা এসে দাঁড়াল এবার রানার আরেক পাশে।

'পেছনের বুটটা একটু খোলো দেখি, বাছা,' স্টেনগানের নল দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে দুটো টোকা দিল সে বনেটে। 'ঠাট্টা বা মস্করা নয়, আমার ধারণা সত্যি স্মাগল করছ তুমি কিছু। দেখি, লাইসেন্সটা বের করে ফেলো দেখি ঝটপট?'

জান উড়ে গেছে রানার। পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের করল সে। আর বের করল নতুন ঝকঝকে আই.পি. কার্ডটা।

বিজ্ঞের মত দু'জনেই দেখল কার্ড দুটো। গোঁফওয়ালা আই.পি. কার্ডটা নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর ভারিক্কি চালে বলল, 'এটা কি?'

'এটা পুলিস ইনভেস্টিগেটরের আইডেন্টিটি কার্ড,' বলল রানা। 'সিটি পুলিসে আছি আমি। ক্যাপ্টেন ড্যানেসের লোক। আগে আর্মিতে ছিল...'

'ক্যাপ্টেন ড্যানেস?' টুপিটা ঠিক করল গোঁফওয়ালা। 'তার মানে সেই ট্যারা ড্যানেস?' শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। 'আগে বলেননি কেন, সিনর? ক্যাপ্টেন ড্যানেসের সাথে কাজ করেছি আমি কয়েক বছর।'

চট করে কার্ড দুটো ফিরিয়ে দিল সে রানার হাতে। বলল, 'ওয়েল, আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি আমরা। উঠে পড়ুন...ধরুন চেপে ক্লাচটা।'

দু'জন মিলে গাড়িটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল ওরা একপাশে।

'গিয়ারবক্স বার্স্ট?' জিজ্ঞেস করল গোঁফওয়ালা। 'অনেক খরচ হবে, সিনর।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'কাছাকাছি কোন গ্যারেজে ফোন করতে পারলে হত।'

'আধ মাইল দূরে গ্যারেজ আছে একটা। এত রাতে আসতে চাইবে না। ম্যানেজারকে আমার কথা বলবেন। বলবেন, সার্জেন্ট ট্রাঙ্কি ডাকছে তাকে। ব্যস—দেখবেন, ব্রেক ডাউন ভ্যান নিয়ে সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে বাছাধন।'

গজ পঞ্চাশেক এগিয়ে একটা হোলনাইট ড্রাগস্টোর পেয়ে গেল রানা। ফোন গাইড থেকে গ্যারেজের নাম্বারটা বের করতে অসুবিধে হলো না। কিছুক্ষণ গজগজ করল ও প্রান্তের লোকটা ঘুমজড়িত গলায়। তারপর সার্জেন্ট ট্রাঙ্কির কথা শুনে বিরক্তির সাথে জানাল দশ মিনিটের মধ্যে আসছে সে।

ফিরে এল রানা মরিস ম্যারিনার পাশে। ট্রাঙ্কি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটার পাশে। বিশালদেহী এম. পি.-টা উঠে পড়েছে স্কোয়াড কারে।

'আসছে লোকটা,' বলল রানা।

ট্রাঙ্কি হাসল।

'খেপে গেছে নিশ্চয়ই?'

'ঠিক।' কাষ্ঠ হাসি হাসল রানা।

'ক্যাপ্টেন ড্যানেসের সাথে দেখা হলে বলবেন—তার কথা এখনও ভাবি আমরা,' বলল ট্রাঙ্কি, 'চমৎকার লোক ও। আর্মিতে থাকতে ও ছিল আমাদের সুপারম্যান।'

'বলব ওকে।'

'অলরাইট, যাচ্ছি এখন। দেখা হবে পরে।'

'আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না।' বলে স্কোয়াড কারের দিকে এগিয়ে গেল ট্রাঙ্কি। কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল রানা। আপাতত একটা ফাঁড়া কেটে গেছে তার ড্যানেসের বদৌলতে। এখন কি করবে সে? গাড়িটা কোন গ্যারেজে ফেলে রাখা যাবে না। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, কোনমতে ওটাকে বাংলোয় নিয়ে যাওয়া। বাংলোর গ্যারেজে মরিসটাকে ফেলে রাখা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই ওর সামনে। এরপর সুযোগ বুঝে সরিয়ে ফেলতে হবে লাশটা। কিন্তু ব্রিজিতা...? ওর চোখে ধুলো দেয়া কি সম্ভব হবে? যদি কোন কারণে গ্যারেজে ঢুকে পেছনের বুটটা খোলে ও? সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।

মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা। অত ভেবে লাভ নেই। যতটা সম্ভব সাবধান হবে সে—এর বেশি করার কিছুই নেই ওর। সবকিছু যদি ওর ইচ্ছেমত চলত তাহলে না হয় একটা কথা ছিল, মাথা খাটিয়ে প্ল্যান করা যেত ভবিষ্যতের। কিন্তু ঘটনা তো ঘটছে যা খুশি, আঁচ করা যাচ্ছে না আগে থেকে।

ঠিক দশমিনিট পর এসে উপস্থিত হলো ব্রেকডাউন ভ্যান। ড্রাইভিং সীট থেকে নামল খিটখিটে চেহারার এক মেকানিক। রেগে টং হয়ে আছে লোকটা—মুখ দেখেই বুঝতে পারল রানা স্পষ্ট। রানার সাথে একটা কথাও না বলে সোজা উঠে পড়ল সে মরিস ম্যারিনার ড্রাইভিং সীটে। স্টার্ট দিতে গিয়ে ঝাঁকি খেলো, ক্লাচ টিপে রেখে চালু করল এঞ্জিন, গিয়ারটা শিফট করবার চেষ্টা করল—তারপর ইগনিশন অফ করে দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'বার্স্ট গিয়ারবক্স।' তিক্তকণ্ঠে বলল মেকানিকটা, 'কমপক্ষে তিন সপ্তাহের কাজ। খরচও অনেক।'

'আপাতত ভ্যানে বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে গাড়িটা,' বলল রানা।
তেরছাদৃষ্টিতে তাকাল মেকানিকটা রানার দিকে।
'তার মানে গাড়িটা মেরামত করাচ্ছেন না?'
'না। আপাতত বাড়িতে পৌঁছে দাও। মেরামতের কথা পরে ভাবব।'
রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটার মুখ।
'রাতদুপুরে ডেকে এনে এখন কাজটা দিতে চাইছেন না? রসিকতা হচ্ছে, সিনর?'
'রসিকতা আমি করছি, না তুমি? তিনদিনের কাজ, বলছ তিন হপ্তা লাগবে! জানো, কাজটা তিন ঘণ্টায় করিয়ে নেয়ার ক্ষমতা আছে আমার?'
'তাই নাকি!' তিক্তকণ্ঠে বলল মেকানিক। 'সিনর ঝাড়ফুঁক জানেন বলে মনে হচ্ছে?'
কথা না বলে পকেট থেকে আই.পি. কার্ডটা বের করে কয়েক সেকেন্ড ধরল রানা মেকানিকের চোখের সামনে। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কাজেই বেশি প্যাঁচাল না পেড়ে যা বলছি করো।'
ভড়কে গেল মেকানিকটা। কিছুক্ষণ গজগজ করে টো-কেবল বের করল ব্রেকডাউন ভ্যান থেকে। ভ্যান আর মরিস ম্যারিনাকে কেবল দিয়ে জুড়ে দিল। ওয়েবলি পার্কে নিজের বাংলোর ঠিকানা দিল রানা ওকে। তারপর ড্রাইভিং সীটে উঠে বাম পা দিয়ে চেপে রাখল ক্লাচ পেডাল।
ছুটে চলল ব্রেকডাউন ভ্যান। পেছন পেছন ছুটল মরিস ম্যারিনা।
বিশ মিনিটে চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে এল ওরা। বাংলোর গেটের সামনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যানটা। ব্রেক করল রানাও।
বাংলোর জানালার দিকে তাকাল রানা। আলো দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তার মানে ঘুমিয়ে আছে ব্রিজিতা। নেমে পড়ল সে গাড়ি থেকে। খুলে হাঁ করে দিল গেটটা।
টো-কেবল খুলে নিল মেকানিক।
'গ্যারেজে ঢোকাতে হবে গাড়িটাকে।' বলল রানা।
বিনাবাক্যব্যয়ে হাত লাগাল লোকটা। গাড়িটাকে গ্যারেজে তুলে পকেট থেকে একটা দশ ডলারের নোট বের করে ওর সামনে বাড়িয়ে দিল রানা। ছোঁ মেরে নোটটা প্রায় কেড়ে নিল লোকটা। তারপর গটগট করে সোজা উঠে পড়ল ভ্যানে। একটা কথাও না বলে ছেড়ে দিল ভ্যান।
গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। একঘণ্টার মধ্যেই উঠে পড়বে সূর্য। আপাতত কিছু করার নেই। শুধু ব্রিজিতার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। ওকে জানতে দেয়া চলবে না কিছুই।
সারাদিন লাশটাকে ফেলে রাখতে হবে গ্যারেজে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। সন্ধের পর যাহোক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। নিঃশব্দে ফ্রন্টডোরটা খুলে ঢুকে পড়ল সে ড্রইংরূমে। দেয়ালের গায়ে বড় আয়নায় ছায়া পড়ল নিজের। ভেজা কাকের মত দেখাচ্ছে তাকে। ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলে যে রকম চেহারা হয় ঠিক সে রকম চেহারা হয়ে গেছে ওর। কপালের পাশটা

সামান্য কেটে গেছে মারামারিতে।

টেবিলে পড়ে আছে ব্রিজিতার হ্যান্ডব্যাগ। খুলে ফেলল রানা ব্যাগটা। গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবিটা বের করে ঢুকিয়ে দিল পকেটে। ওর কাছে গাড়ির চাবিটা না থাকাই এখন ভাল।

নিজের বেডরুমের দিকে পা বাড়াতেই ব্রিজিতার বেডরুমের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল খট করে। দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা ব্যাল্টার। অপূর্ব সুন্দর মুখে কেমন যেন সন্দেহের ছাপ। দুটো সন্ধানী চোখ রানাকে লক্ষ করল কিছুক্ষণ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক ওঠানামা করল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা। দাঁড়িয়ে রইল রানা জড়বৎ।

'কপাল কাটল কি করে?' ব্রিজিতার কণ্ঠস্বর শান্ত।

'অ্যাকসিডেন্ট,' অম্লানবদনে বলল রানা। 'পড়ে গিয়েছিলাম পা পিছলে।'

উৎকণ্ঠিত হলো ব্রিজিতার দুই চোখ। কিছু একটা ভাবছে সে। ব্রিজিতাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিল না রানা। 'বাই' বলে ঢুকে পড়ল সে নিজের বেডরুমে। দরজাটা বন্ধ করে সোজা ঢুকল বাথরুমে। পুরো দশমিনিট ভিজল শাওয়ারের নিজে দাঁড়িয়ে। দূর হয়ে গেল বাড়তি উত্তেজনা। ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। শরীরে সুখকর অবসাদ। বিছানায় ঢুকলে দশ সেকেন্ডও লাগবে না ঘুম আসতে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই পাশের ঘরে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। জড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল রানা একজায়গায়। ডেঞ্জার সিগন্যাল!

ঝটপট পায়জামাটা পরেই দৌড়ে চলে এল সে ড্রইংরুমে। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাতেই ভেসে এল ড্যানেসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'রানা তুমি?' টগবগ করে ফুটছে যেন ড্যানেস। 'দারুণ খবর! একটু আগে ফোন করেছে সিসিও গোনজালিস। জিনা কিডন্যাপড। টাকা দেয়ার পরও ফিরে আসেনি মেয়েটা। এক্ষুণি চলে এসো হেডকোয়ার্টারে।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল রানার। টের পেল—আতঙ্কের স্রোতটা আবার উঠে আসছে শিরদাঁড়া বেয়ে।

'শুনতে পাচ্ছ, রানা?'

সংযত করল রানা নিজেকে।

'শুনছি। কিন্তু আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। বাস্টেড গিয়ারবক্স।'

'ও. কে.। একটা জীপ পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নাও!'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিল রানা। চলে এল ড্রইংরুমে।

'রানা...কোথায় চললে?'

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা। ঘুম ঘুম চোখ।

'ড্যানেস ডেকেছে এক্ষুণি ফোনে। বলছে, জরুরী কাজ। বেরোতেই হচ্ছে।'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল ব্রিজিতার। কি যেন ভাবছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না আর। ধীরে ধীরে ভিড়িয়ে দিল দরজা। অস্বস্তি বোধ করল রানা সোফায় বসে সিগারেট ধরাল একটা। ঠিক তিন মিনিট পর উঠে দাঁড়াল রানা।

বাইরে জীপের হর্ন শোনা যাচ্ছে।

দুই

প্রকাণ্ড চারকোনা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর বিরাট একটা সিটি ম্যাপ। ফ্লোরেন্সের। টেবিলটা ঘিরে বসে আছে চারজন লোক। রানা, ড্যানেস, লেফটেন্যান্ট বিয়াঙ্কা আর পুলিস চীফ হ্যামবার্ট। সবাই ঝুঁকে আছে ম্যাপের ওপর।

কথা বলে চলেছে ড্যানেস হফম্যান।

'...ভয় পেয়ে পুরো বিশলাখ ডলার দিয়ে দিয়েছে গোনজালিস। কিন্তু দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও ফিরে আসেনি ওর মেয়ে। এরপর ফোন করেছে ও আমাদেরকে।' বিয়াঙ্কার দিকে ঘুরল ড্যানেস, 'লেফটেন্যান্ট, জিনার গাড়িটার বড় সাইজের কয়েকটা ছবি তোলা দরকার এক্ষুণি। প্রত্যেকটা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে হবে ছবিটা। সারা শহরের লোকের কাছে পৌঁছাতে হবে গাড়ির খবর। কেউ গাড়িটার ব্যাপারে কিছু বলতেও পারে। চান্স নিচ্ছি একটা আমরা।'

'অলরাইট, বস্,' বলল বিয়াঙ্কা, 'আজই ছেপে দেব ছবিটা। শহরের সব রাস্তাগুলোও ব্লক করে দেব একঘণ্টার মধ্যেই। একটা মাছিও বেরোতে পারবে না ফ্লোরেন্স থেকে।'

হ্যামবার্ট অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লেন। বললেন, 'ড্যানেস, এখন কি করবে ভাবছ?'

'সিনর গোনজালিসের কাছে যাব, বস্। রানা আর বিয়াঙ্কাও থাকবে সাথে।'

'অলরাইট। রিপোর্ট কোরো আমাকে।'

ওরা তিনজন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। বেরিয়ে এল বাইরে।

জীপে এসে উঠতেই বিয়াঙ্কা বলল, 'জিনা গোনজালিস মারা গেছে—আমি শিওর। টাকা পেয়ে খুন করে ফেলেছে ওরা মেয়েটাকে। ইস্—বুড়োটা নোটগুলোর নম্বর টুকে রাখলেও কাজ হত।'

'দোষ নেই ওর,' বলল ড্যানেস। 'ওর জায়গায় আমি হলেও ঠিক একই কাজ করতাম। টাকা ওর কাছে কিছুই নয়। মেয়েটাকে ভীষণ ভালবাসত গোনজালিস।'

'আমার মনে হচ্ছে স্থানীয় লোকের কাজ এটা।'

'আমারও তাই ধারণা।' বলল ড্যানেস।

উৎকর্ণ হয়ে ওদের আলাপ শুনছে রানা। জিজ্ঞেস করল, 'কারণ?'

'দেখো—সিনেমায় যাবার আগে উইলোর কাছ থেকে একটা ফোনকল পেয়েছিল জিনা,' বলতে লাগল ড্যানেস। 'চেক করে দেখা গেছে, ভুয়ো ফোন

ওটা, আসল উইলো কস্মিনকালেও ফোন করেনি জিনাকে। দশ-বারো দিন ধরে ভেরোনায় আছে উইলো। তার মানে কিডন্যাপাররা উইলোর নামে ফোন করেছিল। দ্বিতীয়ত, লা প্যারগোলা ক্লাবে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ওরা জিনাকে। কেন? উইলোকে চিনল কি করে ওরা? লা প্যারগোলার মত একটা অখ্যাত ক্লাবে যাবার কথাই বা বলল কেন?'

'নির্জন জায়গায় ক্লাবটা,' বলল রানা। 'হয়তো কিডন্যাপের সুবিধার কথা ভেবেই অমন করেছিল ওরা।'

'মানলাম। কিন্তু নির্জন আরও অন্তত ত্রিশটা বিখ্যাত ক্লাব আছে ফ্লোরেন্সে। ওসবে যেতে পারত ওরা। ভেবে দেখো—বাইরের কোন ভূঁইফোঁড় দস্যুদল হলে উইলোকে চিনত না, প্যারগোলার মত ছোট্ট একটা ক্লাবের কথাও জানা সম্ভব হত না ওদের পক্ষে। এসব কারণে মনে হচ্ছে—যারাই কিডন্যাপ করে থাকুক জিনাকে, ফ্লোরেন্স সিটিকে ভাল করেই চেনে ওরা, জিনার বয়ফ্রেন্ডদের সম্বন্ধেও ভাল ধারণা আছে ওদের। তার মানেই ওরা স্থানীয় লোক, আটঘাট বেধেই প্ল্যান তৈরি করেছে।'

'ঠিক বলেছেন, বস্। আমারও তাই ধারণা।' বলল বিয়াঙ্কা।

'আচ্ছা, ড্যানেস,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা, 'রডনি লোবার বলে কাউকে চেনো তুমি?'

'রডনি লোবার?' ভুরু কুঁচকাল ড্যানেস। 'কোন্ রডনি লোবার? একজনকে চিনি...একটা কার ফ্যাক্টরির মালিক। সজ্জন লোক। সিসিও-লজের একটা অংশ ভাড়া নিয়ে অফিস করেছে। কিন্তু হঠাৎ ওর কথা কেন?'

ভেতর ভেতর চমকে গেল রানা। বলে কি! সিসিও-লজে রডনি লোবার! অনেক চিন্তা একসাথে ভিড় করতে চাইছে ওর মাথার মধ্যে। অনেক কিছুর অর্থ যেন আরেক রকম দাঁড়াতে চাইছে এখন। ড্যানেসের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। কারণ ছাড়াই। জাস্ট কৌতূহল।'

জীপটা এসে থামল সিসিও-লজের প্রকাণ্ড গেটের সামনে। বিনাবাক্যব্যয়ে গেট খুলে দিল গার্ড। ভেতরে ঢুকে পড়ল পুলিস জীপ।

প্রকাণ্ড অট্টালিকার গাড়ি-বারান্দায় জীপটা দাঁড়াতেই এগিয়ে এল বাটলার। বাটলারের পেছন পেছন ওরা উঠল এলিভেটরে। ঢুকেই বড় সানগ্লাসটা পরে নিল রানা। মাথার হ্যাটটা নামিয়ে দিল একটু সামনের দিকে।

চার্লির পেছন পেছন ওরা ঢুকল গোনজালিসের বেডরুমে। অ্যানটিক ফার্নিচার আর বইয়ে ঠাসা ঘরটা। দেয়ালের গায়ে শোভা পাচ্ছে মূল্যবান চিত্র। নোরমাকে দেখতে পেল না রানা কোথাও। আগের মতই বিছানার ওপর বসে আছে সিসিও গোনজালিস। গম্ভীর মুখ। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। ভুরু কুঁচকে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করল সে ভাল করে। তারপর বসতে বলল ইশারায়।

'বসো, ইয়ংম্যান ফ্রম পুলিস,' বলল গোনজালিস, 'কি খবর নিয়ে এলে? নিশ্চয়ই মারা গেছে জিনা, তাই না?'

'এখনও এরকম কোন খবর আমরা পাইনি, সিনর,' বলল ড্যানেস।

'আশা করছি জীবিতই ফিরিয়ে আনতে পারব আপনার মেয়েকে। আচ্ছা, একটা কথা, কাল যখন আমরা আপনার সাথে দেখা করেছিলাম তখন কিডন্যাপের খবরটা জানতেন আপনি?'

'জানতাম। কিন্তু ওরা হুমকি দিয়েছিল, পুলিসে জানালেই খুন করবে ওরা জিনাকে। তাই জানাবার সাহস হয়নি।'

'বুঝলাম। কখন শেষ দেখেছেন আপনার মেয়েকে?'

'শনিবার রাতে। সন্ধেয় বন্ধুর সাথে সিনেমায় যাবার প্ল্যান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ও। দু'ঘণ্টা পর ওর বন্ধুর ফোনকল পায় আমার সেক্রেটারি। লিলোর ফোন। লিলো জানায় এখনও সিনেমা হলে গিয়ে পৌঁছয়নি জিনা। এতে কোন দুশ্চিন্তা হয়নি আমার। কারণ, আমি জানি, আমার মেয়ের মনের কোন ঠিক নেই, যখন তখন মত বদলে ফেলে ও। তার ওপর জানলাম, উইলোর ফোন পেয়েছিল সে বেরোবার ঠিক আগে। ভাবলাম, উইলোর সাথেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ও কোথাও। রাত বারোটার কিছু পরে আরেকটা ফোন পেলাম আমি। কিডন্যাপারের ফোন। বিশ লাখ ডলার দাবি করল লোকটা। সোমবার সকালে জিনার হাতে লেখা একটা চিঠি পেলাম আমি। ওটাতে টাকা ডেলিভারির স্থান এবং সময়ের নির্দেশ পেলাম। দেখবে চিঠিটা?'

মাথা ঝাঁকাল ড্যানেস।

জিনার লেখা চিঠিটা বের করল গোনজালিস। তুলে দিল ড্যানেসের হাতে। রানার সামনে বসেই লিখেছিল জিনা চিঠিটা। অজান্তেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রানার বুক থেকে। কেমন যেন টনটন করছে বুকের ভেতরটা।

টেলিফোনে রানার দেয়া নির্দেশগুলো হুবহু আউড়ে গেল গোনজালিস এবার। মন দিয়ে সব কথা শুনে গেল ড্যানেস।

'ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখেই টাকা ভর্তি ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে দিয়েছি আমি রাস্তার ওপর,' বলল গোনজালিস। 'দাঁড়াইনি। সোজা চলে গেছি প্রিলসিপ সুপার মার্কেটে। ওখানে জিনার গাড়ির পাশে অপেক্ষা করলাম বেশ কিছুক্ষণ। সীটের ওপর একটা কার্ড দেখলাম। কার্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ফিরে এলাম বাড়িতে। বাড়িতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম ফিরে এল না জিনা, তখন বুঝলাম আর আসবে না ও। ফোন করলাম তোমাদের কাছে।'

গোনজালিসের হাত থেকে কার্ডটা নিল ড্যানেস। দুই সেকেন্ড নজর বুলিয়েই চোখ তুলল।

'যে লোকটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলেছিল, ওর চেহারা দেখেছেন আপনি?'

'না। একটা ঝোপের পেছনে লুকিয়ে বসে ছিল লোকটা। তাছাড়া দেখলেও মনে রাখা বা চিনে রাখা সম্ভব হত না আমার পক্ষে। চোখটা দারুণ খারাপ আমার। খালি রাস্তায় শুধু গাড়িটাই কোনমতে চালাতে পারি আমি।'

জিনার চিঠি আর কার্ডটা রেখে দিল ড্যানেস পকেটে।

'ওই ঝোপগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সিনর। যদি দয়া

করে আমাদের সাথে আসতে পারেন...'

মাথা নাড়ল গোনজালিস।

'সরি, ইয়ংম্যান। অসুস্থ আমি, তোমাদের সাথে যেতে পারব না এখন। একটা ম্যাপ এঁকে রেখেছি আমি তোমাদের কথা ভেবেই। ম্যাপটা দেখলে ঝোপের লোকেশনটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে তোমরা।' ড্যানেসের হাতে ভাঁজ করা একটা কাগজ ধরিয়ে দিল সে।

রানা আর বিয়াঙ্কার প্রতি ইশারা করল ড্যানেস। 'তোমরা দু'জনে মিলে চেক করে এসো জায়গাটা। আমি আরও কিছুক্ষণ থাকব এখানে। যাবার সময় তুলে নিয়ে যেয়ো আমাকে।'

বিয়াঙ্কার হাতে ম্যাপটা তুলে দিল ড্যানেস।

রানা আর বিয়াঙ্কা বেরিয়ে এল বাইরে। জীপে এসে উঠতেই বিয়াঙ্কা বলল, 'বুড়োটার নার্ভ দারুণ শক্ত। আমার মেয়েটা ওরকম হারিয়ে গেলে এতক্ষণে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম আমি। অথচ বুড়োটার কিছু হয়েছে বলে মনেই হলো না।'

কোন কথা না বলে স্টার্ট দিল রানা জীপে। দশমিনিটে পৌঁছে গেল ওরা সাউথবীচ রোডের পাশে সেই মাঠের ধারে। ঝটপট নেমে পড়ল বিয়াঙ্কা আর পেছনে বসে থাকা দুই সেপাই। ম্যাপ দেখে দেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের করে ফেলল ওরা বড় ঝোপটা। গাড়িটা সাইড করে রেখে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল রানা ওদের দিকে। ঝোপটার পাশে এসে দাঁড়াতেই একটা বিজাতীয় সুড়সুড়ি অনুভব করল সে পাকস্থলীতে, শ্বাস-প্রশ্বাস অজান্তেই দ্রুত হয়ে গেল ওর। কয়েকঘণ্টা আগে এখানে লুকিয়েই ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলেছিল সে!

বিয়াঙ্কা আর দুই সেপাই মিলে শুরু করল কাজ। বিয়াঙ্কা দুঁদে অফিসার—অল্পক্ষণেই বোঝা গেল।

'অলরাইট। এবার ফেরা যাক। অনেক কিছুই পাওয়া গেছে এখানে।' আঙুল তুলে দেখাল সে রানাকে, 'ঠিক এই জায়গাতেই বসেছিল লোকটা। দেখছেন, জুতোর ছাপ পড়ে গেছে কাদায়। প্লাস্টারে পরিষ্কার ছাঁচ তোলা যাবে এটার। হিলওয়ালা জুতো ছিল লোকটার পায়ে। আর এই যে দেখুন, সিগ্রেটের পোড়া টুকরো। তার মানে এখানে বসে সিগ্রেট খেয়েছে লোকটা। চেস্টারফিল্ড সিগ্রেট। অবশ্য এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, যতক্ষণ না আমরা প্রমাণ করতে পারছি যে সবসময়ই হিলওয়ালা জুতো পরে লোকটা এবং সবসময়ই চেস্টারফিল্ড সিগ্রেট খায়। রাইট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। রাইট।

কি মনে করে মাঠের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল বিয়াঙ্কা। রানাও চলল ওর পেছন পেছন। একটা জায়গায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বিয়াঙ্কা। ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

'দেখুন, গাড়ির চাকার দাগ পড়েছে এখানে। তার মানে গাড়ি নিয়ে এসেছিল লোকটা।'

'ঠিক।'

'কোন ব্যাখ্যা আসছে আপনার মাথায়?'

মুখ খুলতে হলো রানাকে এবার।

'দেখুন, চারটে টায়ারের ছাপই স্পষ্ট পড়েছে এখানে। কিছুটা তেলও পড়ে আছে মাটিতে। তার মানে গিয়ার অয়েল বা মোবিল লিক করছিল গাড়ি থেকে। তাই না?' মাথা ঝাঁকাল বিয়াঙ্কা। মাটির দিকে আবার লক্ষ করল রানা। ড্যানেসের সন্ধানী চোখে যেসব চিহ্নগুলো ধরা পড়বে সেগুলো দেখে নিল সে ভাল করে। তারপর ঘুরল বিয়াঙ্কার দিকে।

'চাকার দাগের দূরত্ব থেকে মোটামুটিভাবে গাড়িটার আকৃতি সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি আমরা। ওখানে জুতোর ছাপের গভীরতা থেকে লোকটার ওজন সম্বন্ধেও কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। কিছুটা তেল পড়ে আছে মাটিতে—তারমানে এঞ্জিনে গোলমাল আছে গাড়ির। টায়ারের থ্রেডের দাগ ভালভাবে পড়েনি—তারমানে, টায়ারগুলো পুরানো, অনেক দিনের ব্যবহারে থ্রেডগুলো ক্ষয়ে গেছে। ঠিক না?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা বিয়াঙ্কার দিকে। দেখল—প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে বিয়াঙ্কা। মাথা ঝাঁকাল।

তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে নিল বিয়াঙ্কা জায়গাটা। লক্ষ করল কোনদিক থেকে এসেছে গাড়িটা, গেছে কোন্‌দিকে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল গাড়িটা, সেখানে আরেক টুকরো চেস্টারফিল্ড পাওয়া গেল।

'হুঁ, অনেক কাজ বেড়ে গেল আমার—কমপক্ষে আরও একঘণ্টা থাকতে হবে আমাকে এখানে, বলল বিয়াঙ্কা। 'কিন্তু সিনর ড্যানেসের কাছে গাড়ি নিয়ে যাবে কে?'

'আমি,' বলল রানা। তারপর বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল পুলিস জীপে। সিসিও-লজের দিকে ছুটে চলল জীপ।

ভাবছে রানা। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটে যাচ্ছে আজকের সব ব্যাপার স্যাপার। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—হন্যে হয়ে রানাকেই খুঁজে বেড়াবে এখন পুলিস। নানান সূত্র ধরে ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে আসবে রানার দিকে। সব ঘটনাবলী আর সূত্রগুলো নির্দেশ করছে তারই দিকে। দুঃস্বপ্নের ঘোরে পড়ার মত অবস্থা হয়েছে রানার। আশ্চর্য! কিডন্যাপার ছাড়া তৃতীয় কোন পক্ষের অস্তিত্বের কথা কেউ বিশ্বাসই করবে না এক্ষেত্রে। তার মানে গত রাতে ঠিকই বলেছিল রডনি লোবার। সবাই এখন ধরে নেবে, আর কেউ নয়—কিডন্যাপাররাই খুন করে গুম করে ফেলেছে জিনার লাশ। আসল খুনীর কথা কল্পনাতেও আসবে না কারও। গ্যারেজে ঢুকিয়ে রাখা মরিস ম্যারিনার কথা মনে পড়ল রানার। শিউরে উঠল সে। কেমন আছে লাশটা এখন?

সিসিও-লজের গেটের সামনেই পেয়ে গেল রানা ড্যানেসকে। হাতে একটা ব্রীফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ব্রীফকেসটার দিকে তাকাতেই চমকে উঠল রানা। সেই ব্রীফকেসটা! এটা কোথায় পেল ড্যানেস? তবে কি ফাঁস হয়ে গেছে সবকিছু ইতোমধ্যেই? টাকা ভর্তি সেই ব্রীফকেসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানেস। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানা

ব্রীফকেসটার দিকে।

চমক ভাঙল ওর একটা গাড়ির শব্দে। জীপের পেছনেই থেমে গেছে একটা গাড়ি। সিসিও-লজের গেটটা খুলে যাচ্ছে। তার মানে ভেতরে ঢুকবে গাড়িটা। পেছনে তাকাল রানা, তাকিয়েই চমকে উঠল আবার। সেই কালো রঙের র‍্যালিয়ান্ট রবিন। একজন আরোহী। নেমে পড়েছে ও রাস্তায়। আরোহী আর কেউ নয়—রডনি লোবার!

'হ্যাল্লো, ড্যানেস! এখানে কি? গ্যাংস্টার খুঁজছ?' হাসি মুখে জানতে চাইল লোবার।

হাসল ড্যানেস। বাড়ানো হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'তা নয় তো কি? এছাড়া আর কোন কাজ আছে নাকি আমার!'

'গুড। আমার অফিসে চলো। সিসিও-লজের চারতলায় অফিস করেছি।'

'উঁহুঁ। সময় নেই, ব্রাদার। কাজে ঘুরছি এখন।'

রানা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। রানার দিকে ঘুরল রডনি লোবার। চার চোখের মিলন হলো কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। কোন ভাবান্তর হলো না লোবারের চেহারায়। ড্যানেসের দিকে তাকাল।

'এই হ্যান্ডসাম রজার মূরটা কে হে?'

জোরে হেসে উঠল ড্যানেস।

'রানা। আমার বন্ধু এবং সহকর্মী। বাঙালী। আর রানা, ও হচ্ছে রডনি লোবার। বিজনেস ম্যাগনেট। আমার বিশেষ বন্ধু।'

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, সিনর সেইন্ট!'

কিছু না বলে হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। একটু হিংস্র হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল লোবারের দৃষ্টিটা। জোরে ওর হাতটা চেপে ধরেই ছেড়ে দিল রানা।

'তোমার সেই দৈত্যটা কোথায় হে?' জিজ্ঞেস করল ড্যানেস জীপে উঠতে উঠতে।

'লিমবোর কথা বলছ?' দাঁত বেরিয়ে পড়ল লোবারের, 'ঘর কাঁপিয়ে ঘুমাচ্ছে নিশ্চয়ই। অনেক রাত পর্যন্ত খেটেছে কাল। চললে নাকি, অফিসটা দেখে যাবে না? আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে আরেক দিন। সি ইউ!' রানার দিকে ফিরে নিচু গলায় বলল, 'শো ইউ!'

জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল রানা জীপে। র‍্যালিয়ান্ট রবিন ঢুকে যাচ্ছে সিসিও-লজে। হাত নেড়ে ড্যানেসকে টা টা করতে ভুল হলো না লোবারের।

'কিছু পেলে এখানে?' জীপটা স্টার্ট দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

লোবারের অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণটা বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। ভুলেই গেছে সে ব্রীফকেসের কথাটা।

'জিনিসের মধ্যে পেয়েছি এই ব্রীফকেসটা। ঠিক এরকম একটা ব্রীফকেসে ভরেই কিডন্যাপের টাকা দিয়েছিল গোনজালিস। একই রকম দুটো ব্রীফকেস ছিল ওর। এই ব্রীফকেসটার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেব আমরা সব পত্রিকায়।

কিডন্যাপাররা টাকাগুলো রেখে ওই ব্রীফকেসটা ফেলে দিতে পারে যেখানে সেখানে। কপাল ভাল হলে আঙুলের ছাপ পেয়ে যেতে পারি আমরা ওটায়। কি বলো?'

'ঠিক।'

'চীফের সঙ্গে আলাপ করে সব পত্রিকার সাথে যোগাযোগ করতে হবে এখন। লা প্যারগোলা ক্লাবে যাবার সময় লাল জ্যাকেট ছিল জিনার গায়ে। ওখান থেকে বেরোবার পর কেউ দেখে ফেলতে পারে ওকে। কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মনে মনে বলল—ও লাইনে হবে না, ব্রাদার। লাল জ্যাকেট গায়ে কেউ দেখেনি ওকে। পোশাকটা পুরো পাল্টে গিয়েছিল ওর। আর মাথায় ছিল নীল উইগ।

কিছুক্ষণ পর পুলিস হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেল ওরা।

সোজা ঢুকে পড়ল ওরা হ্যামবার্টের অফিসরূমে। অল্প কথায় ওকে রিপোর্টটা জানাল ড্যানেস। টাকা ডেলিভারি দেয়ার জায়গায় কি কি পাওয়া গেছে বলল রানা।

কিছুক্ষণ ভাবলেন হ্যামবার্ট।

'অলরাইট, লাঞ্চ এডিশনে সব পত্রিকায় গাড়ি আর ব্রীফকেসের ছবিসহ বেরিয়ে যাক খবরটা। রেডিও আর টেলিভিশনের সাথে যোগাযোগ করছি আমি। মনে রেখো—কিডন্যাপের ব্যাপারটা এখন থেকে পাবলিক নিউজ। নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে হলে আমাদের যেমন করে হোক ধরতেই হবে কিডন্যাপারকে। রানা···যোগ্যতা প্রমাণ করবার এই একটা মস্ত সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। কি মনে করো, পারবে জিনাকে উদ্ধার করতে?'

'লেট আস্ হোপ ফর দা বেস্ট,' বলল রানা। এরপর ড্যানেসের দিকে ঘুরল সে। 'ড্যানেস, সিসিও গোনজালিসের সাথে আলাপ করার সময় ওর স্ত্রীকে দেখেছ তুমি?'

'দেখিনি। গোনজালিস বলছে, ও নাকি বিছানা নিয়েছে।'

'বিছানা নিয়েছে?' একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোল হ্যামবার্টের মুখ থেকে। 'নোরমার মত মহিলা কোন কারণে বিছানা নেবে—একথা ভাবতেও পারি না আমি।'

'কাল রাতে জিনার অপেক্ষা করতে করতে নাকি ভেঙে পড়ছিল ও,' বলল ড্যানেস। 'ডাক্তার ডেকেছিল ওরা। সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

গলাটা শুকনো ঠেকল রানার। বলল, 'ডাক্তার নিজে বলেছে একথা? চেক করে দেখেছ তুমি?'

একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ড্যানেস। ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল ওর।

'ওকে নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবছ তুমি, রানা?'

'না। তেমন কিছুই ভাবছি না। তবে ভয় পেয়ে ভেঙে পড়াটা ওর চরিত্রের সাথে ঠিক যেন খাপ খায় না।'

'যাকগে। ও ভয় পাক বা না পাক—কিছুই আসছে যাচ্ছে না আমাদের। এখন ফটোগুলো কপি করতে হবে ঝটপট। প্রত্যেক রিপোর্টারকে দিতে হবে এক কপি।'

'ঠিক। এক্ষুণি কাজ শুরু করা দরকার,' বললেন হ্যামবার্ট, 'রানা, সাংবাদিকদের সামলাতে হবে তোমাকেই। রাজি?'

হাসল রানা। 'রাজি। উইথ প্লেজার।'

উঠে পড়ল সে। সোজা এসে ঢুকল ওর জন্যে তাড়াহুড়ো করে পারটেক্সের পার্টিশান দিয়ে তৈরি ছোট্ট অফিসরুমে।

বাকি কয়েকটা ঘণ্টা কাটল রানার ভয়ানক ব্যস্ততার মাঝে। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার পর মুহূর্তেই বেজে উঠছে আবার। দশটার মধ্যেই ভিজিটর্সরুম জমজমাট হয়ে গেল রিপোর্টারদের ভিড়ে। উচ্চহাসি, সিগারেটের ধোঁয়া আর তর্কে ভরে গেল গোটা হলরুমটা।

বিয়াঙ্কা আর রানা মিলে প্রত্যেক রিপোর্টারকে দুই কপি করে ছবি বুঝিয়ে দিল। সাড়ে দশটার মধ্যেই পাতলা হয়ে গেল ভিড়। গরম খবর নিয়ে ছুটল সবাই নিজ নিজ পত্রিকা অফিসে। হাঁপ ছাড়ল রানা।

নিজের অফিসে ফিরে এসে আয়েশ করে সিগারেট ধরাল সে একটা। দু'কাপ কফি শেষ করল দশমিনিটের মধ্যেই। নতুন সিগারেটের জন্যে প্যাকেটটার দিকে হাত বাড়াতেই আবার বেজে উঠল টেলিফোন। বিরক্তচিত্তে রিসিভার তুলল রানা।

ব্রিজিতার ফোন। উৎকণ্ঠিত গলা ওর।

'রানা, গাড়ির চাবিটা হারিয়ে ফেলেছি আমি। বাইরে বেরোব এখন। চাবিটা তুমি নিয়েছ?'

গাড়ি!

কয়েকঘণ্টার ব্যস্ততার মাঝে গাড়ির কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। একবারও মনে হয়নি ওর বুটের ভেতরের জিনিসটার কথা।

'তোমাকে বলার সময় পাইনি, ব্রিজিতা,' বলল সে, 'গাড়িটা চালানো যাবে না। গিয়ারবক্সটা বার্স্ট হয়ে গেছে।'

'কি করব এখন আমি? কাজ রয়েছে আমার বাইরে। অনেক কাজ। ঠিক করা যাবে না এটাকে? গ্যারেজ থেকে কোন মেকানিক ডেকে নিয়ে আসব?'

'না। একটা গ্যারেজের সাথে কথা হয়েছে আমার। বাড়িতে এসে কাজ করবে ওরা। দু'সপ্তাহের আগে ঠিক হবে না। ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তুমি। গাড়ির কথা ভুলে যাও এখন কিছুদিনের জন্যে। অলরাইট?'

'অলরাইট।'

রিসিভার রেখে দিল সে। ঘড়ির দিকে তাকাল।

নোরমার সাথে দেখা করতে হবে একবার। যেভাবেই হোক। সম্ভব হলে রডনি লোবারের সাথেও।

উঠে পড়ল রানা। অফিস থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল সে হুডিনি

ফেলাসিকে। চট্ করে চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল রানা—যেন দেখতেই পায়নি ওকে। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পারল সে, হুডিনির দুটো চোখ লক্ষ করছে তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

তিন

সিসিও-লজের প্রকাণ্ড গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটা কালো রঙের ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল রানা ট্যাক্সি থেকে।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে নিগ্রো সেন্ট্রি। গেটটা খুলে দিতে দিতে বলল, 'বড় কর্তা নার্সিং হোমে চলে গেছেন, সিনর।'

তার মানে বাড়িতে নোরমা ছাড়া কেউ নেই। সুখবর।

'সিনোরিনার সাথে দেখা করব,' বলল রানা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। খোয়া বিছানো রাস্তার দু'পাশে ঝাউ-এর সারি। কিছুদূর এগিয়ে তীক্ষ্ণচোখে চারদিকটা দেখে নিল রানা একবার। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্রেতপুরীর মত নির্জন মনে হচ্ছে গোটা এলাকাটা। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে সিসিও-লজের দিকে।

কাছাকাছি এসেই হঠাৎ ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল রানার। সশস্ত্র প্রহরী। দুই মানুষ উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইনের সারি। তারই একটার আড়ালে অটোমেটিক রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড। না দেখার ভান করে এগিয়ে চলল রানা। খানিক বাদে বেশ কিছুটা দূরে আরেকজন প্রহরীর ছায়া দেখতে পেল সে।

হঠাৎ চারতলার খোলা জানালায় বীভৎস একটা মুখ দেখতে পেল রানা তিন সেকেন্ডের জন্যে। একরাশ থুথু ফেলেই সরে গেল লোকটা। লিমবো। রডনি লোবারের অনুগত সঙ্গী। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বেশ জাঁকিয়েই বসেছে এখানে রডনি লোবার। গোনজালিস বলেছিল নোরমার পরিচিত এক লোককে ভাড়া দেয়া হয়েছে চারতলাটা। লোবার কি তাহলে নোরমার লোক? নোরমা জড়িত আছে রেড ড্রাগনের সাথে? জিনার মৃত্যুর সাথেও?

সরাসরি গাড়ি বারান্দার দিকে না গিয়ে সরু একটা রাস্তা ধরে বাড়ির পেছনে চলে এল রানা। পেছনে, বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ব্যারাকের মত কতগুলো ছোট ছোট ঘর। সম্ভবত চাকর-বাকরদের কোয়ার্টার। ওদিকেও লোকজনের কোন সাড়াশব্দ নেই।

কিচেনের পাশ দিয়ে একটা সুইপার-সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা তেতলা হয়ে একেবারে চারতলা পর্যন্ত। নিঃশব্দ পায়ে চলে এল রানা সিঁড়ির কাছে। দ্রুতপায়ে উঠতে শুরু করল উপরে।

দোতলায় উঠেই দরজাটা খোলা পেল রানা। সামনে একটা প্যাসেজ। ফাঁকা। একটা ঘরের দরজা আধখোলা দেখে ঢুকে পড়ল

ভেতরে।
কেউ নেই। জিনার একটা বিরাট ছবি ঝুলছে দেয়ালে। হাসছে জিনা। সাগরতীরের ছবি। একেবারে জীবন্ত। কিছুক্ষণের জন্যে অপলকে তাকিয়ে রইল রানা ছবিটার দিকে। এই মুহূর্তে কোথায় কিভাবে রয়েছে জিনা মনে পড়ল ওর। কেমন যেন টনটন করে উঠল বুকের ভেতরটা।
নিঃসন্দেহে জিনার বেডরূম এটা। দু'তিন দিনের মধ্যে কেউ স্পর্শ করেনি বিছানাটা—একনজরেই বোঝা যায়। বেডসাইড টেবিলে পড়ে আছে একটা বই—তার ওপর পাতলা ধুলোর আস্তরণ। থ্রিলার। বইটা হাতে তুলে নিল রানা। ভেতরের পাতায় লাল কালিতে লেখা রোমান হরফগুলো স্পষ্ট পড়তে পারছে সে। 'সেইন্ট, তোমাকে জিনার উপহার।' বইটা প্রেজেন্ট করতে চেয়েছিল সে। রেখে দিল রানা বইটা। মনে মনে বলল—প্রতিজ্ঞা করছি, জিনা, প্রতিশোধ নেব।
ঘর থেকে বেরিয়ে এবার আর সুইপার'স্ স্টেয়ারকেসের দিকে গেল না রানা, পা বাড়াল সিঁড়িঘরের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সে তেতলায়। লোকজন সব গেল কোথায়? কারুর ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। অথবা হয়তো ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে ওরা, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবে। করবেই তাতে সন্দেহ নেই রানার। তিনতলার প্রত্যেকটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে। এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাতে করে রডনি লোবারের স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া যায় পুলিসের কাছে। নিরাশ হয়ে উঠে এল সে চারতলায়।
মোটমাট আটটা ঘর চারতলায়। বারান্দা, প্যাসেজ সব তেতলার মতই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘরে উঁকি দিয়ে লক্ষ করার মত কিছুই পেল না সে। চতুর্থ ঘরের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। কথা হচ্ছে ভেতরে। চট্ করে সেঁটে গেল সে দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে। হিঞ্জের ফাঁকে চোখ রাখল।
একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছে দু'জন লোক। সিক্কোকে চিনতে পারল রানা। নাকে ছোট্ট প্লাস্টার। দ্বিতীয়জনের খালি গা। পেটে এক ইঞ্চি চওড়া ব্যান্ডেজ। সম্ভবত ডিসিকা। গতরাতে একেই ছুরি মেরেছিল সে। তৃতীয়জন বসে আছে রানার দিকে পেছন ফিরে। দেখা যাচ্ছে না চেহারাটা। কিন্তু আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না—লোবার। কান খাড়া করল রানা। ভালমত শোনা যাচ্ছে না কিছুই। শুধু 'পেনথিডিন' আর 'এ্যামফিটামিন' শব্দ দুটো কানে এল ওর। ড্রাগ এগুলো। বেআইনী ড্রাগ।
বাঁ দিকে লাফ দিল রানা। কিন্তু বাড়িটা ফসকাল না। মাথায় না পড়ে সোজা এসে পড়ল ডানকাঁধে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মাটিতে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। পড়তে পড়তেই ডান পা-টা চালাল পেছন দিকে। পেছনের লোকটার উরুর ওপর পড়ল লাথিটা। ঝট্ করে চিৎ হয়ে গেল রানা 'আলী ইনোকি' লড়াইয়ে ইনোকির ভঙ্গিতে। সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে লিমবো। পরনে একটা হাফ প্যান্ট। রোমশ শরীর নগ্ন। মোটা এক ডাণ্ডা তুলছে মাথার ওপর। এক আঘাতেই চৌচির হয়ে যাবে রানার মাথা।

'আহা-হা, করো কি, করো কি!' লোবারের বিদ্রূপ ভরা কণ্ঠ ভেসে এল। 'ছাতু হয়ে যাবে তো মাথাটা। তাহলে আর ভদ্রলোক আমাদের বিরুদ্ধে খাটাবেন কি?'

'আড়ি পেতে শুনছিল সব কথা!' কর্কশ স্বরে বলল লিমবো।

'উচিত হয়নি,' কৌতুকের সুরে বলল লোবার। 'মহামান্য অতিথিকে এভাবে অভ্যর্থনা জানানো উচিত হয়নি তোমার। তোমাকে তো বলেছি, এর সাথে কথা আছে আমার। অবশ্য তোমাকেও দোষ দেয়া যায় না তেমন। গতরাতে ওর হাতে মার খেয়ে মাথা ঠিক না থাকাটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক।'

খ্যাঁক খ্যাঁক করে নোংরা দাঁত বের করে হাসল লিমবো। তার পর চুলের মুঠি ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল রানাকে। চট্‌পট্ দেখে নিল রানার কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা। না পেয়ে একটু অবাকই হলো সে। লোবারের ইশারায় সবাই ঢুকে পড়ল ঘরে। হিড়হিড় করে রানাকে টেনে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল লিমবো। বসে রইল রানা। ডান হাতটা অবশ হয়ে গেছে।

গম্ভীর স্বরে কথা বলল রডনি লোবার।

'আপনার আগমনের হেতুটা আঁচ করতে পারছি, সিনর রানা। বুঝতে পারছি, তেতলাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেই এসেছেন আপনি চারতলায়। তাই না? কিন্তু দুঃখিত, সিনর রানা—আপনাকে খুশি করার মত কিছুই রাখতে পারিনি আমরা। নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহের একান্ত ইচ্ছে ছিল আপনার? তাই নয় কি?'

জবাব দিল না রানা।

'অনধিকার প্রবেশ যারা করে তাদের জন্যে গার্ডের ব্যবস্থা আছে সিসিও-লজে,' বলে চলল রডনি লোবার, 'অথচ আপনাকে কেউ বাধা দেয়নি। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন কারণটা? আপনাকে আশা করছিলাম আমরা। হয়তো সেটা জেনেই নিরস্ত্র অবস্থায় ঢুকেছেন আপনি এখানে। আপনার সাথে জরুরী কয়েকটা কথা আছে আমার।'

এবার মুখ খুলল রানা। 'সিনর রডনি লোবার, ভুলে যাবেন না আমি পুলিসের লোক। আমার সাথে সাবধানে কথা বলা উচিত। অফিসের নির্দেশে মিসেস নোরমা গোনজালিসের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল লোবারের। 'এবং নিতান্তই ভুলক্রমে জমাদারের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে, তেতলাটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করে চারতলায় উঠে এসেছেন নোরমা গোনজালিসের খোঁজে! ওই কিডন্যাপ কেসের ব্যাপারেই খোঁজখবর করতে এসেছিলেন নিশ্চয়ই? কি, ঠিক বলিনি? তা কতদূর এগোল আপনাদের তৎপরতা?'

রানা বুঝল, কিছুই অজানা নেই লোকটার। চুপ করে রইল।

'বলবেন না? দাঁড়ান। আমিই জেনে নিচ্ছি।'

টেবিলের ওপর থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল

লোবার। কিছুক্ষণ পর কথা বলল সে।

'হ্যালো···পুলিস চীফকে চাই।··· কে? ও···হ্যামবার্ট?···আয়্যাম রডনি লোবার। হোয়াট্‌স দা নিউজ? মানে, ওই কিডন্যাপের ব্যাপারে।···সার্চে ন্যামবে? ভেরী গুড।···এখনও ক্লু পাওনি?···হুঁ, ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড। আমিও ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছি, দোস্ত। আমার ক্লোজেস্ট নেবার···তা খবর পেলেই জানিয়ো।···অলরাইট। রাখছি এখন।'

ফোনটা রেখে রানার দিকে তাকাল লোবার বাঁকা চোখে। ক্ষমতার দম্ভ ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর দু'চোখ থেকে। রানা বুঝল, ফোনটা আর কিছুই নয়, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া, 'দ্যাখোহে ছোকরা, আমার ক্ষমতা কত!'—অর্থাৎ এটা পরোক্ষ সতর্কবাণী। এবার কাজের কথায় আসবে লোবার।

'সিনর রানা, স্বীকার করছি আপনি পুলিসের লোক। কিন্তু অন্য একটা পরিচয়ও কি আপনার নেই?' লোবারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, 'আমরা জানি ঘৃণ্য এক স্পাই আপনি। বাংলাদেশের অপারেটর। পুলিসের চাকরিটা আপনার কাভার।'

তিন সেকেন্ড থামল রডনি লোবার।

'সিনর রানা, ইটালী পুলিস যদি আপনার এই পরিচয়টা জানতে পারে তাহলে কি রি-অ্যাকশনটা হবে ভেবেছেন? কিংবা সংবাদপত্রে যদি বেরোয় ব্যাপারটা? ওফ্—ইটালীর পুলিস বিভাগে বিদেশী স্পাই! আই. পি.-র ছদ্মবেশে! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, খুব একটা সুখকর অবস্থায় নেই এখানে আপনি?'

কথাটা সত্য, জানে রানা। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী স্পাইকে সহ্য করে না কোন দেশ।

'বাজে বকছেন। কাজের কথায় আসুন, সিনর লোবার। আমার এ পরিচয়ের কোন প্রমাণ নেই। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না একথা। আপনার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হিসেবে ধরে নেবে সবাই ব্যাপারটা।'

'ঠিক ধরেছেন। কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে। বাংলাদেশ চিনবেই না আপনাকে। আপাতদৃষ্টিতে আপনি দেশ থেকে বিতাড়িত এক জালিয়াত ছাড়া কিছুই নন।' লোবারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর। 'আমাদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ রেড ড্রাগনের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে, সিনর রানা? আমরা জানি নেই। কিছুই নেই আপনার হাতে, আমার হাতেও। শুধু দু'জনে আমরা দু'জনকে হাড়ে হাড়ে চিনি। কি বলেন? সুতরাং এই অবস্থায় একটা চুক্তিতে আসতে পারি আমরা। পারি না?'

কিছু বলল না রানা। রডনি লোবারের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছে না সে। এতকথা বলার মানে কি? কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে ওর।

'সিনর রানা, অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গেছেন আপনি আমাদের হাত থেকে। দ্বিতীয়বার আঘাত হানবার ইচ্ছে বা উপায় আমাদের নেই। অনেক ভেবেচিন্তে সাজিয়েছিলাম আমরা রঙ্গমঞ্চ, অনেক যত্নে তৈরি করেছিলাম

নাটক—আত্মহত্যার করুণ সিকোয়েন্স। সব ভণ্ডুল করে দিয়ে ক্লীন বেরিয়ে গেছেন আপনি। কিন্তু এখনও সুতো কিছুটা রয়ে গেছে আমাদের হাতে। ইচ্ছে করলেই ধরিয়ে দিতে পারি আমরা আপনাকে পুলিসের হাতে। সেটা করছি না কেন জানেন? কারণ আপনাকে সরাসরি পুলিসে ধরিয়ে দিলে আমিও বিপদে পড়ব। আমার পরিচয় তখন আর গোপন রাখা সম্ভব হবে না। আপনার অনেক কথাই বিশ্বাস করবে পুলিস। ফলে গা-ঢাকা দিতে হবে আমার।' একটা সিগারেট ধরাল রডনি লোবার। 'সিনর রানা, আমাদের জন্যে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন আপনি। আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর দুঃসাহসকে শ্রদ্ধা করি আমরা। আপনাকে এভাবে আমাদের পেছনে লেগে থাকতে দিতে পারি না আমরা। আপনার-আমার উভয়ের মঙ্গলের জন্যেই খানিকটা কলঙ্কের কালি মাখতে হবে আপনাকে।'

'হেঁয়ালি রেখে আসল উদ্দেশ্যটা ঝেড়ে ফেলুন, সিনর লোবার। কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন।' ঘড়ি দেখল রানা।

'আপনাকে কাজ করতে হবে আমাদের হয়ে।' ঘোষণা করল রডনি লোবার। 'ছোট্ট কাজ। কিন্তু এমনই, যে একবার করলেই দাগ লেগে যাবে আপনার গায়ে। কিছু না, সিসিলিতে যেতে হবে আপনাকে। ওখানে একজন লোক আপনার হাতে দেবে ছোট্ট দুটো প্যাকেট। ওই প্যাকেটগুলো নিরাপদে এখানে পৌঁছে দিতে হবে আপনার।' ধোঁয়া ছাড়ল লোবার। 'কালকেই যেতে হবে সিসিলি। বিনিময়ে আপনার মাথার ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ড তুলে নেব আমরা। যদি কিডন্যাপ কেসের ব্যাপারে খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব আমরা। দরকার হলে লুকিয়ে রাখব আপনাকে। এমন এক জায়গায় যে পুলিসের সাধ্য নেই আপনাকে খুঁজে বের করে। কিছুদিন পর একটা জাল পাসপোর্ট নিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে যেতে পারবেন আপনি ইটালী থেকে।'

'প্যাকেট দুটোতে নিশ্চয়ই বেআইনী মাল থাকবে?'

'প্রশ্ন আমি ভালবাসি না, সিনর রানা। শুধু জেনে রাখুন, পুলিসের নজর এড়িয়ে চলতে হবে আপনাকে। আপনি পুলিসের লোক। এই সুবিধেটা কাজে লাগাতে পারবেন আপনি—সেই জন্যেই দেয়া হচ্ছে সুযোগটা আপনাকে।'

'বুঝলাম।' ডান কাঁধটা ডলতে ডলতে বলল রানা, 'মনে হচ্ছে আপনার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় নেই আমার। যাই হোক, শুনলাম আপনার কথা, সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে আমার, একটু ভেবে দেখে তারপর জানাব। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?'

'কি প্রশ্ন?'

'আপনার জানা আছে, খুন হয়েছে জিনা। আপনি জানেন আমি খুন করিনি ওকে। আমি জানি আপনারাও করেননি। তাহলে কে করল কাজটা?'

হা হা করে হেসে উঠল লোবার প্রশ্ন শুনে।

'পুলিস বলবে, আপনি। একটা খুনের দায় এখন আপনার ঘাড়ে, সিনর রানা। বড্ড নাজুক অবস্থা আপনার। প্রথমে কিডন্যাপ, পরে খুন। ভয়ানক

শক্ত চার্জ। কি বলেন? আমাদের সাহায্য এখন খুবই দরকার আপনার।'

'আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।' গম্ভীর রানা।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, খুন আমরা করিনি,' বলল রডনি লোবার। 'আর আপনার এ অনুমানটাও সঠিক, যে খুনের পরিকল্পনার কথা জানা ছিল আমার আগে থেকেই। তা নইলে আপনাকে ফাঁসাবার মতলব আঁটতে পারতাম না সবই জানা ছিল আমার—কে খুন করবে, কেন খুন করবে, কিভাবে খুন করবে—সব। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন, গতরাতে যদি কেউ খুন হয়ে থাকে, তার লাশটা দেখবারও সময় পাইনি আমরা। হাতে সময় ছিল না।'

'মিছেমিছি কথা বাড়াচ্ছেন আপনি, সিনর লোবার,' বলল রানা। 'আমি জানতে চাইছি…'

'খুনীর পরিচয়—এই তো? জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই, সিনর রানা—কিন্তু আপনি সিসিলি থেকে ফেরার পর। তার আগে নয়।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল লোবার। রানা চুপ করে আছে দেখে আবার মুখ খুলল।

'একঘণ্টা সময় পাচ্ছেন আপনি। একঘণ্টার মধ্যে আপনার সিদ্ধান্তটা জানতে চাই আমি। জেনে রাখুন—রাজি না হলে ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে পড়বেন আপনি। কেউ বাঁচাতে পারবে না আপনাকে। আশা করি, একঘণ্টার ভেতরেই আপনার একটা ফোন পাব আমি। ফোন না পেলে বুঝব, আপনি শত্রুতাই চাইছেন আমাদের। অল রাইট?'

উঠে দাঁড়াল রানা। হাতের ব্যথাটা কমে গেছে এখন। বলল, 'এবার যেতে পারি?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল লোবার।

ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রানা কামরা থেকে। বাধা দিল না কেউ।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে দোতলায়।

গোনজালিসের ঘরে উঁকি দিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না রানা। পাশের কামরাটা ড্রইংরুম আন্দাজ করে এগোল। ভারী পর্দা ঝুলছে দরজায়। পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর। হাতে একটা ম্যাগাজিন। সোফায় বসে আছে নোরমা। সিগারেট পুড়ছে দু'আঙুলের ফাঁকে। পরনে হালকা, নীল রঙের স্কার্ট। চোখ তুলেই চমকে উঠল সে রানাকে দেখে। দু'চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়। কিন্তু অভিনেত্রী বটে!—মুহূর্তে সামলে নিল সে নিজেকে। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে রানার মুখের দিকে। যেন চেনেই না।

'হ্যাল্লো!' এগিয়ে গেল রানা, 'মনে আছে আমাকে?'

কোন ভাবান্তর হলো না নোরমার চেহারায়। একটা ভ্রূ বেঁকে গেল একটু।

'তোমাকে মনে রাখা উচিত?' বলল নোরমা। 'কি চাও?'

বসে পড়ল রানা নোরমার মুখোমুখি। বলল, 'জিনাকে খুঁজছে পুলিস।'

ছাই ঝাড়ল নোরমা সিগারেটের।

'কি হয়েছে ওর? ফিরে এল না কেন?'

বাঁকা করে হাসল রানা। 'তুমি জানো না কেন?'

'না। ওর খবর জানার কথা তোমার। টাকা ছিল তোমার কাছে। টাকাটা দিয়েছিলে ওকে?' ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর তুলে দিল নোরমা। 'শুনলাম—পুলিস নাকি ধারণা করছে, টাকাটা পুরো মেরে দিয়ে জিনাকে খুন করেছে গুণ্ডারা।'

নোরমার এই নির্বিকার ভঙ্গি দেখে ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল রানা।

'সম্ভবত ঠিকই ভাবছে পুলিস। কারণ, সত্যিই খুন করা হয়েছে জিনাকে।' রানা লক্ষ করল একথায়ও কোনই প্রতিক্রিয়া হলো না নোরমার মধ্যে। 'সিনোরিনা, তোমার বিপদটা এবার টের পাচ্ছ নিশ্চয়ই? ফেঁসে যাবে তুমি এবার।'

'কারণ?'

'জিনাকে অপহরণের ওই প্ল্যানটা ছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার।'

ক্রূর হাসল নোরমা। 'তুমি ছাড়া একথা কেউ বিশ্বাস করবে না, রানা। শুধু মুখের কথায় কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'ঠিক বলেছ। একথা জানি আমি। জানি, আমার মুখের কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ। তবে আমার মনে হচ্ছে—টেপরেকর্ডারের কথা বিশ্বাস করে ফেলবে অনেকেই। কি বলো?'

ঠাস্ করে চড় পড়ল যেন নোরমার গালে।

'টেপরেকর্ডার?'

'ইয়েস সিনোরিনা, টেপরেকর্ডার।' ছুরি চালাল রানা, এই ছুরিটাই একমাত্র অস্ত্র তার। বুঝল, কথাগুলো বিঁধছে ঠিক জায়গা মত। 'শোনো সুন্দরী, বেদিং কেবিনের কুজিটে টেপরেকর্ডারটা প্ল্যান্ট করে রেখেছিলাম আমি আজকের এই পরিস্থিতির কথা ভেবেই। কিডন্যাপ-প্ল্যানটা সম্পূর্ণ তোলা আছে একটা ক্যাসেটে। তোমার, আমার, জিনার—সবার কণ্ঠস্বরই পরিষ্কার চিনতে পারবে পুলিস ওগুলো থেকে।'

ধক করে জ্বলে উঠল নোরমার চোখ। মুখটা কঠিন হয়ে গেল মুহূর্তে।

'মিথ্যে কথা!'

'তাই ভাবছ?' বাঁকা হাসল রানা। 'ওই টেপটা হাতে পেলে পুলিস বুঝে নেবে অনেক কিছু। খুনের মোটিভ খুঁজবে ওরা তখন। মোটিভ বের করে নিতে দেরি হবে না ওদের। ওরা ধরে নেবে—আমাকে দিয়ে তুমিই করিয়েছ খুনটা। আমার সাথে ফেঁসে যাচ্ছ তুমিও।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল নোরমার চেহারা। সিগারেটে একটা টান দিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করল সে কিছুক্ষণ। ওষুধটা ধরেছে—বুঝল রানা। এবার নিজের স্বার্থেই বাঁচাতে হবে ওর রানাকে। খুলে বলতে হবে ভিতরের কথা। হঠাৎ নোরমার অনাবৃত সুডৌল দুই হাতের দিকে নজর পড়ল রানার। বাঁ হাতে কতগুলো সুচ ফোটার দাগ। চকিতে একটা ভাবনা খেলে

গেল ওর মাথায়।

'নোরমা, তোমার হাতে ইনজেকশনের দাগ দেখতে পাচ্ছি।' গম্ভীর রানার কণ্ঠ। 'হেরোইন নিচ্ছ? ড্রাগের বিনিময়ে বিক্রি করেছ নিজেকে কারও কাছে? টাকার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না তোমার মধ্যে। কাল রাত আড়াইটায় যাওয়ার কথা ছিল সাউথ বীচে—যাওনি। জিনার মৃত্যু সংবাদ বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারছে না তোমাকে। কি ব্যাপার, নোরমা? এসবের কি অর্থ?'

ভীতির ছায়া পড়ল নোরমার চেহারায়। চোখের পাতা কেঁপে উঠল দু'বার। তিন সেকেন্ড। আবার স্বাভাবিক হয়ে এল ওর চেহারা।

'রানা, কিছুই জানি না আমি এসবের।' চেষ্টা করেও স্বাভাবিক রাখতে পারল না নোরমা কণ্ঠস্বরটা, 'বিশ্বাস করো—কিছুই জানি না। তুমি যাও এখন। একা থাকতে চাই আমি।'

নোরমার মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি এখন। তবে মনে রেখো, আবার আসব আমি। সব কথা জানতেই হবে আমার। মনে রেখো এই মুহূর্তে তোমার আর আমার লক্ষ্য এক। আমি ধরা পড়লে ফেঁসে যাচ্ছ...'

থেমে গেল রানা মাঝপথে। এক লাফে চলে গেল সে জানালার ধারে। চকিতে একটা ছায়া সরে গেছে বাঁ দিকের জানালা থেকে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না সে। দৌড়ে বেরোল ঘর থেকে। কেউ নেই। আড়ি পাতল কে?

ভেতরে এল রানা। বলল, 'নোরমা—কেউ আড়ি পেতে শুনছিল সব কথা...'

এমন সময় মচমচ শব্দ হলো বাইরে। জুতো পায়ে আসছে কেউ এদিকে। কিছুক্ষণ পর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার কাছ থেকে, 'মে আই কাম ইন, ম্যাডাম?'

সোজা হয়ে বসল নোরমা। গম্ভীর স্বরে বলল, 'কাম ইন।'

ভেতরে ঢুকল বিশালদেহী এক পুরুষ। সুদর্শন। গোক্ষুর সাপের মত হিংস্র আর ধূর্ত দৃষ্টি দু'চোখে। পেশীবহুল শরীরটা কোটের ভেতর থেকেও ফুলে ফুলে রয়েছে। সদাসতর্ক একটা ভাব খেলা করছে, চোখেমুখে।

ভেতরে ঢুকেই থমকে গেল লোকটা। ধূর্ত দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। তারপর মাপা হাসি হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'দিস ইজ জোসেফ ডায়াজ। সেক্রেটারি টু সিনর গোনজালিস।'

'মাসুদ রানা। আই. পি.,' মৃদু চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল রানা। গম্ভীর হয়ে গেল ডায়াজের মুখটা। রানার মনে পড়ল—এই লোক অনেক দিন কাজ করেছে ড্যানেসের সাথে। জিনার অনেক খবর এর বদৌলতে পেয়ে গিয়েছিল ড্যানেস।

মৃদু নড করল রানা নোরমার দিকে তাকিয়ে। বলল, 'সিনোরিনা, আপনার এই মানসিক অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে সত্যিই

দুঃখিত। চলি এখন। দেখা হবে আবার—গুড বাই।'

ডায়াজের দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল রানা। লক্ষ্য করলে দেখতে পেত—জোসেফ ডায়াজ-এর দুটো ধূর্ত চোখ নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে তাকে।

কয়েকটা উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরতে লাগল রানার মাথায়। দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তনে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। খুনীর ব্যাপারে একবিন্দুও এগোতে পারেনি সে। লোবার বা তার দল হতেই পারে না। হত্যাকারীকে স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দিয়েছিল জিনা। ঘরে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন ছিল না। তার মানে জিনার জানাশোনা ঘনিষ্ঠ কেউ গিয়েছিল ওকে খুন করতে। কে হতে পারে? কয়েকটা চেহারা ভেসে উঠল রানার মানসপটে। কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না। ভয়ঙ্কর রকম জটিল হয়ে গেছে ব্যাপারটা। সহজ হবে না গিঁঠ খোলা।

রাস্তায় উঠে একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল রানা।

বলল, 'পুলিস হেডকোয়ার্টার।'

চার

কাঁটায় কাঁটায় বারোটার সময় পুলিস হেড কোয়ার্টারে পৌছল রানা।

হুলস্থূল ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে সারা শহরে। পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে গেছে সার্চ। লাঞ্চ এডিশনে সব পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে জিনার ছবিসহ কিডন্যাপের গরম খবর। জিনার গাড়ির ছবিটাও ছাপাতে ভোলেনি ওরা। সবার মুখে এক কথা—জিনা গোনজালিস। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সহযোগিতা করছে মানুষ পুলিসের সাথে। কোথাও কেউ সন্দেহজনক কিছু দেখলে বা শুনলেই টেলিফোন করে জানাচ্ছে পুলিসকে—অমনি ছুটছে পুলিস। গোটা শহর যেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে ব্যাপারটাকে—যেমন করে হোক ধরতেই হবে কিডন্যাপারদের। সবার সাহায্যের মনোভাবকে চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন হ্যামবার্ট। কয়েক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যও নামিয়ে দেয়া হয়েছে, পুলিস ফোর্সের পাশাপাশি। সুপরিকল্পিতভাবে ভাগ করে নেয়া হয়েছে শহরটাকে—একের পর এক সার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা শহরের একধার থেকে অন্যধারে। শহর থেকে বেরোবার সব রাস্তা বন্ধ।

ভয় পেল রানা এসব দেখে। কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মত অবস্থা হয়েছে ওর। কোন পথ নেই কোনদিকে।

হ্যামবার্টের অফিসরুমে এসে ঢুকল রানা। ড্যানেসকেও পাওয়া গেল এখানেই।

'এনি নিউজ?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা ড্যানেসকে।

'না। তবে লোকটার ব্যাপারে কিছুটা আঁচ করতে পারছি আমরা এখন।

হসপিটালে গিয়ে আবার কাউলির সাথে দেখা করে এসেছি আমি। ও নিশ্চিতভাবে বলছে, যে লোকটা তাকে মেরেছিল সে লম্বায় অন্তত ছ'ফুটের মত এবং পেটা শরীর। আমরা এখন জানি, এমন একটা লোককে খুঁজছি আমরা যে লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, পেটা শরীর, চেস্টারফিল্ড সিগারেট টানে, একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া গাড়ি চালায় এবং যার ওজন একশো সত্তর পাউন্ড।'

'ওজন পেলে কি করে?' জিজ্ঞেস করলেন হ্যামবার্ট।

'হিলপ্রিন্ট দেখে, স্যার,' বলল ড্যানেস। 'জুতোর ছাপের গভীরতা দেখে ওজনটা আন্দাজ করে নিয়েছি আমরা। কয়েক পাউন্ড কমবেশি হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি এই রকমই ওজন হবে লোকটার।'

এমন সময় খুলে গেল অফিসরুমের দরজা। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট বিয়াঙ্কা। ঘর্মাক্ত কলেবর, উত্তেজিত চেহারা!

'একটা ব্রেক পেয়েছি, বস্!' বলল বিয়াঙ্কা। 'একজন লোক একটা অ্যাকসিডেন্টের কথা রিপোর্ট করেছে একটু আগে। লোকটার নাম উইলিয়াম বিউনো। আমেরিকান। একটা স্টুডিও আছে ওর ফ্লোরেন্সে। শনিবার রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে গিয়েছিল প্রিলসিপ সুপার মার্কেটে। গাড়ি নিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওর গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে একটা লাল বেন্টলির। বেন্টলির হেডলাইটটা এতে চুরমার হয়ে যায়।'

'জিনার গাড়িটা!' চাপা কণ্ঠে বলল ড্যানেস।

জানালার পাশে গিয়ে তাকিয়ে রইল রানা রাস্তার দিকে। নিজেই টের পাচ্ছে সে, ফ্যাকাসে হয়ে যেতে চাইছে তার চেহারা। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল ব্যস্তসমস্ত রাস্তার দিকে।

'কোন সন্দেহ নেই, বস্। নম্বর টুকেছিল উইলিয়াম বিউনো। ও বলছে—অ্যাকসিডেন্টের সব দোষ ওর নিজের। ওর ভুলেই ঘটেছিল অ্যাকসিডেন্টটা।' পুলিসী ভঙ্গিতে কথা বলছে বিয়াঙ্কা। প্রত্যেকটা কথা বিঁধছে রানার কানে। 'আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে—বেন্টলিটা চালাচ্ছিল একজন পুরুষ। ইয়েস, বস—একটা লোক চালাচ্ছিল গাড়িটা। এবং একা। অ্যাকসিডেন্টের পর দাঁড়ায়নি লোকটা। পার্কিং লটের উত্তরকোণে গাড়িটা রেখেই দৌড়ে বেরিয়ে গেছে গেট দিয়ে।'

'অ্যাকসিডেন্টের খবরটা সাথে সাথে জানায়নি কেন উইলিয়াম বিউনো?'

'স্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও নড়ে না লোকটা,' বলল বিয়াঙ্কা। 'ওর স্ত্রী ব্যাপারটা পুলিসে জানাতে নিষেধ করেছিল ওকে। কারণ দোষটা ছিল তারই। আজ কিছুক্ষণ আগে বেন্টলির ছবিটা পত্রিকায় দেখেই আর চুপ করে থাকতে পারেনি সে, খবরটা জানিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। আসতে বলেছিলাম হেডকোয়ার্টারে, এসেছে। কথা বলবেন?'

'অলরাইট। ডেকে আনো।' বললেন হ্যামবার্ট। 'পলাতক লোকটার চেহারা দেখেছে বিউনো?'

'সম্ভবত দেখেছে। অবশ্যি কারপার্কটা অন্ধকার ছিল, তবুও লোকটা যখন ওর সাথে কথা বলেছে তখন নিশ্চয়ই কিছুটা অন্তত দেখেছে ওকে।' দরজার

দিকে রওনা দিল বিয়াঙ্কা।
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। এইবার কেটে পড়া দরকার। উইলিয়াম বিউনোর সামনে না পড়ার চেষ্টা করতে হবে।
'ড্যানেস! অফিসেই আছি আমি। কোন দরকার পড়লে ডেকো।' বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।
'থামো,' বলে ট্যারা চোখে তাকাল ড্যানেস। 'এখুনি দরকার তোমাকে। বসে পড়ো। বিউনো কি বলে তোমারও শোনা দরকার।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক।' সমর্থন করলেন হ্যামবার্ট।
বাধ্য হয়ে বসে পড়ল রানা। টের পাচ্ছে—হার্টবিট বেড়ে গেছে তার।
বিউনো চিনতে পারবে তাকে? যদি চিনে ফেলে? যদি ঘরে ঢুকেই ওর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, এই লোকটাই ছিল গাড়িতে, একেই আপনারা খুঁজছেন, সিনর!
ড্যানেস ঝুঁকে পড়ে সিটি ম্যাপটা দেখে নিল একবার। তারপর বলল, 'সাউথবীচ হাইওয়ের পাশের কয়লাখনিটা কিন্তু লাশ লুকোবার চমৎকার জায়গা। চেক করে দেখা দরকার।'
মাথা ঝাঁকালেন হ্যামবার্ট। ঝটপট ফোনে প্রয়োজনীয় আদেশ দিলেন তিনি।
মনে মনে ড্যানেসকে তারিফ না করে পারল না রানা। সত্যিই যোগ্য লোক ড্যানেস হফম্যান। এবার কোথায় লুকাবে সে জিনার মৃতদেহ? প্রত্যেকটা রাস্তা ব্লকড, প্রত্যেকটা বাড়ি সার্চ হচ্ছে—অসংখ্য দক্ষ লোক নেমে পড়েছে এই কাজে। কোন্ ফাঁকে কিভাবে মৃতদেহটা লুকোবে সে?
উইলিয়াম বিউনোর অপেক্ষা করছে ঘরের সবাই। টেলিফোন বেজে উঠছে মুহুর্মুহু। রিপোর্ট আসছে সার্চ পার্টির কাছ থেকে। সারা ম্যাপের চার ভাগের একভাগ খোঁজা হয়ে গেছে এতক্ষণে। সার্চ পার্টি এখন এগিয়ে যাচ্ছে রানার বাংলোর দিকে। গ্যারেজটা খুঁজে দেখার ইচ্ছে হবে ওদের? গাড়িটা দেখবে পরীক্ষা করে?
পেটের ভিতর কেমন সুড়সুড়ির মত অনুভূতি হচ্ছে রানার। উৎকণ্ঠার সুড়সুড়ি।
মৃদু নক হলো দরজায়। প্রথমে ঘরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট বিয়াঙ্কা, তার পেছনে উইলিয়াম বিউনো এবং তার মিসেস।
বেমানান দম্পতি। অন্ধকারে সেই রাতে ওদের চেহারা ভাল করে দেখতে পায়নি রানা। তাকাল সে দু'জনের মুখের দিকে।
উইলিয়াম বিউনোর মুখে সদানার্ভাস ভাবটা প্রকট। শুকনো-পাতলা বেঁটে-খাটো মানুষ। মাথায় বিরাট একটা টাক। ভোঁতা নাকের নিচে চার্লি চ্যাপলিন টাইপের গোঁফ। ব্যক্তিত্বহীন চেহারা। বারবার মাথার হ্যাটটা খুলছে আর পরছে বিউনো। ভড়কে যাওয়া দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সকলের মুখের দিকে। ঘামছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—অত্যন্ত দুর্বল চরিত্রের লোক ও। কোন ব্যাপারেই স্থির নিশ্চিত নয়।

মিসেস বিউনো স্বামীর চেয়ে বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা। আর চওড়া স্বামীর কয়েকগুণ। বিশাল শরীর। গোলাকৃতি মুখে ভাঁটার মত দুই সবুজ চোখ। কর্তৃত্বের ভাবটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে চেহারায়। একনজরেই এই বেমানান দম্পতির মধ্যে কে চালক আর কে চালিত বুঝে নিল সবাই। গটগট করে এগিয়ে এসে হ্যামবার্টের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল মিসেস বিউনো। তারপর তাচ্ছিল্য এবং কাঠিন্য মেশানো দৃষ্টিতে এমনভাবে চারদিকে তাকাল যেন ঘরটার মালিকানা তারই, যেখানে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেললে ধমক দেবে।

হ্যামবার্টের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল মিসেস বিউনো। টেকো মাথা হ্যামবার্টকেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করে টার্গেট হিসেবে বাছাই করল সে। শুরু হলো ঝঙ্কার।

'অ্যাকসিডেন্টের এককণা দোষও আমার স্বামীর নয়,' ঘোষণা করল মিসেস। 'অ্যাকসিডেন্ট করেই পালিয়েছিল ওই লোকটা। দোষ না করলে পালাবে কেন? সব দোষ ওর। আর আমাদেরকে এখানে হুট করে চলে আসতে বলা হলো কোন্ আক্কেলে? জেনে রাখুন মশাই, একটা দোকান চালাতে হয় আমাদেরকে। যদি ভেবে থাকেন পুলিসের লোকদের সাথে বকর বকর করতে পারলে বর্তে যাব আমরা, তাহলে মস্ত ভুল করছেন আপনি। মেয়েটা হয়তো একা দোকানটা চালাতে হিমশিম খাচ্ছে এখন—ইস্-স্...' মেয়েটার দুঃখে কাতর হয়ে চোখ মুছল মিসেস বিউনো। 'ষোলো বছরের মেয়ে কি বোঝে কাজের? ফটোগ্রাফীর কি জানে ও? খদ্দের সামলানো কি চাট্টিখানি কথা?'

হ্যামবার্ট সম্ভবত এ ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। একটু থমকে গেলেন তিনি মুহূর্তের জন্যে। সভয়ে তাকালেন মিসেস বিউনোর দিকে।

আড়চোখে বিউনোর দিকে তাকাল রানা। তাকিয়েই বুঝল—ভুল করে ফেলেছে সে। এতক্ষণ ওরই মুখের দিকে চেয়ে ছিল বিউনো।

স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা আড়ষ্ট হয়ে গেছে বিউনোর শরীর। প্রথমে চোখটা সরিয়ে নিল বিউনো। তারপর আবার তাকাল। চোখাচোখি হলো দু'জনের কিছুক্ষণের জন্যে। কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর চোখটা সরিয়ে নিল বিউনো। উসখুস করছে অস্বস্তিতে।

হ্যামবার্ট ততক্ষণে সংক্ষেপে অপহরণের ব্যাপারটা বলে ফেলেছেন মিসেসকে।

'অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই আমাদের। শুধু ওই গাড়িটার ড্রাইভারকে খুঁজছি আমরা।' বিউনোর দিকে ঘুরলেন হ্যামবার্ট। 'সিনর বিউনো, আপনি কথা বলেছেন ওর সাথে?'

নার্ভাসভাবে মাথা নাড়ল বিউনো।

'বলেছি, স্যার।'

'বর্ণনা দিন লোকটার।'

বিউনো বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে, তারপর হ্যামবার্টের দিকে ঘুরল। টাক চুলকাল। খানিক ইতস্তত করে থেমে থেমে শুরু করল, 'ইয়ে···অন্ধকার ছিল। মানে, ভাল করে দেখতে পাইনি আমি।···সুন্দর ফিগারের লোক ছিল···। লম্বা···'

'লম্বা স্বাস্থ্যবান, তাই না?' বিউনোকে সাহায্য করার চেষ্টা করলেন হ্যামবার্ট।

'ঠিক।'

'ঠিক নয়!' ঘোষণা করল মিসেস। 'মোটেই ঠিক নয়। ঠিক বলেনি উইলি। আমি ঠিক বলছি। শুনুন, মোটা ছিল লোকটা ঠিকই, তবে লম্বা নয়। রীতিমত খাটো। ঠিক আপনার মত।' হ্যামবার্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল মিসেস।

'আপনার স্বামীর সাথে কথা বলছি আমি,' হ্যামবার্টের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি। 'আপনার কথা শুনব পরে।'

'আমার স্বামী ভাল করে কিছুই লক্ষ করে না।' রুমালে নাক ঝাড়ল মিসেস বিউনো। 'ওকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে না আপনাদের। ভুল-ভাল বলে আপনাকে গোলমালে ফেলবে ও নির্ঘাত। ওর ভাইটাও ঠিক এরকম। সোনায় সোহাগা দু'জন। উইলি আর তার ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করলে ঠিক মারা পড়বেন আপনারা। উনিশ বছর ধরে ঘর করছি আমি ওর সাথে। দুই ভাইকে হাড়ে হাড়ে চিনি আমি—হুঁ!'

মিসেসের কথায় কান না দিয়ে হ্যামবার্ট তাকালেন মিস্টারের দিকে।

'সিনর বিউনো, আপনার মনে হচ্ছে যে, লম্বাই ছিল লোকটা, তাই না?'

ইতস্তত করল বিউনো। ভয়ে ভয়ে তাকাল স্ত্রীর দিকে।

'ঠিক, মানে, নিশ্চয় করে বলা কঠিন, স্যার। অন্ধকার ছিল কারপার্কটা। তবে মনে হচ্ছে ইয়ে···লম্বাই ছিল লোকটা।'

'কতটুকু লম্বা? এর মত?' ড্যানেসের দিকে নির্দেশ করলেন হ্যামবার্ট। বিউনো তাকাল ড্যানেসের দিকে। একটু চিন্তা করল।

'এরকমই, স্যার। আরেকটু লম্বা হতে পারে।'

এবার ঝঙ্কার দিল মিসেস বিউনো।

'উইলি, আমি জানতে চাই কি হয়েছে তোমার? উল্টোপাল্টা কথা বলার কারণটা কি? জেনে রেখো, এঁর চেয়ে একইঞ্চিও লম্বা ছিল না লোকটা।' আবার হ্যামবার্টের দিকে আঙুল দেখাল মিসেস।

'ডার্লিং, আমার মনে হচ্ছে···লোকটা ছিল ডাকাতের মত,' মিনমিন করল বিউনো।

হ্যামবার্ট ঘুরে গেল রানার দিকে।

'রানা, উঠে দাঁড়াও।' হ্যামবার্টের অধৈর্য কণ্ঠ শোনা গেল।

রানাই সবচেয়ে লম্বা এখানে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। ওর মনে হলো—শব্দটা শুনতে পাচ্ছে ঘরের সবাই।

'এই লোক নয়!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মিসেস বিউনো। 'এর মত মোটেই

না। আমি বলছি···ওই বেন্টলির ড্রাইভারটা এর কাঁধ সমানও লম্বা ছিল না।'

বিউনো দেখছে রানাকে।

'মনে হচ্ছে···' আমতা আমতা করে বলল বিউনো, 'ঠিক এরকমই ছিল ওই গাড়ির ড্রাইভারটা। লম্বায় চওড়ায় হুবহু এক।'

বসে পড়ল রানা। দেখল—ওর দিকে তখনও তাকিয়ে আছে বিউনো।

'অলরাইট, শনিবার রাতে কি ঘটেছিল বলে ফেলুন এবার,' মুখ খুলল ড্যানেস। 'অ্যাকসিডেন্টটা হলো কি করে?'

রানার ওপর থেকে দৃষ্টিটা সরাল উইলিয়াম বিউনো।

'গাড়িটা ব্যাক করে বেরিয়ে আসছিলাম আমি পার্কিং-লট থেকে। টেইল লাইটটা জ্বালিয়ে রাখিনি আমি ভুল করে। ব্যস্—সোজা গিয়ে পড়লাম বেন্টলির ওপর। আসলে গাড়িটা দেখতেই পাইনি আমি।'

'ওরকম কিছুই করোনি তুমি, উইলি!' ঠাস্ করে টেবিল চাপড়াল মিসেস বিউনো। 'ভুল বকছ তুমি! আমরা গাড়িটা ধীরে ধীরে ব্যাক করছিলাম আর বেন্টলিটা হঠাৎ এসে ঘাড়ে পড়েছিল আমাদের। সব দোষ ওই লোকটার। গাড়িটা পার্ক করেই পালিয়েছিল ও।'

'দোষটা কার জানতে চাইছি না আমরা, ম্যাডাম,' বিরক্ত কণ্ঠ হ্যামবার্টের। 'আসলে ওই লোকটাকেই খুঁজছি আমরা। সিনর বিউনো—আর কিছু বলতে পারবেন আপনি লোকটার ব্যাপারে?'

'কণ্ঠস্বর শুনে আর জোরে হাঁটা দেখে মনে হলো লোকটার বয়স ত্রিশের বেশি নয়,' বিউনো এবার আশার দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে, 'এটা নিশ্চয়ই ঠিক বলেছি, ডার্লিং?'

'গলা শুনে বয়স টের পায় কেউ? জীবনে শুনেছ এমন কথা?' ঝঙ্কার দিল মিসেস। 'আমার স্বামী দিন রাত শুধু নভেল পড়ে। শুধু বস্তাপচা নভেল। সর্বক্ষণ বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। আর খালি উদ্ভট চিন্তা জাগে ওর মাথার মধ্যে।'

'আপনি বয়স সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ দিতে পারবেন?'

'পারতাম। কিন্তু দেব না। উইলির মত ভুলভাল বলে পুলিসকে গোলমালে ফেলার ইচ্ছে নেই আমার।'

'লোকটার পোশাকের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন, সিনর বিউনো?'

ইতস্তত করল বিউনো। স্ত্রীর দিকে তাকাল একবার।

'নিশ্চিতভাবে বলা সহজ নয়, স্যার। মনে হচ্ছে, লোকটার গায়ে ছিল একটা স্পোর্টস স্যুট। সম্ভবত ছাই রঙের। আর কোটে সম্ভবত চারটে পকেট ছিল।'

'এতসব আষাঢ়ে গল্প কি করে বলছ তুমি, উইলি?' তেড়ে উঠল মিসেস। 'অন্ধকার ছিল তখন। কোটের রংটা কস্মিনকালেও দেখতে পাওনি তুমি। কোন পকেটও দেখোনি। তোমার ওই চোখ দুটো দিয়ে দেখার কথা নয় ওগুলো।' হ্যামবার্টের দিকে ঘুরল মিসেস। 'চশমা পরতে ভুলে গেছিল ও সেদিন। সবসময় ওকে চশমা পরতে বলি আমি। শোনে না ও। আসলে চশমা

ছাড়া গাড়ি চালানো খুবই খারাপ অভ্যেস।'

'আমার চোখ ততটা খারাপ নয়, সিলভিয়া। তুমি ভুল বলছ।' একটু দৃঢ় শোনাল বিউনোর গলা, 'শুধু ম্যাগাজিন পড়ার সময় চশমা লাগে আমার। আর সবকিছু পরিষ্কার দেখি আমি। সেদিন দূর থেকে গাড়ির নম্বরটা দেখিনি?'

হ্যামবার্ট দশ ফিট দূরের ওয়াল-ম্যাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

'ম্যাপের হেডলাইনগুলো পড়তে পারবেন, সিনর বিউনো?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পড়ে গেল বিউনো সবগুলো হেডলাইন।

হ্যামবার্ট তাকালেন ড্যানেসের দিকে। তারপর বললেন, 'লোকটার মাথায় টুপি ছিল, সিনর বিউনো?'

'না, স্যার।'

হ্যামবার্ট ঘুরলেন মিসেস বিউনোর দিকে।

'আপনি কি বলেন? টুপি ছিল ওর মাথায়?'

'হয়তো টুপিটা সীটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল লোকটা। হয়তো আমরা দেখে চিনে রাখব ভেবেই সরিয়ে ফেলেছিল ও টুপিটা। হয়তো···যাকগে,' গলা খাঁকারি দিল মিসেস বিউনো। 'টুপি দেখিনি ওর মাথায়।'

রানা আড়চোখে লক্ষ করল, এসব কথাবার্তা চলার সময় আবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিউনো তার দিকে।

'সিনর বিউনো,' বলল ড্যানেস, 'লোকটা কালো, না ফর্সা?'

'মনে নেই, স্যার। খুব কম আলো ছিল ওখানে।'

'কথা বলেছিল ও আপনার সাথে?'

'খেঁকিয়ে উঠছিল লোকটা। রেগে টং হয়ে গেছিল,' বলল মিসেস, 'ছোঁড়াটা জানত দোষটা ওর নিজের। তাই···'

'লোকটার গলা শুনলে চিনতে পারবেন আবার?'

মাথা নাড়ল বিউনো।

'মনে হয় না। খুব কম কথা বলেছিল ও।'

'কখন ঘটেছিল অ্যাকসিডেন্টটা? আই মীন, ক'টার সময়?'

'রাত দশটার মত হবে তখন। ঘড়ি দেখিনি আমি।'

'তারপর পালিয়ে গেল লোকটা দৌড়ে, তাই না? কোন্দিকে গেল?'

'দৌড়ে রাস্তায় চলে গেল ও। তারপর একটা গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ শুনেছি আমি পার্কিং লটের ও মাথায়। লোকটা দৌড়ে ওদিকেই গিয়েছিল।'

'গাড়িটা দেখেছেন?'

'না। শুধু হেডলাইটের আলোটা নজরে এসেছিল আমার।'

'কোন্ দিকে গেল গাড়িটা?'

'এয়ারপোর্টের দিকে।'

চেয়ারে নড়ে উঠল হ্যামবার্টের শরীরটা। অন্তর্ভেদী দুটো চোখ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল বিউনোকে।

'এয়ারপোর্ট?'

'অন্য কোথাও যেতে পারে, স্যার, গাড়িটা। এয়ারপোর্টের কথা

নিশ্চিতভাবে বলিনি আমি—'

'এয়ারপোর্ট!' হ্যামবার্টের কণ্ঠে বিস্ময়। 'দি আইডিয়া!' হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি চেয়ার ছেড়ে। 'ড্যানেস, এয়ারপোর্টটা চেক করেছি আমরা?'

মাথা নাড়ল ড্যানেস। করেনি।

'চেক করো ওটা। রাত দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত সব ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার-লিস্ট চাই আমি!'

'মেয়েটাকে প্লেনে করে নিয়ে যেতে সাহস হবে ওদের?' বলল ড্যানেস। 'জলজ্যান্ত একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে…'

'চান্স নিচ্ছি। হয়তো দারুণভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ওরা ওকে। যাই হোক, প্যাসেঞ্জার-লিস্টটা চাই আমার।'

অনেক কষ্টে স্বাভাবিক রাখল রানা চেহারাটা। ঠিক লাইন মতই এগিয়ে চলেছে এরা। পরিষ্কার বুঝতে পারল, সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। এই লাইনে এগোলেই ওরা জিনাকে ট্রেস করতে পারবে। যদি করে ফেলে? হাতে রানার অনেক কাজ। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে হত্যাকারীকে, তারপর সংগ্রহ করতে হবে প্রমাণ। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি জিনার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে ধরা পড়ে যাবে সে পুলিসের হাতে। এটা দিবালোকের মতই স্পষ্ট।

হ্যামবার্ট সিগারেট ধরালেন একটা। বিউনোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিনর বিউনো, অনেক সাহায্য করলেন আপনি। ধন্যবাদ।'

হাঁসফাঁস করতে করতে চেয়ার থেকে প্রকাণ্ড শরীরটা তুলল মিসেস বিউনো।

'উইলি, চলে এসো এখন। একটা ঘণ্টা স্রেফ পানিতে গেছে আমাদের। আর যদি কোনদিন কোন অ্যাকসিডেন্টের খবর দাও, তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন…'

স্ত্রীর পেছন পেছন রওনা দিল বিউনো। তিন পা এগিয়েই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘুরল। ছোট ছোট চোখ দুটো আটকে গেল রানার মুখের ওপর। তিন সেকেন্ড। চট্ করে অন্য দিকে চাইল রানা। বিউনোর ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেল, 'এক্সকিউজ মি, স্যার, এই ভদ্রলোক কি আপনাদের স্টাফ?'

দুরমুজ পড়ছে রানার বুকের ভেতর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলাটা। এরপর কি বলবে বিউনো?

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন হ্যামবার্ট। 'মাসুদ রানা। আই.পি. আমাদের। কেন?'

মিসেস বিউনো খপ্ করে ধরল স্বামীর হাত। তারপর হিড়হিড় করে টানল দরজার দিকে।

'ওফ্ মাই গড! আর একটা কথাও নয় এখানে। সময় নষ্ট করতে জুড়ি নেই তোমার! পই পই করে বারণ করলাম, অ্যাকসিডেন্টের খবরটা এদেরকে দিয়ো না, দিয়ো না। না, দিতেই হবে—নাগরিক কর্তব্য! এদিকে মেয়েটা

হয়তো দোকান ফাঁকা পেয়ে চুটিয়ে প্রেম করছে খদ্দেরদের সাথে। হয়তো কিছু মাগ্‌না প্রেজেন্ট করে দিচ্ছে বয়ফ্রেন্ডকে! চলো—চলো—জলদি!'

রানার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে গেল বিউনো ঘর থেকে। যা বলতে চেয়েছিল, বলা হলো না।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই হাঁফ ছাড়ল রানা।

পাঁচ

হাঁফ ছাড়লেন হ্যামবার্টও। 'খাণ্ডারণী, বুঝলে ড্যানেস, একেই বলে খাণ্ডারণী!'

'পুরোপুরি,' বলল ড্যানেস। 'যাই হোক, আরেকজন সাক্ষী জুটল আমাদের, বস্‌। কাউলিও বলেছে, লম্বা আর পেটা শরীর ছিল লোকটার। একই কথা বলছে বিউনো। তার মানে একেবারে অন্ধকারে নই এখন আমরা। এমন একটা লোককে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের, যে লম্বায়...' রানার দিকে তাকাল ড্যানেস, 'প্রায় ছ'ফুট, ওজন একশো সত্তর পাউন্ড বা কাছাকাছি, পরনে ছাইরঙের স্যুট, কোটে যার পকেট চারটা। আমরা আরও জানি—চেস্টারফিল্ড সিগারেট খায় লোকটা, একটা বাজে নষ্ট হয়ে যাওয়া গাড়ি চালায় এবং মাথায় হ্যাট নেই ওর। অলরাইট, স্যার? মোটামুটি একটা ছবি পাচ্ছি আমরা এখন।' একটু থামল ড্যানেস। তারপর হঠাৎ ঘুরল রানার দিকে, 'রানা, ওজন কত তোমার?'

'একশো ষাট পাউন্ডের কাছাকাছি,' যতটা সম্ভব সহজ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কি হবে আমার ওজনে?'

'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। বিউনো বলছে, বেন্টলির ওই লোকটা লম্বায় চওড়ায় ঠিক তোমার মত। একটা ফুলসাইজ ছবি তুলব আমরা তোমার। চেহারাটা লেপ্টে দেব কালি দিয়ে, তারপর ছাপিয়ে দেব সব পত্রিকায়। ছবির নিচে বিজ্ঞাপন দেব, এরকম চেহারার লোককে যদি কেউ এয়ারপোর্টে, প্রিন্‌সিপ মার্কেট অথবা প্যারগোলা ক্লাবে দেখে থাকে তাহলে ঝটপট জানানো হোক পুলিস হেডকোয়ার্টারে।' হ্যামবার্টের দিকে তাকাল ড্যানেস, 'আইডিয়াটা কেমন, বস্‌?'

'গ্রেট!' প্রশংসায় ঝিক্‌মিক্ করল হ্যামবার্টের চোখ। 'দাঁড়াও, ড্রেসের ব্যাপারটা দেখছি আমি।'

ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে ডাকলেন হ্যামবার্ট। কিছুক্ষণ পর ব্যস্তপায়ে সেক্রেটারি এসে ঢুকল ঘরে।

'মিয়েনো, একটা জরুরী কাজ করতে হবে এক্ষুণি,' বললেন পুলিস চীফ হ্যামবার্ট। 'দেখো—রানার মাপের একটা ছাইরঙের স্পোর্টস স্যুট কিনে আনতে হবে। কোটে পকেট থাকবে চারটে। বুঝেছ? এক্ষুণি লোক পাঠাও—কুইক।'

মাথা হেলিয়ে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি মিয়েনো।

'স্যুটটা আনবার আগে কিছু কাজ এগিয়ে রাখা যাক,' বললেন পুলিস চীফ। 'ড্যানেস, তুমি ইতিমধ্যে প্যাসেঞ্জার-লিস্টটা যোগাড় করে ফেলো। রানা, তুমি বলছিলে কি কাজ আছে—সেরে নাও। স্যুটটা এলেই ডাকব আমি।'

বিনাবাক্যব্যয়ে বেরিয়ে এল ড্যানেস আর রানা।

নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল রানা। ধপ করে বসল একটা চেয়ারে। কপালে ঘাম জমে গেছে বিন্দু বিন্দু। রুমালে মুছে ফেলল সে ঘাম। প্রতি মুহূর্তে এখন পায়ে পায়ে ঘনিয়ে আসছে বিপদ।

ঢং করে শব্দ করল ওয়াল-ক্লক। বেলা একটা।

একঘণ্টা সময় দিয়েছিল তাকে রডনি লোবার। সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। দু'দিক থেকে বিপদ খাঁড়ার মত ঝুলছে তার মাথার ওপর। একদিকে রডনি লোবার অন্যদিকে সিটি পুলিস। দুটোই ভয়ঙ্কর। নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছে অবশ্য লোবার, কিন্তু ওকে বিশ্বাস করবার কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং ওকে খেপিয়ে তুললেই লাভ হবে রানার—দ্রুত এগোবে ব্যাপারটা পরিণতির দিকে। সময় এখন মস্তবড় ফ্যাক্টর।

চটপট সিদ্ধান্ত নিল রানা। ফোনটা তুলে ডায়াল করল সে লোবারের নম্বরে।

ভেসে এল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'হ্যালো··· দিস্ ইজ রডনি লোবার। কে?'

'রানা।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

'রাজি?'

'না।' ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ করেই কেটে দিল রানা কানেকশন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ছাতের দিকে চেয়ে বসে রইল রানা কিছুক্ষণ। ঠিক কোন্‌দিক থেকে যে এবার আসবে লোবারের আক্রমণ বোঝা যাচ্ছে না। এখন থেকে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে ওকে সতর্ক হয়ে। একটু অসতর্ক পেলেই ধড় থেকে খসিয়ে দেবে লোবার ওর মাথাটা।

আরেকটা ভীতিকর চিন্তা জুড়ে বসল রানার মনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর স্পোর্টস স্যুট পরা ছবিটা পাঠিয়ে দেয়া হবে সব পত্রিকা অফিসে। এর ফলটা মারাত্মক হতে পারে রানার জন্যে। একটু আগে নেহাত বরাত জোরে বেঁচে এসেছে সে উইলিয়াম বিউনোর সামনে থেকে। এবার কি ঘটবে? লা প্যারগোলা ক্লাবে সেইরাতে তাকে কেউ দেখেনি—এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত রানা। কিন্তু অলক্ষ্যে যদি কেউ লক্ষ করে থাকে তাকে? হয়তো এমন কেউ তাকে দেখেছে সেখানে যাকে সে নিজে দেখতে পায়নি। প্রিন্সিপ মার্কেটের কারপার্কের বেলায়ও ঘটতে পারে একই ব্যাপার। এয়ারপোর্টের ডিপার্চার লাউঞ্জে জিনার সুটকেসটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেছিল সে জিনার সাথে। প্রচুর লোক ছিল ডিপার্চার লাউঞ্জে। ওখানেও কারুর নজরে

পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। পত্রিকায় ছবিটা বেরোলেই যে কেউ চিনে ফেলতে পারে ওকে।

সিগারেটটা ফেলে দিল রানা অ্যাশট্রেতে। বিস্বাদ ঠেকছে মুখে। জিনার মৃতদেহের ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ভাসছে তার চোখের সামনে। গাড়ির বুটের মধ্যে শুয়ে রয়েছে লাশটা। এখন একমাত্র কাজ ওটা সরিয়ে ফেলা। চিন্তাটা জুড়ে বসল রানার আতঙ্কিত হৃদয়ে। যেভাবেই হোক, আজ রাতেই সরিয়ে ফেলতে হবে লাশটা। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে কোন কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে। নোরমার দেয়া টাকা থেকে এখনও শ' দু'য়েক ডলার রয়েছে ওর মানিব্যাগে। হয়ে যাবে এতেই। ব্রিজিতা ঘুমিয়ে পড়ার পর লাশটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে চুপিচুপি। আজই রাতে।

নক হলো দরজায়।

ড্যানেস ঢুকছে ঘরে। হাতে একটা স্পোর্টস স্যুট। ওয়ারড্রোবে রাখা নিজের স্পোর্টস স্যুটটার কথা মনে পড়ল রানার। হুবহু একই জিনিস ড্যানেসের হাতে। ছাইরঙের। পকেট চারটা। শনিবার রাতে এই স্যুটটাই পরেছিল সে।

ড্যানেসের ট্যারা চোখটা লাফাচ্ছে উত্তেজনায়।

'রানা, ঝটপট পরে ফেলো এটা। ফটোগ্রাফার রেডি। ইভনিং এডিশনে সব কাগজে বেরিয়ে যাবে ছবিটা।'

পাঁচ মিনিটে পোশাকটা বদলে ফেলল রানা। নেমে এল নিচতলায়। পুলিস-ফটোগ্রাফার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কয়েকটা ছবি তুলল তার।

দুই ঘণ্টার মধ্যেই ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল বিশ কপি টেন টুয়েলভ সাইজের ফটো, চেহারাটা লেপ্টে দেয়া হয়েছে কালি দিয়ে।

সবগুলো ছবি নিয়ে পুলিস চীফের রুমে ঢুকল রানা। ছবিগুলোর পেছনে নিজের শরীরের বর্ণনা লিখে দিল। মনে মনে ভাবল, নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিচ্ছে না তো সে? বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে না তো ব্যাপারটা? কিন্তু উপায় কি? এ ছবি ছাপা হওয়া ঠেকাতে পারবে না সে কোনমতেই।

চেহারা বলতে কিছু নেই ছবিটার। তবুও ছবিটাতে নিজেকে পরিষ্কার চিনতে পারছে রানা। অন্য কেউ চিনতে পারবে না, সেটা ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

নিবিষ্টমনে দেখলেন হ্যামবার্ট ছবিগুলো। তারপর সেক্রেটারিকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন দায়িত্ব। ছবিগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি। হ্যামবার্টের সামনে বসে রইল রানা কিছুক্ষণ। উঠি উঠি করছে এমন সময় দরজা খুলে ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল ড্যানেস।

'প্লেনের প্যাসেঞ্জার-লিস্টগুলো পেয়ে গেছি, বস্। লাভ হয়নি কিছুই। রাত দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত মাত্র তিনটে প্লেন ফ্লাই করেছে ফ্লোরেন্স থেকে। একটা গেছে নিউ ইয়র্ক, আরেকটা ইন্ডিয়া আর তৃতীয়টা গেছে রোমে। নিউ ইয়র্ক আর ইন্ডিয়ার প্যাসেঞ্জার-লিস্ট চেক করার কোন মানে হয় না। রোমের প্লেনে মোট একুশ জন যাত্রী ছিল সে রাতে। এরমধ্যে দশ জোড়া হচ্ছে স্থানীয়

মার্চেন্ট আর তাদের স্ত্রী। নিয়মিত যাত্রী ওরা ওই প্লেনের। প্রত্যেককে ভাল করে চেনে এয়ারহোস্টেস। একুশ নম্বর আরোহী ছিল একটা কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে। একা। সাথে কেউ নেই।'

'ওফ, কোন লাভ হলো না। বৃথাই গেল তোমার কষ্টটা। একা মেয়ের প্রতি কোন ইন্টারেস্ট নেই আমাদের। আমরা খুঁজছি অন্ততপক্ষে একজন পুরুষ এবং একটা মেয়েকে। ভেবেছিলাম—মেয়েটাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়ে প্লেনে উঠতে বাধ্য করেছিল ওরা। যাকগে, এই মেয়েটাকে ট্রেস্ করেছ?'

'করেছি, বস্। ওর নাম শাইলা মার্টিন। এয়ারহোস্টেসের নজরে পড়ে গেছিল মেয়েটা। ম্যাক্সি পরে ছিল ও, মাথায় ছিল নীল উইগ। নিঃসন্দেহে জিনা গোনজালিস নয় ও, বস্।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রানার একথা শুনে। এতক্ষণ ধুকপুক করছিল বুকটা।

হ্যামবার্ট তাকালেন ড্যানেসের দিকে।

'অলরাইট। প্লেনের ভাবনা বাদ দাও এখন। ইভনিং এডিশনে ছবিটা বেরোলে কোন রিপোর্ট পাবার আশা করছি আমি।'

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে চারটে বাজে। উঠে পড়ল সে।

'স্যার,' বলল রানা, 'যেতে পারি এখন? জরুরী দরকার পড়লে টেলিফোন করলেই চলে আসব।'

'ওকে। যেতে পারো তুমি। অফিসেই আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

ত্রস্তপায়ে নিজের অফিসরূমে এসে ঢুকল রানা। ফোন করল ব্রিজিতাকে।

'রানা বলছি। ব্রিজিতা—রাতে আমার ফিরতে দেরি হবে। তোমার প্রোগ্রাম কি?'

'কিচ্ছু না। আপাতত তোমার অপেক্ষা করছি। টাওয়ারিং ইন্ফারনো চলছে মার্সেরিয়া হলে। পল নিউম্যানের ছবি। দারুণ। দেখবে?'

'আমার সময় কোথায়? তুমি চলে যাও। একা বাড়িতে বসে থেকে কি করবে। দেখে এসো ছবিটা।'

'নাহ্, একা দেখব না।' সাফ জবাব ব্রিজিতার। 'তার চেয়ে বরং হাতের ছবিটা শেষ করে ফেলি।'

কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাইরে রাখতে হবে ব্রিজিতাকে, যে করেই হোক—ভাবল রানা। কিন্তু তাড়াহুড়োয় কোন বুদ্ধি খেলল না মাথায়। বলল, 'তোমার ছবি বিক্রির কতদূর? আজ না একটা ছবি বিক্রি হওয়ার কথা ছিল? দেখো না ব্যাটাকে ভজানো যায় কিনা—টাকা দরকার।'

'ওমা, বলিনি বুঝি! বিক্রি হয়ে গেছে ওটা। টাকাও পেয়ে গেছি। কত দরকার তোমার?'

হাল ছেড়ে দিল রানা। এর পর আর বাইরে বেরোবার জন্যে চাপাচাপি করা যায় না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে ব্রিজিতার। বলল, 'বেশি নয়, শ'খানেক ডলার হলেই চলবে। অলরাইট। আমি ন'টার

দিকে আসব। তুমি বাড়িতেই থাকছ তাহলে?'
'এখন একটু বেরোচ্ছি। কিছু মার্কেটিং করব টুকিটাকি। ভাল কথা, বাড়িতেই রান্না করছি আজ—বাইরে খেয়ে নিয়ো না আবার। আর পারলে চলে এসো ন'টার আগেই।'
'আচ্ছা। রাখলাম।'
'শোনো রানা, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও গাড়ির চাবিটা পেলাম না আমি।'
'পেলেও লাভ হত না। নষ্ট হয়ে আছে গাড়িটা। আচ্ছা, রাখি এখন, কেমন? সো লঙ।'
রেখে দিল রানা রিসিভার। বসে রইল একজায়গায় অনেকক্ষণ। রাত এগারোটার আগে ঘুমোতে যায় না ব্রিজিতা। একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এর আগে কিছু করা অসম্ভব। সময় এগিয়ে আসছে দ্রুত। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিপজ্জনক কাজটা সেরে ফেলতে হবে। লাশটা পচে উঠলেই সর্বনাশ! কিন্তু কোথায় লুকোবে সে ওটা? পছন্দমত জায়গা খুঁজতে লাগল রানা মনের মধ্যে। বারবার ঘুরে ফিরে ওই কয়লাখনির কথাই আসছে মাথায়। হঠাৎ বুঝতে পারল সে—এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। একবার সার্চ হয়ে গেছে কয়লাখনিটা। সম্ভবত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ওটা আর সার্চ করার দরকার মনে করবে না কেউ। সার্চ পার্টি এখন এগিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে।
রাত একটার দিকে নিঝুম হয়ে পড়বে সাউথবীচ হাইওয়ে। দু'একটা পুলিস পেট্রলকার ছাড়া আর কোন ভয় নেই রাস্তায়। আই.পি. কার্ডটা দেখিয়ে ব্লাফ দেয়া যাবে ওদের অনায়াসে। এরপর…? লাশ রেখে ফিরে আসতে হবে তাকে খুব সাবধানে। খুঁজে বের করতে হবে জিনার হত্যাকারীকে।
কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। হাঁটতে শুরু করল বাংলোর দিকে। ওয়েবলি রোডের মুখে আসতেই বাধা পড়ল। মিলিটারি ব্যারিকেড। এগিয়ে এল একজন সোলজার।
'কোথায় যাবেন?'
'ওয়েবলি রোডে। আমার বাংলোয়।'
'নাম?'
'মাসুদ রানা।'
একজন একটা খাতা খুলল।
'বাংলো নম্বর?'
'একশো তেরো।'
রেজিস্টার খাতায় ওয়েবলি রোডের প্রত্যেক বাংলো-ভাড়াটের নাম লেখা রয়েছে। না চাইতেই পকেট থেকে আই.পি. কার্ডটা বের করে দিল রানা। খাতায় নাম পাওয়া গেল, আই.পি. কার্ডের ছবি মিলে গেল রানার চেহারার সাথে। এক গাল হাসল সৈনিক। বলল, 'জেনুইন। যেতে পারেন আপনি ভেতরে। আগামী আরও দুই ঘণ্টার জন্য এলাকাটা আমাদের কন্ট্রোলে।

বাইরের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি না আমরা এখানে।'

ব্যারিকেড ভেদ করে এগিয়ে চলল রানা। বাড়ির কাছাকাছি এসেই ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুকের ভেতরটা।'

ঘরে ঘরে তল্লাশি পৌঁছে গেছে রানার বাংলোর কাছাকাছি। তাড়াতাড়ি পা চালাল সে। বাংলোর গেটে আসতেই আবার জমে গেল সে। আতঙ্কের স্রোতটা বইতে শুরু করেছে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে। লক্ষ করল, কাঁপছে ওর পা দুটো—কষ্ট হচ্ছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

গ্যারেজের দরজাটা হা হা করছে। খোলা!

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সে এক জায়গায়। দৌড়ে পালানোর প্রচণ্ড ইচ্ছেটা দমন করল অনেক কষ্টে। পালিয়ে গেলে বিপদে পড়বে ব্রিজিতা। লাশটা খুঁজে পেলে অকথ্য অত্যাচার করবে ওরা ব্রিজিতার ওপর। অথচ বেচারী সম্পূর্ণ নির্দোষ। জবাব দিতে পারবে না একটা প্রশ্নেরও।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সাহস সঞ্চয় করল রানা। দম নিল বুক ভরে। তারপর এগিয়ে গেল সামনে।

মরিস ম্যারিনাটা দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজের ভেতর। গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে চারজন হেলমেট পরা সৈন্য। প্রত্যেকের হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

বুটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা ব্যাল্টার। কিছুটা বিব্রত। হাতে টুকিটাকি জিনিস। তার মানে কাছেপিঠে কোথাও গিয়েছিল, এইমাত্র ফিরেছে ও বাইরে থেকে।

রানার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল চারজন হেলমেটধারী সৈন্য।

'কি হচ্ছে ওখানে?' হাঁক ছাড়ল রানা।

চারজনই একসাথে ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে মুখ করে।

চারজন সৈন্যের বয়স কারুরই পঁচিশের বেশি নয়। যোগ দিলে আশি বছরও হবে কিনা সন্দেহ। উগ্র, ছটফটে ভাব পরিষ্কার ফুটে রয়েছে চেহারায়। সতর্ক, সন্দিগ্ধ চোখে মেপে নিচ্ছে ওরা রানাকে। একটু যেন বেয়াড়া ভাব। একজনের চওড়া জুলফি আর বাঁকানো গোঁফ এসে মিশে গেছে গালের ওপর। রানা টের পেল, এইটাই লীডার। এবং সবচেয়ে পাজি।

'এটা আপনার গাড়ি?' কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ছোকরা।

'নিশ্চয়ই,' ব্রিজিতার দিকে তাকাল রানা। 'কি ব্যাপার, ব্রিজিতা?'

'ওরা ওই কিডন্যাপড মেয়েটাকে খুঁজছে,' বলল ব্রিজিতা। 'গাড়ির বুটটা খুলে দেখতে চায় ওরা।'

সমস্ত মানসিক শক্তি একত্রীভূত করার চেষ্টা করল রানা।

'জলজ্যান্ত একটা মেয়েকে গাড়ির বুটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি—একথা নিশ্চয়ই ভাবছেন না আপনারা?' গোলগাল, অপেক্ষাকৃত ভাল মানুষ চেহারার সৈন্যটাকে মোলায়েম করে বলল রানা। মৃদু হাসিও ফোটাল ঠোঁটে।

'ভাবছি না, সিনর,' হাসল মোটা। 'আমি কার্লোকে বলছিলাম...'

খট্ করে বুট জুতো ঠুকল চওড়া জুলফি। 'হাসাহাসির কিছুই নেই এতে।

গাড়ির বুটে লাশ লুকিয়ে রাখা খুবই সম্ভব।'

'কার্লো এই রোডের সার্চপার্টির লীডার,' বলল মোটা। 'আসলে কিছুক্ষণ আগে একটা ফোন পেয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ও। মোড়ের ওই ড্রাগস্টোরে ওর নামে ফোন এসেছিল একটা। পাবলিক ফোন। একটা লোক বলছে, ওয়েবলি পার্কের বাংলো নম্বর একশো বারো, তেরো বা চোদ্দর যে কোন একটার গ্যারেজে একটা গাড়ির মধ্যে নাকি পাওয়া যাবে ওই কিডন্যাপড মেয়েটাকে।' একটু থামল মোটা, 'যদি সত্যি হয়—তাহলে ভয়ঙ্কর খবর এটা। তবে উড়ো ফোন—বাজে খবরও হতে পারে।'

অনেক কষ্টে মুখের হাসিটা বজায় রাখল রানা।

'কোথাকার কে একটা উড়ো ফোন করেছে, আর তাতেই মাথা গরম...'

'ভাল মানুষের মত বুটটা খুলবেন আপনি?' ধমকে উঠল কার্লো। 'গাড়ি সার্চ করার অর্ডার আছে আমার ওপর। বাজে কথা রেখে বুটটা খুলে ফেলুন।'

'অত্যন্ত দুঃখিত। চাবিটা নেই আমার কাছে। মেকারের ঘরে রয়েছে এখন ওটা। ডুপ্লিকেট একটা চাবি বানাচ্ছে ও।'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণচোখে দেখল কার্লো, দু'চোখে সন্দেহ। গোঁফে তা দিয়ে থুথু ফেলল সে রানার পায়ের কাছে।

'খুব খারাপ খবর দিলেন, সিনর। খবরটা আপনার জন্যেই খারাপ। চাবি নেই? অল রাইট।...বুটের লক্‌টা ভাঙলেই চলবে।'

'কাল সকালেই পেয়ে যাব চাবিটা,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল রানা। 'কাল সকালে আসুন। আপনাদের সবার সামনে খুশি মনে খুলব আমি বুটটা। অবশ্য যদি ততক্ষণে অন্য কোথাও মেয়েটাকে পাওয়া না যায় তবেই...'

'চলে এসো, কার্লো,' মোটা সৈন্যটার কণ্ঠে বিরক্তি। 'গাড়িটা আপাতত থাক। বাড়ি চেক করেই চলে যাই না হয়। দেরি হচ্ছে অনেক—অনেকগুলো বাড়ি পড়ে আছে সামনে।'

বাড়িটা সার্চ করার কোন আগ্রহ দেখা গেল না কার্লোর মধ্যে। রানা টের পেল, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে ছোকরা উড়ো খবরটা। অনুরোধ উপরোধে ঠেকানো যাবে না একে। ধমক ধামক দিয়েও আটকানো যাবে কিনা সন্দেহ—তবু ওই লাইনেই শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে একবার।

'সারাদিনে দেড় হাজার বাড়ি খুঁজেছ, কিছু পেয়েছ কোথাও উল্লুক?' খেঁকিয়ে উঠল কার্লো। 'মেয়েটাকে বাড়িতে লুকিয়ে রাখার মত বোকা নয় কেউ। জেনে রাখো, এই রোডের প্রত্যেকটা গাড়ি সার্চ করব আমি। এবং এই বুটের ভেতরটা না দেখে নড়ছি না আজ এখান থেকে এক পাও।'

কথাটা বলেই গ্যারেজের এদিক ওদিক খুঁজে একটা টায়ার লিভার তুলে নিল সে হাতে, বীরদর্পে এগিয়ে গেল বুটের দিকে।

হার্টবিট দ্রুততর হয়ে গেল রানার। যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে কার্লোকে। না ঠেকালে তিন মিনিটের মধ্যেই সর্বনাশ হয়ে যাবে ওর।

'একমিনিট,' বলল রানা। তিনলাফে এগিয়ে এসে গাড়ির বুটটা আগলে দাঁড়াল সে। 'কি পেয়েছ তোমরা? গাড়িটা নষ্ট করতে চাও?' আই.পি.

কার্ডটা সামনে বাড়িয়ে ধরল। 'পড়তে জানো তো? এর ওপর চোখ বুলাও একবার। কিন্তু সাবধান, ফিট হয়ে পড়ে যেয়ো না যেন।'

রাগে কঠিন হয়ে গেল কার্লোর চেহারা। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে কার্ডটা দেখল সে কিছুক্ষণ। কোন ভাবান্তর হলো না চেহারায়।

'আই.পি. তো কি?' ভুরু নাচাল কার্লো। 'আই.পি. হয়ে মাথা কিনে নিয়েছেন সবার? ওসবে কোন লাভ হবে না, সিনর। আপনি যেই হোন কিছুই আসছে যাচ্ছে না আমার। অর্ডার ইজ অর্ডার। কাউকে খাতির নেই।' টায়ার লিভারটা অধৈর্যভাবে মাটিতে ঠুকল। 'সরে দাঁড়ান, সিনর। বেয়োনেটের গুঁতো খাবার আগেই সরে যান।'

'সরে এসো, রানা! ভাঙুক না তালা, বড় জোর দু'ডলার লাগবে ওটা মেরামত করিয়ে নিতে।' বলল ব্রিজিতা।

ব্রিজিতার নিঃশঙ্ক মুখের দিকে তাকাল রানা। বেচারী জানে না, তালা ভাঙার সাথে সাথেই কত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে রানার। ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে এখন এই তালার উপর।

'ব্রিজিতা—কোন পুলিস পেলে ডেকে আনো, জল্‌দি!'

ধীর স্থির পায়ে গেটের বাইরে বেরিয়ে গেল ব্রিজিতা।

কর্কশস্বরে বলল কার্লো, 'পুলিস-ফুলিসের থোড়াই তোয়াক্কা করি আমি। বুটটা আমি খুলবই। সরে দাঁড়ান, সিনর।'

এক ইঞ্চিও সরল না রানা।

'গাড়িটা ড্যামেজ করতে দেব না আমি,' বলল রানা। 'কোন অবস্থাতেই না। চাবি সংগ্রহ করে কাল সকালে বুটটা খুলে দেব আমি। জোরাজুরি করবার কোন অধিকার নেই তোমাদের—বেআইনী জুলুম হয়ে যাচ্ছে এটা।'

কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রইল কার্লো। তারপর টায়ার লিভারটা খটাং করে মাটিতে ফেলেই রাইফেল তুলল রানার দিকে। রাগের ঠেলায় বনেটের ওপর থুথু ছিটাল একরাশ।

'ও. কে! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। জো, দু'জনে মিলে লাথি মেরে সরিয়ে দাও এটাকে আমার সামনে থেকে। বুটটা খুলছি আমি...'

'মাথা গরম করে যা-তা কোন কাণ্ড করে বোসো না, কার্লো,' অনুনয়ের সুরে বলল মোটা সৈন্যটা। 'পুলিসটা আসুক না হয়!'

'অর্ডার মানছি আমি শুধু। এই খচ্চরটা আমার ডিউটিতে বাধা দিচ্ছে!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল কার্লো রানার দিকে। 'সরে দাঁড়াবেন, না বুটের লাথি খাবেন? কোন্‌টা চান?'

'দুটোর একটাও পছন্দ হচ্ছে না আমার।' হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে গলার স্বর নিচু করে ফেলল রানা। 'কার্লো, কোর্টমার্শালের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। তুমি জানো না, তোমাদের মত আমিও খুঁজছি জিনা গোনজালিসকে। সরাসরি পুলিস-চীফ হ্যামবার্টের অধীনে কাজ করছি আমি এই কিডন্যাপ-কেসে। বাজে কিছু করে বসলে পস্তাতে হবে তোমাকে, কার্লো।'

অধৈর্য হয়ে মাটিতে বুট ঠুকল কার্লো। তারপর হঠাৎ একটা হুইসেল বের

করে সজোরে ফুঁ দিল ওটায়! তীব্রসুরে বেজে উঠল হুইসেল। দৌড়ে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল আরও চারজন অল্পবয়সী অস্ত্রধারী সৈন্য। ছুটে এসে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ওরা কার্লোর সামনে। ওদের পেছন পেছন বিশালদেহী এক চুল পাকা পুলিসকে সাথে নিয়ে ঢুকল ব্রিজিতা। পুলিসটাকে দেখে ধড়ে কিছুটা প্রাণ ফিরে এল রানার। পুলিসটার বুকে মাউন্ট পুলিসের ব্যাজ।

'কি হচ্ছে, এখানে?' কর্কশস্বরে জানতে চাইল মাউন্ট পুলিসটা। আওয়াজটা বেরোল যেন বিশাল এক বটগাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে।

একটু থমকে গেল কার্লো বটগাছকে দেখে। সামলে নিয়ে চটপট বলল, 'বুটের ভেতরটা দেখব আমরা। গাড়ি সার্চ করার অর্ডার দেয়া হয়েছে আমাকে। এই লোকটা বলছে, চাবি নেই ওর কাছে। আমি লকটা ভাঙতে চাইছি, বাধা দিচ্ছে ও।'

'চাবিটা কোথায়, সিনর?' রানাকে জিজ্ঞেস করল মাউন্ট পুলিসটা।

'মেকারের কাছে,' বলল রানা। 'চাবি দুটোই ছিল, কিন্তু গতকাল মিস্ ব্যাল্টার একটা চাবি হারিয়ে ফেলায় আজ আরেকটা তৈরি করতে দিয়েছি।'

পুলিসটা হাতের তালু দিয়ে গালটা ঘষল।

'চাবি হারিয়েছেন?' ব্রিজিতার দিকে চাইল মাউন্ট পুলিস। মাথা ঝাঁকিয়ে ও সম্মতি জানাতেই ঝট করে ফিরল সে রানার দিকে।

'কোন মেকার? ঠিকানা বলুন...'

উত্তরটা আগেই তৈরি রেখেছিল রানা।

'জানি না। অফিসের পিওনটাকে চাবিটা দিয়েছি আমি। ও জানে ঠিকানাটা।'

আই.পি. কার্ডটা মাউন্ট পুলিসের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'পুলিস-চীফ হ্যামবার্টের আন্ডারে চাকরি করি আমি। বর্তমানে এই কিডন্যাপ-কেসেই কাজ করছি ক্যাপ্টেন ড্যানেসের সাথে। কাল সকালে পাব গাড়ির চাবিটা। নিজের হাতে বুট খুলে দেব আমি তখন। আপনাদের সবার সামনে। লকটা এখন ভাঙতে গেলেই দুমড়ে যাবে বডি।'

ব্রিজিতার মুখের দিকে তাকাল রানা। নির্বিকারভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চুইংগাম চিবোচ্ছে মেয়েটা। বেচারী বুঝতেও পারছে না কতবড় বিপদ এখন রানার মাথার ওপর।

কার্ডটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মাউন্ট পুলিসটা। ভ্রূ কুঁচকে ত্যারছা চোখে তাকাল সে কার্লোর মুখের দিকে।

'দেখো হে সোলজার, ইনি আমাদের লোক। চিনি আমরা এঁকে। এতটা উত্তেজিত হওয়া ঠিক হচ্ছে না তোমার।'

কিছুমাত্র ভাবান্তর হলো না কার্লোর মুখে। আরও কঠিন হয়ে গেল ওর চেহারা। আসলে জেদ চেপে গেছে ওর মাথায়। বারকয়েক পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে রানাকে শাসানির ভঙ্গিতে, তারপর হাসল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

'ও যেই হোক, কেয়ার করি না আমি,' ঘোষণা করল কার্লো কর্কশস্বরে।

'ব্রিগেডিয়ারের অর্ডারে সার্চে নেমেছি আমরা। আর কাউকে চিনি না। বাধা দিলে গুলি চালাব।'

'তাহলে লকটা ভাঙো তুমি,' ভুরু কুঁচকে বলল মাউন্ট পুলিস। 'কিন্তু তোমার ভালর জন্যেই বলছি, বাছা—ওর ভেতর যদি কিছু না পাও, তোমার কপালে খুবই খারাবি আছে। পুলিস চীফ হ্যামবার্টের একটা ফোনেই বারোটা বেজে যাবে তোমার। সাবধান করে দেয়া আমার কর্তব্য, তাই বলছি, বারবার করে বলছি—সোলজার, তোমাকে পস্তাতে হবে পরে।'

'ঠিক আছে—যা হয় দেখা যাবে। লক আমি ভাঙবই।' সিদ্ধান্তে অটল রইল কার্লো।

পুলিসটা কাঁধ ঝাঁকাল। তাকাল রানার দিকে।

'সিনর রানা—বুটটা ভাঙুক ও। কি বলেন? সাক্ষী থাকলাম আমি। ওর উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে পরে।'

কলজে শুকিয়ে গেল রানার। বলছে কি পুলিসটা! শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে গেল তার। 'রাজি নই আমি!' কোনমতে বলল সে, 'পুরানো হয়ে গেছে গাড়িটা। নতুন লক ফিট করা মুশকিল হবে এটায়। সুতরাং ভাঙতে দেব না আমি এটা।'

ভয়ঙ্কর হয়ে গেল কার্লোর চেহারা।

'সরে দাঁড়ান, সিনর!' কার্লোর স্বর কঠোর। শুধু তাই নয়, রাগে কাঁপছে সে।

সরল না রানা একচুলও। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়।

'সরে দাঁড়ান, সিনর!' একই সুরে আবার বলল কার্লো। তারপর হাতটা তুলে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক ভাষায় কিছু একটা বলল সোলজারদের।

সঙ্গে সঙ্গে সাতটা রাইফেলের মুখ ঘুরল রানার দিকে। চকচক করছে বেয়োনেটের ফলাগুলো। এগিয়ে আসতে শুরু করল ওরা একসাথে।

ব্রিজিতা আর মাউন্ট পুলিসটা চমকে উঠল ব্যাপার দেখে। এতটা আশা করেনি ওরা। ঘামছে রানা। শার্টটা ভিজে গেছে ঘামে। ধুপধাপ শব্দে দুরমুজ পড়ছে তার বুকের ভেতর। বুকের সাথে এসে ঠেকল বেয়োনেটগুলো।

'সরো—' গম্ভীর কণ্ঠ কার্লোর।

হাল ছেড়ে দিল রানা। অনেক চেষ্টা করেছে সে···বরাত মন্দ। বেয়োনেটের খোঁচা লাগছে বুকে। এক পা দু'পা করে সরে যেতে বাধ্য হলো সে পাঁচ কদম। টায়ার লিভারটা তুলে নিয়েছে কার্লো মাটি থেকে।

আর ঠেকানো গেল না। এক্ষুণি পাওয়া যাবে লাশটা। হাতকড়া পড়বে ওর হাতে।

স্পেশাল এডিশনে সব পত্রিকায় বেরিয়ে যাবে খবরটা। আনন্দে ঠাঠা করে হাসবে রডনি লোবার। হাসবে নোরমা। আসল খুনী রয়ে যাবে ধরা ছোঁয়ার বাইরেই। ভয়ঙ্কর নির্মম সত্য এটা! আর এক মিনিটের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে রানার ভাগ্য। ফাঁসির হাত থেকে বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই ওর সামনে।

সাত হাতটা বেয়োনেটের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে চারপাশের সবকিছু।

কটাং করে শব্দ হলো একটা। সাথে সাথে ধড়াস্ করে উঠল রানার বুক। টায়ার লিভারের একমাথা ঢুকিয়ে চাঁড় দিতেই তালা ভেঙে খুলে গেছে বুট। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করল সে প্রাণপণে।

খট্ করে শব্দ হলো। রানা বুঝল হ্যাঁচকা টানে তোলা হলো বুটের ডালাটা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা। পুলিসটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুটের সামনে। ঝট্ করে ফিরল রানা বুটের দিকে। কিন্তু··· কিন্তু কি হলো ওর—কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন সে? শুনতেও পাচ্ছে না কিছু। কয়েকটা সেকেন্ড ওর কাছে মনে হলো ত্রিশ ফুট পানির নিচে রয়েছে সে।

কে যেন কি বলল—বুঝতে পারল না রানা। হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল ওর। দেখল, থ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কার্লো, বাম হাতটা ঘষছে গালে। রাইফেলগুলো এখন আর ওর দিকে তাক করা নেই। কটমট করে চেয়ে রয়েছে মাউন্ট পুলিস কার্লোর মুখের দিকে।

'কিছুই নেই ওখানে! এবার বলো, ভাঙলে কেন লক?'

বোমা ফাটল যেন রানার কানের কাছে। বলছে কি লোকটা। পাগল হয়ে গেছে?

তিন লাফে পৌঁছে গেল রানা গাড়ির পেছনে। বুটের ভিতর তাকাতেই চক্কর দিয়ে উঠল ওর মাথাটা। গাড়ির স্পেয়ার কুশনটা জিনার মাথার নিচে রেখেছিল সে। কুশনটা পড়ে আছে এককোণে। আর কিছু নেই বুটের ভেতর।

তাজ্জব হয়ে গেল রানা। স্বপ্ন দেখছে না তো! আবার তাকাল সে ডালা খোলা বুটের ভেতর। সত্যিই, লাশটা নেই।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে জিনার লাশ!

ছয়

কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে কার্লো। চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত।

'ক্যাপ্টেন ড্যানেসকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি আমি এক্ষুণি।' কর্কশ সুর পুলিসটার কণ্ঠে, 'ভুলে যেয়ো না সোলজার, সিনর রানা পুলিসের লোক, বারবার একথা বলা সত্ত্বেও জেদ করে নষ্ট করেছ তুমি গাড়িটা। আমি সাক্ষী।'

কিছুটা সামলে নিয়েছে কার্লো ততক্ষণে। হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই টের পেয়েছে, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। অপরাধী দৃষ্টিতে তাকাল সে রানার দিকে। ওয়ালেট থেকে একটা নোট বের করে এগিয়ে এল দুই কদম।

'দুঃখিত সিনর, খুবই দুঃখিত আমি। উড়ো টেলিফোনের ওপর এতটা

বিশ্বাস রাখা ঠিক হয়নি আমার। ভুল হয়ে গেছে। প্লীজ ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।'

সামলে নিয়েছে রানাও। বুঝতে পেরেছে মস্ত ভজঘট হয়ে গেছে কোথাও। লাশটা গায়েব করে ফেলেছে কেউ। ওর অজান্তে ঘটে গেছে অনেক কিছু। পুরো ব্যাপারটার তাৎপর্য বুঝতে হলে যত শীঘ্রি সম্ভব একা হতে হবে ওকে। চিন্তা করতে হবে। এগিয়ে ধরা নোটটা প্রত্যাখ্যান করল সে মাথা নেড়ে। মুখে বলল, 'ঠিক আছে, কার্লো…ভুলে যাচ্ছি আমি ব্যাপারটা। কিন্তু তুমি আবার চট্ করে ভুলে যেয়ো না—কর্তব্য পালন আর বাড়াবাড়ি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

'চলো কার্লো, এবার বাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাক,' বলল মোটা সৈন্যটা।

হঠাৎ খেপে উঠল কার্লো ওর ওপর। 'কি দেখবে বাড়ির ভেতর, শুনি? গাড়িটা দেখে সাধ মেটেনি? আবার কি কেলেঙ্কারিতে জড়াতে চাও? চলো, বেরোও সবাই এখান থেকে…' সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল কার্লো।

'এত সহজে ছেড়ে দিলেন!' সন্তুষ্ট হতে পারেনি মাউন্ট পুলিস। 'এই সুযোগে খচ্চরগুলোকে একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়া যেত। বাড় হয়ে গেছে অতিরিক্ত—মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না।'

'একেবারে অল্প বয়স তো, একটু বেয়াড়া হবেই,' বলল রানা। 'ঠিক হয়ে যাবে আপনি।'

টুপিটা ঠিক করল পুলিস। তারপর স্যালুট করল।

'ও. কে., সিনর। গুড বাই।'

ব্যস্ত পায়ে চলে গেল সে গেটের বাইরে। ব্রিজিতা ব্যাল্টারের পিছু পিছু ধীরে পায়ে এসে ড্রইংরুমে ঢুকল রানা। জ্যাকেটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে ধপ্ করে বসে পড়ল সোফায়। সিগারেট ধরাল একটা। কিন্তু এক টান দিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর সর্বশরীর। কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে ঘরের কোথাও। কোথায়? সারাটা ঘর ঘুরে এল ওর দৃষ্টিটা।

টেবিলের ড্রয়ারটা আধখোলা। দরজার পাশের ম্যাট্রেসটা ঠিক জায়গায় নেই, সরে গেছে আধহাত। এক জায়গায় কুঁচকে আছে কার্পেট। কোন সন্দেহ নেই, বাইরের কেউ ঢুকেছিল এ ঘরে।

'কি হয়েছে, রানা?' ব্রিজিতা বসল পাশের সোফায়। 'কি হয়েছে তোমার?'

'কই। কিছু হয়নি তো! আচ্ছা, বলো তো, তোমার কাছে কোন লোক এসেছিল?'

'নাহ্। আমিই বরং গিয়েছিলাম লোকের কাছে। কেন, কি হয়েছে? এ রকম করছ কেন, রানা? কোন গোলমালে জড়িয়ে গেছ তুমি?'

ব্রিজিতার একাগ্রতা দেখে মিথ্যা বলতে পারল না রানা। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। বলল, 'সত্যিই জড়িয়ে গেছি একটা বিশ্রী গোলমালের সাথে।

কিন্তু দয়া করে এর বেশি আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।'

'কেন? আমি কোন সাহায্যে আসতে পারি না?'

'না। এটা এমন এক ব্যাপার, যার সাথে কিছুতেই জড়ানো চলবে না তোমার।'

একশো ডলারের একটা নোট বের করল ব্রিজিতা। রানার মনে পড়ল টেলিফোনে টাকা চেয়েছিল সে ওর কাছে। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'জ্যাকেটের মধ্যে মানিব্যাগ আছে—রেখে দাও ওটার ভেতর।'

ব্রিজিতা এগিয়ে গেল জ্যাকেটের দিকে।

নিশ্চয়ই সরিয়েছে কেউ লাশটা।—ভাবছে রানা। কেন? কি উদ্দেশ্যে? নতুন কোন ভয়ঙ্কর ফাঁদে ফেলবার জন্যে? কি ধরনের ফাঁদ হতে পারে সেটা? কে করতে পারে কাজটা? লোবার? নোরমা? কেন?—কোন উত্তর আসছে না ওর মাথায়। প্রথম থেকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করল সে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা।

'রানা!'

চিন্তাস্রোতটা ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ। ব্রিজিতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমকে তাকাল সে। দেখল—মানিব্যাগটা ডান হাতের তালুতে রেখে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা। খোলা। ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে দুটো গাড়ির চাবি। একটা রানার, আরেকটা ব্রিজিতার। ব্রিজিতার ব্যাগ থেকে চাবিটা সরিয়েছিল সে।

'রানা!'

ব্রিজিতা তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে। অদ্ভুত দৃষ্টি দুই চোখে। ঢোক গিলল রানা। চোখে চোখে চেয়ে রইল ওরা কয়েক সেকেন্ড। ওয়ালক্লকে ঢং করে সাড়ে নয়টা বাজল।

উঠে দাঁড়াল রানা। শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'চাবি দুটো আমার কাছে দাও।'

এক পা এগিয়ে এল ব্রিজিতা।

'কি হয়েছে তোমার? এমন উদ্ভট ব্যবহার করছ কেন, রানা? কি হয়েছে?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রানার চেহারা। চাবি দুটো হাতে নিয়ে হাসতে চেষ্টা করল। 'কিছুই না।'

'মিথ্যা বলছ। তোমার চোখ বলছে, ভয়ঙ্কর কিছু ভাবছ তুমি। তোমার চেহারা বলে দিচ্ছে সব। কি করেছ তুমি?'

'বলা যাবে না তোমাকে।'

'গাড়ির বুটটা খুলতে বাধা দিচ্ছিলে কেন? আমার চাবিটা লুকিয়েছ কেন? হুডিনির অফিসে মিথ্যা চাকরির কথা বলেছ কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ব্রিজিতার। 'এতগুলো "কেন"-র যুক্তিসঙ্গত উত্তর আছে নিশ্চয়ই? রানা, ওই মেয়েটার কিডন্যাপে জড়িয়ে গেছ তুমি?'

উত্তর না দিয়ে চারদিকে তাকাল রানা। পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে মেঝেতে। ম্যাট্রেসটা ঠিক জায়গায় নেই। অস্পষ্ট একটা জুতোর ছাপ পড়েছে ধুলোয়। সারা ঘরে একটা এলোমেলো অসংলগ্নতার ছাপ সুস্পষ্ট।

হাসল রানা ব্রিজিতার ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে।

'তোমার সব "কেন"-র উত্তর দেব আমি। দু'একদিনের মধ্যেই। এখন কিছু বলতে গেলে জড়িয়ে যাবে তুমিও। সেটা আমি চাই না। শুধু এটুকু জেনে রাখো—কোন অন্যায় আমি করিনি। যদি আমার নামে ভয়ঙ্কর কিছু শোনো, যদি দেখো আমার জেল হচ্ছে বা ফাঁসি হচ্ছে—তবু জেনো—কোন অন্যায় আমি করিনি।'

'সত্যিই?' রানার চোখের ওপর স্থির হলো ব্রিজিতার আয়ত চোখ।

'সত্যি।'

'তুমি খুন করোনি মেয়েটাকে?'

'কোন্ মেয়েটাকে?' চমকে উঠল রানা।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও।' তেমনি স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ব্রিজিতা।

কোন্ মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে ব্রিজিতা বুঝতে বাকি রইল না রানার। এক মুহূর্তে অনেক কিছুই বুঝে ফেলল সে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ ব্রিজিতার নিষ্কম্প চোখের দিকে। তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে।

'না।'

'বাঁচালে!' লম্বা করে দম নিয়ে হাঁফ ছাড়ল ব্রিজিতা। হাসল। 'চলো, খেয়ে নেয়া যাক।'

'কোথায়··· কোথায় গেল ওটা?'

'বাথরূমে।'

'বাথরূমে? বাথরূমে গেল কি করে! কোন্ বাথরূমে?' অস্থির পায়ে এগোল রানা।

'ওটায় না, আমারটায়।' রানাকে ঘরের দিকে এগোতে দেখে চট্ করে বলল ব্রিজিতা। রানার পিছু পিছু এসে দাঁড়াল নিজের ঘরের অ্যাটাচড্ বাথরূমের সামনে।

দরজা খুলে তিন পা এগিয়েই দেখতে পেল রানা লাশটা। পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে জিনা বাথটাবের ভেতর। সাদা কালো প্রিন্টের ম্যাক্সিটা কুঁচকে গেছে। হাঁটু পর্যন্ত বেরিয়ে রয়েছে একটা পা—পায়ে ব্যালে শু। সামনে ঝুঁকে মুখটা দেখল রানা। এখনও অবিকৃত রয়েছে সুন্দর মুখটা। গলাটা ফাঁক হয়ে রয়েছে শুধু, এছাড়া আর কোন খুঁত নেই শরীরের কোথাও।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ফিরল ব্রিজিতার দিকে। টেনে নিয়ে এল ওকে ড্রইংরূমে।

'ব্রিজিতা—কখন ফিরেছ তুমি?'

'রাত আটটায়।'

'তারপর?'

'বলব?'

'জলদি বলো। সময় নেই। ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।'

লম্বা করে শ্বাস নিল ব্রিজিতা। ধপ্ করে বসে পড়ল ডিভানে। পাশের সোফায় বসল রানা। সিগারেট ধরাল আরেকটা।

'আটটায় এসেছি আমি বাংলোয়। গ্যারেজের দরজাটা দেখলাম খোলা। অথচ যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারদিকে। কাপড়চোপড় এলোমেলো—বইপত্র মেঝেতে ছড়ানো—বিছানাটা উল্টে রয়েছে। কুশনগুলো কেটেছে কেউ ব্লেড দিয়ে।'

'মনে করলে চোর এসেছিল?'

'না, সাধারণ চোর নয় ওরা সেটা বুঝতে পারলাম সহজেই,' বলল ব্রিজিতা। 'দামী জিনিস ছুঁয়েও দেখেনি ওরা। তন্ন তন্ন করে ছোটখাট কিছু একটা খুঁজেছে। বিশেষ করে তোমার বেডরুমের একইঞ্চি জায়গাও খুঁজতে বাকি রাখেনি ওরা। লণ্ডভণ্ড করেছে সারা ঘর। বুঝে নিলাম—তোমার কাছে ছোটখাট এমন কোন দামী জিনিস আছে যা গোপনে এসে হাতিয়ে নিয়েছে অথবা নিতে চাইছে ওরা। তার মানে একদল শত্রু রয়েছে তোমার এবং ওরা সহজ পাত্র নয়।'

'ঠিক। তারপর?'

'ভাবতে লাগলাম আমি। তোমার গত কয়েকদিনের প্রত্যেকটা কাজে ছোটখাট অসঙ্গতি পেয়ে কেমন যেন খটকা লেগেছিল মনে। ঘরের এই অবস্থা, সেই সাথে গ্যারেজের দরজা খোলা দেখে আরও সন্দেহ হলো। সোজা ঢুকলাম গ্যারেজে। ঢুকেই থমকে গেলাম। বুটটার গায়ে লেগে ছিল কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত। ভয় পেলাম আমি। হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিয়েই চমকে উঠলাম। উঃ—ভয়ঙ্কর দৃশ্য! লাশটা সোজা তাকিয়ে ছিল আমার চোখের দিকে।'

'তুমিই সরিয়ে এনেছ ওটাকে বাথরুমে?'

'হ্যাঁ,' শিউরে উঠল ব্রিজিতা। 'লাশটা দেখে কিছুক্ষণ ঠকঠক করে কাঁপলাম ভয়ে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝলাম—মস্তবড় বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি। তোমার শত্রুরা বুটটা খুলেছে—লাশ দেখেছে—তারপর নিজেদের হাত কেটে ইচ্ছে করে রক্ত লাগিয়ে রেখে গেছে গাড়ির গায়ে। চেহারা দেখে আন্দাজ করলাম, লাশটা আর কারুর নয়; ওই কিডন্যাপড মেয়েটারই। ওদিকে সার্চপার্টি সারা এলাকাটা ব্যারিকেড করেছে, খুঁজছে ওই মেয়েটাকে। ব্যস—দুই আর দুই চার মিলিয়ে বুঝে নিলাম—তোমার শত্রুরা চাইছে, লাশটা ধরা পড়ুক সার্চপার্টির হাতে এবং সাথে সাথে ধরা পড়ো তুমি। সম্ভবত একটা উড়ো টেলিফোনও করবে ওরা সার্চপার্টির কাছে।' একটু থামল ব্রিজিতা। 'কে খুন করল ওকে—কি করে লাশটা বুটের ভেতর এল—এতসব ভাবার সময় পাইনি; ঝটপট লাশটা বের করেই বন্ধ করে দিলাম গাড়ির বুট, মুছে ফেললাম রক্ত। তারপর বয়ে নিয়ে এসে শুইয়ে দিলাম বাথটাবের মধ্যে।'

'কেন করতে গেলে কাজটা?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। একই ছাতের নিচে একসাথে বহুদিন ধরে আছি বটে, আসলে তোমাকে সামান্যই চিনি আমি। কিন্তু যেটুকু চিনি, আমার

বিশ্বাস, এভাবে কোন মেয়েকে খুন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হলো, এই খুন তুমি করোনি—তোমাকে ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে আর কেউ। মস্ত কোন গোলমালে জড়িয়ে ফেলেছ তুমি নিজেকে।'

অনেকক্ষণ একটি কথাও বলল না রানা। তারপর ব্রিজিতার একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে—মৃদু চাপ দিল।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না, ব্রিজিতা। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ তুমি আজ আমাকে। ধরা পড়লে আত্মরক্ষা করবার কোন উপায় ছিল না আমার। তুমি জানতে সে কথা?'

'আন্দাজ করেছিলাম।'

'তুমি জানতে কতবড় বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি এই কাজটা করতে গিয়ে?'

'তুমিও কম ঝুঁকি নাওনি, রানা।'

'কি রকম?'

মৃদু হাসল ব্রিজিতা। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না, রানা। কিন্তু কোন একদিন, কোন এক সাগর তীরে অসহায় ব্রিজিতার বুকফাটা চিৎকার শুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে তুমি সাহায্য করতে। ছুরি খেয়ে মারা যেতে পারতে তুমি সেদিন। আর আজ? ভেবেছ লক্ষ করিনি আমি? খোলা গ্যারেজের সামনে মিলিটারি দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে তুমি—হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? আমাকে দেখে না? আমি যাতে বিপদে না পড়ি, সেজন্যে নয়?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'আমি চাই না এই ভয়ানক ব্যাপারে তুমি জড়াও নিজেকে। আমার একান্ত অনুরোধ, এই মুহূর্তে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তুমি। সাতদিন কাটিয়ে দাও কোন হোটেলে। এর মধ্যেই···'

'হয় ধরা পড়বে, নয়তো নিজেকে বিপদমুক্ত করবে—এই তো? ওসব ধানাইপানাই বাদ দাও, রানা। জড়িয়ে যখন গিয়েছি, শেষ পর্যন্ত থাকছি আমি তোমার সাথে।'

'তুমি থাকলে সুবিধের চেয়ে আমার অসুবিধেই হবে বেশি সত্যি, ব্রিজিতা···'

'না,' ঘোষণা করল ব্রিজিতা। 'যত যা-ই বলো, নড়ছি না আমি এক পা'ও। যা হবে—দু'জনের হবে।'

'মরো তাহলে! মাথা খারাপ তোমার!' রেগে গেল রানা। 'বুঝতে পারছ না এটা ছেলেখেলা নয়। ছোবল মারতে শুরু করেছে শত্রু পক্ষ, কিন্তু কারা ওরা সঠিক জানি না আমি এখন পর্যন্ত। এবার কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসবে···'

'যাচ্ছি না আমি!' শেষ কথা জানিয়ে দিল ব্রিজিতা। 'সব খুলে বলো আমাকে।'

হাল ছেড়ে দিল রানা। বুঝতে পারল, সরে দাঁড়াবার মত মেয়ে ব্রিজিতা নয়। একবার যখন জড়িয়ে পড়েছে, শেষ না দেখে ছাড়বে না ও। কাজেই সব

ঘটনা ওর জানা দরকার।

লম্বা করে টান দিল রানা সিগারেটে। তারপর শুরু করল। সিসিও গোনজালিসের ওপর প্রতিশোধের ইচ্ছে থেকে শুরু করতে যাচ্ছিল রানা, বাধা দিল ব্রিজিতা—একেবারে গোড়া থেকে জানতে চায় ও। ফ্লোরেন্সে পদার্পণের কারণ, রেড ড্রাগনের দলে যোগদান, ব্যাঙ্ক লুটের খবর জানতে গিয়ে জেল—এই পর্যন্ত খুব সংক্ষেপে সারল রানা; তারপর অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বলল নোরমার পরিকল্পনা, জিনার কিডন্যাপড হওয়ার অভিনয়, টাকা আদায় এবং রেড ড্রাগনের প্রবেশের কথা। সাউথ বীচে রানাকে হত্যার চেষ্টা, জিনার মর্মান্তিক মৃত্যু, নোরমার অনুপস্থিতি, লাশ পাচার করতে গিয়ে গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়া—প্রত্যেকটি ঘটনা বলে গেল সে একের পর এক। পুলিস বিভাগের তৎপরতার কথাও বাদ দিল না।

একটি কথাও না বলে হাতের ওপর চিবুক রেখে সব শুনল ব্রিজিতা। তারপর বলল, 'লাশটা কি করবে এখন ভাবছ?'

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই এলাকা থেকে সরে যাবে সার্চপার্টি অন্যদিকে। সরিয়ে ফেলব তখন ওটা।'

'বাঁচার কোন রাস্তা আছে তোমার? নোরমার স্বরূপ উদঘাটনের কোন উপায় আছে?'

'ছিল। একটা টেপ ছিল আমার কাছে। কিডন্যাপ-প্ল্যানের সবকথা টেপ করে নিয়েছিলাম আমি।'

'ওটা কোথায়?'

'নেই। ওটাই খুঁজেছে ওরা তন্ন তন্ন করে। ওটাই ছিল আমার একমাত্র অস্ত্র। আমি জানি, নিয়ে গেছে ওরা টেপটা। বেডরুমে টেবিলের ড্রয়ারে ছিল দেখে আসতে পারো তুমি। নেই।'

দ্রুতপায়ে রানার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ব্রিজিতা। একমিনিট পর ফিরে এল ফ্যাকাসে মুখে। 'নেই। নিয়ে গেছে। তোমার বেডরুমের কার্পেটে দু'জোড়া জুতোর ছাপ পড়েছে স্পষ্ট। দেখবে?'

চলে এল দু'জন রানার বেডরুমে। পরিষ্কার দু'জোড়া জুতোর ছাপ পড়েছে কার্পেটের ওপর। একটা বেঢপ বড় সাইজের, অন্যজোড়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। নিচু হয়ে কিছুক্ষণ দেখল রানা ছাপগুলো।

'বড়টা লিমবোর। ছোটটা সিকোর।' আপন মনেই বলল রানা। 'রেড ড্রাগন।'

'এরা কি করে জানল টেপের খবর?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। নোরমাকে বলেছি আমি। হয়তো আড়ি পেতেছিল কেউ। টেপটা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ওরা...হাতে পেয়েই ফোন করে সার্চপার্টিকে জানিয়েছে কোথায় লুকানো আছে জিনার লাশ। কাল রাতে লোবারের দল ছাড়াও খুব সম্ভব আরও কেউ ছিল সান মার্টিনো বেদিং কেবিনের আশপাশে। চুপচাপ লক্ষ করেছে আমার কার্যকলাপ।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ব্রিজিতা। তারপর বলল, 'চলো, খেয়ে নেয়া যাক। খালি পেটে বুদ্ধি খোলে না।'

'খাবার রুচি নেই, ব্রিজিতা।'

'কারই বা আছে? কিন্তু চারটে মুখে না দিলে এফিশিয়েন্সি কমে যাবে। চলো।'

বিশেষ কিছু মুখে তুলতে পারল না দু'জনের কেউই। ঘড়ি দেখল রানা।

'কি করতে চাও?'

'গাড়ি ভাড়া করতে হবে একটা। সেটাতে করে সাউথবীচ হাইওয়ের পাশে একটা কয়লা খনিতে ফেলে দেব ডেডবডি।'

'গাড়ি ভাড়ার টাকা কোথায়? রেন্টাল কার সার্ভিসের ক্রেডিট কার্ড ছাড়া রাতে কেউ ভাড়া দেবে না গাড়ি। নিতে হলে গাড়ির পুরো দাম জমা রাখতে হবে ওদের কাছে। নতুন নিয়ম।

'জানি। কোন চিন্তা নেই। কিডন্যাপের বিশ লাখ ডলার আছে আমার হাতে।'

'ব্রীফকেসটা চুরি যায়নি?'

'মনে হয় না। এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি…ঠিক আছে এখুনি দেখছি আমি।' উঠে দাঁড়াল রানা। একটা পকেট টর্চ হাতে পা বাড়াল দরজার দিকে।

'আমি আসব?' বলল ব্রিজিতা।

'না। তুমি বরং একটা ফোন করো নোরমাকে। পুলিস-চীফ হ্যামবার্টের সেক্রেটারি বলে পরিচয় দেবে নিজের। বলবে, পাওয়া গেছে জিনার লাশ—মাসুদ রানার গাড়িতে। রানা পলাতক। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট—পরু খোঁজা করা হচ্ছে লোকটাকে, যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে খবরটা ও প্রকাশ না করে।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে অন্ধকারে পা রাখল রানা। গেটের কাছে চলে এল। জন-মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও। আশপাশের বাংলোগুলো ডুবে আছে অন্ধকারে। একটা কুকুর ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না মেইনরোডে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। চটপট গ্যারেজের পাশে চলে এল সে। গ্যারেজে ঢুকেই বন্ধ করে দিল দরজা। মরিস-ম্যারিনাটা দাঁড়িয়ে আছে অপরাধী ভঙ্গিতে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে গ্যারেজের উত্তরকোণে এসে দাঁড়াল রানা। একবার জ্বেলেই নিভিয়ে দিল টর্চটা।

একগাদা জঞ্জাল জমে আছে কোণটাতে। ওপরে ভাঙা বোতল, খালি মোবিলের টিন আর গ্রীজের কৌটো। অন্ধকারেই জঞ্জালগুলো সরাল রানা। এক মিনিট পর জ্বালল টর্চটা।

না ছুঁয়েই বুঝল কেউ স্পর্শ করেনি ব্রীফকেসটা। যেমন রেখেছিল ঠিক তেমনিই জঞ্জালের নিচে পড়ে আছে ওটা। একটানে ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বাইরে বেরিয়ে বন্ধ করে দিল গ্যারেজটা।

অপেক্ষা করছে ব্রিজিতা। রানা ঢুকতেই বলল, 'জানিয়ে দিয়েছি। একটুও

অবাক হলো না।' ব্রীফকেসের দিকে চাইল ভুরু কুঁচকে। 'বিশ লাখ ডলার আছে ওটায়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্রীফকেসটা ঠক্ করে রাখল টেবিলে। ক্লিপ লকে চাপ দিতেই খুলে গেল। ব্রিজিতাকে চমকে দেয়ার জন্যে ডালাটা বাম হাতে ধরে পুরো ব্রীফকেসটা উল্টে দিল সে টেবিলের ওপর। তারপর চমকে উঠল নিজেই।

একরাশ বান্ডিল পড়ল টেবিলের ওপর। রাবার-ব্যান্ড দিয়ে জড়ানো নিউজপ্রিন্টের বান্ডিল।

খটাশ করে ব্রীফকেসটা পড়ে গেল রানার হাত থেকে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে টেবিলের দিকে। তাজ্জব হয়ে গেছে ব্রিজিতাও। চট্ করে উঠে দাঁড়াল সে সোফা ছেড়ে, দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে একটা হাত রাখল রানার কাঁধে!

বান্ডিলগুলোর দিকে কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিষ্ঠুর সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করল রানা। বিশ লক্ষ কেন, বিশটা ডলারও ছিল না ব্রীফকেসে ঠাসা ছিল শুধু পুরানো কাগজ—সস্তা নিউজপ্রিন্ট।

মস্ত চাল চেলেছিল তাহলে নোরমা গোনজালিস?

সাত

ধপ্ করে বসে পড়ল ব্রিজিতা।

বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল রানা। একটা ডলারও নেই। গাড়ি রেন্ট করা যাবে না!

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকল জানালা দিয়ে। হঠাৎ শীত লেগে উঠল রানার। এখন?

'ঠকে গেছি!' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার ওরা সবকিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। ব্রীফকেসটা খোঁজার দরকার মনে করেনি। কেন করেনি? তার মানে ওরা জানত টাকা নেই ব্রীফকেসে।'

কথা বলল ব্রিজিতা। 'লিমবো আর সিস্কো মেরে দিয়েছে টাকা?'

'না। ব্রীফকেসটা ছুঁয়েও দেখেনি ওরা। আসলে ওটা খুঁজে বের করার চেষ্টাই করেনি। যেখানে রেখেছিলাম ঠিক সেখানেই ছিল, কেউ হাত দেয়নি।'

'তাহলে কোথায় গেল টাকা? সিনর গোনজালিস টাকা দেয়নি বলতে চাও?'

'দিয়েছে। যদ্দূর বিশ্বাস। গুনে গুনে পুরো দুই মিলিয়ন ডলার ভরেছে সে ব্রীফকেসে। এ টাকা তার কাছে কিছুই নয়। নিজের মেয়ের জীবন বিপন্ন করার চেয়ে টাকা দেয়াটাই সহজ ভেবেছে ও।'

আরেকটা ব্রীফকেসের ছবি ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে।

ড্যানেসের হাতে দেখেছিল সে ব্রীফকেসটা। হুবহু একই রকম দুটো, কিছুমাত্র অমিল নেই। যেন যমুজ দুই ব্রীফকেস।

'দুটো একই রকম ব্রীফকেস ছিল গ্নোনজালিসের। হুবহু এক। বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই কেউ বদলে দিয়েছে।'

'বদলে দিয়েছে?' অবাক হলো ব্রিজিতা। 'কে বদলাবে?'

'নোরমা, আর কেউ নয়। আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। এক পয়সা দিয়েও কাউকে বিশ্বাস করে না নোরমা। আমাকে করেছিল। আসলে আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিল সে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্রীফকেস বদলাবার প্ল্যান তৈরি করে রেখেছিল আগে থেকেই। আমার এবং জিনার হাতে টাকা দেয়ার ইচ্ছে ছিল না ওর আদৌ। একটা ব্রীফকেসে নিউজপ্রিন্ট ভরে প্রস্তুত ছিল সে আগে থেকেই। সুযোগ বুঝে বদল করেছে সে ওই দুটো। ও টাকা নিতে কেবিনে যায়নি কেন—বুঝতে চেষ্টা করিনি আমি। আসলে আগেই সব টাকা চলে গেছে ওর হাতে। জিনার আর আমার জন্যে ছিল শুধু পুরানো নিউজপ্রিন্ট—অবশ্য যদি ও বেঁচে থাকত!'

ব্রিজিতা শান্তকণ্ঠে বলল, 'টাকা তো নেই···কি করবে এখন?'

ভাবল রানা। 'গাড়ি ছাড়া কিছু করা যাবে না। গাড়ি নেই।'

'প্রচুর গাড়ি আছে হোটেল ম্যারিয়্যানোয়। পার্কিংলটে সারারাত পড়ে থাকে ওগুলো। ওখান থেকে একটা নিলেই তো চলে।'

'ঠিক বলেছ। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।' হাসল রানা। 'হাইজ্যাক করা গাড়ির সুবিধে অনেক। কয়লাখনি পর্যন্ত যেতে হবে না আর আমাদের।'

'কেন?'

'গাড়িটা যে-কোন রাস্তায় রেখে দিলেই হলো। কাল সকালেই গাড়ির মালিক রিপোর্ট করবে থানায়। দুই ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস খুঁজে পাবে গাড়িটাকে···সেই সাথে লাশটা।'

নিউজপ্রিন্টের বান্ডিলগুলো তুলে ফেলল রানা ব্রীফকেসে। কাবার্ডে রাখল। তারপর ব্রিজিতাকে ইশারা করে বেরিয়ে এল বাইরের অন্ধকারে।

দু'মিনিট পর দু'জনকে দেখা গেল বড় রাস্তায়। হাত ধরাধরি করে প্রায় জড়াজড়ি অবস্থায় হাঁটছে ওরা। ব্রিজিতার হাতে একগোছা ক্রিসানথেমাম। মনে হচ্ছে এই গতকাল বিয়ে হয়েছে ওদের—হাওয়া খেয়ে বিছানায় যাবে একটু পরেই।

রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। বিশেষ করে পদাতিকের সংখ্যা।

চার ফার্লং রাস্তা পেরিয়েই থেমে গেল ওরা। সামনেই প্রকাণ্ড নিওনসাইন জ্বলছে নিভছে। হোটেল ম্যারিয়্যানো। পার্কিংলটে অজস্র গাড়ি। চারদিকে তাকিয়ে এগোল ওরা। রাইটসাইড কর্নারে রাখা একটা পুঁজো সেলুনের পাশে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ পর।

'হবে এটায়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ব্রিজিতা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। চটপট গ্লাভস বের করে দু'জনেই পরে নিল হাতে। দু'জন লোক ধীরপায়ে হেঁটে আসছে এদিকে। ইশারা করল রানা

ব্রিজিতাকে।

ফ্রন্টডোরের সামনে চলে এল ব্রিজিতা।

'জড়িয়ে ধরো আমাকে।' বলল রানা।

একটু ইতস্তত করল ব্রিজিতা। তারপর ফ্রন্টডোরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত উঠে গেল রানার কাঁধে। পেঁচিয়ে ধরল রানার গলা। তারপর টানল নিজের দিকে।

ঝুঁকে এল রানার মুখ। জোড়া লেগে গেল দু'জোড়া ঠোঁট। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠল ব্রিজিতা কয়েক সেকেন্ডেই। ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠছে ওর জিভ—গরম হয়ে উঠছে শ্বাস। ভুলেই গেছে এটা অভিনয় মাত্র।

'সত্যি সত্যি চুমু খেতে কে বলেছে তোমাকে!' বলল রানা। 'গরম করে তুলছ কেন আমাকে? জাস্ট অভিনয় করো।'

পাশ কাটিয়ে চলে গেল লোক দু'জন, একটা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

আবার জোড়া লেগে গেছে ওদের ঠোঁট। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে রানাও ভুলে গেল যে অভিনয় চলছে। ব্রিজিতা হেলে আছে দরজার গায়ে, পিঠে রানার দুই হাত। ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে রানার গালে গাল ঘষল ব্রিজিতা। দু'জনেই চমকে গিয়ে চাইল চোখে চোখে। কামনার আগুন জ্বলছে দু'জোড়া চোখের তারায়।

আস্তে করে হাত বাড়াল রানা, বোতামে চাপ দিয়ে টানল দরজার হ্যান্ডেল। লক নেই—খুলে গেল দরজাটা ছয় ইঞ্চি। ভিতরে ছোট্ট একটা বাতি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় চকচকে চাবি দেখতে পেল রানা—ঝুলছে ইগনিশন থেকে।

ব্রিজিতাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল হোটেলের এন্ট্রান্সের কাছে গার্ডের সাথে গল্প করছে একজন বেয়ারা। এই দিকে ইঙ্গিত করে কি যেন বলল বেয়ারা—হেসে উঠল গার্ড।

'উঠে পড়ো!' বলল রানা। সামনে দিয়ে ঘুরে চলে গেল ওপাশের দরজার কাছে।

উঠে পড়ল ব্রিজিতা ড্রাইভিং সীটে। স্টার্ট দিল। রানা উঠতেই ছেড়ে দিল গাড়ি। স্বাভাবিক গতিতে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল সাদা পুজো সেলুন। পেছন ফিরে খোশগল্পরত বেয়ারা ও গার্ডকে দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সোজা হয়ে ঘুরে বসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা। ব্রিজিতার কাঁধে হাত রাখল।

সাথে সাথে তেলেবেগুনে ফোঁস করে উঠল ব্রিজিতা।

'তুমি একটা জানোয়ার, অসভ্য, সুযোগ নেয়া খচ্চর।'

'কি রকম! আমি আবার কি করলাম! তুমিই তো আমাকে...'

'শাট্ আপ।' তেড়ে উঠল ব্রিজিতা। 'চুমো খাওয়াখাওয়ির কোন কথা ছিল না। এভাবে আমাকে...'

'তুমিই তো জড়িয়ে ধরলে! এত জোরে ধরলে যে, ভাবলাম...'

কনুই চালাল ব্রিজিতা রানার পাঁজর লক্ষ্য করে।

'আমাকেও জানোয়ার বানিয়ে দিয়েছ তুমি দুই মিনিটে!'

নিপুণহাতে গাড়ি চালাচ্ছে ব্রিজিতা। চুপচাপ তীরবেগে চলেছে পুজো সেলুন। শহরের কেন্দ্রে চলে এসেছে ওরা। হঠাৎ মুখ খুলল ব্রিজিতা।

'রানা, আমার মনে হচ্ছে নোরমার গোপন প্রেমিক আছে কেউ। ওর মত মেয়ে বুড়ো গোনজালিসের সাথে চিরদিন কাটানোর কথা ভাবতেই পারে না। বুড়োটা মারা গেলেই দেখবে সুড়সুড় করে হানিমুনে ছুটছে ও কারও সাথে।'

সম্ভাবনাটা ভেবে দেখল রানা। এ কথাটা আগে ভাবেনি সে। হয়তো ঠিকই বলছে ব্রিজিতা। দ্রুত চিন্তা চলল ওর মাথার ভেতর।

'ঠিক ধরেছ তুমি!' কিছুক্ষণ পর বলল রানা। 'ধরো—একজন প্রেমিক আছে নোরমার। নোরমা ওকে জানাল, গোনজালিস মারা গেলে মাত্র পনেরো কোটি ডলার পাবে সে। জিনা না থাকলে পেত পুরো ত্রিশ কোটি। এরপর দু'জনে মিলে ভাবল—পুরো সম্পত্তিটাই পেতে হবে ওদেরকে। প্ল্যান করল, জিনাকে সরিয়ে দিতে হবে পৃথিবী থেকে। সরাসরি খুনের ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কাজেই খুঁজতে লাগল সুযোগ!' একটু থামল রানা। ভেবে নিল আরও কিছুদূর পর্যন্ত। 'আমি নিশ্চিত, রডনি লোবারের সাথে যোগাযোগ আছে ওই প্রেমিকটার। লোবারের কাছে প্রেমিকটা শুনল, সিসিও গোনজালিসের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি আমি। ব্যস্—ফাঁদ পাতল ওরা। কিডন্যাপের ফাঁদ পেতে টেনে নিল ওরা আমাকে। আমিও প্রতিশোধের একটা সুযোগ পেয়ে লুফে নিলাম। খরুচে মেয়ে জিনাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানল নোরমা। ব্যস্—সাজানো হয়ে গেল পুরো প্লট।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'ঠিক সময়ে খুন হয়ে গেল জিনা। আমাকে খুন করতে মঞ্চে ঢুকল রডনি লোবার। ব্যর্থ হলো ওরা। ব্যস্, শুরু হলো আমার আসল বিপদ। বুঝেছ? আসলে কিডন্যাপ প্ল্যানটা আর কিছু নয়, একটা স্মোক-স্ক্রীন। কিডন্যাপের ধোঁয়ায় ওরা হত্যাকাণ্ডকে ঢাকতে চেয়েছে। জোড়াখুনের প্ল্যান ছিল ওদের। প্ল্যানটা এমনই চমৎকার ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে আমি যদি ওদের হাত ফসকে বেরিয়ে যাইও, পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে পারব না। জিনার খুনের দায় চেপে যাবে আমার ঘাড়ে। গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না আসল হত্যাকারীর।'

এবার বাংলোর দিকে ছুটে চলল পুজো সেলুন। কিছুক্ষণ পর কথা বলল ব্রিজিতা।

'পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার কি উপায়?'

'একমাত্র উপায় হচ্ছে আসল খুনীকে খুঁজে বের করে প্রমাণসহ ওদের হাতে তুলে দেয়া।' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু সময় পাওয়া গেলে হয়। যে হারে এগোচ্ছে পুলিস—যে কোন মুহূর্তে হাজির হয়ে যাবে দোরগোড়ায়।'

ওয়েবলি পার্কে ঢুকল গাড়ি। এ-গলি ও-গলি ঘুরে বাংলোর পেছন দিকে দেয়াল ঘেঁষে থেমে দাঁড়াল সেটা। নেমে পড়ল রানা। চারদিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ছাতে, ছাত থেকে পাঁচিলে। পাঁচিলে উঠেই বলল, 'এখানে অপেক্ষা করো। তিন মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি।'

লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে। একছুটে এসে ঢুকল কিচেনে। ছোট্ট একটা বারান্দা পেরোলেই ব্রিজিতার বেডরুম।

আগের মতই পাশ ফিরে পড়ে আছে জিনা। দু'হাতে তুলে ফেলল রানা বেড কাভারে মোড়া দেহটা। বেরিয়ে এল বাইরে। পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়াল। ডানহাতে জিনাকে ধরে বাঁহাত বাড়িয়ে লাফ দিয়ে ধরে ফেলল সে পাঁচিলের মাথা। বাঁহাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল পাঁচিল বেয়ে। অসম্ভব কাজ। ছড়ে গেল হাত-পা।

সাত মিনিট অমানুষিক পরিশ্রমের পর পাঁচিলের ওপর উঠে বসল রানা। নিচে দাঁড়িয়ে আছে পুজো সেলুন। ছাতে পা রাখতেই ক্যাঁচ করে শব্দ হলো একটা। চমকে মাথা বের করল ব্রিজিতা।

হাঁপাচ্ছে রানা। বলল, 'বেড কাভারটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। চিনে রাখো। কাল এরকম দুটো বেডকাভার কিনে নিয়ে তোমাকে যেতে হবে সানমার্টিনো বেদিং কেবিনে। সতেরো নম্বর কেবিন খুলে বিছানায় পেতে দিয়ে আসতে হবে ওগুলো। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল ব্রিজিতা। বুঝেছে।

উঠে পড়ল রানা গাড়িতে। পেছনের সীটে লাশটা শুইয়ে দিয়ে চলে এল সামনে। চালাচ্ছে সে নিজে এবার।

হেডলাইট নিভিয়ে ধীরে ধীরে এগোল সাদা পুজো সেলুন। মেইনরোডে পড়তেই চোখ ধাঁধানো আলো জ্বেলে তীরবেগে ছুটে চলল ওটা।

আট

পরদিন সকাল দশটায় খুঁজে পেল ওরা জিনার লাশ।

ঠিক দশটা দশে বাজল টেলিফোন। অফিসে বসে সংবাদপত্রের ক্যাটিংগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছিল—ত্রস্তহাতে রিসিভারটা তুলল রানা

'মেয়েটাকে পাওয়া গেছে! ডেড!' ড্যানেস বলছে। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর 'একটা চোরাই পুজো সেলুনের ভেতর পাওয়া গেছে ডেডবডি। পৌঁছে গেছে হেডকোয়ার্টারে। গাড়িসুদ্ধ। ঝটপট চলে এসো। আমিও বেরোচ্ছি।'

বেরিয়ে এল রানা অফিস থেকে। এলিভেটরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ড্যানেস এবং লেফটেন্যান্ট বিয়াঙ্কা। বিয়াঙ্কা কল-বাটনটা টিপছে মুহুর্মুহু।

'মার্ডারড! জবাই করা হয়েছে মেয়েটাকে।' ড্যানেস বলল, 'ধড় আর মাথা আলাদা করেনি। ক্যারোটিড আর্টারি আর জুগুলার ভেইন কেটেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ইন্টেলিজেন্ট জীব।'

এলিভেটার নিচে নামতে প্রায় ছুটেই বেরোল ওরা।

পুজো সেলুনটা দাঁড়িয়ে আছে গ্রাউন্ড ফ্লোরের এন্ট্রান্সের পাশে। কয়েকজন সেপাই আর সার্জেন্ট ঘিরে আছে গাড়িটা। একজন ফটোগ্রাফার

ছবি তুলছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। পেছনের দুটো দরজাই খোলা। সীটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে জিনা।

তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল ড্যানেস লাশটা।

'ফটোগ্রাফারের কাজ শেষ হলেই মেডিকেল এগজ্যামিনের ব্যবস্থা করো,' একজন সার্জেন্টকে বলল ড্যানেস। 'গাড়ির প্রত্যেকটা ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো। ফিংগারপ্রিন্ট পেলেই জানাবে আমাকে।' একটু ঝুঁকল ড্যানেস, 'হুঁ— ব্রীফকেস! সম্ভবত মুক্তিপণের টাকা দেয়া হয়েছিল এটায়।' আপনমনেই বলল ড্যানেস। তারপর রুমালে ডানহাতটা পেঁচিয়ে ব্রীফকেসের হ্যান্ডেল ধরে টানল।

'বেশ ভারী। কিন্তু টাকা আছে এতে ভেব না কেউ। পস্তাবে।'

ব্রীফকেসটা খুলে ফেলল সে।

'হুঁ—নিউজপ্রিন্টের বান্ডিল।' বিয়াঙ্কার দিকে ঘুরল, 'কি মনে হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট?'

'মেয়েটার পোশাকটা দেখুন, বস্,' বিয়াঙ্কা বলল। 'লাল জ্যাকেট আর জিনসের প্যান্টে ওকে দেখা গেছিল লা প্যারগোলা ক্লাবে। বারম্যান তাই বলেছিল। এখন দেখুন, ড্রেসটা বদলে গেছে।'

'দেখেছি। কোত্থেকে আসতে পারে এই ড্রেস?' চাপা বিস্ময় ড্যানেসের চোখেমুখে। হঠাৎ ঘুরল রানার দিকে। 'রানা, গাড়ি নিয়ে চলে যাও সিসিও-লজে। নোরমাকে জিজ্ঞেস করো, এই সস্তা ম্যাক্সিটা কোথায় পেল এই মেয়ে? আর ডেডবডি আইডেন্টিফিকেশনের জন্য কাউকে নিয়ে এসো সাথে করে।'

রানা তাকাল ড্যানেসের দিকে।

'তার মানে মিসেস গোনজালিসের কাছে যাব?'

'শিওর। এক্ষুণি যাও। জোসেফ ডায়াজকে নিয়ে এসো সাথে করে। বুড়ো গোনজালিসকে এক্ষুণি খবরটা জানানোর দরকার নেই। এই সিন দেখলে হয়তো হার্টফেলই করে বসবে। ডায়াজ হলেই চলবে। আর···ইয়েস···পোশাকের কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলো না।'

'ও-কে,' বলল রানা। তারপর এগিয়ে গেল অপেক্ষমাণ পুলিস-জীপের দিকে।

আবার যাচ্ছে সে নোরমার কাছে। এতক্ষণে ধরা পড়ে গেছে রানা, এই ভেবে নিশ্চিন্তে আছে নোরমা। ওর আঁতকে ওঠাটা দেখার মত হবে। যাই হোক, ম্যাক্সিটা নোরমা কিনেছিল। একটু চেষ্টা করলেই ড্যানেস ট্রেস করে ফেলবে ড্রেসটা। সুতরাং নিজের স্বার্থেই পোশাকটার খবর লুকোতে চাইবে নোরমা। এটাই চাইছে এখন রানা। সময় চাই তার।

দশমিনিট পর সিসিও-লজের গেটের ভেতরে ঢুকল পুলিস-জীপ। সোজা গাড়ি বারান্দায় এসে নেমে পড়ল রানা। বাযারের বাটনটা টিপল বিশসেকেন্ড একটানা।

দরজা খুলে গেল। বাটলার চার্লি।

'মাসুদ রানা ফ্রম পুলিস হেডকোয়ার্টার। মিসেস গোনজালিসকে খবর

দাও।'

'শিওর, সিনর। একটু অপেক্ষা করুন।'

অপেক্ষা না করে রওনা দিল রানা বাটলারের পেছন পেছন। করিডর ধরে এগিয়ে একটা সুইংডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে ঢুকতেই সামনে পড়ল একটা চৌকোনা স্পেস। ঝলমল করছে সোনালী রোদে। সামনেই একটা ইজিচেয়ারে বসে আছে নোরমা। আধশোয়া। সাদা স্ল্যাক্স আর নীল বুশ-শার্টে অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে দু'চোখ মগ্ন হাতের ম্যাগাজিনে। ঠক্ করে জুতো ঠুকল রানা। চমকে তাকাল নোরমা। রানাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল আবার। তিন পা এগোল রানা।

'সিনোরিনা, ডিসটার্ব করব আপনাকে। খুবই দুঃখিত।'

নোরমার হাতের ইশারায় বেরিয়ে গেল বাটলার। সুইংডোরটা বন্ধ হতেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা নোরমার সামনে।

'হ্যাল্লো, অ্যাকট্রেস? হাজতে ঢুকিনি দেখতে পাচ্ছ। আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চমৎকার প্ল্যান করেছিলে তোমরা। চিনতে ভুল হচ্ছে না তো? অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন? আমি রানাই—ভূতপ্রেত কিছু নই।'

সাইড টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল নোরমা। একটা সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে তাকাল রানার দিকে। সামলে নিয়েছে অনেকটা।

'হ্যামবার্টের সেক্রেটারির ফোনটা তাহলে তোমার ট্রিকস্?' অত্যন্ত সহজভাবে বলল নোরমা 'কি চাও?'

'জিনাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা।' তবে বেদিং কেবিনে নয়—আমার গাড়িতেও নয়। একটা পুজো সেলুনের পিছনের সীটে। বেরিয়ে গেছি হাত ফসকে।'

কিছুমাত্র ভাবান্তর হলো না নোরমার চেহারায়। ছাই ঝাড়ল।

'ওহ্—মারা গেছে ও?'

'নিশ্চয়ই। খারাপ খবরটা দিতে কলজে ফেটে যাচ্ছে আমার। তুমি নিশ্চয়ই ডুকরে কেঁদে উঠবে এখন?'

'টাকা নিয়ে ঝগড়া করেছিলে তোমরা?' গম্ভীরস্বর নোরমার। 'খুন করাটা উচিত হয়নি তোমার যাই হোক, বেঁচে গেলে কি করে? পুলিস চেক করেনি তোমার গাড়ি?'

'করেছে। কিন্তু কিছুই পায়নি।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল রানা, তারপর বলল, 'আমার ধারণা ছিল, তোমাকে হেরোইনের বড়শিতে গেঁথে নিয়ে খেলাচ্ছে কেউ—ব্যবহার করছে নিজের কাজে। এইমাত্র সে ভুল ধারণা ভেঙে দেয়ার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কেউ খেলাচ্ছে না তোমাকে কেউ ব্যবহার করছে না—তুমিই বরং ব্যবহার করছ কিছু লোককে।'

সোজা হয়ে বসল নোরমা।

'তার মানে বোকা নও তুমি।'

'না। বোকামি করেছিলাম শুধু তোমাকে টেপটার কথা বলে। যাই হোক, জিনার গায়ের ম্যাক্সি-ড্রেসটা তুমিই কিনেছিলে। পুলিস সব দোকান চেক করলেই টের পেয়ে যাবে ব্যাপারটা। দোকানের সেলসম্যান নিশ্চয়ই ভোলেনি তোমার চেহারা। এবার চেষ্টা করো যাতে আমি ধরা না পড়ি। আমি ধরা পড়লেই ফেঁসে যাচ্ছ তুমি।'

খলখল করে হাসল নোরমা।

'কিছু প্রমাণ করতে পারবে তুমি? প্রমাণ ছাড়া আমার বিরুদ্ধে একপাও এগোবে না পুলিস। যদি ভেবে থাকো···'

সুইংডোরটা খুলে গেল এমন সময়। ভেতরে ঢুকল সুঠামদেহী এক পুরুষ। ঠোঁটের ফাঁকে পাইপ। খাড়া খাড়া ক্রুকাট চুল মাথায়। জোসেফ ডায়াজ। সিসিও গোনজালিসের সেক্রেটারি। এক্স-আর্মিম্যান। তীক্ষ্ণচোখে দেখল ডায়াজ রানাকে। সন্ধানী, পুলিসী চোখ, চৌকোনা মুখে অন্তরের ছাপ পড়ছে না। তবু বুঝতে পারল রানা তার ভেতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে লোকটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে। ড্যানেসের সহকর্মী ছিল ও।

সহজভাবে হাসল রানা ডায়াজের দিকে তাকিয়ে। প্রত্যুত্তরে মাপা হাসি হাসল ডায়াজ। ঘুরল নোরমার দিকে।

'সিনোরিনা, গাড়ি রেডি। শোফার অপেক্ষা করছে নার্সিংহোমে যাবে আপনাকে নিয়ে।'

'ড্রেসটা পাল্টে আসছি আমি।' উঠে দাঁড়াল নোরমা। এগোল সুইংডোরের দিকে।

'সিনোরিনা···' মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল রানা।

ডানহাত সুইংডোরে রেখে বিরক্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল নোরমা। অবজ্ঞার দৃষ্টি দুইচোখে।

'জিনা গোনজালিসের মৃতদেহ খুঁজে পাবার পর দেখা গেছে—সাদাকালো প্রিন্টের একটা ম্যাক্সি পরে আছে ও। সস্তা জিনিস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লাল জ্যাকেট আর জিনসের প্যান্ট ছিল ওর পরনে। ক্যাপ্টেন ড্যানেস জানতে চাইছেন— পোশাকটা বদলে গেল কেন? কোত্থেকে পেল সে ওই ড্রেস? আপনি কিছু জানাতে না পারলে সব দোকান চেক করে দেখবে ওরা।'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ ভাবল নোরমা। চট্ করে ডায়াজের দিকে তাকাল রানা। দেখল—রোমশ ভ্রূর নিচে একজোড়া ধূর্ত, সন্ধানী চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'ওহো—ম্যাক্সিটার কথা বলছেন, সিনর রানা?' বলল নোরমা। 'আমিই কিনে দিয়েছিলাম ওটা ওকে। সী বীচে যাবার সময় পরতে বলেছিলাম। গাড়িতেই রেখে দিত ও ড্রেসটা। সী বীচে যাবার সময় ভাল পোশাক পাল্টে ম্যাক্সিটা পরে নিত। ক্যাপ্টেন ড্যানেসকে একথা জানিয়ে দেবেন আপনি।'

ঘুরে সুইংডোরটা ঠেলে চলে গেল সে ভেতরে।

'জানেন তো খবরটা?' ডায়াজের দিকে ফিরল রানা। 'জিনাকে পাওয়া

গেছে। কিল্‌ড।'

'কিল্‌ড?'

'হ্যাঁ! ড্যানেস বলে পাঠিয়েছে, আপনি যদি একবার হেডকোয়ার্টারে আসতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়। ডেডবডিটা আইডেন্টিফাই করেই ছুটি আপনার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডায়াজ।

'ওরা কেউ গেলে ভাল হয় না?'

'দু'দিন আগে মারা গেছে মেয়েটা। একটা গাড়ির ভেতরে ছিল লাশ। ড্যানেস ভাবছে—এ অবস্থায় ওরা দেখলে রিঅ্যাকশন হতে পারে। সিনর গোনজালিস হয়তো হার্টফেলই করবেন। মিসেস গোনজালিস হয়তো ফিট হয়ে যাবেন।'

'অলরাইট। যাব আমি।' ডায়াজ ঘড়ি দেখল, 'কিডন্যাপের টাকাগুলো পাওয়া গেছে?'

'না। ব্রীফকেসের ভেতরে শুধু নিউজপ্রিন্টের বান্ডিল। একটা পয়সাও নেই।'

'নিউজপ্রিন্ট!' ডায়াজের চোখে বিস্ময়, 'আমি ড্যানেসকে বলেছিলাম—টাকাটা খুঁজে বের করো। টাকার কাছাকাছিই থাকবে খুনী। ঠিক নয়?'

'সম্ভব—' ঘড়ি দেখল রানা। 'চলে আসুন, ড্যানেস অপেক্ষা করছে।'

'মিসেস গোনজালিসকে জানিয়ে আসা ভাল। একমিনিট।' রওনা দিল ডায়াজ, সুইংডোরের কাছে গিয়েই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল ইভনিং এডিশনের পত্রিকায় ছবি দেখলাম একটা। ওকে খুঁজছে পুলিস। আচ্ছা, সিনর, ওই লোকটাই কি জবাই করেছে জিনাকে? ছুরিটুরি বা অন্য কোন ক্লু পেয়েছে পুলিস?'

রানার মনে হলো, কড়াৎ করে বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। কিন্তু মুখের ভাবে সামান্যতম পরিবর্তনও হলো না ওর। যেমন ছিল তেমনি বসে রইল সে। সহজ কণ্ঠে বলল, 'না। ক্লু পায়নি কিছু।'

'ড্যানেস ধুরন্ধর লোক। চিনি আমি ওকে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই বের করে ফেলবে ও আসল খুনীকে।' তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে রানার মুখের ভাব লক্ষ করল ডায়াজ, তারপর হঠাৎ ঘুরে ব্যস্তপায়ে চলে গেল বাড়ির ভিতর। জুতোর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শোনা গেল পনেরো সেকেন্ড।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া নিল রানা। ভুরু জোড়া ভয়ানক ভাবে কুঁচকে গেছে ওর। ডায়াজের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে তার। অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়ছে।

'ওই লোকটাই জবাই করেছে জিনাকে? ছুরিটুরি বা অন্য কোন ক্লু পেয়েছে পুলিস?'

জিনা কিভাবে খুন হলো—এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি রানা নোরমা অথবা ডায়াজকে। মৃতদেহটা মাত্র বিশমিনিট আগে খুঁজে পেয়েছে পুলিস।

রিপোর্টাররাও এখন পর্যন্ত একবিন্দুও খবর পায়নি কিছুর। তাহলে জিনাকে জবাই করার কথাটা কি করে জানল ডায়াজ?

তাহলে এই সেই খলনায়ক! প্রেমিকপ্রবর! এই পঞ্চম ব্যক্তিকেই খুঁজছিল সে মনে মনে? এর ওপর পুরো আস্থা আছে ড্যানেসের। আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিল। নোরমার বেডরুমের দশ গজের ভেতরেই তার ঘর। গোটা প্ল্যানের অদৃশ্য নির্মাতা আর কেউ নয়—পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা।

জোসেফ ডায়াজ!

জিনাকে জবাই করার কথা সে কি করে জানবে যদি সে নিজেই ওকে জবাই না করে থাকে?

নয়

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল ডায়াজ।

এতক্ষণে ভেবে নিয়েছে রানা অনেক কিছু। বারবার ভেবে নিশ্চিত হয়েছে—ডায়াজ ছাড়া আর কেউ খুন করেনি জিনাকে। ওর পক্ষেই নির্বিঘ্নে সম্ভব কাজটা। চেনা লোক দেখেই স্বেচ্ছায় দরজা খুলে দিয়েছিল জিনা। কিন্তু ওকে এখন বুঝতে দেবে না সে কিছুই। যেভাবেই হোক—নিজের ওপর সন্দেহটা পড়ার আগেই ডায়াজের ওপর নিয়ে আসতে হবে ড্যানেসের সন্দেহ।

বক্সারের মত হাঁটছে ডায়াজ। এগিয়ে এল রানার দিকে।

'রেডি?'

'চলুন।'

ঝটপট নিচে নেমে এল দু'জন। একবার ওপরের দিকে তাকাল রানা। লোবার কার ফ্যাক্টরির উজ্জ্বল সাইন বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে। চারতলার জানালাগুলো খোলা। কাউকে দেখা গেল না জানালায়।

ইগনিশন দিতে দিতে বলল রানা, 'সিনর গোনজালিসকে জানানো হয়েছে?'

'জানালাম। ফোনে।' রানার পাশে বসল ডায়াজ। 'মুষড়ে পড়েছে বেচারা।'

পুলিস-জীপ বেরিয়ে এল সিসিও-লজের বাইরে।

'মিসেস গোনজালিসকে খুবই স্বাভাবিক দেখলাম,' রানা বলল। 'জিনার সাথে বনিবনা ছিল তো ওর?'

'দারুণ ভাব ছিল দু'জনের,' ডায়াজের স্বরটা ধারাল শোনাল। 'ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে নয় মিসেস নোরমা। কারুর জন্যে কান্নাকাটি করা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।'

এবার ছুরি চালাবার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'ড্যানেস বলছিল—নোরমা এখন তার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যাচ্ছে। জিনার মৃত্যুটা খুবই সুবিধে করে দিল ওকে। বেঁচে থাকলে সম্পত্তির অর্ধেক পেত মেয়েটা। এখন পুরোটাই নোরমার মুঠোয়।'

পেশীবহুল শরীরটা ঘুরল রানার দিকে। তাকাল না রানা।

'দু'জনের জন্যে যথেষ্ট টাকা করেছেন বস্। পনেরো কোটি ডলারেই সন্তুষ্ট থাকবে যে কেউ।'

'কোন কোন মেয়ে আবার অর্ধেক কোনকিছু পেয়েই সন্তুষ্ট হতে পারে না। নোরমাকে সেই টাইপের মনে হলো। একটা আধলাও কারও সাথে শেয়ার করতে রাজি হবে না এই মেয়ে।' আরও একধাপ এগোল সে।

রানা টের পেল ডায়াজের দুটো অন্তর্ভেদী চোখ লক্ষ করছে তাকে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে গ্যাস পেডালে চাপ দিল সে। একটা লরীকে ওভারটেক করেই কমিয়ে দিল স্পীড।

'ড্যানেস এ লাইনে ভাবছে তাহলে?' জানতে চাইল ডায়াজ।

মৃদু হেসে বলল রানা, 'জিজ্ঞেস করিনি।'

দশ সেকেন্ড নীরবতার পর কথা বলল ডায়াজ। রানার বক্তব্য হজম করে ফেলেছে সে ইতোমধ্যে। এবার পাল্টা আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নিল।

'ইভনিং এডিশনে ওই ছবিটা দেখে অনেকক্ষণ ভেবেছি আমি, সিনর রানা। খালি মনে হচ্ছিল—কোথায় দেখেছি ওকে। এখন মনে পড়েছে—হুবহু আপনার মতই লোকটা।'

হো হো করে হেসে উঠল রানা।

'ছবিটা আমারই,' রানা বলল। 'প্যারগোলা ক্লাব আর প্রিলসিপ সুপার মার্কেটে একজন সন্দেহজনক লোককে দেখা গিয়েছিল। ওর ফিগারের বর্ণনাটা মিলে গেল আমার সাথে। মডেল সেজেছি আমি পুলিস চীফের অনুরোধে।'

বেশ কিছুক্ষণ কোন জবাব এল না ডায়াজের কাছ থেকে।

'চমৎকার আইডিয়া। তাই না?' হাসল রানা। 'আপনার ফিগারটাও কিন্তু একই রকম।'

জবাব এল না এবারও। আড়চোখে তাকাল রানা। মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছে ডায়াজের। ভ্রূ কুঁচকে কিছু একটা ভাবছে সে।

'ব্রীফকেসটা পাওয়া গেছে। ডেডবডির পাশেই। টাকা নেই ওটায়।' বলল রানা, 'দুটো একই রকম ব্রীফকেস আছে সিনর গোনজালিসের, তাই না?'

আবার প্রকাণ্ড শরীরটা ঘুরল রানার দিকে।

'সম্ভব।'

'আমি কি ভাবছি জানতে চান? আমি ভাবছি, গোনজালিস মুক্তিপণের টাকা নিয়ে বেরোবার আগে কেউ বদলে দিয়েছে ব্রীফকেস। খুব সহজ কাজ কিন্তু এটা।'

হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল ডায়াজের। সিগারেটটা পড়ে গেল মুখ থেকে।

'কি বলতে চাইছেন আপনি? কে বদলে দেবে ব্রীফকেস?'

কর্কশ শোনাল ডায়াজের কণ্ঠ। ঝুঁকে সিগারেটটা তুলে বাইরে ফেলে দিল সে।

'থিওরিটা আমার। শুনতে পারেন ইচ্ছে করলে।' একটা ফিয়াটকে ওভারটেক করতে করতে বলল রানা, 'ধরুন, হঠাৎ হারিয়ে গেল জিনা। গোনজালিসকে জানানো হলো কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে। টাকা না দিলে মেরে ফেলা হবে। ব্যস—গোনজালিস রেডি করে রাখল মুক্তিপণের টাকা। ওর স্ত্রীর মাথায় একটা প্ল্যান ঢুকিয়ে দিল কেউ। গোনজালিসকে জানানো হয়েছিল—টাকা না দিলে খুন হয়ে যাবে জিনা। আর ও খুন হলে পুরো সম্পত্তিটা আসছে নোরমার হাতে। এরপর একটা ব্রীফকেসে নিউজপ্রিন্ট ভরে প্রস্তুত হয়ে রইল নোরমা। গোনজালিস বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগেই বদলে ফেলল ও ব্রীফকেস দুটো। এরপর কি হলো?' হাসল রানা, 'নোরমা পেল হাত খরচের জন্যে পুরো দুই মিলিয়ন ডলার। মারা গেল জিনা—তার মানে আরও পনেরো কোটি ডলারের সম্পত্তি চলে এল ওর হাতেই।'

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেছে ডায়াজের, হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে উত্তেজনায়—লক্ষ করল রানা। ফুলে ফুলে উঠছে শরীরের পেশী।

কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল ওর। ভদ্রতাবিবর্জিত।

'বাজে বকছেন। কাটবে না বাজারে।' তীক্ষ্ণ চোখ দুটো স্থির ডায়াজের। 'ড্যানেস এ লাইনে ভাবছে? আপনার সাথে মিলছে ওর চিন্তাধারা?'

'এখনও বলিনি তাকে।'

'আচ্ছা! ব্যাপারটা তাহলে সম্পূর্ণভাবেই আপনার নিজস্ব উর্বর মস্তিষ্কের ফসল? দেখুন, মাগনা উপদেশ দিতে ভাল লাগে না আমার। তবু বলছি, থিওরিটা চেপে রাখুন। প্রমাণ ছাড়া অমন থিওরি বাজারে ছাড়লে মুসিবতে পড়বেন।'

'জানি আমি।' রানা বলল, 'কিন্তু আমার থিওরিটা কেমন মনে হচ্ছে?'

'বাজে। ধোপে টিকবে না।' কর্কশ স্বর ডায়াজের, 'মিসেস গোনজালিস অমন কাজ করতেই পারে না।'

'তাই ভাবছেন?··· হতে পারে। নোরমাকে সম্ভবত আমার চেয়ে অনেক ভাল চেনেন আপনি।'

কোন জবাব এল না। রানা বুঝতে পারল, খোঁচাগুলো হজম করতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে ডায়াজের। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল পুলিস-জীপ। নেমে গেল ওরা। এগিয়ে গেল দশগজ দূরে মর্গের দিকে।

ড্যানেস আর বিয়াঙ্কা দাঁড়িয়ে আছে মর্গের ভেতর। কোণের লম্বা টেবিলে পড়ে আছে একটা দেহ। সাদা কাপড়ে ঢাকা।

ডায়াজ ড্যানেসের হাত ঝাঁকাল।

'পেয়ে গেছ মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত?' বলল সে। 'কিন্তু সো স্যাড···'

মাথা ঝাঁকাল ড্যানেস। রানা লক্ষ করল—বক্সারের ভঙ্গিতে হাঁটছে ডায়াজ, চাপা উত্তেজনা ফুটে বেরোচ্ছে চোখমুখ থেকে।

মুখের ওপর থেকে সাদা কাপড়টা তুলে ফেলল বিয়াঙ্কা। তাকাল ডায়াজের মুখের দিকে।

'জিনা গোনজালিস?' বিয়াঙ্কার কণ্ঠ।

'শিওর। উফ্—বেচারী। তাহলে জবাই করা হয়েছে ওকে! হত্যাকারীর কোন খোঁজ পাওয়া গেছে, ড্যানেস?'

'নট ইয়েট। সিনর গোনজালিস কিভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা?'

'ব্যাডলি। নার্সিং হোমে দু'জন ডাক্তার অ্যাটেন্ড করছে ওঁকে।'

'দুঃখজনক।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ড্যানেস। 'ও. কে., ডায়াজ। যেতে পারো তুমি এখন। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর হেল্প।'

ড্যানেসের হাত ঝাঁকাল ডায়াজ, বিয়াঙ্কাকে নড্ করল, তারপর রানার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একবার তাকিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল বাইরে।

'রানা, ম্যাক্সির খবর পেলে?'

'পেয়েছি। নোরমা নিজেই কিনে দিয়েছিল ওটা। মেয়েটা গাড়িতেই রেখে দিত ওই ড্রেস। সী বীচে যাবার সময় ভাল পোশাকটা পাল্টে ম্যাক্সিটা পরে নিত সে।'

'আই সি।' বলল ড্যানেস্। বেরিয়ে এল বাইরে। ওর পেছন পেছন রানা আর বিয়াঙ্কাও ছুটল অফিসরুমের দিকে।

অফিসরুমে ঢুকেই ধপ্ করে বসে পড়ল ড্যানেস।

'হঠাৎ করে পোশাক বদলানোর মতলব করল কেন মেয়েটা?' চিন্তিতভাবে বলল সে, 'একটা "কিন্তু" রয়ে গেছে এখানে।'

বিয়াঙ্কা একটা পেনসিল তুলে গালে ঘষল।

'নিউজপ্রিন্ট কেন ব্রীফকেসে?'

'এবং টাকাটা তাহলে কোথায়?' একটা ব্লটারে আঙুল ঠুকতে লাগল ড্যানেস। 'আমি আবার বলছি—মেয়েটার জানাশোনা কোন লোকই কিডন্যাপ করেছে ওকে। উইলোর নামে ভুয়ো ফোনটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে একথা। ওর সব বয়ফ্রেন্ডকে চেক করতে হবে। জানতে হবে—ও যখন লা প্যারগোলা ক্লাবে গেছিল তখন কোথায় ছিল ওরা।'

বিয়াঙ্কা উঠে দাঁড়াল।

'এক্ষুণি দেখছি, বস্।' বেরিয়ে গেল সে।

এবার ড্যানেস ঘুরল রানার দিকে। 'মেডিক্যাল এগজামিনেশন শেষ হলেই ওই ম্যাক্সিটার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেব পত্রিকায়। কেউ দেখে থাকতে পারে মেয়েটাকে ওই পোশাকে।'

মৃদু নক হলো দরজায়। ব্যস্ত পায়ে ঢুকল এক সার্জেন্ট।

'একজন লোক দেখা করতে চায়, বস্,' বলল সে, 'নাম জিমি ফ্রেজার পত্রিকায় ছাপানো ওই ছবিটার ব্যাপারে কিছু বলতে চায় সে।'

'নিয়ে এসো।' সোজা হয়ে বসল ড্যানেস হফম্যান।

সচকিত হলো রানা। ওর বয়সী একটা লোক ঢুকছে ভেতরে। ঢুকেই দাঁড়াল লোকটা। ড্যানেসের দিক থেকে ওর দৃষ্টিটা ঘুরে এল রানার মুখে

রানা লক্ষ করল—কোন ভাবান্তর হয়নি লোকটার চেহারায়, পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটে উঠল না দু'চোখে। আশ্বস্ত হলো সে। জীবনেও দেখেনি রানা এই লোকটাকে।

'সিনর ফ্রেজার?'

'রাইট,' বসতে বসতে বলল জিমি ফ্রেজার। 'কাল ইভনিং এডিশনে ওই ছবিটা দেখেই এসেছি আমি।' পকেট থেকে একটা পত্রিকার কাটিং বের করল সে। রানার ছবিটা জ্বলজ্বল করছে ওটায়, শুধু চেহারাটা অস্পষ্ট। 'মনে হচ্ছে—এই লোকটাকে দেখেছি আমি।'

ঝুঁকে এল ড্যানেস। 'কোথায় দেখেছেন?'

'এয়ারপোর্টে।'

হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। একটা পেন্সিল তুলে নিল সে হাতে। ব্লটারে আঁকাজোঁকা কাটতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

'কখন দেখেছেন?'

'শনিবার রাতে।'

'টাইম?'

'রাত এগারোটা হবে তখন।'

'আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে ওই লোকটাকেই খুঁজছি আমরা?'

রুমালে মুখ মুছল ফ্রেজার। বিব্রত মনে হচ্ছে ওকে।

'আমি নিশ্চিত নই, সিনর। ছাইরঙের ওই স্পোর্টসস্যুটটাই শুধু আকৃষ্ট করেছিল আমাকে। ঠিক এরকম একটা স্যুট বানাবার প্ল্যান ছিল আমার। এয়ারপোর্টের লবিতে বসে এক বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলাম আমি। বন্ধুটি আসছিল রোম থেকে। হঠাৎ ওই লোকটাকে লবিতে ঢুকতে দেখলাম আমি। ওর গায়ের স্যুটটা নজর টানল আমার। লোকটাকে খুব মানিয়েছিল ওই স্যুটে। তারপর পত্রিকায় এই ছবিটা দেখে ভাবলাম—আমি এলে হয়তো উপকার হবে আপনাদের। তাই এসে পড়লাম।'

'খুব ভাল করেছেন। লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবেন আবার?'

মাথা নাড়ল ফ্রেজার এপাশ ওপাশ।

'পারব না, সিনর। সত্যি বলতে কি···ওর চেহারার দিকে ভুলেও তাকাইনি আমি। শুধু স্যুটটাই দেখেছি।'

ড্যানেস ডান পা তুলে দিল বাঁ পায়ের ওপর। সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এরপর যে প্রশ্নটা করল—তাতে আবার হার্টবিট বেড়ে গেল রানার।

'একা ছিল লোকটা?'

'একটা মেয়ে ছিল সাথে।'

চমকে উঠল ড্যানেস। উত্তেজিত চেহারা হয়ে গেল ওর।

'মেয়েটাকে ভাল করে দেখেছেন?'

দাঁত বের করে হাসল ফ্রেজার।

'নিশ্চয়ই দেখেছি। সুন্দরী মেয়েদের দিকে বারবার তাকানো আমার

একটা বদভ্যাস।'

'কি পোশাক ছিল মেয়েটার—মনে আছে?'

'শিওর। সাদা-কালো প্রিন্টের একটা ম্যাক্সি। চোখে হালকা সানগগল্স। মাথায় নীল উইগ—আমার পছন্দসই রং! ব্যস্—আর কিছু ছিল্ না গায়ে।'

'নীল উইগ?' ড্যানেসের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, 'শিওর আপনি?'

'শিওর।'

রুমাল বের করে মুখের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল রানা। ড্যানেস হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে।

'ওই মেয়েটার পোশাক ঝট্পট্ পাঠিয়ে দাও এখানে। এক্ষুণি।'

ততক্ষণে কিছুটা থতমত খেয়ে গেছে জিমি ফ্রেজার। ভাবছে, ব্যাটারা খুঁজল লোকটাকে—এখন দেখছি ফড়ফড় করে জিজ্ঞেস করছে মেয়েটার কথা! আমতা আমতা করে বলল সে, 'স্যার, ভেবেছিলাম ওই লোকটাকেই খুঁজছেন আপনারা। কোন মেয়েকে নয়।'

'ওরা দু'জন মিলে কি করল ওখানে?'

সচকিত হলো ফ্রেজার।

'লবিতে এল দু'জনে। ওই লোকটার হাতে ছিল সুটকেস। মেয়েটা কনফার্ম করল টিকেট তারপর সুটকেসটা নিল লোকটার হাত থেকে। বাইরে বেরিয়ে গেল লোকটা—আর মেয়েটা ছুটল প্লেনের দিকে।'

'কথাবার্তা বলছিল ওরা?'

মাথা নাড়ল ফ্রেজার।

'সম্ভবত কথাবার্তা হয়নি ওদের মধ্যে। হলেও শোনার চান্স ছিল না আমার। অনেক দূরে ছিলাম আমি।'

এমন সময় ঘরে ঢুকল একজন সার্জেন্ট। ডানহাতে ওর সাদা-কালো প্রিন্টের একটা ম্যাক্সি। পোশাকটা ড্যানেস হাতে তুলে বাড়িয়ে দিল ফ্রেজারের দিকে।

'ঠিক এটাই,' ফ্রেজার বলল। 'এই ড্রেসটাই পরেছিল ওই মেয়ে। চমৎকার লাগছিল ওকে।'

'শিওর আপনি?'

'এই ম্যাক্সিটাই, ক্যাপ্টেন। আমি শিওর।'

'ও. কে., সিনর ফ্রেজার। প্রয়োজন হলে আবার দেখা করব আপনার সাথে। সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।'

নড্ করে বেরিয়ে গেল জিমি ফ্রেজার। ড্যানেস ফোন তুলে আসতে বলল বিয়াঙ্কাকে।

রানা টের পেল—দ্রুত হয়ে গেছে তার হৃৎস্পন্দন। ঘাম জমেছে কপালে। ডানহাতে গাল ঘষতে লাগল সে।

'গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে মনে হচ্ছে। ফোনি।' ড্যানেস বলল। 'প্রথম থেকেই ভাবছিলাম আমি সাদামাঠা কিডন্যাপ নয় এটা।'

'কি বলছ তুমি?' শুষ্ককণ্ঠ রানার। 'একথা ভাবছ কেন?'

'জানি না। এরকমই মনে হচ্ছে আমার। যাই হোক, বেরিয়ে পড়বে সবকিছু।'

লেফটেন্যান্ট বিয়াঙ্কা হুড়মুড় করে ঢুকল ঘরে।

'এনি নিউজ, বস্?'

অল্পকথায় জিমি ফ্রেজারের রিপোর্টটা ওকে জানাল ড্যানেস। বিয়াঙ্কা বসল চেয়ারে।

'তাহলে মেয়েটা একা উঠেছিল প্লেনে?' বিয়াঙ্কা বলল, 'মাথায় ছিল নীল উইগ। কিন্তু এই ডেডবডিতে নীল উইগ নেই। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী—ফ্রেজার এবং এয়ারহোস্টেস—বলছে নীল উইগ ছিল ওই মেয়ের মাথায়। ফ্লাইট রেকর্ডে ওর ঠিকানাটা জানা গেছে, বস্?'

একটা ফাইল বের করল ড্যানেস।

'নাম—শাইলা মার্টিন: বুক্‌ড ফর রোম। ব্যস্। কে এই শাইলা মার্টিন? বিয়াঙ্কা, এখন সব কাজ রেখে ট্রেস করো মেয়েটাকে। ওর ব্যাপারে সবকিছু জানতে চাই আমি। রোমের সাথে যোগাযোগ করো। রোমের সব হোটেল চেক করে দেখতে বলো ওদেরকে—কোন হোটেলে উঠতে পারে ও। এককথায় কোন সম্ভাবনার কথা বাদ দেয়া চলবে না ওর ব্যাপারে।'

'কিছু ভাবছেন আপনি, বস্?'

'ভাবছি সমস্ত সেট-আপটা দারুণ গোলমেলে। সারা ব্যাপারটা ফোনি মনে হচ্ছে আমার কাছে। ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটা উচিত ছিল সেভাবে ঘটেনি কিছুই।' মাথা চুলকাল ড্যানেস। 'কিডন্যাপার মেয়েটাকে জানিয়েছিল সে উইলো। উইলো তখন ভেরোনায়। যা হোক, উইলো সেজে ও মেয়েটাকে প্যারগোলা ক্লাবে যেতে রাজি করায়, যেখানে ওই মেয়েটি আর তার বন্ধুরা ভুলেও পা মাড়ায় না। মেয়েটাকে ক্লাবে দেখা গেল, তারপরই হঠাৎ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। রাত সাড়ে দশটায় ছাইরঙের স্যুট পরা একটা লোককে দেখা গেল ওই মেয়ের গাড়িতে। কিছুক্ষণ পর আরেকটা গাড়ি স্টার্ট হওয়ার শব্দ শোনা গেল। রাত এগারোটায় স্যুট পরা লোককে দেখা গেল এয়ারপোর্টে—একটা মেয়ের সাথে। দেখা গেল, ওই মেয়ের পোশাক আর মৃতা জিনা গোনজালিসের পোশাক এক, অভিন্ন। এখানে টাইমিংটা নিখুঁত, কারণ প্রিন্সিপ মার্কেট থেকে এয়ারপোর্ট পুরো আধঘণ্টার রাস্তা। সো ফার, সো গুড। ধরে নিলাম, কিডন্যাপ করার পর ভড়কে গেছিল মেয়েটা। ওকে ভয়ানক ভয় পাইয়ে পোশাক বদলাতে, নীল উইগ পরতে, সানগলস্ পরতে এবং লোকটার সাথে যেতে বাধ্য করেছিল ওরা। কিন্তু কি ঘটল এরপর?' হঠাৎ ড্যানেসের প্রচণ্ড ঘুসি কাঁপিয়ে দিল পুরো টেবিল। 'একা প্লেনে উঠল মেয়েটা একা, স্রেফ একা। আরও বিশজন যাত্রী ছিল প্লেনে—দশ জোড়া দম্পতি। ওদেরকে সন্দেহের আওতায় এনে লাভ নেই। এয়ারহোস্টেস চেনে ওদের সবাইকে। এরপর যে লোকটাকে ওই মেয়ের গাড়িতে আগে দেখা গেছিল সে চটপট বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে। মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। নিউজপ্রিন্ট ভর্তি ব্রীফকেস পাওয়া গেল মৃতা মেয়ের পাশে। জানা গেল, দুটো

হুবহু একইরকম ব্রীফকেস আছে সিসিও গোনজালিসের।... কেন? কেন?' বিয়াঙ্কার দিকে সরাসরি তাকাল সে, 'সমস্ত সেট-আপ দেখে অসংখ্য "কেন" এসে ভিড় করছে আমার মনে। সোজাসুজি কিডন্যাপ বলতে সায় দিচ্ছে না মন। এর মধ্যে কিন্তু আছে।'

'লোক দেখানো কিডন্যাপ নয় তো?' বিয়াঙ্কা বলল, 'অবশ্য ধরে নিচ্ছি, শাইলা মার্টিনই আমাদের জিনা গোনজালিস। মনে হচ্ছে—আগে থেকেই সাজানো ছিল পুরো প্লট। যাহোক—খুঁজে বের করতে হবে ব্যাপারটা।'

'শিওর,' ড্যানেস বলল, 'ও. কে.। কাজে নেমে পড়ো। ট্রেস করার চেষ্টা করো শাইলা মার্টিনকে। ডু ইওর বেস্ট।'

রানার দিকে ঘুরল সে।

'ওই ম্যাক্সিটার ছবি তুলে ফেলো তুমি। না-না—তোমার পরতে হবে না—অফিসের কোন মেয়েকে ওটা পরিয়ে ছবি তুলে ছাপাতে হবে সব পত্রিকায়। চেহারাটা অস্পষ্ট থাকবে। সব ফটোগ্রাফ রোমের দৈনিকগুলোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। উইথ স্টোরি। ও. কে.?'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল রানা। ম্যাক্সিটা হাতে নিয়ে সোজা এসে ঢুকল নিজের অফিসরুমে। টের পেল—ঘামছে সে আবার। ড্যানেস এগোচ্ছে! বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে—রানার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো ওরা পৌঁছে যাবে আসল লক্ষ্যে।

ভয় পেল রানা।

যেভাবেই হোক, তাকে প্রমাণ করতে হবে—সে নয়, জোসেফ ডায়াজই খুন করেছে জিনাকে। ডায়াজকে টেনে আনতে হবে সন্দেহের আওতায়।

হাতে আছে বড়জোর চব্বিশটা ঘণ্টা।

দশ

ধুপধাপ শব্দ উঠছে সারা ঘরে। পাইপমুখে পায়চারি করছে রডনি লোবার। চিন্তার ছাপ পড়েছে চোখেমুখে।

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোবার। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল ওর। সোজাসুজি তাকাল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে।

'তাহলে জেনে গেছে ও, ডায়াজ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ ডায়াজ।

'সন্দেহ করেছে সে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে ওভাবে কথা বলতে পারত না। তবে এই সন্দেহের কথা আর কাউকে জানাবার সাহস হবে না ওর। নিজের দায়েই এখন মুখ খুলবে না সে। প্রমাণ নেই ওর হাতে।'

'আমি জানতাম—ঠিক ধরে ফেলবে ও। ভয়ানক ধূর্ত এই লোকটা।' নিভে যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিল রডনি লোবার। 'ধরো, পুলিস অনুসন্ধান

করতে করতে জেনে ফেলল, জিনার কিডন্যাপের সাথে জড়িয়ে আছে ও। ধরে ফেলল ওকে। ওর তখন একমাত্র উপায় হবে, সবকিছু স্বীকার করে নোরমার উপর পুলিসের সন্দেহটা নিয়ে আসা। ড্যানেস ওর বিশেষ বন্ধু—ওর অনেক কথাই বিশ্বাস করবে সে। তার মানে জালে জড়াচ্ছ তুমিও। কান টেনে মাথা আনার মত পুলিস টেনে আনবে আমাদেরকেও। পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছ?'

'আমার মনে হচ্ছে অত ভয় পাবার কিছুই নেই এতে। ড্যানেস আমারও বিশেষ বন্ধু। ওর কথা হেসে উড়িয়ে যদি না-ও দেয়, প্রমাণ ছাড়া একপা-ও এগোতে পারবে না ড্যানেস। নোরমার পায়ের কড়ে আঙুল ছোঁয়ারও সাহস হবে না পুলিসের। তাছাড়া টেপটা এখন আমাদের হাতে। মাসুদ রানার হাতে এখন তুরুপের একটা তাসও নেই।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না ডায়াজ। হেরোইনের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছ তুমি।' জ্বলন্ত চোখে তাকাল রডনি লোবার। 'নোরমাকে পরীক্ষা করলে পাঁচমিনিটে যে কোন হাতুড়ে ডাক্তারও বুঝে ফেলবে—হেরোইন নিচ্ছে ও। কোথায় পাচ্ছে হেরোইন?... তোমার নাম টেনে বের করবে পুলিস নোরমার মুখ থেকে। তারপর সীনে আসতে হচ্ছে আমাদের। গতরাতে ওকে হাতেনাতে ধরাতে পারিনি আমরা। হাতেনাতে ওকে ধরাতে পারলে কিছুই হত না আমাদের—কেউ বিশ্বাস করত না ওর কথা। কিন্তু এখন যদি পুলিস ধরে ওকে তাহলে খুনের মোটিভ খোঁজার চেষ্টা করবে ওরা। রানার কোন মোটিভ নেই—নোরমার আছে। ব্যস্—ফেঁসে যাচ্ছে নোরমা। তার মানে আমি, তুমি সবাই জড়িয়ে পড়ছি জালে।'

'তাহলে উপায় এখন একটাই দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল ডায়াজ। 'খতম করে দিতে হবে। ওর মুখ বন্ধ করে দিতে হবে চিরতরে।'

'ঠিক বলেছ।' হিংস্র হয়ে উঠল রডনি লোবারের দুই চোখ। 'সেই চেষ্টাই করতে হবে এখন। সাবধান। এবং দ্রুত। ভাড়াটে লোক নেয়া চলবে না একাজে। হয়তো শুধু শুধু ভয় প্যাচ্ছি আমরা, হয়তো ধরা পড়লেও ওর কথা বিশ্বাস করবে না কেউ। হয়তো প্রমাণ ছাড়া নোরমাকে ঘাঁটাতে সাহসী হবে না পুলিস। যাই হোক—কোন ঝুঁকি নিচ্ছি না আমরা। সাবধানের মার নেই। সাফ করে দাও ওকে। তবে মনে রেখো—কিডন্যাপের টাকার ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল হওয়ায় খুন হয়েছে সে। হাতে কিছু নোট গুঁজে দিয়ো।' দেড়ঘণ্টা পর রানাকে দেখা গেল রিফ্রেশমেন্ট রুমে। স্টেক, স্যালাড, বাটার রোস্টেড চিকেন আর ব্রেড দিয়ে সংক্ষিপ্ত লাঞ্চ সারল রানা। তারপর এসে ঢুকল নিজের অফিসরুমে।

টেবিলে একটা ছোট্ট কাগজ। পড়ল রানা। ড্যানেস ডেকেছে। এক্ষুণি যেতে হবে। এর মানে যে কোন কিছু হতে পারে। অনুসন্ধানে হয়তো বেরিয়ে গেছে প্রচুর খবর। এতক্ষণে হয়তো ড্যানেস জেনে গেছে—ছাইরঙের স্যুটপরা লোকটা রানা ছাড়া আর কেউ নয়। অপরদিকে একটা প্রমাণও রানার কাছে নেই যা দিয়ে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে পারে সে। মুখের কথায় কিছুই প্রমাণ

হয় না। কিছু মাত্র দ্বিধা না করে খুনের দায়ে অ্যারেস্ট করবে ওকে পুলিস।

এখন বাঁচতে হলে একটা রাস্তাই খোলা আছে রানার সামনে। যেভাবেই হোক প্রমাণ করতে হবে ডায়াজই খুন করেছে জিনাকে। প্রমাণ যোগাড় করতে হবে তাকে।

এমন সময় মনে পড়ল ওর ব্রিজিতার কথা। দুর্ভাবনায় হয়তো মুষড়ে পড়েছে ও।

রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল রানা বাংলোয়।

'হ্যালো—' ব্রিজিতার মৃদু কণ্ঠ ভেসে এল।

'রানা।'

'তুমি?...বাঁচালে। তাহলে তাহলে...'

'না...এখনও কিছুই হয়নি আমার। ভেব না তুমি। শেষ পর্যন্ত দেখবে জাল ছিঁড়ে ঠিকই বেরিয়ে এসেছি আমি।'

'ঠিক বলছ?'

'ঠিক।'

'আমার পিস্তলটা নেবে তুমি? আমার একটা মাউজার আছে।'

'দরকার নেই।'

কেটে দিল রানা কানেকশন।

ঠিক দুটো দশ মিনিটে ড্যানেসের অফিসরূমে ঢুকল সে। একটা রিপোর্টে ডুবে গেছে ড্যানেস। ট্যারা চোখটা স্থির। ইশারায় বসতে বলল।

'জাস্ট এ মিনিট,' বলেই ডুবে গেল সে ফাইলে।

ড্যানেসের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে গেল রানা। ঠিক পুরানো বন্ধুর মত কথা বলেনি ড্যানেস এখন। মনে হলো—তাল কেটে গেছে কোথাও। অথবা হয়তো মিছেমিছি ভাবছে রানা। হয়তো শোনার ভুল হয়েছে।

সিগারেট ধরাল সে নির্বিকার মুখে। অনুভব করল, কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেছে ওর মধ্যে। যা হয় হবে। নিজের সপক্ষে প্রমাণ যোগাড়ের আগে পর্যন্ত অম্লানবদনে মিথ্যা বলতে হবে তাকে। যদি সেসব ধোপে না টেকে তাহলে যে বিপদ আসছে সেটাকেই মেনে নিতে হবে।

রিপোর্টটা ধপ্ করে ফেলল ড্যানেস টেবিলের এক পাশে। ঘুরল রানার দিকে। ভাবলেশহীন চেহারা। ট্যারা চোখটা রানার ওপর স্থির। রানার মনে হলো—পুলিস অপরাধীর দিকে যেভাবে তাকায় ঠিক সেভাবেই তাকে দেখছে ড্যানেস। অথবা উল্টোটাও হতে পারে। হয়তো মিছেমিছি ভাবছে রানা।

'রানা, জিনার সাথে কখনও পরিচয় হয়েছিল তোমার?'

ধড়াস করে উঠল রানার বুক।

'না। ওকে দেখার সুযোগ হয়নি আমার কোনদিন।'

'তার মানে জিনার ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই জানতে না তুমি?'

'কিছুমাত্র না।' ছাই ঝাড়ল রানা। 'হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করলে কেন, ড্যানেস?'

'সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি। খবর খুঁজছি সব অ্যাঙ্গেল থেকে।'

'একটা কথা ভাবছি আমি দু'দিন ধরে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানা বলল। 'জানো—সিসিও গোনজালিস মারা গেলে ত্রিশকোটি ডলারের সম্পত্তি পাচ্ছে ওর স্ত্রী নোরমা। জিনা বেঁচে থাকলে অর্ধেক সম্পত্তি পেত ও। এখন পুরোটাই আসছে নোরমার হাতে।'

'ইন্টারেস্টিং!' শুধু একটা শব্দ বেরোল ড্যানেসের মুখ থেকে।

রানা টের পেল এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করছে না ড্যানেস।

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর ড্যানেস বলল, 'আচ্ছা···জিনার কোন প্রেমিক ছিল কিনা আন্দাজ করতে পারো? ভার্জিন ছিল না ও।'

'তাহলেই বুঝতে হবে ছিল।'

'কিংবা রেপও হতে পারে। ডাক্তার বলছে···'

ঝটাং করে খুলে গেল দরজা। বিয়াঙ্কা ঢুকল ব্যস্তসমস্ত হয়ে।

'বস্—দারুণ খবর। চমৎকার কাজ করেছে রোম পুলিস। রোমের ফাইভ-স্টার ডেল্টা হোটেলে উঠেছিল শাইলা মার্টিন নামের মেয়েটা। ডেস্ক-ক্লার্ক বর্ণনা দিয়েছে ওর চেহারার। সাদাকালো প্রিন্টের একটা ম্যাক্সি পরে ছিল ওই মেয়ে। রাত একটায় ট্যাক্সিতে করে হোটেলে এসেছে ও। পুলিস খুঁজে বের করেছে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে। ড্রাইভার বলেছে, এয়ারপোর্ট থেকে মেয়েটাকে তুলেছিল সে। ফ্লোরেন্সের প্লেনটাই তখন ল্যান্ড করেছিল রোমে। রোববার দিনটা স্যুইটে বসেই কাটিয়েছে ও—বেরোয়নি কোথাও। ও বলেছিল—শরীরটা ভাল নেই ওর। বিকেলে ফ্লোরেন্স থেকে একটা লং ডিস্ট্যান্স টেলিফোন পেয়েছিল সে। সোমবারটা কাটিয়েছে ও হোটেলে—তারপর হোটেল লীভ করে ট্যাক্সিতে উঠেছে! ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার জানিয়েছে— এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়েছে সে মেয়েটাকে।'

'মার্ভেলাস জব।' খুশিতে উজ্জ্বল দেখাল ড্যানেসকে। 'স্যুইটে আঙুলের ছাপ রেখে গেছে ওই মেয়ে?'

'ইয়েস, বস্! এর চেয়েও ভাল জিনিস রেখে গেছে ও। ড্রেসিং টেবিলে একটা হেয়ার-ব্রাশ ফেলে গেছে মেয়েটা। ওটা থেকে চমৎকার আঙুলের ছাপ তুলে ফেলেছে ওরা। ইমার্জেন্সি মেইলে আসছে ওগুলো, যে-কোন মুহূর্তেই পেয়ে যেতে পারি আমরা।'

জোরে চাপড় দিল ড্যানেস টেবিলে। 'আমি বাজি রেখে বলছি—শাইলা মার্টিনই আমাদের গোনজালিস।' রিপোর্টটা হাতে তুলল। 'অটোপসি রিপোর্ট বলছে—অতর্কিতে মাথায় আঘাত করে বেহুঁশ করা হয়েছে জিনাকে। তারপর জবাই করা হয়েছে ওকে ঠাণ্ডা মাথায়। ধস্তাধস্তির চিহ্ন মাত্র নেই শরীরে। টেরই পায়নি মেয়েটা যে খুন করা হচ্ছে ওকে। মেয়েটার পায়ে এবং জুতোয় বালি পাওয়া গেছে। ল্যাবের কেমিস্টরা পরীক্ষা করছে বালি। বলছে—ওগুলো কোন্ জায়গার বালি বের করে ফেলবে ওরা।'

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরছে ওর। পরিষ্কার বুঝতে পারছে সময় নেই আর—চারপাশ থেকে জাল গুটিয়ে আনছে ড্যানেস, ঘনিয়ে আসছে বিপদ।

আত্মরক্ষার কোন পথ খোলা নেই ওর।

'ড্যানেস—রূমে যাচ্ছি আমি এখন।'

ওরা দু'জন তাকাল রানার দিকে।

'ও. কে.,' ড্যানেস বলল, 'বাইরে যেয়ো না। দরকার পড়তে পারে তোমাকে।'

'অফিসরূমেই আছি আমি।'

বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সার্জেন্ট। এলিভেটারের সামনে আরও দু'জন। রানার দিকে একবার তাকিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে গেল ওরা।

অফিসরূমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

সার্জেন্ট চারটা কি সিঁড়ি আর এলিভেটার পাহারা দিচ্ছে? ওরা গার্ড দিচ্ছে যাতে রানা পালিয়ে যেতে না পারে? এমন নিরুপায় অবস্থায় ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে—কিছুই বোঝাতে পারবে না সে কাউকে!

শিরশিরে ভয়ের স্রোতটা ছড়িয়ে গেল দেহে। ট্র্যাপে ফেলা হচ্ছে রানাকে? ড্যানেস জেনে গেছে সবকিছু?

সিগারেট পুড়তে লাগল। ডায়াজকে ট্র্যাপ করার কথা ভাবল রানা অনেকক্ষণ। কোন রাস্তা খুঁজে পেল না।

আধঘণ্টা পর বাইরে এসে টয়লেটে ঢুকল সে। ফিরে আবার অফিসরূমে ঢুকল। বেজে উঠল টেলিফোন।

'রানা, হ্যামবার্ট ডাকছেন। গেট মুভিং!' ড্যানেসের গলা।

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। এলিভেটরের সামনে পেল ড্যানেসকে।

দু'জনে সোজা গিয়ে ঢুকল হ্যামবার্টের অফিসরূমে।

গম্ভীরমুখে পাইপ টানছেন পুলিস-চীফ। চোখ তুলে বললেন, 'এনি নিউজ?'

'আমি ডেফিনিট, স্যার,' বসতে বসতে বলল ড্যানেস, 'মেয়েটাকে কস্মিনকালেও কিডন্যাপ করা হয়নি।'

বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল হ্যামবার্টের দুই চোখ।

'কিডন্যাপ করা হয়নি!'

'ফেক কিডন্যাপিং, বস্। লোক দেখানো কিডন্যাপ ছিল ব্যাপারটা। পাকা হাতে সাজানো হয়েছিল সবকিছু।' ড্যানেস বলল, 'স্পোর্টস স্যুট পরা লোকটা আর জিনা মিলে বের করেছিল প্ল্যানটা। আমার ধারণা টাকার লোভে জিনা পা দিয়েছিল এই প্ল্যানে। কিডন্যাপড হওয়ার ভান না করলে এত টাকা কখনও ছাড়ত না গোনজালিস।'

'তুমি শিওর?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট, স্যার।' বলল ড্যানেস। তারপর শাইলা মার্টিনের ব্যাপারে রোম থেকে পাওয়া রিপোর্টটা জানাল সে চীফকে। 'দশমিনিট আগে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিসিভ করেছি আমরা। ও আর জিনা অভিন্ন—কোন সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে। একা রোমে গিয়েছিল মেয়েটা, ফিরেও এসেছে একা এর

মানে একটাই হতে পারে। স্বেচ্ছায় একটা প্লেজার ট্রিপ দিয়েছিল সে, কিডন্যাপ করা হয়নি ওকে কখনও।'

'ওয়েল...ব্যাপার দেখে বোকা বনে যাচ্ছি আমি!' কাশলেন হ্যামবার্ট, 'কিন্তু ও খুন হলো কি করে?'

'জিনার সঙ্গী টাকা রিসিভ করেছে সিনর গোনজালিসের কাছ থেকে। কোন এক অজ্ঞাতস্থানে দেখা করার কথা ছিল দু'জনের। সম্ভবত লোকটা পুরো টাকাটা মেরে দেবার তালে ছিল। জিনার মুখ বন্ধ করতে যেয়ে খুন করেছে সে ওকে।'

'কে এই লোকটা? লাইন পাচ্ছ কিছু?'

'কয়েকটা লাইনে আমি ভাবছি, স্যার। কিছুটা আঁচ পেয়েছি ওই লোকটার ব্যাপারে। কিন্তু যথেষ্ট নয় এখনও।' ড্যানেস বলল, 'চেক আপ রিপোর্ট বলছে—মৃতা মেয়েটার জুতোয় বালি ছিল। ল্যাবের কেমিস্টরা অ্যানালাইজ করে দেখছে কোথাকার বালি এগুলো। আমার বিশ্বাস জিনা সাউথ বীচের কোথাও দেখা করতে চেয়েছিল ওই লোকটার সাথে। এলাকাটা নির্জন। টাকা ভাগ করার চমৎকার জায়গা।'

'খুনেরও।' হ্যামবার্ট উঠে দাঁড়ালেন। 'রানা—রিপোর্টারদের এখন কিছু জানানো ঠিক হবে না। ডিনামাইট হবে খবরটা। বুঝতে পারছ?'

এতক্ষণ বোবা হয়ে বসে ছিল রানা। এবার মাথা ঝাঁকাল। ঘুরল ড্যানেসের দিকে।

'ড্যানেস—তুমি নিশ্চিত যে মেয়েটা তার বাবাকে বিশ লাখ ডলার ঠকাতে চেয়েছিল?'

'অসম্ভব নয়। সিসিও গোনজালিস হাড়কেপ্পন—সবাই জানে। হয়তো আর কোন উপায় দেখেনি মেয়েটা। আমার মনে হয়—হত্যাকারী প্ল্যানটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওর মাথায়।'

'লোকটা টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত সহজেই। কেন পারল না?' স্বরটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করল রানা। 'মেয়েটাকে খুনের ঝুঁকি নিতে যাবে কেন ও?'

একটা সিগারেট ধরাল ড্যানেস। তাকাল রানার দিকে।

'ধরো—পালিয়ে গেল লোকটা টাকা নিয়ে। জিনা তখন হয়তো গড়গড় করে সবকিছু বলে ফেলত তার বাবার কাছে। লোকটার নামধামসহ পুলিসে রিপোর্ট করত গোনজালিস। অতএব, মেয়েটাকে ঠকানোর চাইতে খুন করে ফেলাটাই নিরাপদ ভেবেছে ও।'

একটা ফাইল টেনে নিলেন পুলিস-চীফ। উঠে পড়ল ড্যানেস আর রানা। হ্যামবার্ট ডুবে গেছেন ফাইলে

নীরবে বের হয়ে এল দু'জন ঘর থেকে।

এগারো

আধঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রানা। বাংলোয় গিয়ে ব্রিজিতার সাথে দেখা করে আসতে হবে একবার। ইতোমধ্যে একটা জাগুয়ার ভাড়া করে ফেলেছে সে আই.পি. কার্ড দেখিয়ে।

স্টার্ট দিল রানা গাড়িতে। লক্ষ করল—বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। দু'দিক থেকে দুটো খাঁড়া নেমে আসছে ওর ঘাড় লক্ষ্য করে। একদিকে ইটালী পুলিস—অন্যদিকে রডনি লোবার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এতক্ষণে ভেবেছে রানা অনেক কিছু। কাল পর্যন্ত রডনি লোবার চাইছিল লাশসুদ্ধ পুলিসের হাতেই ধরা পড়ুক রানা। তাহলে সাপও মরত—ওদের লাঠিও ভাঙত না। কিন্তু বেঁচে গেছে রানা কপালগুণে। এবার কি প্ল্যান করবে রডনি লোবার? রানা জানে—নোরমা হেরোইনে অ্যাডিক্‌টেড—একথা কোনমতে প্রমাণ করতে পারলে রডনি লোবারকে আনতে পারবে সে কাঠগড়ায়। একথা রডনি লোবারও জানে। বোকা নয় সে। সুতরাং এবার একটা চরম সিদ্ধান্ত নেয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। পরিষ্কার বুঝল রানা—তাকে শেষ করে দেয়াই এখন লোবারের জন্যে মঙ্গল।

ভাবতে ভাবতেই লাগল ধাক্কাটা। সামনে থেকে এগিয়ে আসছিল একটা কালো ফোর্ড। রাস্তা ক্রস করে রানার সামনে চলে এসেছে ওটা। মুখোমুখি ধাক্কা লাগল মাঝারি রকমের। দাঁড়িয়ে পড়ল দুটো গাড়ি রাস্তার একধারে।

ফোর্ডের সামনের দরজাটা খুলে গেল। নেমে এল একজন।

জোসেফ ডায়াজ!

চট্‌পট্‌ নেমে পড়ল রানা। এগিয়ে গেল।

'দুঃখিত, সিনর—' গম্ভীরস্বর ডায়াজের, 'তোমাকে একা পাবার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। গাড়িটা তোমার ওপরেই তোলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু লক্ষ করলাম হাঁটো না তুমি—'

'হেরোইন স্মাগলিং-এর ব্যাপারে সলাপরামর্শ দরকার বুঝি?' হাসল রানা, 'এক কথায় রাজি আমি।'

হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল ডায়াজের।

'শোনো—কেটে পড়ো এখান থেকে। আজই। চাও তো জাল পাসপোর্ট একটা বের করে দিচ্ছি।'

রানা লক্ষ করল—কথা বলতে বলতে ইতোমধ্যে রানার পেছন দিকটা দু'বার দেখে নিয়েছে ডায়াজ। কথা বলে সময় কাটাতে চাইছে?

চট্‌ করে চারদিকটা দেখে নিল রানা। দু'গাড়ি সমান চওড়া রাস্তাটা নির্জন। বাঁক নিয়েছে কয়েকগজ পেছনে। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে। বৃষ্টির

শব্দ ছাপিয়ে একটা এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি পৌঁছল রানার কানে। মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল রানার দুই চোয়াল।

কথা বলে চলেছে ডায়াজ।

'আমরা ভেবে দেখেছি, নোরমার সাথে কোন গোলমাল না করাই এখন আমাদের জন্যে মঙ্গল। তুমি ধরা পড়লে বিপদে পড়ছি আমরাও, কাজেই সব রকম সাহায্য...'

আড়চোখে কালো মত কিছু দেখল রানা পেছনে। মুহূর্তে দশগুণ হয়ে গেল এঞ্জিনের শব্দ। তীরবেগে ছুটে আসছে র‍্যালিয়ান্ট রবিন। ঠিক সময় মতই প্রচণ্ড এক নক-আউট পাঞ্চ চালাল ডায়াজ। চমৎকার টাইমিং। ঠিক জায়গামত পড়লে র‍্যালিয়ান্ট রবিনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ত রানা। পিষে যেত চাকার তলায়।

কিন্তু ঘটনাটা ঠিক সে রকম ঘটল না। বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল রানার মাথাটা। ঘুসিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই এক পা এগিয়ে এল ডায়াজ। খপ্ করে হাতটা ধরেই জুডোর কায়দায় হিপ থ্রো করল রানা। মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল জোসেফ ডায়াজ। এক লাফে সরে গেল রানা একপাশে, উঠে পড়ল জাগুয়ারের ড্রাইভিং সীটে।

ব্রেক চাপবারও সময় পেল না লিম্বো। প্রথমে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো ডায়াজ বাম্পারের সাথে, তারপর তালগোল পাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ির নিচে। ইতোমধ্যে ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছু হটতে শুরু করেছে জাগুয়ার।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ডায়াজের থেঁতলানো শরীরটা চোখে পড়ল রানার। দলা পাকানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে লোকটা মুহূর্তে—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে প্রথম আঘাতেই। ঠিক এই অবস্থাই হত রানার, যদি ওর ঘুষিটা পড়ত নাকের উপর।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল রানা যে পথে এসেছিল সেই পথে। কিছুদূর গিয়েই লক্ষ করল ধাওয়া করে আসছে র‍্যালিয়ান্ট রবিন। উন্মত্তের মত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা এবার। ডাইনে-বাঁয়ে, এগলি-ওগলি ঘুরেও যখন অনুসরণকারীদের খসানো গেল না, সোজা পুলিস হেড-কোয়ার্টারে ফিরে এল রানা। গাড়ি থেকে নেমে দেখতে পেল গেটের বাইরে রাস্তা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল র‍্যালিয়ান্ট রবিন। চালাচ্ছে লিম্বো, পাশে ডিসিকা, পেছনের সীটে সিক্কো। কেউ এদিকে চাইল না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে এল রানা নিজের অফিস কক্ষে।

ব্রিজিতার সাথে দেখা করা দরকার ছিল—হলো না।

হ্যামবার্ট আর ড্যানেস বসে আছে অফিসরুমে। গম্ভীর মুখ। রানা ঢুকতেই চমকে তাকাল দু'জন। দৃষ্টিটা ভাল ঠেকল না রানার কাছে।

ঠিক এমনি সময় বেজে উঠল টেলিফোন। খপ্ করে রিসিভারটা তুলে নিল ড্যানেস। উত্তেজিত হয়ে গেল চেহারা ফোন শুনতে শুনতে।

'চমৎকার কাজ করেছ তোমরা। থ্যাঙ্কস...শিওর তো?...শিওর?... ও. কে., রাখলাম।'

রিসিভার রেখে ঘুরল হ্যামবার্টের দিকে।

'ল্যাবের কেমিস্টরা জানাচ্ছে—জিনার জুতোর বালিটা সাউথ বীচের। আর্টিফিশিয়াল বীচ ওটা। ওরা নিশ্চিত, ওটা ওখানেরই। সাউথ বীচে একটা বেদিং কেবিন আছে, বস্—সান মার্টিনো বেদিং কেবিন। সম্ভবত ওখানেই দেখা করেছিল ওরা। আমি যাচ্ছি সাউথ বীচে।' রানার দিকে তাকাল, 'তোমাকেও যেতে হবে, রানা।'

ঠিক এ প্রস্তাবটা মনে মনে আশা করেনি রানা। কেবিন ইনচার্জ পল টলেনির সামনে পড়লেই ফাঁস হয়ে যাবে সবকিছু।

'তুমি যাও। একটু পরে আসছি আমি। কয়েকটা কাজ…'

'রুটিনওয়ার্ক পরে হলেও চলবে,' বাধা দিয়ে বলল ড্যানেস। কণ্ঠস্বরটা ধারাল শোনাল রানার কানে। 'আমি চাই—তুমি এসো আমার সাথে।'

'আর শোনো রানা, রিপোর্টারদের কোন খবর দেয়ার অনুমতি নেই এখনও,' হ্যামবার্ট বললেন। 'ওরা ভাবুক, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। অলরাইট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। বেরিয়ে এল বাইরে। আন্তরিকতার ছোঁয়া উবে গেছে হ্যামবার্টের কণ্ঠ থেকে। ড্যানেসের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্পষ্ট অনুভব করল রানা, মাটি সরে গেছে ওর পায়ের তলা থেকে। সিঁড়ির পাশে দাঁড়ানো দুই সার্জেন্টকে ইশারা করল ড্যানেস। পিছু পিছু আসতে লাগল ওরা।

দুটো স্কোয়াড কার দাঁড়িয়ে আছে নিচে। একটার ব্যাক সীটে বসল রানা আর ড্যানেস। ড্রাইভারের পাশে বসল দুই সার্জেন্ট। পেছনের গাড়ি ছুটল টেকনিশিয়ানদের নিয়ে।

সন্ধে ছ'টায় পৌঁছল ওরা সাউথ-বীচে। সান মার্টিনো বেদিং কেবিনের নিওন সাইনটা জ্বলজ্বল করছে।

ড্যানেস হাঁটতে শুরু করল বালির উপর দিয়ে। দুরুদুরু বুকে এগোল রানাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি ঘটবে জানে না সে কিছুই। দু'জনে উঠে এল অফিসরুমের বারান্দায়।

পল টলেনি বসে আছে ডেস্কের পেছনে। রানা আর ড্যানেস ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাল্লো, সিনর রানা! ক'দিন দেখা নেই যে?' বলল পল টলেনি। তারপর ওর দৃষ্টিটা পড়ল ড্যানেসের ওপর।

'ড্যানেস হফম্যান, ক্যাপ্টেন অভ সিটি পুলিস, পল।' বলল রানা, 'তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান উনি।'

'অলরাইট, সিনর ড্যানেস। গো অ্যাহেড।'

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। কি জিজ্ঞেস করবে ড্যানেস?

ড্যানেস সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'একটা মেয়েকে ট্রেস করার চেষ্টা করছি আমরা। ওর বয়স আঠারো উনিশ, সুন্দরী, মাথায় নীল উইগ, আর সাদা কালো একটা প্রিন্টের ম্যাক্সি পরনে দেখা গেছে। চোখে ছিল বড়

সানগগল্স আর পায়ে ব্যালে শু। কিছু বলতে পারবেন?'

মাথা নাড়ল পল টলেনি। না-ধাঁ...।

'সরি, সিনর। আমাকে এ ধর... প্রশ্ন করে লাভ নেই বিশেষ। হাজার মেয়ে চোখে পড়ে এখানে। সবাইকে মন দিয়ে দেখি। কিন্তু মনে থাকে না কাউকেই।'

'আমরা অনুসন্ধানে জেনেছি—গত শনিবার মধ্যরাতে মেয়েটা ছিল এখানে। এখানে ছিলেন আপনি ওই রাতে?'

'না। সন্ধে সাতটায় ডিউটি অফ আমার। এরপরে থাকি না।' পল টলেনি তাকাল রানার দিকে, 'কিন্তু আপনি তো নিশ্চয়ই ছিলেন, তাই না?'

অনেক চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখল রানা।

'শনিবারে নয়, পল। ওই রাতে বাড়িতে ছিলাম আমি।'

ড্যানেসের দৃষ্টিটা নিবদ্ধ হলো রানার ওপর।

'ক্যাপ্টেন ড্যানেস,' বলল পল টলেনি, 'মনে হচ্ছে আপনার কোন কাজে আসব না আমি।'

'আপনি কি করে ভাবলেন যে, শনিবার রাতে সিনর রানা এখানে ছিলেন?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল ড্যানেস।

'ভেবেছিলাম...'

বাধা দিল রানা টলেনি শুরু করতেই।

'এখানে একটা কেবিন রিজার্ভ করেছিলাম আমি, ড্যানেস। নির্জন জায়গা এটা। কিছু অ্যাকাউন্টসের কাজ ছি...'

'ঠিক...বলছ?' ড্যানেসের ক... অবিশ্বাস, 'আমাকে একথা বলোনি কেন?'

হাসতে চেষ্টা করল রানা।

'বলার মত কিছু এটা?'

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ড্যানেস রানার মুখের দিকে, তারপর ঘুরল পল টলেনির দিকে।

'শনিবার রাতে সব কেবিন লক্ করা ছিল?'

'শিওর—' বলল পল, 'শুধু সিনর রানার কেবিনটা বাদে সবগুলো আমি নিজ হাতে লক্ করেছি।'

'পরের দিন কোন লক্ ভাঙা দেখেছেন?'

সতর্ক হয়ে গেল পল টলেনি। বুঝতে পারল জটিল কোন ঘাপলা রয়েছে এর মধ্যে। ভেবেচিন্তে উত্তর দিল।

'না।'

'তোমার কেবিনটা লক্ করেছিলে, রানা?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কত নম্বর কেবিন তোমার?'

'সতেরো নম্বর।' বলল পল টলেনি।

'কেউ আছে এখন ওটায়?'

পল টলেনি দেয়ালের গায়ে ঝোলানো চার্টটা দেখল।

'খালি। কেউ নেই।'

'আপনি জিনা গোনজালিসকে কখনও দেখেছেন এখানে?' এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল ড্যানেস।

'মানে ওই কিডন্যাপড মেয়েটাকে?' মাথা নাড়ল পল, 'জীবনেও মেয়েটা আসেনি এখানে। ওকে চিনি আমি···না, ওকে দেখিনি কখনও এখানে।'

'কেবিনগুলো একটু দেখব আমি। চাবি আছে?

একগোছা চাবি ড্যানেসের হাতে তুলে দিল পল টলেনি। অফিসরুমের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। উঠে এল দোতলায়। প্রথমেই সতেরো নম্বর কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ড্যানেস। পেছন পেছন এল রানা আর পল টলেনি। ড্যানেসকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কোন কায়দা পাওয়া যায় কিনা ভেবে বের করার চেষ্টা করল রানা। মাথায় এল না কিছুই।

কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা রাখল ড্যানেস। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রানার দিকে।

'এই কেবিনটার কথা আমাকে কিছুই বলোনি, রানা।' ড্যানেসের কণ্ঠে অনুযোগ।

'বলার প্রয়োজন বোধ করিনি।' দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল সে। 'এ ব্যাপারে তোমার কোন রকম আগ্রহ থাকবে বলে ভাবিনি আমি।'

ঘরের ভেতর পা বাড়াল ড্যানেস, খোলা দরজা পেরিয়ে চলে গেল বেডরুমে। ঠিক এক মিনিট পর বেরিয়ে এল সে বাইরে। উত্তেজিত চোখমুখ। 'এই কেবিনেই খুন হয়েছে মেয়েটা।'

'তাই নাকি? কোন প্রমাণ বা চিহ্ন···'

'শনিবারে দরজাটা লক্ করে গেছিলে তুমি? ভেবে বলো।' গম্ভীর ড্যানেস।

'মনে পড়ছে না।'

হঠাৎ ঘড়ি দেখল ড্যানেস। ভুরুজোড়া কুঁচকে রয়েছে ওর।

'অলরাইট। বাড়ি ফিরতে পারো তুমি। আজ রাতে আর দরকার পড়বে না তোমাকে। যাবার সময় নিচের টেকনিশিয়ানদের পাঠিয়ে দিয়ো এখানে।'

ড্যানেস তাকাচ্ছে না রানার দিকে আর, তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ঘুরছে ঘরের সর্বত্র। রানা জানে, সে যাবার পরই কি ঘটবে এখানে। তন্ন তন্ন করে কামরা দুটো পরীক্ষা করবে ওরা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজবে হন্যে হয়ে এবং রানা জানে শেষ পর্যন্ত জিনার আঙুলের ছাপ পাবেই ওরা এখানে। ডায়াজ আর নোরমার আঙুলের ছাপও পেয়ে যেতে পারে ওরা। রানারটা তো পাবেই। এসব রানাকে চিন্তিত করল না বিশেষ। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে, ড্যানেস হয়তো পল টলেনিকে জিজ্ঞেস করবে ছাইরঙের স্যুটপরা লম্বা কোন লোককে সে দেখেছে কিনা। জিজ্ঞেস করলেই পল বলবে—রানা দেখেছিল সে ওই পোশাকে, শনিবার বিকেলে।

কিন্তু তাহলেই কি রানা খুনী একথা প্রমাণ হয়ে গেল? মনে হয়

না—ভাবল সে। এখনও খুব সম্ভব কয়েকটা ঘণ্টা সময় পাবে সে নিজেকে বিপদমুক্ত করবার।

'অলরাইট, ড্যানেস যাচ্ছি আমি। কাল দেখা হবে।'

'ও. কে।' রানার দিকে চাইল না ড্যানেস।

বেরিয়ে এল রানা। নেমে এল নিচে। সার্জেন্ট দু'জন আর টেকনিশিয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর মুখে।

'সতেরো নম্বর কেবিনে চলে যান আপনারা,' টেকনিশিয়ানদের বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন ড্যানেস ডাকছে। আমি ফিরে যাচ্ছি বাংলোয়।'

চটপট এগিয়ে এল এক সার্জেন্ট। বলল, 'ও. কে, সিনর রানা। আমরা পৌঁছে দেব আপনাকে। স্কোয়াড কার রেডি।'

এক্ষুণি পরীক্ষা করে নিতে হবে ওদেরকে—ভাবল রানা।

'দরকার নেই। ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব আমি। গুড বাই।' সোজা মেইনরোডের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল একটা খালি ট্যাক্সি। উঠে পড়ল ওটায়।

তিন ফার্লং রাস্তা দেড় মিনিটে পেরিয়ে এল ড্রাইভার। এবার ধীরে ধীরে ঘাড়টা ফেরাল রানা। আড়চোখে তাকাল পেছন দিকে।

দশগজ পেছনে সমানবেগে আসছে স্কোয়াড কারটা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে দুই পুলিস সার্জেন্ট।

বুঝে নিল রানা, জিনার খুনের ব্যাপারে সে প্রথম ও প্রধান সাসপেক্ট!

বারো

দরজাটা ভিড়িয়ে ড্রইংরুমে ঢুকল রানা। ছুটে এল ব্রিজিতা। মুখ দেখে ভীষণ ক্লান্ত আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে ওকে। রানার মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

'রানা,' ফিসফিস করে বলল ব্রিজিতা, 'বিকেলে আমি বেরুবার পরই ওরা এসেছিল এখানে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে ঘরগুলো।'

চমকে উঠল রানা।

'কারা এসেছিল?'

'সম্ভবত পুলিস।'

'কি করে বুঝলে?'

'আস্তে কথা বলো। লুকানো মাইক্রোফোন রেখে যেতে পারে ওরা কোথাও।' মাথা ঝাঁকাল রানা। ফুল ভল্যুমে ছাড়ল রেডিও। জ্যাজ ব্যান্ডের শব্দে তালী লাগার উপক্রম হলো কানে।

এবার সুপরিকল্পিত ভাবে সার্চ করতে লাগল সে সারা ঘর। তিনমিনিট পর পেয়ে গেল সে লুকানো মাইক্রোফোনটা। একটা সোফার পিছনে। কনডেন্সার মাইক্রোফোন। বিশ গজ দূরের কথাবার্তাও পরিষ্কার তুলে নেয়

ওটা। খুব সম্ভব তাড়াহুড়ো ছিল বলে লুকাবার ভাল জায়গা খুঁজে বের করতে পারেনি।

জানালার পাশে এসে বাইরে তাকাল রানা। কোন পুলিস কারও নজরে আসছে না। কিন্তু সে জানে—আশপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে ওরা, লক্ষ রাখছে বাংলোর ওপর। এবার কিচেনে চলে এল রানা নিঃশব্দে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাকাল বাইরে। পেছনে ছোট্ট গলিটার ওপর একটা টেলিগ্রাফ পোল। মই লাগানো ওটায়। একজন চড়ে বসেছে টেলিগ্রাফ পোলের ওপর। সিভিল ড্রেস। আরেকজন বসে আছে মইয়ের ওপর। কাউকে কাজে ব্যস্ত মনে হলো না।

ড্রইংরুমে চলে এল সে। ব্রিজিতা বসে আছে। শঙ্কিত, আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা। রেডিও চলছে ফুল্ ভল্যুমে।

'কিছু শুনতে পাবে না ওরা এখন। নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারো।' বলল রানা, 'তুমি ওদের আগমন কি করে টের পেলে?'

'জানি না। কিন্তু টের পেয়েছি মনে মনে।' ধীরে ধীরে বলল ব্রিজিতা, 'দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বুঝেছি—একটু আগে কেউ ছিল এখানে। ক্লজিট খুলে দেখলাম—আমার সব কাপড় এলোমেলো। কিছুক্ষণ আগেও পেছনের গলিতে একটা পুলিস কার দেখেছি। এখন নেই।' কেঁপে উঠল ব্রিজিতার গলাটা, 'এর মানে কি, রানা?'

'আমার পেছনে লেগে গেছে ওরা। বাইরে গার্ড দিচ্ছে সিভিল ড্রেসে।'

চকিতে একটা কথা মনে হতেই বেডরুমে ছুটল সে। ঘরে ঢুকে খুলল ওয়ারড্রোবটা। তাকাল ভেতরে।

যা ভেবেছিল তাই ঘটে গেছে। ছাইরঙের স্পোর্টসস্যুটটা ওয়ারড্রোবে নেই। খালি হ্যাঙ্গারটা ঝুলছে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা সেদিকে শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর ফিরে এল ড্রইংরুমে।

'ছাইরঙের স্পোর্টসস্যুটটা খুঁজতে এসেছিল ওরা! নিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে, আমাকেই জিনার হত্যাকারী বলে ধরে নিয়েছে পুলিস।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল ব্রিজিতার মুখ।

'কি হবে এখন?'

রানা জানে—এরপর কি হবে। এখন যে-কোন মুহূর্তে গ্রেফতার করবে ওকে পুলিস। ব্রিজিতাকে একথা বলা যায় না। মৃদু হেসে বলল, 'কি আর হবে। সত্যিকার অপরাধী ধরা পড়বেই।'

'ড্যানেস কোন সাহায্য করবে না তোমার এই দুঃসময়ে?'

'ইচ্ছে যদি থাকেও, ওর পক্ষে এখন আমাকে সাহায্য করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করছেন পুলিস-চীফ হ্যামবার্ট স্বয়ং।'

'তাহলে? নিজের সপক্ষে একটা প্রমাণও তো তুমি দেখাতে পারবে না! কি হবে তখন?'

'ভেব না—একটা কিছু করবই আমি।' হাসল রানা।

'আমার পিস্তলটা নেবে?'

একছুটে বেডরুমে ঢুকল ব্রিজিতা। ফিরে এল একটা বিশালাকৃতি কালো কুচকুচে পিস্তল নিয়ে।

'লোডেড।' বলল ব্রিজিতা।

মৃদু হাসল রানা। 'ওটার দরকার হবে না এখুনি। তোমার লাগবে—রেখে দাও তোমার কাছেই।'

বসে পড়ল ব্রিজিতা শুকনো মুখে।

বাযারটা বেজে উঠল এমন সময়। বাজতেই থাকল। একটানা বিশসেকেন্ড। রক্তশূন্য হয়ে গেছে ব্রিজিতার মুখ। কাঁপছে ঠোঁট দুটো।

ব্রিজিতার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। কিছুক্ষণ নিচু স্বরে কথা বলল সে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল ব্রিজিতার। মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছে। মুঠো হয়ে গেল হাত দুটো। বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল সে তারপর মাথাটা কাত করল একপাশে।

উঠে দাঁড়াল রানা। বাযারটা বাজতে শুরু করেছে আবার। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল সে। খুলেই থমকে গেল।

চারজন অচেনা পুলিস সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে দোরগোড়ায়।

'সিনর রানা?' একজন বলল।

'ইয়েস। কি চাই?'

'আপনাকে এক্ষুণি একটু হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। গাড়ি অপেক্ষা করছে বাইরে।'

'নিশ্চয়ই যাব।' হেসে বলল রানা, 'চলুন।' সোজা হাঁটতে লাগল সে সার্জেন্টদের সাথে অপেক্ষমাণ পুলিস কারের দিকে।

ফ্রন্টসীটে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল সে। ব্যাকসীটে গাদাগাদি করে বসল সার্জেন্ট চারজন।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'মনে হচ্ছে নতুন কিছু ঘটে গেছে ইতিমধ্যে?'

'জানি না,' সার্জেন্টটা বলল। 'ক্যাপ্টেন ড্যানেস হফম্যান বলেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে। ব্যস্—নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

বলল না রানা। ঘুরে তাকাল পেছন দিকে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজিতা ব্যাল্টার। অপলক দৃষ্টি দুইচোখে। এই চোখই ঝিকমিক হেসেছিল কাল রাতে রানার মিষ্টি মধুর পীড়নে, নিবিড় আলিঙ্গনে।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ফিরিয়ে নিল চোখ।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

নিজের অফিস কামরায় সোজা হয়ে বসে আছে ক্যাপ্টেন ড্যানেস হফম্যান। গম্ভীর মুখ। ছোট্ট একটা টেবিল ল্যাম্প ছাড়া আর কোন আলো নেই সারা ঘরে। ড্যানেসের ট্যারা চোখের দৃষ্টিটা স্থির হয়ে রয়েছে রানার মুখের ওপর।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার একপাশে বসে আছে রানা। নির্বিকার মুখভঙ্গি। সিগারেট ধরাল ড্যানেস।

'রানা, পরিষ্কার কথা পছন্দ করি আমি।' গম্ভীর স্বরে বলল ড্যানেস। 'ভয়ঙ্কর বিপদ নেমে এসেছে তোমার ওপর এবং তুমি জানো সেটা। অন্তত জানা উচিত।'

'অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমাকে?'

'এখনও হয়নি। আমি ভেবেছি, খোলাখুলিভাবে কথা বলে নেয়া দরকার তোমার সাথে। তুমি জানো, এটা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে। নিজের ক্যারিয়ারটা খতম হয়ে যেতে পারে আমার এজন্যে। যাই হোক, আমি নিজের কানে শুনতে চাই তোমার বক্তব্য। তারপর এই কেস থেকে গুটিয়ে নেব নিজেকে। বিয়াঙ্কা হ্যান্ডেল করবে কেসটা। আমি শুধু সত্যি কথাটা জানতে চাচ্ছি, রানা। তুমি খুন করেছ জিনাকে?'

রানা তাকাল সোজাসুজি ড্যানেসের দিকে।

'না। তবে মনে হচ্ছে—কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

'রানা, এই মুহূর্তে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তুমি। কোন লুকানো মাইক্রোফোন নেই এ ঘরে। তোমার কথা শোনার জন্যে কোন সাক্ষীও নেই। আমি ক্যাপ্টেন ড্যানেস নই এখন—তোমার বন্ধু। সত্যি কথাটা শুনতে চাইছি তোমার মুখ থেকে।'

'আমি খুন করিনি, ড্যানেস।'

ঝুঁকে ছাই ঝাড়ল ড্যানেস। টেবিল ল্যাম্পের আলো পড়ল ওর মুখের ওপর।

রানার মনে হলো—বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে ও।

'যাক, একথা শুনে অন্তত কিছুটা আনন্দ হচ্ছে আমার,' বলল সে। 'তুমি জড়িয়ে গেছ, তাই না?'

'ঠিক। অষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি এবং তোমার মত বন্ধুর কোন সাহায্য পাওয়া এখন অসম্ভব।'

কিছুক্ষণ রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ড্যানেস। কষে টান দিল সিগারেটে। তারপর আচমকা বলে উঠল, 'কে তুমি, রানা? কি উদ্দেশ্য তোমার?'

'মানে?'

'আবার বলছি—এঘরে কোন লুকানো মাইক্রোফোন নেই। এই মুহূর্তে কোন ভয় নেই তোমার। অবশ্যি তোমাকে জেল অথবা মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না আমি। তবুও বন্ধু হিসাবে জানতে চাইছি—কি তোমার আসল পরিচয়?'

'আমার পরিচয়ে কি সন্তুষ্ট নও তুমি?'

'সন্তুষ্ট নই। তোমার কাজকর্মের সাথে তোমার পরিচিতির মিল খুঁজে পাচ্ছি না আমি। অনেক ভেবে দেখেছি, অনেক ভাবে উল্টেপাল্টে চিন্তা করেছি—কিন্তু মেলাতে পারিনি। আট মাস আগে পা রেখেছ তুমি ফ্লোরেন্সের

মাটিতে। আমরা জানতাম, গোটা ইউরোপে রেড ড্রাগনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হচ্ছে ফ্লোরেন্স। তুমি এখানে পৌঁছবার ঠিক দু'মাসের মধ্যেই বাংলাদেশে ধরা পড়ল কুখ্যাত রেড ড্রাগনের চোরাচালানকারী দল। এই ঘটনার প্রায় সাথে সাথেই তুমি প্রকাশ করলে ব্যাঙ্ক অভ ভেরোনা লুটের ভয়ঙ্কর সেই প্ল্যানের ব্যাপারটা। তোমাকে জেলে ঢোকানর পর দেখা গেল সত্যিই লুট হয়ে গেল ব্যাঙ্কটা। আগে থেকে রেড ড্রাগনের গোপন কথা জেনে ফেলা একজন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে অসম্ভব। এসব আসলে স্পাইয়ের কাজ। অস্বীকার করতে পারো?'

'স্বীকার বা অস্বীকারের প্রশ্ন উঠছে কি করে? বর্তমান কেসের সাথে সেসবের সম্পর্ক কোথায়?'

'সম্পর্ক আছে, রানা। হঠাৎ কিডন্যাপড হয়ে গেল জিনা গোনজালিস। ওর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো একটা চোরাই গাড়িতে। আমরা জানি, তোমাকে জেলে ঢোকানর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ছিল ওই সিসিও গোনজালিসের।' লম্বা করে দম নিল ড্যানেস। 'রানা, এইসব ঘটনাগুলোর মাঝে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে পারিনি আমি।'

'তুমি ভাবছ ভেড়ার দোষ চাপিয়েছি আমি ভেড়ার বাচ্চার ওপর?'

'ঠিক এ লাইনেই ভাবছেন হ্যামবার্ট।' গম্ভীর হয়ে গেল ড্যানেসের মুখ। 'যখন টের পাওয়া গেল, এই কিডন্যাপের সাথে তুমি জড়িয়ে আছ, তখন থেকেই ভাবছেন।'

'তোমারও কি তাই ধারণা?'

'না। আমার চেখে আরও কিছু ব্যাপার ধরা পড়েছে। সেজন্যেই চীফের আদেশ লঙ্ঘন করে, তোমাকে সরাসরি গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাজির না করে নিয়ে এসেছি নিজের কামরায়। সত্যি কথাটা শুনতে চাই আমি তোমার মুখে।'

'ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি এমন প্রমাণ পেলেন হ্যামবার্ট...'

'হুডিনি ফেলাসি। ট্রাফিক অফিসার। যে রাতে জিনা খুন হয় সেই রাতে তোমাকে দেখেছিল ও বাস টার্মিনালে, সাথে ছিল সাদা-কালো প্রিন্টের ম্যাক্সি পরা জনৈকা শাইলা মার্টিন—মাথায় ছিল নীল উইগ। জিনার ছবি কাগজে বেরোতেই ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছে ও আমাদের কাছে। যত জায়গা থেকে যত রিপোর্ট এসেছে প্রত্যেকটাই আঙুল দেখাচ্ছে তোমার দিকে। কাজেই তোমাকে ধরে আনবার হুকুম দিয়েছেন হ্যামবার্ট। এবার শোনা যাক তোমার বক্তব্য।'

কিছুমাত্র গোপন না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলল রানা ড্যানেসকে। সব শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল ড্যানেসের মুখটা। সিগারেট টানতে ভুলে গেছে সে, আঙুলে জ্বালা করে উঠতেই ফেলে দিল টুকরোটা অ্যাশট্রেতে। কেবল শোনা নয়, রানার কাহিনীর সাথে আগে-পরের অনেক ঘটনার মিল ও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে সে। যে সব ব্যাপার আবছা ছিল, দিনের আলোর মত

পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। প্রত্যেকটা কার্যকারণ মিলে যাচ্ছে খাঁজে খাঁজে। থ হয়ে বসে রইল সে রানার বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কয়েক মিনিট। সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'সর্বনাশ! ভনায়ক বিপদে জড়িয়ে গেছ তুমি, রানা!'

'ঠিক বলেছ। কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে। কারও বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারব না আমি এখন।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল ড্যানেস। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাসও করাতে পারবে না তুমি এই আষাঢ়ে গল্প।'

মৃদু হাসল রানা। 'তুমি বিশ্বাস করেছ—সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বাকি আর সবাইকেও বিশ্বাস করাতে পারব আমি, যদি আজকের রাতটা সময় দাও আমাকে।'

'কি ভাবে?'

'সিসিও-লজে ঢুঁ মারব একবার। শেষ একটা বোঝাপড়া করতে হবে ওদের সাথে। আমি জানি, ওখানে গিয়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারলে প্রচুর প্রমাণ তুলে দিতে পারব তোমাদের হাতে।'

'যদি মারা পড়ো?'

'মারা পড়লে মরে যাব!' হাসল রানা। 'গ্যাস চেম্বারের চেয়ে খারাপ হবে না সে মৃত্যু।'

'পাগল হয়েছ তুমি? সার্চ ওয়ারেন্ট আর পুলিস ফোর্স ছাড়া ওখানে গেলে ঠিক খুন হয়ে যাবে তুমি। ওরা বলবে—ডাকাতি করতে গেছিলে ওখানে। ব্যস্—কিচ্ছুটি হবে না ওদের। রানা, শুধু শুধু বিপদের মধ্যে না গিয়ে…'

'…গ্যাস চেম্বারেই ঢুকে পড়ো!' ড্যানেসের বক্তব্যটা শেষ করল রানা। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পয়েন্ট টু-থ্রী ওয়ালথার পি. পি. কে। ড্যানেসের চোখের দিকে সেটা তাক করে বলল, 'যেতেই হবে আমাকে, ড্যানেস। কিছু মনে করো না, বেঁধে রেখে যাব তোমাকে, কোন দোষ হবে না তোমার। এই আমার শেষ চেষ্টা—দয়া করে বাধা দিয়ো না।'

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেল ড্যানেসের দুই চোখ।

'তোমার দুঃসাহস দেখে পিলে চমকে যাচ্ছে আমার, রানা। মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে তোমাকে আবিষ্কার করছি আমি। হয়তো দুঃসাহসই তোমার ধর্ম।' তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে শান্ত কণ্ঠে বলল ড্যানেস, 'শোনো—যদি আমি তোমার সাথে যাই?'

নিচের ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। 'এসবের মধ্যে তোমার নিজেকে জড়ানো ঠিক হবে না, ড্যানেস। বিপদের কথা বাদই দিলাম, চোরের মত ওখানে গেলে চাকরি যেতে পারে তোমার।'

'তুমি ঠিক জানো—সিসিও-লজে গোপন কোন ব্যাপার চলছে? ওরা রেড ড্রাগন?'

'ওভার শিওর। ওই বাড়িটা সন্দেহের বাইরে বলেই আস্তানা গেড়েছে ওরা ওখানে।'

'অলরাইট। ঝুঁকিটা নিচ্ছি আমি। আমিও যাব তোমার সাথে। এবার পিস্তল নামাও।'

নীরবে পকেটে ঢোকাল রানা পিস্তলটা। বলল, 'আবার ধন্যবাদ, ড্যানেস। কিন্তু তুমি এভাবে নিজেকে...'

'স্টপ ইট, রানা।' মৃদু হাসল ড্যানেস। 'এর আগেও তোমার জন্যে ক্যারিয়ারের ঝুঁকি নিয়েছি আমি।'

'ইয়েস। আই রিমেমবার। থ্যাঙ্কস এগেইন।'

রানার চোখে চোখ রাখল ড্যানেস।

'ওই পিস্তল কারা ব্যবহার করে জানি আমি, রানা। কোন সন্দেহ নেই—তুমি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক!'

তেরো

রাত এগারোটায় একটা জাগুয়ার চোরের মত বেরিয়ে এল পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে। আরোহী দু'জন। গাড়িটা পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতেই আরেকটা টয়োটা স্যালিকা স্টার্ট নিল রাস্তার পাশের একটা গলি থেকে। বোঝা গেল—এতক্ষণ ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল ওটা। জাগুয়ারটা গলির সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতেই মেইনরোডে চলে এল গাড়িটা। তারপর ছুটল পেছন পেছন।

টয়োটা স্যালিকার আরোহী একজন। আধময়লা জিনসের জ্যাকেট আর ঢোলা প্যান্ট পরনে। মাথার টুপিটা ভুরু পর্যন্ত নামানো। তীক্ষ্ণ চোখে এগিয়ে যাওয়া জাগুয়ারের টেইল লাইটটা দেখল সে। তারপর স্পীড বাড়াল।

পঁচিশ মিনিট ঝড়ের বেগে চলার পর সিসিও-লজের পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল জাগুয়ার। ঝটপট নেমে পড়ল রানা আর ড্যানেস। হাঁটতে লাগল দেয়াল ঘেঁষে নিঃশব্দে। বারবার দেখে নিল চারদিকটা। কেউ নজর রাখছে না তো?

একটা গাছের ডাল বেরিয়ে এসেছে পাঁচিলের বাইরে। স্পটটা পছন্দ হলো রানার। দড়ির গোছাটা ছুঁড়ে দিল ওপরের দিকে। ডালে আটকে গেল হুকটা।

তিনমিনিট পর সিসিও-লজের ভেতরে লাফিয়ে নামল দুটো ছায়ামূর্তি। কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথাবার্তা হলো দু'জনের মধ্যে। তারপর দু'দিকে হাঁটা ধরল দু'জন।

সিসিও-লজের অদূরে অপেক্ষমাণ টয়োটা স্যালিকার আরোহী এবার বেরিয়ে এল বাইরে। পাঁচিল টপকে দু'জন লোকের ভেতরে ঢোকাটা এইমাত্র দেখেছে সে নিজের চোখে। অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে-ও সিসিও-লজের দিকে। পকেটের পিস্তলটা দেখে নিল একবার। কাজে লাগতে

পারে এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই।

দশ কদম এগিয়েই বসে পড়ল রানা। ড্যানেস ক্রলিং করে এগোচ্ছে বাঁ-দিকে। চারদিকে তাকাল রানা ভাল করে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে এলাকাটা। এখানে ওখানে হঠাৎ আগুন দেখা যাচ্ছে ছোট্ট বিন্দুর মত। সিগারেটের আগুন। অসতর্ক গার্ড। সম্ভবত কারুর অনুপ্রবেশ আশা করছে না ওরা। নিশ্চিন্তে দায়সারা টহল দিচ্ছে।

ক্রল করে এগোতে লাগল রানা। চারটে সিগারেটের আগুনকে ডাইনে বামে বাইপাস করে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল সে। বিশগজ দূরে ব্যারাকটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে এসে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল সে চারপাশে। গার্ড দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। থাকলেও লুকিয়ে আছে ঘাপটি মেরে। ওপরে তাকাল রানা। মৃদু আলো জ্বলছে চারতলায়। ফ্রেঞ্চ উইনডোগুলো খোলা। তার মানে, জেগে আছে ওরা।

বাঁদিকে বেশ অনেকটা দূরে একটা আগুনের বিন্দু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিচু হয়ে গেল আগুনটা। পড়ে গেল মাটিতে। পতন দেখেই বোঝা যাচ্ছে—স্বাভাবিক কারণে ঘটেনি ব্যাপারটা। আক্রান্ত হয়েছে গার্ডটা—কিন্তু চিৎকার করার সুযোগ পায়নি। তার মানে ড্যানেস পৌঁছে গেছে ওদিকে। বাঁদিক থেকে বাড়িতে ঢুকবে ও। রানা ঢুকবে ডানদিক থেকে। দু'জন একসাথে ধরা পড়া চলবে না।

সিঁড়ির ঠিক পাঁচগজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল রানা। যা সন্দেহ করেছিল, ঠিক তাই। মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন। একেবারে সিঁড়ির গোড়ায়। হাতে এস.এল.আর। ক্রলিং করে সিঁড়ির রেলিং-এর পাশে চলে এল রানা নিঃশব্দে। খুক করে কাশল গার্ডটা, শরীরের ভার এক পা থেকে সরাল অন্য পায়ে। সাথে সাথেই লাফিয়ে উঠল রানা। ডান হাতে লোকটার ঘাড়ের পেছনে প্রচণ্ড এক কারাতে কোপ মেরেই বামহাতে গলা পেঁচিয়ে ধরল। টুঁ শব্দটিও বেরোতে পারল না ওর মুখ দিয়ে—আধ মিনিট ছটফট করে জ্ঞান হারাল, নেতিয়ে পড়ল গার্ডটার শরীর। ধীরে ধীরে ওকে টেনে এনে ঝোপের পাশে শুইয়ে দিল রানা। একঘণ্টা নিশ্চিন্তে ঘুমোবে ব্যাটা এখন।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল রানা। অন্ধকার দোতলাটা। পা টিপে টিপে তিনতলায় উঠে এল সে। চারতলার সিঁড়ির সামনে এসেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল ভাল করে। গার্ড নেই। আশ্বস্ত হয়ে উঠতে লাগল সে নিঃশব্দে। কোন বাধা এল না কোনদিক থেকে। ওরা কি চারতলা পর্যন্ত উঠতে দিতে চায় ওকে?

চারতলায় উঠেই কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে রইল রানা। মৃদু আলো বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে, কিছুদূরে। পাশাপাশি ঘর দুটোর মাঝ দিয়ে চলে গেছে একটা প্যাসেজ। প্যাসেজে ঢুকেই ঘরটার উত্তরমুখী জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। খোলা জানালা, ভারী কার্টেন লাগানো। একটা ফাঁক দিয়ে আলো বেরোচ্ছে। অতি সন্তর্পণে কার্টেনের ফাঁকে চোখ রাখল সে।

গোপন বৈঠক চলছে। বিরাট একটা হলঘর। পিংপং টেবিলের সমান একটা টেবিল, দু'পাশে চেয়ার। রানার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে রডনি লোবার। টেবিলের ওপাশে বসে আছে নোরমা আর অচেনা বাদামীচুলো একটা লোক। মুখভর্তি বসন্তের দাগ। অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিমবো আর সিক্কো। ডিসিকাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। নোরমার মুখ নির্বিকার—ঠাণ্ডা বরফের দৃষ্টি দুইচোখে।

পকেট থেকে একটা ম্যাচবক্সের মত যন্ত্র বের করল রানা। ছোট্ট একটা বোতাম সামনের দিকে ঠেলে দিয়েই ঢুকিয়ে দিল ওটা জুতোর গোড়ালির একটা গোপন কুঠরিতে।

কথা বলছে রডনি লোবার।

'গুলি করোনি কেন? একটা কাজও কি তোমরা ঠিকমত…'

মাথার পেছনটা চুলকাল লিমবো।

'লোকজন এসে পড়ত, বস্। সাহস হয়নি। প্ল্যান মত কিছুই তো হলো না। সিনর ডায়াজ ঘুসি মারল দেখলাম, ব্যস গ্যাস পেডাল চেপে ধরলাম যদ্দূর যায়। তারপর চোখের নিমেষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। শূন্যে উঠে গেল সিনর ডায়াজ—ব্রেক চাপার আগেই চাপা পড়ল গাড়ির নিচে। ততক্ষণে একলাফে নিজের গাড়িতে উঠে ব্যাক গিয়ার দিয়ে ফেলেছে হারামীটা। ধাওয়া করতেই সোজা গিয়ে ঢুকল পুলিস হেডকোয়ার্টারে।'

'তারপর?'

'তারপর কাছেই ঘাপটি মেরে বসে রইলাম আমরা। কিন্তু শালা যখন বেরোল, উঠল পুলিসের গাড়িতে। পেছন পেছন গেলাম সাউথবীচে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল—কিন্তু ট্যাক্সির পেছনে পুলিসের স্কোয়াডকার—কিছুই করা গেল না। বিশ মিনিট পর আবার বেরোল সে বাড়ি থেকে—এবার পুলিসের গাড়িতে। সোজা গিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। আমাদের কি দোষ বলুন? বলে দিন এখন কি করতে হবে।'

'যা করতে হবে সেটা আগেই বলে দেয়া হয়েছিল তোমাদের।' চোখ পাকাল লোবার। 'কোন কৈফিয়ত শুনতে চাই না আমি কারও। কাজ দিয়েছিলাম, পারোনি করতে—উল্টে সিনর ডায়াজের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বারকে চাকার তলায় পিষে খুন করেছ। এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাদের হেড অফিসে। যাই হোক, বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাসুদ রানা। ভাবছি, আমাদের কপালে এখন কি ঘটবে!'

'কিছুই ঘটবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল নোরমা। 'আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও নেই ওর হাতে। তার ওপর পুলিস লেগে গেছে ওর পেছনে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে যাবে ও জিনাকে হত্যার দায়ে।'

'এবং মুখ খুলবে। পুলিসকে বলবে ও কিডন্যাপ-প্ল্যান নোরমা গোনজালিসের। জিনার হত্যাকারী জোসেফ ডায়াজ…'

'হেসেই উড়িয়ে দেবে পুলিস,' বাধা দিয়ে বলল নোরমা। 'কিডন্যাপ-প্ল্যান যে আমার সে কথা কিভাবে প্রমাণ করবে মাসুদ রানা? আমার কথাবার্তা

টেপ করে রেখেছিল, সে টেপ এখন আমার ব্যাগে। ডায়াজ যে জিনাকে জবাই করেছে সেটা ও আঁচ করে নিয়েছে ওর একটা মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যাওয়া কথা থেকে। কোন প্রমাণ নেই। পাগলের প্রলাপ মনে করবে পুলিস ওর কথা।'

'যতটা ভাবছ, ততখানি সহজ না-ও হতে পারে, নোরমা। বেদিং কেবিনে তোমার আঙুলের ছাপ থাকা অসম্ভব নয়। তাছাড়া তোমার হাতে ইঞ্জেকশনের দাগ...'

হঠাৎ দপ্‌ করে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে। চমকে উঠল ঘরের সবাই। পর মুহূর্তে একটা শোরগোলের মত শোনা গেল নিচে। নিঃশব্দে একটা স্টীলের আলমারির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল লিমবো। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা জানালার সামনে।

মিনিট চারেক পর স্টীলের আলমারির কপাট দুটো খুলে গেল আবার। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। হিড়হিড় করে ড্যানেসকে টেনে নিয়ে এল লিমবো ঘরের মাঝখানে। বাম চোখটা বুজে গেছে ড্যানেসের। রক্ত ঝরছে নাক মুখ থেকে। লিমবোর হাতে ঝুলছে ড্যানেসের কোল্ট অটোমেটিক পিস্তলটা।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল রডনি লোবার ড্যানেসকে দেখে। তিন সেকেন্ড। চমকটা সামলে নিতেও দেরি হলো না ওর।

'স্বাগতম! স্বাগতম, মাই ডিয়ার ক্যাপ্টেন!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোবার। নোরমার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখলে? মাসুদ রানার অনেক কথাই বিশ্বাস করেছে পুলিস। শুধু তাই নয়, ওর কথার ওপর ভিত্তি করে পৌঁছে গেছে আমাদের দোরগোড়ায়।' ফিরল ড্যানেসের দিকে। 'আহা-হা! নাক মুখ রক্তাক্ত দেখতে পাচ্ছি! খুব মেরেছে বুঝি? চুক-চুক-চুক! জিভটা কেটে নেয়নি তো আবার? তাহলে সত্যিই মুশকিল হবে। কারণ, যেমন করে হোক, কথা বলাতে হবে আমার তোমাকে দিয়ে।'

ততক্ষণে ড্যানেসের হাত দুটো বাঁধা হয়ে গেছে। ধাক্কা দিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে। পাইপে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল রডনি লোবার।

'একা কেন, বাছাধন? সাথে পুলিস ফোর্স নেই কেন?'

জবাব দিল না ড্যানেস।

দড়াম করে লিমবোর ঘুসিটা পড়ল ওর তলপেটে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল ড্যানেসের মুখ। সেই অবস্থাতেই ডান পায়ের লাথি চালাল লিমবোর হাঁটুর নিচে। পড়তে পড়তে একটা চেয়ার ধরে সামলে নিল লিমবো। হিংস্র হয়ে উঠল ওর চেহারা।

'হাত-পা পরে চালিয়ো, ক্যাপ্টেন। আপাতত আমার কথার জবাব দাও। আমি জানতে চাই, তুমি এখানে কেন? কতটুকু কি জেনেছ তুমি আমাদের সম্পর্কে?'

থুথু ছিটাল ড্যানেস। সাথে সাথেই ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল লিমবো। মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করায় ঘুসিটা পড়ল কানের ওপর।

'উত্তর দাও!' লোবারের কণ্ঠে আদেশ।
'কুত্তার বাচ্চা!' সাফ জবাব জানিয়ে দিল ড্যানেস।
দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথাটা এপাশ ওপাশ নাড়ল লোবার। তারপর দুই পা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল কানে।
'হ্যামবার্টকে চাইছি, মিয়েনো। আমি রডনি লোবার।' কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর খুশি খুশি একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল লোবার কণ্ঠস্বরে। 'হ্যামবার্ট?...রডনি বলছি।...কি খবর? ধরতে পারলে, ওই কি নাম যেন বলেছিলে...মাসুদ রানাকে?' চিৎকার করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ড্যানেস, লোবারের ইঙ্গিতে ওর মুখ চেপে ধরল লিমবো। কিছুক্ষণ চুপচাপ কথা শুনল লোবার। তারপর বলল, 'কাকে? ক্যাপ্টেন ড্যানেস হফম্যান? তাকে অর্ডার দিয়েছ?...কি বললে? ড্যানেসকেই পাওয়া যাচ্ছে না?...না, না, খবর তো সব তোমার কাছে।...ঠিক আছে, নতুন কোন খবর হলে জানিয়ো, কেমন? রাখলাম।' রিসিভারটা ক্র্যাডলে নামিয়ে রেখে বাঁকা চোখে চাইল লোবার ড্যানেসের দিকে। 'বোঝা যাচ্ছে, চীফের অর্ডার ভায়োলেট করে মাসুদ রানাকে সাথে নিয়ে তুমি এসেছ প্রমাণ সংগ্রহ করতে। তা, তোমার বন্ধুটি কোথায়? নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরে রয়েছে আশপাশেই?'
কথা বলতে বলতেই টেবিলের গায়ে একটা ছোট্ট বোতাম টিপল রডনি লোবার। ক্রিং ক্রিং করে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল দূরে কোথাও। সাথে সাথেই সারা বাড়িতে জ্বলে উঠল পঁচিশ-ত্রিশটা হাজার ওয়াটের ফ্লাড লাইট। দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল চারদিক। অন্ধকার প্যাসেজটাও।
এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না—বুঝল রানা। ঘরের ভেতরে সবার অবস্থানটা পরিষ্কার দেখে নিল সে পর্দা ফাঁক করে; তারপর এক লাফে জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে গুনে গুনে এগোল তিন কদম।
'খবরদার! এক পা নড়বে না কেউ!'
পাথরের মত যে-যার জায়গায় জমে গেল সবাই।
ড্যানেসের একটা লাথি পড়ল সিক্কোর পায়ে। সরে গেল সিক্কো রেঞ্জের বাইরে, রানার পিস্তল ধরা হাতটা নড়ে উঠতেই আবার জমে গেল পাথর হয়ে।
'হাত দুটো খুলে দাও ওর!' নোরমাকে আদেশ করল রানা।
দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ রানাকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করে ড্যানেসের হাতের বাঁধনটা খুলে দিল নোরমা। সবার অলক্ষ্যে একটু নড়ে উঠল লোবার। সাঁই করে একটা পেপার-ওয়েট ছুটে গেল রানার বাম চোখ লক্ষ্য করে।
চট্ করে সরিয়ে নিল রানা মাথাটা। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পেপার-ওয়েট।
'এবারের মত মাফ করে দিলাম, লোবার। এর পর কিছু করার চেষ্টা করলেই গুলি খাবে। ড্যানেস, সার্চ করো এদের, অস্ত্র বের করে নাও সবার

পকেট থেকে। নোরমার হ্যান্ডব্যাগের কথাটা ভুলো না যেন।'

রানার কথামত এগোতে গিয়েও স্থির হয়ে গেল ড্যানেস। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখ দুটো। দৃষ্টি রানার পেছনে নিবদ্ধ।

ড্যানেসের এই হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া লক্ষ করল না রানা। লোবারের উদ্দেশে বলল, 'তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে, লোবার। আমার লেজে পা দেয়াটা ঠিক হয়নি। কেমন বুঝছ এখন?'

হেসে উঠল লোবার।

'ভালই বুঝছি, সিনর রানা। আপনার সাহসের প্রশংসা করি। এইভাবে দুটো পিস্তলের ওপর ভরসা করে রেড ড্রাগনের আস্তানায় ঢুকে পড়া চাট্টিখানি কথা নয়। যাই হোক, দয়া করে নড়বেন না একচুলও। নড়লেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে আপনার পিঠ। উত্তেজনার মাথায় প্রহরীদের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন বোধহয়।' অমায়িক ভঙ্গিটা হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল লোবারের কণ্ঠ থেকে, কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিল সে, 'ফেলে দাও পিস্তল!'

পেছনে না চেয়েই টের পেয়ে গেল রানা অবস্থার পরিবর্তন। একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ড্যানেস ছাড়া বাকি সবার চেহারায়। বিনা বাক্যব্যয়ে পিস্তলটা ফেলে দিল সে কার্পেটের উপর। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পেছন দিকে।

মূর্তির মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে আটজন গার্ড। নিষ্ঠুর, নির্বিকার। হাতে ধরা রয়েছে মেশিন পিস্তল। এগিয়ে এল লিমবো। দু'হাতে ধরল রানা ও ড্যানেসের চুলের মুঠি, প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল দুটো চেয়ারে। চারজন গার্ড কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল পজিশন নিয়ে।

লিমবোকে আস্তিন গুটাতে দেখে সতর্ক করে দিল লোবার। 'সাবধান, লিমবো! এদের হাত-পায়ের রেঞ্জের বাইরে থাকো। সাউথ-বীচের কথাটা ভুলে যেয়ো না। হাতের সুখ মেটাতে পারবে পরে—তার আগে দু'চারটে কাজের কথা সেরে নেব আমি এদের সঙ্গে। তুমি বরং ফ্লাড লাইটগুলো নিভিয়ে দাও এবার। বিয়ে বাড়ির লাইটিং দেখে কারুর আবার নজর পড়তে পারে এদিকে।'

চলে গেল লিমবো। ফিরে এল সাথে সাথেই। রানার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল রডনি লোবার। হাতে পিস্তল।

'কেমন পাল্টে গেল পাশার ছকটা। তাই না?'

রানা বা ড্যানেস কোন উত্তর দিল না দেখে হাসল মারফতি হাসি।

'কথা আপনাদের বলতেই হবে। তবে এখানে নয়। লিমবো—দু'নম্বর চেম্বারে নিয়ে চলো এদেরকে।'

'এক্ষুণি খুন করে ফেললে ভাল হয় না?' এতক্ষণে কথা বলল নোরমা।

'না। তাহলে ক্ষোভ থেকে যাবে ওদের মনে। মরার পর চল্লিশ দিন ওদের অতৃপ্ত আত্মা বিরক্ত করবে আমাকে। কেন মারা যাচ্ছে অন্তত সেটুকু জানার অধিকার রয়েছে ওদের।'

স্টীল আলমারির গায়ে একটা বোতাম টিপতেই ফাঁক হয়ে গেল কপাট

দুটো। আলমারির ভেতরে একটা সিঁড়ি দেখা গেল। এসকেপ রুট। সোজা নেমে গেছে নিচে। ঠেলতে ঠেলতে রানা আর ড্যানেসকে নামানো হলো সিঁড়ি দিয়ে। অর্ধেক নামতেই দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল সিঁড়ি। বাম দিকের সিঁড়ি দিয়ে নামানো হলো ওদের নিচে। সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা স্টীলের দরজা। ওটা ঠেলে একটা বিশ ফুট বাই বিশ ফুট ঘরে ঢুকল সবাই। রানা টের পেল বেসমেন্টের একটা কামরায় নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। উঁচু ছাদ। ঘরের অর্ধেকটায় থরে থরে সাজানো রয়েছে কাঠের বাক্স মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। বলে দিতে হলো না—উৎকট গন্ধে রানা ও ড্যানেস দু'জনেই টের পেল কি রয়েছে বাক্সগুলোয়। ঘরের অন্য পাশে প্রকাণ্ড একটা ফার্নেস। তিন হাজার ডিগ্রী তাপ উৎপন্ন হয় এই ফার্নেসে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানার শরীরটা।

দুটো চেয়ারে আবার বসিয়ে দেয়া হলো দু'জনকে। চেয়ারের হাতলের সাথে বাঁধা হলো হাত, পায়ার সঙ্গে পা। গার্ডদের দিকে ঘুরল রডনি লোবার।

'কি রকম পাহারা দিচ্ছ তোমরা? কি করে ঢুকল এরা, অ্যাঁ? যাও, ঠিকমত ডিউটি করোগে। বাড়ির চারদিকে লক্ষ্য রাখো। কারও চোখে কিছু পড়লেই অ্যালার্ম বেল বাজাবে। তারপর সোজা গুলি, কোন কথা নয়। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল আটজন গার্ড।

এবার রানার দিকে ফিরল রডনি লোবার।

'বুঝতেই পারছেন, সিনর রানা, সময় ফুরিয়ে এসেছে আপনাদের। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোন রকম সম্ভাবনা থাকলে কিছুতেই আনতাম না আপনাদেরকে এই গুদামে। এখানে কত কোটি টাকার ড্রাগস রয়েছে কল্পনাও করতে পারবেন না আপনি। শেষ দেখা দেখে নিন। তারপর...' ফার্নেসের দিকে চেয়ে মৃদু হাসি ফুটল লোবারের ঠোঁটে।

ঢোক গিলল রানা। 'শুধু দেখা নয়, কিছু শোনারও আগ্রহ রয়েছে আমার।'

'প্রশ্ন করুন,' একটা বোতামে চাপ দিল রডনি লোবার। 'পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে। পুরোপুরি গরম হতে পাঁচ মিনিট সময় নেয় এই চুলোটা। এই ফাঁকে যা খুশি জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন।'

'নোরমা কি রেড ড্রাগনের মেম্বার?'

'না। জোসেফ ডায়াজ ছিল আমাদের মেম্বার। এবং নোরমার প্রেমিক।'

'কিডন্যাপ-প্ল্যানটা কার? তোমার, না ডায়াজের?'

'একেকটা অংশ একেক জনের। গোনজালিসের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার অরিজিনাল প্ল্যানটা নোরমার। আপনার সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ আমি দিই। ব্রীফকেস বদলি করে পুরো টাকা মেরে দেয়ার প্ল্যান ডায়াজের। জিনাকে খুন করলে পুরো সম্পত্তির মালিক হতে পারে নোরমা—কথাটা আমিই ঢুকাই ওর মাথায়। খুনের দায়টা যে অনায়াসে মাসুদ রানার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া যায় সেটাও বুঝিয়ে দিই আমি ওদের পরিষ্কার।

তারপর তিনজন একসাথে বসে ঠিক করে ফেলি কে কি করবে। ঠিক হলো, আপনাকে কিডন্যাপ-প্ল্যানে আগ্রহী করে তুলবে নোরমা। জিনাকে জবাই করবে ডায়াজ। আর আপনাকে ইঞ্জেকশন পুশ করে প্ল্যানটা কমপ্লিট করব আমি। ওরা যার যার কাজ ঠিক মতই সেরেছে—মার খেয়ে গেছি আমি। সেই মারের শোধ তুলব আমি এখন। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আপনার?'

ইতোমধ্যেই লাল হয়ে গেছে ফার্নেসটা। গনগনে আগুনের হল্কা উঠতে শুরু করেছে ওর মধ্যে থেকে। ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত বদলে যাচ্ছে—টের পেল রানা। চোখে-মুখে গরম ভাপ এসে লাগছে। ড্যানেসের দিকে চেয়ে দেখল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখটা।

'জিজ্ঞাস্য নেই, কিন্তু কিছু উপদেশ দেয়ার আছে,' বলল রানা। 'বোকামি করছ তুমি, লোবার। আমাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটলে মহাবিপদে পড়ে যাবে তুমি। পুলিস জানে আমরা এখানে এসেছি।'

'জানে না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই ফোন করেছিলাম আমি হ্যামবার্টের কাছে। চোরের মত লুকিয়ে ঢুকেছেন আপনারা এই বাড়িতে। সম্ভবত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্যে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন আপনি। আমি জানি, জিনার খুনের ব্যাপারে পুলিসের সব সন্দেহ এখনও আপনারই ওপর রয়েছে।'

'কিন্তু আমাদের দু'জনের লাশ যখন পাওয়া যাবে...'

'লাশ!' অবাক হওয়ার ভান করল রডনি লোবার। 'লাশ পাওয়া যাবে কেন? আমার ওপর যদি পুলিসের সন্দেহ হয় স্বচ্ছন্দে পুরো বাড়ি সার্চ করতে দেব আমি ওদেরকে। কোথাও চিহ্ন মাত্র থাকবে না আপনাদের। আগামী তিন মিনিটের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আপনাদের শরীর—হাড়-মাংস, সব। তারপর আপনাদের ভস্মাবশেষ কমোডে ফেলে চেনটা টেনে দেবে লিমবো।' হেসে উঠল লোবার। 'সিনর রানা, ফার্নেসটা ভাষাহীন, কথা বলতে জানে না। টয়লেটের কমোড আর চেনও বোবা। কিছুই জানবে না পুলিস ওদের কাছ থেকে। কাজেই আপনার উপদেশ তেমন কোন রেখাপাত করছে না আমার মনে।'

'তাহলে দেরি করা হচ্ছে কেন?' অধৈর্য কণ্ঠে বলল নোরমা।

অট্টহাসি হাসল লোবার।

'অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি, নোরমা। তুমি ভাবছ, আশ্চর্য কোন কৌশলে বেঁচে যাবে ওরা, তারপর বজ্র হানবে তোমার মাথার ওপর? ওসব নাটক-নভেলেই ঘটে। বাস্তবে ঘটে তার উল্টোটা।' লিমবোর দিকে ফিরল লোবার। 'যদি কথা দাও একেবারে মেরে ফেলবে না, তাহলে এদের যে-কোন একজনকে দু'মিনিটের জন্যে তোমার হাতে ছেড়ে দিতে পারি।'

সবক'টা দাঁত বেরিয়ে গেল লিমবোর। আঙুল তুলে দেখাল রানাকে।

'বেশ, বেশ!' বলল রডনি লোবার। 'সিনর মাসুদ রানাকেই তোমার বেশি পছন্দ। ঠিক আছে, দু'মিনিট খেলা করতে পারো ওকে নিয়ে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এসে দাঁড়াল লিমবো

রানার সামনে। হাত দুটো চলতে শুরু করল স্লিভের ভেতর চালু পিস্টনের মত। নাকে মুখে বুকে পেটে—যেখানে খুশি মেরে চলেছে লিমবো, মুখে লেগে রয়েছে একটা বীভৎস সার্বক্ষণিক হাসি। এক মিনিটেই হাঁপিয়ে উঠল সে, সারা মুখে জমে গেল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে রানাও। চেহারা দেখে আর চেনার উপায় নেই ওকে। দরদর করে রক্ত ঝরছে নাক-মুখ থেকে। নীল হয়ে গেছে ঘুষি খাওয়া জায়গাগুলো।

দশ সেকেন্ড জিরিয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে এল লিমবো।

ঠিক এমনি সময়ে কড়াৎ করে বাজ পড়ল ঘরের ভেতর।

হুড়মুড় করে রানার ওপর পড়ল লিমবো। চেয়ার উল্টে রানাকে নিয়ে পড়ল মেঝেতে। বার দুই ঝাঁকি খেয়েই স্থির হয়ে গেল ওর দেহটা।

আবার হলো সেই প্রচণ্ড আওয়াজ।

মাথাটা উঁচু করে চারপাশে চাইল রানা। রডনি লোবারের পিস্তল ধরা হাতটা ঝুলে রয়েছে বেকায়দা ভঙ্গিতে। রক্তের স্রোত নামছে কনুই বেয়ে। সিক্কো আর বাদামীচুলো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। নোরমার মুখ কাগজের মত সাদা। ড্যানেসের দুই চোখ বিস্ফারিত।

ড্যানেসের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। অদ্ভুত একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। ভ্রূ পর্যন্ত নামানো মাথার টুপি, চোখে গোগো সানগ্লাস। পরনে আধ-ময়লা জিন্‌সের জ্যাকেট আর অসংখ্য স্টিকার লাগানো ঢোলা প্যান্ট। ডান হাতে কুচকুচে কালো একটা মাউজার—ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওটার মুখ থেকে।

একলাফে রানার পাশে চলে এল বিদঘুটে পোশাক পরা লোকটা, বাম হাতে ছুরি। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে রানার ডানহাতের বাঁধন কেটে দিয়েই ছুরিটা ধরিয়ে দিল সে রানার হাতে। লোবারের দিক থেকে পিস্তলের মুখটা সরায়নি সে এক মুহূর্তের জন্যেও।

চটপট বাঁধনগুলো কেটে দুই হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা লিমবোর লাশটা। মেঝে থেকে তুলে নিল লোবারের পিস্তল। তারপর মুক্ত করল ড্যানেসকে।

নড়ে উঠতে যাচ্ছিল বাদামীচুলো লোকটা—গুলি করল রানা। ডান কাঁধের পেশী ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। 'কেঁউ' করে অদ্ভুত এক টুকরো আওয়াজ বেরোল লোকটার মুখ থেকে, বাম হাতে চেপে ধরল ডান কাঁধটা।

সিক্কোর পকেট থেকে নিজের কোল্ট অটোমেটিকটা বের করে নিল ড্যানেস।

সাঁই করে সাদা মত একটা জিনিস উড়ে যাচ্ছিল ফার্নেসের দিকে, লাফিয়ে উঠে খপ্ করে ক্যাচ ধরে ফেলল রানা। নোরমার হ্যান্ডব্যাগ। এর ভেতর আছে রানার বাংলো থেকে চুরি করে আনা সেই টেপটা। প্রমাণ

নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার শেষ চেষ্টা বিফল হওয়ায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল নোরমা।

'দরজাটা লাগিয়ে দাও, ড্যানেস!' বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

ঘটাং করে লেগে গেল স্টীলের দরজা। বল্টু এঁটে দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ড্যানেস বিদঘুটে লোকটার দিকে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, সিনর। আর এক মিনিট দেরি করলে ফৌত হয়ে গিয়েছিলাম আজ। কিন্তু…আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না? এ বাড়িতে ঢুকলেনই বা কি করে?'

'আপনারা যে পথে ঢুকেছেন, সেই একই পথে, ক্যাপ্টেন ড্যানেস।'

গলা শুনে চমকে গেল ঘরের সব কয়জন। মেয়েলী কণ্ঠস্বর। টুপি আর গগল্‌স সরিয়ে হাসল লোকটা।

ব্রিজিতা ব্যাল্টার!

রানার দিকে চেয়ে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, রানা। দেরি হয়ে গেল পৌঁছতে।'

'ভাগ্যিস আরও একটা মিনিট দেরি করোনি!' ক্ষতবিক্ষত মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল রানা। সুইচ অফ্ করে দিল ফার্নেসের। 'ড্যানেস, তুমি বেঁধে ফেলো এদের।'

দমাদম দরজায় আঘাত পড়ছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঝট্‌পট্ বেঁধে ফেলল ড্যানেস লোবার, সিক্কো, নোরমা আর বাদামীচুলো লোকটাকে। বাঁধা হয়ে যেতেই পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে এগিয়ে গেল রানা একটা কাঠের বাক্সের উপর রাখা টেলিফোনের দিকে।

'তোমরা দু'জন আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছিলে, রানা।' ড্যানেসের কণ্ঠে অনুযোগ।

'রেখেছিলাম,' বলল রানা। 'তুমি যে সাথে আসতে চাইবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি সাহায্য না করলেও আজ রাতে এ বাড়িতে হানা আমাদের দিতেই হত, ড্যানেস। এছাড়া নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার আর কোন রাস্তা ছিল না। আমাদের প্ল্যান ছিল, আমি ধরা পড়ব, ও এসে উদ্ধার করবে।'

মাথা ঝাঁকাল ড্যানেস, তারপর খপ্ করে রিসিভারটা কেড়ে নিল রানার হাত থেকে।

'এ কাজটা আমার, রানা। একটু কাজ দেখাবার সুযোগ দাও আমাকে। অন্তত ব্রিজিতাকে বুঝিয়ে দিতে দাও যে, ক্যাপ্টেন ড্যানেস একেবারে ফ্যালনা নয়—প্রচুর ক্ষমতা আছে ড্যানেসের হাতেও।'

পাঁচ মিনিট অনর্গল কথা বলল ড্যানেস টেলিফোনে।

মানসচক্ষে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা হেডকোয়ার্টারের কর্মতৎপরতা। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে সেখানে। কয়েক লরী ভর্তি সেপাই রওনা হয়ে গেছে সিসিও-লজের দিকে। ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড থেকে একটা হেলিকপ্টার উঠে পড়েছে আকাশে।'

গুনে গুনে বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। বিক্ষিপ্ত গোটা কয়েক গুলির

আওয়াজ এল কানে। একটু পরেই লাউড-স্পীকারের আদেশ শোনা গেল—বার বার উচ্চারণ করা হচ্ছে একটা শব্দ: সারেন্ডার! সারেন্ডার!

দরজাটা খুলে সামান্য ফাঁক করল রানা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল ওপাশটা, তারপর একটানে হাঁ করে দিল কপাট।

'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক,' ডাকল সে ড্যানেস আর ব্রিজিতাকে।

সার বেঁধে চারতলায় উঠে এল ওরা। গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ হচ্ছে মাথার ওপর। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় এলাকাটা আলোকিত। নিচে ছুটোছুটি করছে পুলিস বাহিনী।

নোরমার ব্যাগ থেকে টেপটা বের করে ড্যানেসের হাতে দিল রানা। তারপর জুতোর হিলের সেই গোপন কুঠরি থেকে বের করে দিল ছোট্ট একটা ম্যাচবাক্সের মত যন্ত্র। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠছে ওটার ভিতর থেকে। বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল শব্দটা।

'কি এটা?'

'খেলনা টেপ রেকর্ডার। ক্যাসেট টেপ থেকে পাবে কিডন্যাপ প্ল্যান, আর এটার মধ্যে পাবে মার্ডার প্ল্যান। লোবারের প্রতিটা কথা রেকর্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে।'

'এস্‌বের আর কোন দরকার আছে কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

গটগট শব্দ হলো বুটের। ছাত থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কয়েকজন। বারান্দায় নেমেই থমকে দাঁড়াল ওরা। খটাস্ করে বুট ঠুকে স্যালুট করল ড্যানেসকে।

রানা দু'পা এগিয়ে গেল ড্যানেসের দিকে।

'ও. কে., ড্যানেস। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং। আমার কাজ খতম। যাচ্ছি আমি।'

ব্রিজিতার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল রানা। যতক্ষণ দেখা যায়, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ড্যানেস ওদের দিকে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছেই লেপ্টে গেল শরীর দুটো।

মৃদু হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল ড্যানেস।

অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ওর।

***